উপ-গীতা

বিভেত্য্‌ অল্পশ্রুতাদ্ বেদঃ মাম্ অয়ং প্রহরিষ্যতি।
কার্ষ্ণং বেদম্ ইমং বিদ্বান্ শ্রাবয়িত্বা অর্থম্ অশ্নুতে॥

মহাভারত—আদিপর্ব—১-২৬৮

শ্রীযতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়।
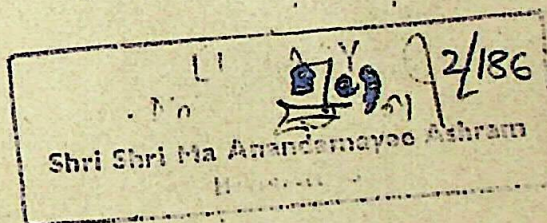
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

উপ-গীতা

সমানং মন্ত্রং অভিমন্ত্রয়ে বঃ।
সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥

ঋগ্বেদ—১০-১৯১-৩

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
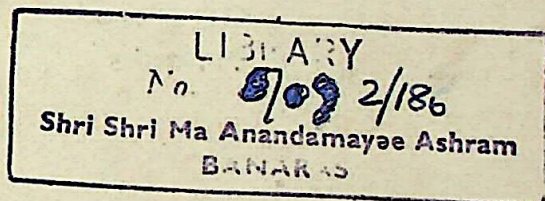
অভয়-সপ্তমী
১৭ই পৌষ ১৮৭৩ শক / ১৩৫৮ সন

অকাল নিবাস
৪১ লেক এভিনিউ / কবীর রোড,
কলিকাতা

মূল্য—২৲

প্রকাশক—
শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য
সংস্কৃতপুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রাপ্তিস্থান—
(১) সংস্কৃতপুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
(২) অকাল-নিবাস
৪১নং লেক এভিনিউ
পোঃ কালীঘাট
(৩) বৈদিক গুরুদ্বারা
বারাকপুর রোড
পোঃ বারাসত

প্রিণ্টার—শ্রীবামাচরণ মণ্ডল
রাণীশ্রী প্রেস
১১বি, বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৯

द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत्।
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ [शान्ति पर्व-२६५-२]
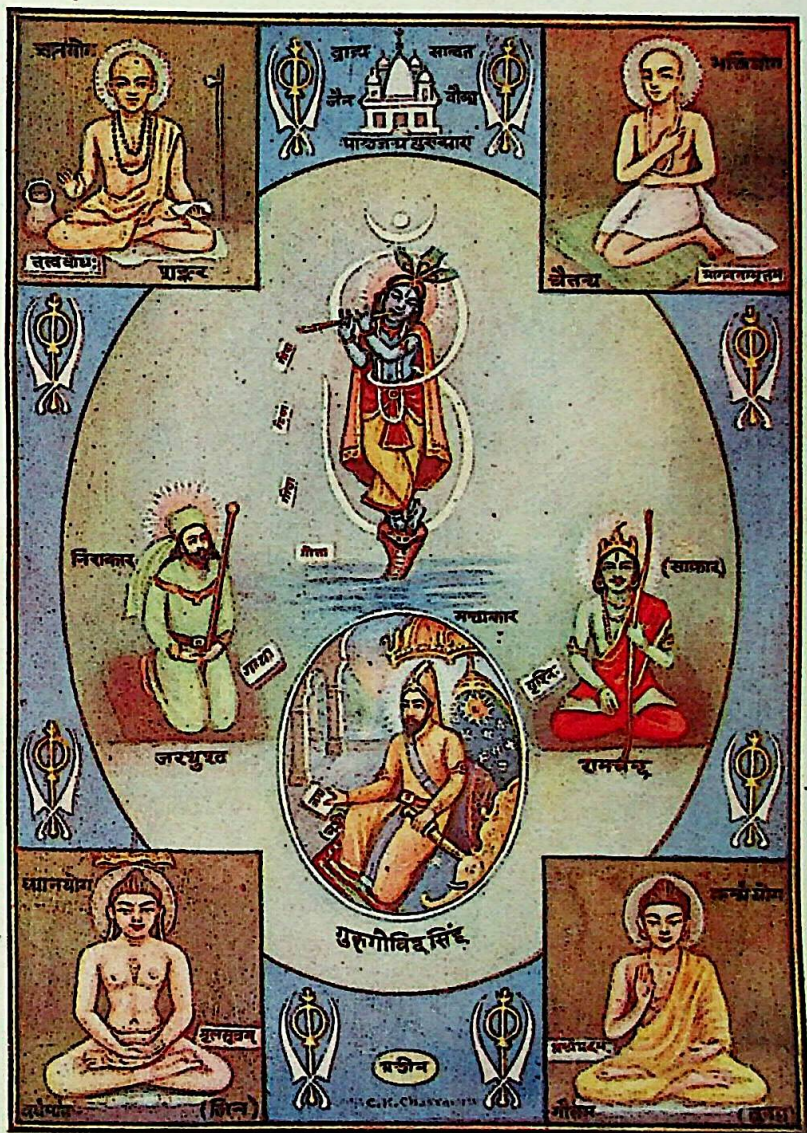
संघः एव हतः हन्ति, संघः रक्षति रक्षितः।
संघः सुप्तेषु जागर्ति, सः संघः ग्रन्थे निष्ठितः ॥ [उपगीता—७-३०]

সূচীপত্র

ঘণ্টা-পথঃ

উপ-গীতা

ভূমিকা।

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশাম্ এষঃ পুরাণোঽর্কো অধুনোদিতঃ॥

ভাগবত—১-৩-৪৫

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ-লীলা সংবরণ করিলে পর, তাঁহার ধর্মজ্ঞানের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যাহাতে কলিহত জীবকে পরমার্থলাভের উপায় বলিয়া দিতে পারে এইজন্য এই পুরাণ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান আছে।

—:*:—

১। গীতার শ্রেষ্ঠতা—

উপগীতা গীতারই অনুরণন। অতএব উপ-গীতার কথা বলিতে গেলে প্রথমে গীতার কথা বলিতে হয়।

গীতা জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। সভ্য-জগতে এমন কোনও ভাষা নাই যাহাতে গীতা অনূদিত না হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় গীতার উপরে যত ভাষ্য টীকা টিপ্পনী ও নিবন্ধ রচিত হইয়াছে, আর কোনও গ্রন্থের উপর তাহা হয় নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ গীতার দার্শনিক বিচারের সৌষ্ঠবে বিমুগ্ধ হইয়াছেন। মুসলমানযুগে আকবরের সভার রাজকবি বিখ্যাত ফৈজী পারসী ভাষায় পদ্যে গীতা অনূদিত করিয়াছিলেন। আধুনিক ভারতীয় ভাষায়—হিন্দি, বাংলা গুজরাতী ও মারাঠিতে গীতা সম্বন্ধে কোনও না কোনও প্রবন্ধ প্রতিমাসেই

পত্রিকায় বাহির হইতেছে। গীতার আকর্ষণ সনাতন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন, "হিন্দুর আর সকল পুস্তক যদি বিনষ্ট হইয়াও যায়, একমাত্র গীতা রক্ষা পাইলেই, হিন্দুতন্ত্র পুনর্জীবন লাভ করিতে পারিবে।"

গীতার গাথক শ্রীকৃষ্ণ ধর্মজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁহার শুভাবতরণের পূর্বেই ভগবান্ রামচন্দ্র ও মঘবান্ জরথুস্ত্র ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহারা যথাক্রমে সাকার ও নিরাকারোপাসনার আদিম প্রবর্তক। তাহাদের উদান ও অবদানের সামঞ্জস্য করিয়া বাসুদেব গোবিন্দ গীতার ধর্মতত্ব স্থাপন করেন। আর্য্য জাতির প্রাক্তন শাস্ত্রসমূহে যে সকল আধ্যাত্মিক সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল, গীতায় তাহাদের সমাহার ও সমন্বয়।

বেদ ও অথর্ববেদের (বেদপরিশিষ্টের) অন্তর্নিহিত তত্বসমূহ সঙ্কলিত করিয়া উপনিষদ্গুলি রচিত হইয়াছিল। গীতায় উপনিষদ্সমূহের সারভাগ সংগৃহীত আছে—গীতা পাঠেই বেদাধ্যয়নের ফল লাভ করা যায়। গীতাই পঞ্চম বেদ—ধর্মজগতে গীতার স্থান অতুলনীয়।

কেবল মনোহারিত্বদ্বারাই কোনও গ্রন্থের মূল্য নির্ণয় করা চলে না। ভণ্ড পয়গম্বরত্বের (False Prophet) অপবাদে ক্ষুণ্ণ হইয়া হজরত মহম্মদ বলিয়াছিলেন, "কোরাণের মত একখানা গ্রন্থ মোসেলিমা প্রকাশ করুক তো দেখি, তবেই তাহার পয়গম্বরত্বের দাবী সাজে"।* কথাটা খুবই সত্য। কেবল ভাষার লালিত্যদ্বারা বিচার করিলে কালিদাসের "মেঘদূত" গীতা হইতে ভাল মনে হইতে পারে, সহস্র রজনীর গল্পগুলি আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠ পুস্তক বলিয়া দাবী করিতে পারে। কিন্তু ইহাদের ফল ক্ষণিক, প্রভাব ভাসা ভাসা। আধ্যাত্মিক সমস্যাসমূহই মানুষকে গভীরতমভাবে স্পর্শ করে। জীবনের উদ্দেশ্য কী, কেমনে তাহা লাভ করা যায়, ত্রিতাপের শান্তি কেমনে হয়, যে গ্রন্থে ইহার বিশদ সমাধান আছে, তাহাই শ্রেষ্ঠ পুস্তক। যে ব্যক্তি পুত্রশোকে

---

* Sell—Historical Development of the Quoran—P 51

কাতর হইয়া পড়িয়াছে, কালিদাসের কাব্য তাহার পক্ষে বিরক্তিকর, গীতাই তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারে।

২। যোগত্রয়—

পুরুষার্থ (জীবনের উদ্দেশ্য) কী, তাহাই মানুষের প্রধান প্রশ্ন। কারণ এই প্রশ্নের উত্তরের উপরই তাহার প্রত্যেক পদক্ষেপের দোষগুণ নির্ভর করে। পূর্ব সমুদ্রে যাওয়া যাহার উদ্দেশ্য সেই মানুষ যদি পশ্চিমমুখে হাটিতে থাকে—তবে সে কখনই তাহার গন্তব্যস্থলে পৌছিতে পারে না। অতএব যিনিই গতানুগতিকতার উর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছেন, তাহার মনে বার বার এই প্রশ্ন উদিত হয়, যে জীবনের উদ্দেশ্য কী।

দার্শনিকগণ বহুবিধ আলোচনা করিয়া এই প্রশ্নের নানাবিধ উত্তর দিয়াছেন। সেই উত্তরগুলিকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—কতকগুলি কর্মযোগ-প্রধান, কতকগুলি জ্ঞানযোগ-প্রধান, আর কতকগুলি ভক্তিযোগ—প্রধান। গীতাই একমাত্র গ্রন্থ যাহাতে এই তিনটী যোগের সমন্বয় করা হইয়াছে। কাজেই গীতার মতন গ্রন্থ দ্বিতীয় আর একখানা নাই।

গীতার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে হইলে এই যোগগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অতএব সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা যাউক। কর্মযোগের মতে প্রজ্ঞার (Conscience=বিবেক) আদর্শের অনুবর্তনই জীবনের উদ্দেশ্য। মানুষ যাহা কিছুই করিতে যায়, সর্বত্রই তাহাকে একটা দোটানায় পড়িতে হয়। একটা সুখের পথ, অপরটী কল্যাণের পথ। ইন্দ্রিয়ের প্রলোভন তাহাকে কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়া সুখের পশ্চাতে যাইতে বলে, আর প্রজ্ঞার বাণী তাহাকে সুখান্বেষণ পরিত্যাগ করিয়া কর্তব্যের পথে স্থির থাকিতে বলে। সুখ ও কল্যাণের দ্বন্দ্বকেই কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে প্রেয়স্ (সুখ) ও শ্রেয়সের (কল্যাণের) দ্বন্দ্ব।

অন্যত্ শ্রেয়স্ অন্যদ্ উতৈব প্রেয়স্।
তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ॥

কঠ—২—১

প্রেয়সের পথে চলিতে থাকিলে মানুষ ক্রমেই মনুষ্যত্ব হারাইতে থাকে এবং অবশেষে পশুতে পরিণত হয়। শ্রেয়সের পথে চলিতে থাকিলে চরিত্রের উত্কর্ষ লাভ করিয়া মানুষ দেবতুল্য হয়—চিরভাস্বর গৌরব লাভ করে। শ্রেয়সই মানুষের অবলম্বনীয়—প্রেয়স নহে। শ্রেয়স কোথায়, প্রজ্ঞাই (Conscience) আমাদিগকে তাহা বলিয়া দেয়। প্রজ্ঞাই আমাদিগকে প্রেয়সের পথ যাইতে নিষেধ করে, শ্রেয়সের-দিকে যাইতে নির্দেশ দেয়। প্রজ্ঞার নির্দেশ অনুবর্তন করিতে পারিলেই আমরা জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতা লাভ করিব। ইহাই কর্মযোগের কথা।

নিঃশ্রেয়স্ কী, দার্শনিক মিল তাহার একটা লক্ষণ দিয়াছেন। নিজের কল্যাণ ও অপরের কল্যাণে প্রভেদ নাই। অতএব সকলের কল্যাণ যাহাতে হয় তাহাই নিঃশ্রেয়স্। আর যদি সকলের কল্যাণ করা সম্ভবপর না হয়, একজনের ইষ্ট করিতে গিয়া অপরের অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে যাহাদ্বারা বহু লোকের কল্যাণ হয় তাহাই নিঃশ্রেয়স্। মিল বলিয়াছেন—Greatest Good of the Greatest Number. আমরা অনুবাদ করিতে পারি—"ভূয়িষ্ঠ জনের গরিষ্ঠ কল্যাণ"। কার্য্যকরী নীতি হিসাবে এই পরিনিষ্ঠাই (Principle) কর্মযোগীর অবলম্বনীয়।

নিঃশ্রেয়সই কর্মযোগের লক্ষ্য। পরন্তু জ্ঞানযোগ ইহা অপেক্ষা একপদ অধিক অগ্রসর হয়। জ্ঞানযোগীর লক্ষ্য মোক্ষ।

জ্ঞানযোগ আবার দুই ভাগে বিভক্ত—পূর্ব জ্ঞানযোগ অথবা ধ্যানযোগ, এবং উত্তর জ্ঞানযোগে অথবা বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে। অধি-আত্মা (সাক্ষি-আত্মা) ধ্যানযোগের অবলম্বন, আর ব্রহ্ম বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগের অবলম্বন, এই তাহাদের

মধ্যে পার্থক্য; পরন্তু উভয়েরই লক্ষ্য মোক্ষ, এই সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়া উভয় পন্থাকেই সাধারণতঃ জ্ঞানযোগ বলিয়া অভিহিত করা হয়।

মোক্ষই জ্ঞানযোগীর লক্ষ্য। জ্ঞানযোগী বলেন কামনামাত্রই দুঃখজনক—সে কামনা ভাল কামনাই হউক, আর মন্দ কামনাই হউক। কামনা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত কামনার অপূরণজনিত দুঃখ আছেই। একটী কামনা পূর্ণ হইলেই আর একটী কামনা আসিয়া সেই স্থান দখল করে, দুঃখ থাকিয়াই যায়। কামনার পথে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি নাই। মন্দ কামনার (ভোগ-সুখ কামনার) আরও অনেক কুফল আছে, তাহা মানুষকে বিপথগামী করিয়া ক্রমে ক্রমে মনুষ্যত্বভ্রষ্ট করে, পরন্তু ভাল কামনাও (কল্যাণ কামনাও) কামনাই বটে। সত্ত্বের বন্ধনও বন্ধন বটে। কামনা থাকিতে দুঃখের বিনাশ নাই। অতএব সর্ববিধ কামনা পরিত্যাগই আনন্দলাভের একমাত্র উপায়। ইহার নামই মোক্ষ। মোক্ষধাম বলিয়া একটা পৃথক্ নগর নাই। যাহার হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, তিনিই মোক্ষধামে পৌছিয়াছেন। যাহার আসক্তি নাই, তিনিই মুক্ত।

অধি-আত্মাতে (সাক্ষি-আত্মাতে) কোনও কামনা নাই, ইহা চিত্তক্ষেত্রের দ্রষ্টামাত্র—সুখেরও দ্রষ্টা, দুঃখেরও দ্রষ্টা, পাপেরও দ্রষ্টা, পুণ্যেরও দ্রষ্টা।

কোন কামনা নাই বলিয়া আত্মাতে কোনও দুঃখ নাই। আত্মা সদানন্দময়, এই সদানন্দময় সাক্ষিমাত্র আত্মাতে সর্বদা অবস্থান করিয়া দ্রষ্টার আনন্দ ভোগ করাই ধ্যানযোগী পরমপুরুষার্থ বলিয়া বিবেচনা করে। (তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্—পাতঞ্জল ১-৩)

অধি-আত্মা বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগীর-ও অবলম্বন। পরন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগী বলেন যে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা না করিয়া অধি-আত্মার স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝা যায় না। একই ব্যক্তির স্বপ্ন-চৈতন্য যেমন নদী, গিরি, বন প্রভৃতি নানাবিধ জড়পদার্থের, কিম্বা সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি নানাবিধ চেতন জীবের আকারে পরিবর্তিত

হয়, অথচ মূলতঃ তাহা একটী মাত্র ব্যক্তির চৈতন্য ছাড়া আর কিছুই নহে, সেইরূপ অসংখ্য জড় ও জীব সমন্বিত এই বিশ্বজগত্‌ একটীমাত্র মূল চিত্‌শক্তিরই বিবর্তন মাত্র। তাহার সত্তাদ্বারাই অন্যান্য সকল পদার্থ নিজ নিজ সত্তালাভ করিয়াছে। যথায় যাহা কিছু আছে, তাহা সেই মূল কারণেরই অভিব্যক্তি। এই মূল কারণের নামই ব্রহ্ম। তিনি আছেন বলিয়া সত্‌, চৈতন্যময় বলিয়া চিত্‌, এবং অনন্তত্ব হেতু (কিছুরই অভাব নাই বলিয়া) আনন্দময়। সর্বত্র ব্রহ্ম অবস্থিত, তবে অধি-আত্মাতেই তাহার বিশিষ্ট প্রকাশ। তিনিও সচ্চিদানন্দ, অধি-আত্মাও সচ্চিদানন্দ। সকল অধি-আত্মার আত্মাস্বরূপ পরমাত্মা যে ব্রহ্ম, তাঁহার সহিত অভিন্নত্ব বুঝিতে পারিলে তবে অধি-আত্মার স্বরূপ যথার্থ জানা যায়। ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য উপলব্ধি করার নামই মোক্ষ, ইহা শুদ্ধ জ্ঞানযোগের কথা।

কর্মযোগীর লক্ষ্য যেমন কল্যাণ, জ্ঞানযোগীর লক্ষ্য তেমন মোক্ষ। কিন্তু ভক্তিযোগী মোক্ষে-ও তৃপ্ত হয় না। সে আরও অধিক একপদ অগ্রসর হয়। ভক্তিযোগী বলেন ব্রহ্ম শুধু চিন্ময় নহেন তিনি প্রেমময় ও কল্যাণময়ও বটেন। নতুবা কল্যাণের এবং প্রেমের প্রেরণা মানুষ কোথা হইতে পাইল? সেই প্রেমময়ের সঙ্গসুখ ভোগ করাই মানুষের শ্রেষ্ঠ লাভ। পরমেশ্বর বিষ্ণু শুধু কথার কথা—কবির কল্পনা, কিম্বা দার্শনিকের অনুমান মাত্র—নহেন। "সাধনার দ্বারা তাঁহার সাক্ষাত্‌ লাভ করা যায়" এই কথা যাহারা বলিয়া গিয়াছেন, তাহারা মূর্খ অথবা প্রবঞ্চক ছিলেন না। তাহাদিগকে অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু নাই। ভক্তিযোগী বলেন সাধন করিলে তুমি-ও তাহার সাক্ষাত্‌ পাইবে। ধন, মান, সুখ, সম্পদের জন্য তাহাকে চাহিলে, অন্য কামনার সাধন স্বরূপ তাঁহাকে গণ্য করিলে, তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না। অন্য সমস্ত কামনা বিরহিত হইয়া আকুল অন্তরে তাঁহাকে ডাকিলে, তাঁহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি মনে করিয়া তাঁহার সঙ্গসুখের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলে, নিরন্তর জপদ্বারা

তাঁহার স্মৃতি অনুক্ষণ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখিলে, তিনি অচিরেই আসিয়া দেখা দেন। ইহাই ভক্তিযোগের সিদ্ধি। মহেশ্বর মঝ্‌দাকে ভুলিয়া গিয়া কেবল কল্যাণের কিম্বা মোক্ষের পথ অনুসরণ করার তেমন মূল্য নাই। তাহাদ্বারা জীবন পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে না—মানুষ যাহা পাইতে পারিত তাহা পায় না।

জ্ঞানযোগী অবশ্য একটা আপত্তি তোলে। সে বলে জগতে শুধু কল্যাণই নাই, অকল্যাণও আছে; শুধু দিন নাই, রাত্রিও আছে; শুধু পুণ্য নাই, পাপও আছে। এই অকল্যাণ, এই রাত্রি, এই পাপ, কোথা হইতে আসিল? ঈশ্বর যদি পাপের সৃষ্টি করিয়া থাকেন তবে তাহাকে পুণ্যময় বলা মূঢ়তা, ঈশ্বর যদি দুঃখেরও সৃষ্টি করিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে দয়াময় বলা আত্মবঞ্চনা মাত্র।

জ্ঞানযোগীর এই আক্ষেপ ভক্তিযোগীর শ্রদ্ধা টলাইতে পারে নাই। ব্রহ্ম পাপ ও পুণ্য, সুখ ও দুঃখ, আলোক ও তিমির ইত্যাদি সর্ববিধ দ্বন্দ্বের আকর বটেন, এমন কি অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব উভয়ই তাহাতে আশ্রিত [ন সত্‌ তন্‌ নাসদ্‌ উচ্যতে—গীতা ১৩-১৩] একথাও সত্য বটে, তথাপি তিনি আছেন। নাস্তিত্ব তাহার অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারে নাই। নতুবা বিশ্ব শূন্যমাত্র হইত—বিশ্ব থাকিত না, আমি থাকিতাম না। আমি যখন আছি, তখন সত্‌ শক্তি অসত্‌ শক্তি অপেক্ষা প্রবল, সত্‌ শক্তিই নিত্য, অসত্‌ শক্তি অনিত্য। বিদ্যাশক্তিই ঈশ্বরের স্বরূপ, অবিদ্যাশক্তি অনিত্য আবরণ মাত্র। তাই দেখি সত্য মিথ্যাকে জয় করে, প্রেম হিংসাকে জয় করে। যে যত বড় মিথ্যাবাদীই হউক না কেন, মনে মনে সত্যবাদীকে শ্রদ্ধা না করিয়া পারে না। যে ব্যক্তি বলে, "আমি মিথ্যাকেই আদর করি" সেও তাহার এই রটনা সত্য বলিয়া গৃহীত হইতেই ইচ্ছা করে। সত্যের উপর, ন্যায়ের উপর যে শ্রদ্ধা, মানুষ তাহা কোথা হইতে পাইল? মূল কারণে তাহা না থাকিলে মানুষে তাহা অকস্মাত্‌ উদ্ভূত হইতে পারে না। অর্থাত্‌ ব্রহ্ম সত্য ও মিথ্যা (মায়া) এই উভয়েরই যেমন কারণ, সেইরূপ সত্যের প্রতি যে শ্রদ্ধা মানুষের আছে, তাহার কারণও ব্রহ্মই বটেন। অর্থাত্‌

ব্রহ্ম নির্বিশেষ নহেন—সবিশেষ! নির্বিশেষ ব্রহ্মই চূড়ান্ত তত্ত্ব নহে, সবিশেষ বিষ্ণুই চূড়ান্ত সত্য। এই যুক্তি দ্বারাই বৈষ্ণব দার্শনিকগণ ভক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। একমাত্র গীতাতেই কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটী যোগের ব্যাখ্যা ও সমন্বয় আছে। কেবলমাত্র ব্যাখ্যাও যদি থাকিত, তবুও গীতা অপূর্ব পুস্তক হইত। কারণ যোগত্রয়ের এরূপ বিশদ বিবরণ আর কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না কিন্তু কেবল ব্যাখ্যা নহে, এই যোগত্রয়ের পরস্পর সম্বন্ধ কী, গীতা তাহাও বলিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে গীতা তাহাও দেখায়াইছেন। এই সামঞ্জস্যের ফলে কোন যোগটী সকলের বড় এই নিরর্থক বিবাদের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব লুপ্ত হইয়াছে। বরং "একে অন্যের অনুপূরক, সকলে মিলিয়া মানুষকে মোক্ষধামে পৌছাইয়া দেয়, ইহারা একটী মাত্র পথেরই বিভিন্ন অংশমাত্র" এই ধারণা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে শাক্ত (শিখ) বৈষ্ণব (হিন্দু) শৈব (পার্শী) সৌর (জৈন) এবং গাণপত্য (বৌদ্ধ) বেদান্ততন্ত্রের এই পাঁচ শাখার মধ্যে অক্ষুণ্ণ প্রীতি সংস্থাপিত আছে। হিন্দু, পার্শী, শিখ তো ঈশ্বর-বাদীই, নিরীশ্বর বৌদ্ধ ও জৈনের পক্ষেও স্বাধ্যায় বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা নাই, এমন যে অমৃতময় গ্রন্থ, জগতে কোথায় আর তাহার তুলনা মিলিতে পারে?

মানুষের চিত্ত ইচ্ছা (Willing) জ্ঞান (Knowing) এবং সুখ-দুঃখানুভূতি (Feeling) এই তিনটী বৃত্তিদ্বারা গঠিত। শুদ্ধ ভাষায় ইহাদিগকে যথাক্রমে বলা হয় কামনা (Volition) চেতনা (Cognition) এবং বেদনা (Conation)। ইহাই পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের সিদ্ধান্ত। প্রাচ্যদর্শনে বলা হয় চৈতন্যের ক্ষেত্র, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার ও আত্মা লইয়া গঠিত। তন্মধ্যে আমরা মনকে কামনা (ইচ্ছা), বুদ্ধিকে চেতনা (জ্ঞান) এবং চিত্তকে বেদনা (সুখ-দুঃখানুভব), বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। মন, বুদ্ধি ও চিত্তের

সমবায়কে বলা হয় অহঙ্কার (Mind); অহঙ্কারের দ্রষ্টাকে বলা হয় আত্মা (Soul)। অহঙ্কারকে অনেক সময় বলা হয় ক্ষর-আত্মা (Lower Self) এবং অহঙ্কারের দ্রষ্টাকে বলা হয় অক্ষর-আত্মা (Higher Self)। সে যাহাই হউক মানুষের অন্তঃকরণ, কামনা, চেতনা ও বেদনা এই তিনটী বৃত্তিদ্বারা গঠিত।

যে কোনও মানসিক অবস্থায়ই এই তিনটী বৃত্তিই দেখা যাইবে; আর কোনও অবস্থায়ই ইহার অতিরিক্ত আর একটী চতুর্থ বৃত্তি দেখা যায় না। এই তিনটী বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া আধ্যাত্মিক উপসম্পদার পথ ত্রিধা বিভক্ত। তাহারা যথাক্রমে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। গীতা দেখাইয়াছেন যে কর্মযোগেই আধ্যাত্মিক জীবনের স্ফুরণ। সুখ-দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া মানুষ কর্তব্য করিয়া যাইবে ইহাই কর্মযোগের নির্দেশ। যাহা কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, তাহা সাধন না করিলে, সিদ্ধিলাভ কেমনে হইতে পারে? জ্ঞানযোগ কর্মযোগেরই বিকাশ। সকল কামনা জয় করিয়া নিষ্কিঞ্চন হইতে না পারিলে, কেবল সাক্ষি-মাত্র আত্মায় অবস্থান করিতে না শিখিলে, পাপ ও দুঃখ জয় করা যায় না, মোক্ষলাভ হয় না, বন্ধন থাকিয়াই যায়। ভক্তিযোগ আবার জ্ঞানযোগের বিকাশ। মানুষ নিজেকে নিজে সৃষ্টি করে নাই; কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায় যাইবে তাহা কিছুই অবগত নহে। জগত্স্রষ্টা মহেশ্বর মঝ্দাকে ভুলিয়া থাকিয়া পুরুষার্থ লাভের আশা বিফল প্রয়াস মাত্র। যিনি তাঁহাকে আত্মদান করিয়াছেন, যাঁহার বিধানের ফলে সাক্ষি-আত্মাতে অবস্থান করিয়া জীব পাপ ও দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে, যিনি হৃদয়ে প্রেম দিয়াছেন বলিয়া মানুষ কন্যা-সুত-দারা-জননীর স্নেহ পায়, তিনি কতই না স্নেহময়। তাহার স্নেহাশীর্বাদ না পাইলে জীবন আনন্দময় হইতে পারে না। তাই ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ যোগ। পরন্তু ভক্তি-যোগই আধ্যাত্মিক জীবনের চরম পরিণতি হইলেও একসর-ই তথায় পৌছান যায় না। ত্রিতন্ত্র

অট্টালিকায় উঠিতে হইলে সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিতে হয়। কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের মধ্য দিয়াই ভক্তিযোগে আরোহণ করিতে হয়।

যে নরের কর্তব্যে নিষ্ঠা নাই—ন্যায় ও অন্যায়ের কোন পার্থক্য যে করে না, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা ধর্মের রক্ষক মহেশ্বর নঝ্দ্রার অনুগ্রহ সে কিছুতেই লাভ করিতে পারে না।

এইরূপ জ্ঞানযোগের আলোচনায় বিমুখ যে থাকে, অশুভশক্তির কারণ সে খুঁজিয়া পায় না। মনে মনে একটা গোঁজামিল দিয়া বলিয়া থাকে, পরিণামে ন্যায় পক্ষেরই জয় হইবে।

ন্যায়—অন্যায়ের যুদ্ধ যে একটা চিরন্তন আবৃত্ত পৌনঃ-পৌনিক যুদ্ধ, দিন ও রাত্রি উভয়ই যে সৃষ্টির আবশ্যক অঙ্গ, ব্রহ্ম যে ঔদাসীন্য দ্বারা শুভ ও অশুভ উভয়েরই অতীত,* এই সত্য উপলব্ধি না হইলে, ঈশ্বর—নিষ্ঠার মূলেও একটা সংশয় থাকিয়া যায়। মনে হয় যাহা করা উচিত ঈশ্বর তাহা করিতেছেন না। নিষ্কিঞ্চন হইতে না পারিলে নারায়ণ যে মঙ্গলময় এ ধারণা দৃঢ় হয় না। সাক্ষি-চৈতন্যে অবস্থান করিয়া মোক্ষানন্দ ভোগ করিবার সৌভাগ্য তিনি জীবকে দিয়াছেন, এই ধারণা স্পষ্ট হইলেই লোকে বুঝিতে পারে—"ন সন্ ন চাসন্ শিব এব কেবলঃ"—(শ্বেতাশ্বতর—৪-১৮)। সদসদাত্মক সর্ববিধ দ্বন্দ্বের অতীত যে পুরুষ, মঙ্গলময় তিনিই পুরুষোত্তম বিষ্ণু। তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া সাধক দ্বন্দ্বাতীত হইতে পারে—এই সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলের উত্স্ তিনিই।

কর্মযোগেই যে ব্যক্তি থামিয়া থাকে, ভক্তিযোগ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় না, সে অন্ধ। সে নিজেতেই নিজে আবদ্ধ আছে। যে বিশাল ঐশী শক্তি অশুভকে দমন করিয়া শুভকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতেছে, যে বিরাট সূর্য্যের একটী মাত্র রশ্মি তাহার প্রজ্ঞার ভিতর ক্রিয়া করিয়া তাহাকে ন্যায়নিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে, তাহার

---

* (১) মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি। ভাগবত ১-৭-২৩
(২) মেনে অসন্তম্ ইবাত্মানং সুপ্তশক্তির্ অসুপ্তদৃক্। ভাগবত ৩-৫-২৪

খবর সে রাখে না। সবিতার বরেণ্য ভর্গ তাহার উপর ক্রিয়া করে—কিন্তু সবিতাকে সে দেখিতে পায় না।

এইরূপ জ্ঞানযোগে থামিয়া থাকিলেও চলিবেনা। নিজের অক্ষমতার কথা বুঝিতে পারিয়া ঐশী শক্তির নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়া, শক্তিলাভ করিতে যিনি শিখেন নাই, পাপের প্রলোভন ও দুঃখের আঘাতে যাহাকে অনুক্ষণ কাঁদিতে হয়, সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের সহিত অভিন্নত্ব দাবী করা, তাহার পক্ষে একটা প্রহসন মাত্র। তপস্যা দ্বারাই ব্রহ্মলাভ হয়। তপস্যা করার শক্তি যিনি দিয়াছেন তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিলে চলিবে কেন? সর্ববিধ পাপের হন্তারক ঈশানের সান্নিধ্যই মানুষকে পাপের হাত হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে। ইন্দ্রই বৃত্রকে নিধন করিতে পারেন, মঝ্‌দার অনুগ্রহ ছাড়া শয়তানের হাত হইতে কেহ রক্ষা পায় না।

ফলকথা কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান এই তিন যোগের সংযোগেই ধর্মপথ গঠিত। তাহা দ্বারাই সচ্চিদানন্দকে লাভ করা যায়। এই যোগত্রয়ের কোনওটীকে একেবারে পরিত্যাগ করাতো দূরের কথা, অপ্রধান বলিয়া কাহাকেও উপেক্ষা করিলেও ধর্মজীবন লাভ করা যায় না। মানুষ কর্তব্যনিষ্ঠ হইবে, শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্ব যে একটা মায়া মাত্র, তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে তাহার যে কোনও সত্তা নাই ইহা উপলব্ধি করিবে, আবার কর্মফল রুদ্রে সমর্পণ করিয়া জীবনপথে চলিতে থাকিবে, তাহা হইলেই সে পূর্ণতা লাভ করে, নতুবা তাহার ধর্ম-সাধনা অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

গীতা এই সামঞ্জস্যই বিধান করিয়াছেন, আবার এই সামঞ্জস্য দ্বারা ধর্ম-জগতের সকল সমস্যা চিরদিনের জন্য সমাধান করিয়া গিয়াছেন। এইজন্য গীতা জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম-গ্রন্থ। যে ইহা স্বীকার করিয়া গীতাকে স্বাধ্যায়রূপে গ্রহণ করিবে, সে তাহার ফল পাইবে। যাহার সে শ্রদ্ধা হইবে না, সে নিজেকেই বঞ্চিত করিবে।

(৩) উপ-গীতার প্রবৃত্তি :—

উপনিষদ্ ও মহাভারত।

গীতার রচনাকে একটা আকস্মিক ঘটনা বলিয়া মনে করিলে চলিবে না ; যে চিন্তাধারার পরিণত ফল গীতা, সেই চিন্তাপ্রবাহ অতি পুরাতন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল, আর মহাভারতের যুগে তাহা বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল এ অনুমান করা স্বাভাবিক।

প্রাচীনগণের উক্তিতে আমরা এই অনুমানের পূর্ণ সমর্থন পাই। তাহারা বলিয়া গিয়াছেন—

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল-নন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

গীতামাহাত্ম্য (ভীষ্মপর্ব—৪৩ অধ্যায়)

আবার তাঁহারা বলিয়াছেন,

ভারতে সর্ববেদার্থঃ ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ ?
গীতায়াম্ অস্তি তেনেয়ং সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা ॥

ভীষ্মপর্ব—২৪-১ (নীলকণ্ঠ)

ইহা হইতেই বুঝা যায় উপনিষদ্ ও মহাভারতের সহিত গীতার কী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ; যে অমূল্য রত্নরাজি গীতায় মালাকারে গ্রথিত আছে, তদনুরূপ আরও অনেক রত্ন উপনিষদ্ ও মহাভারতে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ আছে। উহাদিগকে চয়ন করিয়া একত্র সংগ্রহ করিলে ভাল হয়, এই ধারণা হইতেই এই "পঞ্চালিকা" রচনার প্রবৃত্তি। রত্ন স্বপ্রকাশ—নিজেই নিজের প্রকাশক। এই শ্লোকগুলি পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন গীতার সহিত এই শ্লোকগুলির সাদৃশ্য কত নিবিড়। ইহা দ্বারা পাঠক বুঝিতে পারিবেন "বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টানের অনুকরণে শঙ্করাচার্য্য বা অপর কোনও পণ্ডিত কর্তৃক রচিত হইয়া গীতা মহাভারতে

প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল",* কোনও কোনও আধুনিক পণ্ডিত-মূর্খদের এই প্রলাপ কতটা অজ্ঞতার ফল। উপনিষদ্, মহাভারত ও গীতা অঙ্গাঙ্গি-ভাবে সম্পৃক্ত। যে তত্ত্ব উপনিষদে বিবৃত হইয়াছে, মহাভারতের অন্যত্র স্ফুটিত হইয়াছে, গীতাতে তাহাই একত্র সমাহৃত। উপনিষদ্ ও মহাভারতের অধ্যয়ন দ্বারা গীতার বিষয় বস্তু যোগত্রয়ের সামঞ্জস্য সম্বন্ধে ধারণা আরও পরিস্ফুট হয়। এমন কি কোনও কোনও স্থলে আধ্যাত্মিক জীবনের অন্তর্নিহিত তত্ত্বগুলি গীতা অপেক্ষা-ও অধিক জোরের সহিত এথায় প্রকাশিত করা হইয়াছে।

যথা,—

(১) কিং নু মুহ্যসি মৃত্যুস্ ত্বস্ শোচ্যঃ কিম্ অনুশোচসি।

উপগীতা—১-৩১

তুমি নিজেই মরিতে চলিয়াছ, অপরের মৃত্যুতে শোক কর কেন?

(২) অন্যচ্ শ্রেয়স্ অন্যদ্ উতৈব প্রেয়স্।

উপগীতা—২-২

সুখের পথই পৃথক্, আর কল্যাণের পথই পৃথক্।

(৩) সর্বে লাভাঃ সাভিমানাঃ ইতি সত্যবতী শ্রুতিঃ।

উপগীতা—৩-৪০

সুখ দুঃখ মানসিক সংস্কার উপর নির্ভর করে—মানুষ যে কোনও অবস্থায়ই সুখী হইতে পারে।

(৪) যো মাং প্রযততে হন্তুম্ মোক্ষম্ আস্থায় পণ্ডিতঃ।
তস্য মোক্ষরতিস্থস্য নৃত্যামি চ হসামি চ॥

উপগীতা—৪-১৩

---

* তিলক—গীতারহস্য—পরিশিষ্ট (৬+৭)।

যে নর মোক্ষ-পথের পথিক হইয়া মনে করে "আমি কামনাকে জয় করিয়াছি", মোক্ষ-বাসনা-রূপে বর্তমান থাকিয়া কামনা তাহাকে উপহাস করে।

(৫) অস্তু যাত্র ফলং মা বা কর্তব্যং পুরুষেণ যৎ।
কর্তব্যম্ এব তদ্ ইতি মনোর্ এব বিনিশ্চয়ঃ॥

উপগীতা—৫-৭

কর্তব্য বলিয়াই কর্তব্য করিয়া যাইতে হইবে—ফল যাহাই হউক।

(৬) যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপ্সতে॥

উপগীতা—৬-৪০

যিনি নিজেকে অপরের মধ্যে এবং অপরকে নিজের মধ্যে দেখেন, তিনি কর্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হন না।

(৭) রাজানং প্রথমং বিন্দেৎ ততো ভার্য্যাম্ ততো ধনম্।

উপতগীতা—৭-২৫

রাজার শাসন আছে বলিয়াই লোকে বলিতে পারে "ইহা আমার বিত্ত" "ইহা আমার ধন"। নতুবা যাহার জোর আছে, সেই তাহা কাড়িয়া নিত।

(৮) দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া-
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে॥

উপগীতা—৮-২৩

অহঙ্কার (Mind) সুখ-দুঃখের ভোক্তা। আত্মা (Soul) শুধু সাক্ষি মাত্র। তাহারা পৃথক্; দুইটী পক্ষী যেন একই বৃক্ষে বাস করে।

(৯) অস্তি তাবৎ স্বয়ং নাম বিবাদাবিষয়ত্বতঃ।

উপগীতা—৯-৯

আর কিছু থাকুক আর নাই থাকুক মানুষ নিজে যে আছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। নতুবা "আছে কি নাই"? এ সন্দেহ কে করিতেছে?

(১০) অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্ চেদ পরোক্ষং জ্ঞানমেব তৎ।
অস্মি ব্রহ্মেতি চেদ্ চেদ সাক্ষাৎকার স উচ্যতে॥

উপগীতা—১০-২৩

"ব্রহ্ম আছেন" ইহা ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞান; "আমিই ব্রহ্ম" ইহা অপরোক্ষ জ্ঞান।

(১১) যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্
কর্তারম্ ঈশম্ পুরুষম্ ব্রহ্মযোনিম্॥

উপগীতা—১১-১৯

ব্রহ্মাতীত ব্রহ্মযোনি পুরুষকে দর্শন করাই যথার্থ দর্শন।

(১২) সত্যেন লভ্যস্ তপসা হ্যেষ আত্মা।
সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্॥

উপগীতা—১২-২

সত্য তপস্যা, জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলন দ্বারাই পরমেশ্বরের কৃপা পাওয়া যাইতে পারে।

(১৩) অসক্তঃ সক্তবদ্ গচ্ছন্ নিঃসঙ্গো মুক্তবন্ধনঃ।
সমঃ শত্রৌ মিত্রে চ স বৈ মুক্তো মহীপতে॥

উপগীতা—১৩-১

যাহার সঙ্গ নাই, বন্ধন নাই, যিনি শত্রু মিত্রে সমদর্শী, যিনি অনাসক্ত হইয়াও আসক্তেরই মতন সাংসারিক কার্য্য করিয়া যান, তিনিই মুক্ত।

(১৪) তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি।
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥

উপগীতা—১৪-১২

কেবল রুদ্রকে জানিলেই দুঃখের পরপারে যাওয়া যায়। দুঃখের হাত হইতে নিস্তার পাইবার আর কোনও উপায় নাই।

(১৫) একো হি রুদ্র ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ।

উপগীতা—১৫-৩

পরমেশ্বর একজনই—দ্বিতীয় আর একজন নাই।

এই সকল শ্লোক আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রকাশ, গীতার চেয়ে কম ভাস্বর নহে। উপনিষদ ও মহাভারতের পাঠ উপেক্ষা করা যায় না—করিলে ক্ষতি ছাড়া লাভ নাই। অপর পক্ষে উপনিষদ সমূহ এবং মহাভারতের মত বিরাট গ্রন্থ পাঠের ধৈর্য্য ও অবকাশ অনেকেরই নাই। শ্রেষ্ঠ শ্লোকগুলি একত্র সংগৃহীত পাইলে তাহাদের পক্ষে উপনিষদ ও মহাভারতের সহিত পরিচয় রক্ষার সহায়তা হয়, এই মনে করিয়া উপনিষদ্ ও মহাভারতের মহিমান্বিত শ্লোকগুলি সংগৃহীত করিয়া উপগাতা সঙ্কলিত হইয়াছে।

উপনিষদ্ বলিতে মুখ্যতঃ বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতর, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন ও মুণ্ডক এই দশখানি উপনিষদকেই বুঝিতে হইবে। এই দশখানি উপনিষদের উপর—শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য আছে। ইহাদের প্রাচীনতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। ইহাদের মধ্যে যেগুলি পদ্যে রচিত সেই তিনখানি উপনিষদ্—কঠ, শ্বেতাশ্বতর ও মুণ্ডকই প্রধানতঃ এই সঙ্কলনের ভিত্তি। ঈশোপনিষদ্ প্রকৃত পক্ষে উপনিষদ্ নহে। যজুর্বেদের অন্তিম (চত্বারিংশত্) অধ্যায় বলিয়া ইহাকে বেদ বলিয়া উল্লেখ করাই অধিকতর সঙ্গত। পরন্তু উপনিষদগুলি বেদের পরবর্ত্তী কালে রচিত, ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অন্তিম ভাগ। দৈনিক আবৃত্তির সুবিধার জন্যই এই সংগ্রহ। পদ্যই এ বিষয়ে অধিক উপযোগী। এইজন্য উপনিষদ্ হইতে পদ্য ভাগই এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। উপনিষদ্ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকের অধিকাংশই কঠ, শ্বেতাশ্বতর ও মুণ্ডক উপনিষদ্ হইতে সংগৃহীত।

সেইরূপ যদিও মহাভারতের সকল পর্ব-হইতেই উপগীতার শ্লোক সংগ্রহ করা হইয়াছে, পরন্তু গীতার অনুরূপ শ্লোক শান্তি পর্বেই বেশী পাওয়া যায়, এইজন্য মহাভারতের শ্লোকগুলির অধিকাংশই শান্তিপর্ব হইতে গৃহীত হইয়াছে। উত্তর-মীমাংসা অথবা ব্রহ্ম-সূত্রই ভারতীয় দর্শনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তত্ সংপৃক্ত শ্রেষ্ঠ প্রকরণ গ্রন্থ বিদ্যারণ্য মুনির "পঞ্চদশী-কারিকা।" উপগীতার নবম অধ্যায়ে যে দার্শনিক আলোচনা আছে, তাহা পঞ্চদশী কারিকার উপর অধিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে ফরাসী পাণ্ডিত ডেকার্টেকে নবীন যুগের প্রথম দার্শনিক বলিয়া গণ্য করা হয়। তিনি কোন কিছুরই অস্তিত্ব বিনা বিচারে মানিয়া লন নাই। তাই তাহার বিবৃত Cogito ergo sum (বিচার করি, অতএব আছি) এই নিগমনটীকে দর্শন শাস্ত্রের মূল সূত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে পঞ্চদশীর "অস্তি তাবত্ স্বয়ং নাম বিবদাবিষয়ত্বতঃ" এই কারিকাটী যেন ডেকার্টের যুক্তিধারার অবিকল অনুবাদ। নবীন যুগের প্রথম দার্শনিকতার গৌরব বিদ্যারণ্য মাধবাচার্য্যেরই প্রাপ্য। পাশ্চাত্য বিনয়শাস্ত্রের (Ethics) মহিমায় যাহারা মুগ্ধ, তাহারা দেখিবেন বিনয় শাস্ত্রের মৌলিক তত্ত্বগুলি আমাদের পূর্বপুরুষদের অজ্ঞাত ছিল না। সদাচারের মূলসূত্র Greatest Good of the Greatest Number. (ভূয়িষ্ঠজনের গরিষ্ঠ কল্যাণ) মহাভারতকার অতীব সুষ্ঠুভাবে স্থাপিত করিয়াছেন। যাহারা মহা-বিদ্যালয়ে (college) দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, উপগীতার ষষ্ঠ ও নবম অধ্যায়ের সংগৃহীত শ্লোকগুলি তাহাদের উপকারে লাগিবে এমন আশা অসঙ্গত নহে।

পঞ্চদশীর কারিকা বাসুদেব গোবিন্দের মুখে আরোপিত করিবার ধৃষ্টতা অনুচিত হইলেও অবস্থাধীনে বিবুধজনের ক্ষমার্হ। গীতার সহিত সাযুজ্য রক্ষার দুরাগ্রহই এই কালজ্ঞরতার জন্য দায়ী। দৃষ্টি-কটু এবং শ্রুতি-কটু এই অসঙ্গতি বিপশ্চিদ্‌গণ স্বকীয় ঔদার্য্যবশতঃ উপেক্ষা করুন, আমি কেবল এই প্রার্থনাই করিতে পারি। আর বলিতে পারি যে স্বয়ং নারয়ণই ক্ষমার হেতু জানাইয়া

দিয়া বলিয়া গিয়াছেন "শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ মমৈবাজ্ঞে"।[১] শ্রুতি ও স্মৃতিতে (উত্তম) যাহা কিছু আছে তাহা আমারই বাণী। পঞ্চদশী কারিকা একখানা শ্রেষ্ঠ স্মৃতি—স্মৃতির শিরোমণি বলিলেও চলে—ইহাতে যে বাণী আছে তাহাকে কি নারায়ণের বাণী বলা যাইতে পারে না? যুক্তি ও এই সিদ্ধান্তের সমর্থক। অনুপ্রাণনা কেবল রুদ্র হইতেই আসিতে পারে। অতএব মানুষকে অনুপ্রাণিত করে এমন বাণী যথায়ই থাকুক, তাহা রুদ্রেরই প্রেরণা।[২] (What is inspiring, is inspired)। তথাপি এই অসঙ্গতি যাহাকে পীড়া দেয় তিনি স্বীয় প্রতিলিপি হইতে "পার্থ উবাচ' এবং "গোবিন্দ উবাচ" এই কথাগুলি কাটিয়া দিতে পারেন। তাহা হইলে কেবল উপনিষদ্, মহাভারত, এবং পঞ্চদশীর শ্লোকগুলি অবশিষ্ট থাকিবে; এবং স্বীয় প্রভায় দেদীপ্যমান হইয়া থাকিবে। বিরক্তির কারণ দূরীভূত হইলে এই শ্লোকগুলির মহিমা সম্যক্ উপলব্ধ হইবে। উপনিষদ্‌কে যাহারা স্বাধ্যায়রূপে গ্রহণ করিতে অভিলাষুক, উপগীতার এই শ্লোক-সংগ্রহ তাহাদের কাজে লাগিবে। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ পুস্তক উপনিষদ্। উপনিষদের দার্শনিক ভিত্তির পরিপোষক শ্লোকের শ্রেষ্ঠ বিন্যাস পঞ্চদশী কারিকা। উহার কতিপয় উত্তম শ্লোকের সহিত পরিচয় অবাঞ্ছনীয় নহে। সঙ্কলয়িতার বলিবার ভঙ্গির দোষে ইহারা যদি উপেক্ষিত হয় তাহা শোচনীয় কথা। চাণক্য উপদেশ দিয়াছেন—

বিষাদ্ অপ্যমৃতং গ্রাহ্যং অমেধ্যাদ্ অপি কাঞ্চনং।

---

১ শ্রুতি স্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মমদ্বেষী মদ্‌ভক্তোহপি ন বৈষ্ণবঃ॥

ভাগবত ১১-২০-৯ (তাবত্ কর্মাণি কুর্বীত)

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিশ্বনাথ চক্রবর্তী উদ্ধৃত বচন। ষট্-সন্দর্ভে ভক্তি-সন্দর্ভ ও দ্রষ্টব্য।

২ বক্তা কর্তা বিনা নান্যো ধর্মস্যাচ্যুত তে ভুবি।

ভাগবত-১১-১৭-৫

গুরু-গ্রন্থ-মালা পর্য্যায়ের নির্দ্দিষ্ট সংকল্প অনুযায়ী প্রতি তিথিতে একটি অধ্যায় পাঠের জন্য গ্রন্থখানিকে পনরটী অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। অনেকগুলি শ্লোক একসঙ্গে পাঠ করিতে গেলে ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, অভিনিবেশ নষ্ট হয়, এবঞ্চ মন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তাহাতে স্বাধ্যায় আবৃত্তির ফল লাভ হয় না। এইজন্য প্রতি অধ্যায়ে পঞ্চাশটীর বেশী শ্লোক না থাকাই ভাল মনে হয়। অবশ্য ভাবধারার সঙ্গতি ও ক্রমবিকাশ রক্ষার জন্য কোথাও ইহার ব্যত্যয় করিতে হইয়াছে।

গীতার অনুপূরক শ্লোকগুলি এই গ্রন্থে আছে, এইজন্য ইহার নাম উপ-গীতা। কিঞ্চ উপনিষদের ভিত্তির উপর ইহা রচিত, ইহাও ইহার উপ-গীতা নামের সার্থকতা।

গীতা যেমন আমাদের প্রতিদিনের উষাকালীন স্বাধ্যায়, সেইরূপ প্রতিদিন গোধূলিতে উপগীতা পাঠ করিলে সাধক উপনিষদ ও মহাভারত পাঠের ফললাভ করিবেন। দুইবার করিয়া গীতা পাঠের ফল পাইবেন। বাক্যান্তর দ্বারা প্রকাশিত বলিয়া সিদ্ধান্তগুলি বৈচিত্র্যবশতঃ আরও মনোরম বোধ হইবে। বিশেষতঃ উপগীতার অবলম্বন ও সম্বল, উপনিষদের ভাষা—যাহা গীতার জননী, আর মহাভারতের ভাষা—যাহা গীতার সহচরী। উপগীতার আবৃত্তিদ্বারা গীতার আবৃত্তির সমতুল্য ফললাভ হইতে পারে।

৪। অধ্যায়-সঙ্গতি—

কোন পরিনিষ্ঠা (Principle) ধরিয়া গ্রন্থের অধ্যায় বিভাগ করা হইয়াছে, অধ্যায়গুলির মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক কী, তাহা বুঝিতে পারিলে গ্রন্থপাঠে অধিক রস পাওয়া যায়, গ্রন্থের তাত্পর্য্য ভাল করিয়া বুঝা যায়, এইজন্য তাহা এথায় আলোচনা করা যাউক।

প্রথম অধ্যায়ের নাম পার্থ-বিষাদ। ইহা গ্রন্থের অবতরণিকা।

(Introduction)। গীতায়ও যেমন মুখবন্ধ পার্থ-বিষাদ, উপগীতায় ও তদ্রূপ। তবে গীতায় বিষাদ অর্জুনের, আর এথায় বিষাদ যুধিষ্ঠিরের। গীতায় বিষাদ কুরুক্ষেত্র সমরের পূর্বে, বহু লোক হত হইবে আশঙ্কা করিয়া, আর উপগীতায় বিষাদ সমরান্তে, বহু লোক হত হইয়াছে ইহা দেখিয়া। উভয় বিষাদের মূল হেতু জীবনের উদ্দেশ কী সে সম্বন্ধে স্ফুট ধারণার অভাব। "সুখই জীবনের উদ্দেশ্য" এরূপ একটা অভ্যুপগম (Presumption), কিঞ্চ আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুর পর সুখের আর কি সম্ভাবনা থাকে, এই বিক্ষেপজনিত নৈরাশ্য। জীবনের উদ্দেশ্য কী সেই প্রশ্ন তুলিবার পক্ষে ইহাই উত্তম পটভূমি। শান্তিপর্বই উপগীতার প্রধান উপজীব্য —শান্তিপর্ব হইতেই ইহার অধিকাংশ শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে, অতএব শান্তি পর্বের প্রথম অধ্যায়ই, উপগীতার সুযোগ্য প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম পুরুষার্থ-বিনিশ্চয়—অর্থাৎ জীবনের উদ্দেশ্য কী তাহা নির্ণয়। এস্থলে বলা হইয়াছে যে সুখ মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য নহে, কল্যাণই জীবনের উদ্দেশ্য। সুখকে জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে মানুষ প্রতি পদেই সুখের ব্যাঘাতের সম্ভাবনা দেখিয়া ক্লিষ্ট হইতে থাকে। পরন্তু যে নর কর্তব্য সম্পাদনকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, সে সুখ-দুঃখের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে শ্রেয়স্ ও প্রেয়স বিভাগরূপ কঠোপনিষদের সুপ্রসিদ্ধ শ্লোক উদ্ধার করা হইরাছে। এই শ্লোকদ্বয় অতি উত্তম শ্লোক। শ্রেয়স ও প্রেয়স বিভাগই সমস্ত বিনয়-শাস্ত্রের (Ethics—নীতিশাস্ত্রের) ভিত্তিভূমি। এই শ্লোক দুইটী সকলেরই কণ্ঠস্থ থাকিলে ভাল হয়। স্বাধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া এতাদৃশ মহিমান্বিত (গীতার শ্লোকের অনুরূপ) মহাভারতের অন্যান্য শ্লোক সমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়া তাহাদের বহু প্রচলনের সাহায্য করাই উপগীতা সঙ্কলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তত্ত্ব-কথার শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনই আধ্যাত্মিক

সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপায়। উপগীতা বরিষ্ঠ-গাথা শ্রবণের সহায়ক—ইহাই তাহার প্রধান উপযোগ।

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম কামকার-নিরাস। প্রেয়স্ অথবা সুখ জীবনের উদ্দেশ্য নহে, শ্রেয়স্ই জীবনের উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু সুখ অর্থাৎ কাম কেন জীবনের উদ্দেশ্য নয়, তাহা তথায় বলা হয় নাই। কাম কেন জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না এই অধ্যায়ে সেই যুক্তিগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। কাম জীবনের উদ্দেশ্য কেন নয়, এই প্রশ্ন সকলের মনেই বার বার উদিত হয়, আর বার বার যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা মনকে তাহা বুঝাইতে হয়, এইজন্য প্রত্যেক মানবের পক্ষেই এই অধ্যায়ের শ্লোকগুলি স্মরণে রাখা খুব ভাল। সুখ যে কেন জীবনের উদ্দেশ্য নয়—সে সম্বন্ধে যে সকল কারণ দেখান হয়, তন্মধ্যে তিনটী প্রধান।

(১) প্রথমতঃ সুখ নানা প্রকারের। কোনও সুখটি সাত্ত্বিক, কোনও সুখটী রাজসিক, কোনও সুখটি তামসিক। কেবল সুখকেই যদি জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে তামসিক সুখভোগ করিতে, মদ্যপান করিয়া বেশ্যাবাড়ী পড়িয়া থাকিতেই বা আপত্তি কি? পরন্তু কেবল ভোগপথে চলিতে চলিতে মানুষ ক্রমে এমন শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা আনয়ন করে যে শেষে সুখভোগের ক্ষমতাও তাহার থাকে না। এমন কি তাহার দুর্বলতার সুযোগ নিয়া অপর কোনও মানুষ তাহার উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে; তখন সে গৃহপালিত পশুর ন্যায় পরানুগৃহীত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়।

অপরপক্ষে সাত্ত্বিক সুখকে জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে "কেবল সুখই জীবনের উদ্দেশ্য," এই মতবাদ পরিত্যাগ করা হয়। কোন গুণের সদ্ভাবশতঃ একটি সুখ সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত হয়, আর কোন গুণের অভাববশতঃ তাহা তামসিক বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই তখন বিচারের বিষয় দাঁড়ায়।

বিচার করিলে বুঝা যায় যে কেবল সুখত্বই ঐরূপ সুখের আদরের কারণ নহে, উহার সাত্ত্বিকত্বই উহার আদরের কারণ। সুখের পরিমাণ উহার আদরের কারণ নহে, উহার প্রকৃতিই উহার আদরের কারণ। তখন "সুখই একমাত্র পুরুষার্থ" একথা আর বলা চলে না।

(২) দ্বিতীয়তঃ মানুষ নিজেই তাহার সুখ-দুঃখ সৃষ্টি করিয়া লয়। কোনও ঘটনা কাহারও সুখকর হইবে কি দুঃখকর হইবে, তাহা ঐ ঘটনার উপর তত নির্ভর করে না, যত ঐ ব্যক্তির মানসিক অবস্থার উপর, তাহার শিক্ষা-দীক্ষার উপর নির্ভর করে। সহস্র মুদ্রা পাইয়াও কেহ দুঃখী, একটি টাকা পাইয়াও কেহ সুখী। যিনি কামনাকে জয় করিতে পারেন, তিনি সকল অবস্থাতেই সুখী। বিষয়ের পিছনে পিছনে তাহাকে ছুটিয়া বেড়াইতে হয় না।

(৩) তৃতীয়তঃ সুখকে যদি জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তথাপি জীবনে অন্য উদ্দেশ্য রাখিবার প্রয়োজন আছে। কারণ জ্ঞাতসারে সুখ অন্বেষণ করিয়া কেহ সুখী হইতে পারে না। যে মুহূর্তে মানুষ জিজ্ঞাসা করে—"আমি কি সুখী"? তখন তাহার সকল সুখ উবিয়া যায়। সুখকে পাইতে হইলে সুখকে ভুলিতে হয়। সুখকে ধরিতে গেলে সুখ ছায়ার ন্যায় পলাইয়া যায়—স্থির হইয়া দাঁড়াইলে ছায়া ধরা দেয়। সুখকে না খুঁজিলেই সুখ পাওয়া যায়।

প্রধান কথা এই যে মানুষ নিজেই নিজের সুখ সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে, (Mind is its own place), যে কোনও অবস্থায়ই নিজেকে সুখী করিতে পারে। সুখের উৎস তাহার অন্তরে, বাহিরের বস্তুতে নয়। অতএব সুখের লোভে বাহিরের বিষয়ের পশ্চাদ্ধাবন করা মূর্খতা মাত্র।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি সুখ প্রাপ্তির জন্য বাহ্য বস্তুর অনুসরণ করিবার কোনও প্রয়োজন না থাকে, তবে আর আমরা বিষয় অনুসরণ করিব কেন?

সকল কর্মই পরিত্যাগ করিনা কেন? তাহাতে ক্ষতি কী? চতুর্থ অধ্যায়ে এই প্রশ্নেরই আলোচনা করা হইয়াছে। সুখ পরিত্যাগ অর্থ কর্ম পরিত্যাগ নহে। সুখ পরিত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু কর্ম পরিত্যাগ চলে না। তাহার প্রধান কারণ এই যে মানুষ যেমন নিজের স্কন্ধে নিজে উঠিয়া বসিতে পারেনা, সেইরূপ সকল কর্ম পরিত্যাগ ও মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কর্ম পরিত্যাগ করাও একপ্রকার কর্মকরা—কর্ম পরিত্যাগ-রূপ কর্ম করা। "কোনও সংকল্পই করিবনা", ইহাও একটী সংকল্প। সুতরাং একেবারে সকল কর্ম পরিত্যাগ, সকল বাসনা পরিত্যাগ, মানুষের পক্ষে অসম্ভব। অন্ততঃ একটী কর্ম (কর্ম-পরিত্যাগ-রূপ কর্ম), একটী বাসনা (বাসনা-ত্যাগরূপ বাসনা), থাকিয়াই যায়। অন্ততঃ একটী কর্মও যখন থাকিয়া যায়, তখন কর্মপরিত্যাগের আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া কোন কর্মটী সর্বোত্তম তাহা নির্ণয় করা উচিত। পঞ্চম অধ্যায়ে সেই আলোচনা আছে। কর্ম করিতেই হইবে। সুখের জন্য কর্ম করিবেনা। আবার কর্ম পরিত্যাগ করিতেও পারনা। বাকী রহিল ক্রতু (কর্তব্য)—ক্রতুর জন্য ক্রতু করা (Duty for the sake of Duty—কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য), ইহাই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ইহাই বিনয়-শাস্ত্রের (Ethics—নীতি-শাস্ত্রের) ভিত্তিভূমি।

কোন কাজটী কর্তব্য কোনটী অকর্তব্য প্রজ্ঞাই আমাদিগকে তাহা বলিয়া দেয়। প্রজ্ঞার নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়াই আমরা নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে পারি।

প্রজ্ঞার স্বরূপ কী ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাহার আলোচনা আছে। এই আলোচনা অতীব বিচিত্র ও সূক্ষ্ম। বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য দর্শনেও প্রজ্ঞার এরূপ বিশদ বিবরণ সুলভ নহে।

প্রজ্ঞার মূলসূত্র নির্দেশ করিতে গিয়া দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ কাণ্ট বলিয়াছেন যে "তাহাই ন্যায্য যাহা সার্বজনীন হইতে তোমার আপত্তি হয় না।" অপর কথায় সর্বভূতে সমদর্শনই প্রজ্ঞার মূলসূত্র। তুমি যেমনটী চাওনা, অপরের প্রতিও

তেমন ব্যবহার করিও না। অহিংসাই পরম ধর্ম। পরন্তু কেবল নেতি মূলক নীতি অবলম্বন করিলে চলিবে না। "পরের অনিষ্ট করিব না" ইহাই যথেষ্ট নহে "পরের উপকার করিব" ইহাই ক্রতুর মূলনীতি। যাতে সকল জীবের উপকার হয় এমন কর্মই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সকল লোকেরই উপকার হয়, এমন নির্দ্দোষ কর্ম সুলভ নহে। কাহারও উপকার করিতে গেলে হয়ত অপর একজনের অনিষ্ট হয়। এরূপস্থলে বহু লোকের উপকার যাহাতে হয়, তাহাই কর্তব্য। আবার উপকারটি যত উচ্চস্তরের হয়, তাহাই আদরণীয়। অন্নদান অপেক্ষা বিদ্যাদান প্রশস্ত ; কারণ বিদ্যাদ্বারা আত্মার বিকাশের সহায়তা হয়। এইজন্য দার্শনিক-প্রবর মিল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "ভূয়িষ্ঠ জনের গরিষ্ঠ কল্যাণ"ই—(Greatest Good of the Greatest Number)—কর্তব্য নির্ণয়ের মূলসূত্র। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির নিকটই প্রজ্ঞার স্বরূপ যথার্থ প্রকাশিত হয়। এইজন্য দশজন মদ্যপ লম্পটের অনুভূতি অগ্রাহ্য করিয়াও একজন শুদ্ধাচারী সাধুর পরামর্শই গ্রহণীয়। নতুবা গরিষ্ঠ কল্যাণ হয় না। শুদ্ধাচারী সজ্জন নিজের প্রজ্ঞার-ই অনুসরণ করিবেন। তবে দেখিয়া নিবেন যে অপর দশজনের প্রজ্ঞার সহিত তাহার মিল আছে কি না। তাহা হইলে আর ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে না। এই জন্য ইটালীয় দার্শনিক ম্যাটসিনি বলিয়াছেন, "নিজের এবং অপর দশজনের প্রজ্ঞার যে ক্রান্তি বিন্দু, তাহাই কর্তব্য" [Duty lies at the point of intersection of individual and social conscience] দার্শনিক মার্টিনো বলিয়াছেন, "আমাদের অন্তরে যে আদর্শ সুপ্ত আছে, বহির্জগতে তাহাকে রূপায়িত করাই জীবনের লক্ষ্য এবং যে কর্মদ্বারা তাহা সিদ্ধ হয়, তাহাই কর্তব্য কর্ম।" অর্থাৎ আত্মদর্শনই (Self Realisation) পুরুষার্থ। এই সমস্ত মতবাদেরই উল্লেখ মহাভারতে আছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাহাই সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল মতবাদ পর্য্যালোচনা করিয়া, "ভূয়িষ্ঠ জনের গরিষ্ঠ কল্যাণ"-কেই কার্য্যকরী নীতি হিসাবে গ্রহণ করা

চলে। কেবল দেখিয়া নিতে হইবে যে কল্যাণটি যথার্থই গরিষ্ঠ কি না, অর্থাত্ তাহা আত্মার বিকাশের সহায়ক কি না। কেবল "ভূয়িষ্ঠ" হইলে চলিবে না, "গরিষ্ঠ" হওয়াও চাই।

সপ্তম অধ্যায়ের নাম লোক-সংগ্রহ—লোক-সংগ্রহ অর্থ মনুষ্য-জাতির ঐক্য স্থাপন। প্রজ্ঞার যাহা মূলসূত্র, সর্বভূতে আত্মদর্শন, লোক-সংগ্রহ কর্মক্ষেত্রে সেই নীতিরই প্রয়োগ। মুখে "বিশ্বপ্রেম" "বিশ্বপ্রেম" বলিয়া চীত্কার করিয়া লাভ নাই। মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ। একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সকলকে কাজ করিতে হয়। জাতি-সংগঠনই লোক সংগ্রহে প্রথম পদক্ষেপ। জাতীয়তা দূষনীয় নহে। কিন্তু জাতীয়তা যখন বিশ্বমানবতার পরিপন্থী হয়, তখনই তাহা দূষনীয়। প্রাচীন হিন্দুগণ আবার জাতীয় "সংঘকে" বর্ণবিভাগ দ্বারা চারিটী উপবিভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। পার্শীগণ এরূপ উপবিভাগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন নাই। সমগ্র জাতিকে অখণ্ডভাবে সেবা করিয়াছেন। জাতীর সংঘের নাম তাহারা দিয়াছিলেন "মঘ"। যিনি জাতীয় সংঘের বিনায়ক তাহাকে তাহারা বলিতেন মঘপতি। "মোবেদ" (পার্শী পুরোহিত) শব্দটী এই মঘপতি শব্দেরই অপভ্রংশ।

বর্ণাশ্রমে উপবিভক্ত হইয়াই হউক কিম্বা বর্ণাশ্রম বিরহিতই হউক, জাতীয়তাই লোক-সংগ্রহের প্রধান ঘাটী। এইজন্য ধর্মচক্রের বিধিনিষেধগুলি উপেক্ষা করা যায় না। কোনও বিশিষ্ট বিধি কিম্বা নিষেধ কালের অনুপযোগী হইয়া পড়িতে পারে, তাহাদিগকে পরিবর্তিত করিয়া নিতে হয়। কিন্তু ধর্ম-চক্র জীবিত রাখিতে হইলে কতকগুলি বিধি ও নিষেধ থাকিবেই।

পরন্তু বিধি-নিষেধের বাহুল্য থাকিলে, লোকে ধর্মকে ভুলিয়া আচার পালনেই ব্যতিব্যস্ত থাকে। তখন সেই জাতি শক্তিহীন হইয়া পড়ে, যেমন হিন্দু জাতি হইয়াছে। অপরপক্ষে সকল বিধি নিষেধই তুলিয়া দিলে চক্র-বন্ধনও স্থির থাকে না, জাতীয়তা নষ্ট হয়—যেমন ব্রাহ্মসমাজে হইয়াছে। জাতীয়তার

বিনাশদ্বারা লোক সংগ্রহেরও হানি হয়। কারণ, ব্যক্তি হইতে পরিবার, পরিবার হইতে জাতি, জাতি হইতে বিশ্ব-মানবতা, ইহাই লোক সংগ্রহের নির্দিষ্ট পথ। মানুষ ভূমি ফুঁড়িয়া গজায় নাই, কিম্বা আকাশ ফাটিয়া পড়ে নাই। একটা বিশিষ্ট কেন্দ্র অবলম্বন তাহাকে করিতেই হইবে। বাংলা হউক, হিন্দী হউক, পার্শী হউক, ইংরেজী হউক, কোন বিশিষ্ট ভাষা তাহাকে বলিতেই হইবে, কোনও বিশিষ্ট গ্রন্থ হইতেই সেই শিক্ষা লাভ করিতে পারে। জাতীয়তার বিনাশদ্বারা বিশ্বমানবতা প্রতিষ্ঠিত হইবে না। বরং বিশ্বমানবতার উপর শ্রদ্ধাশীল যে জাতি, তেমন জাতিদ্বারাই বিশ্বমানবতার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর।

আচার বাহুল্যের চাপে প্রকৃত ধর্মজ্ঞান (কর্তব্যবুদ্ধি) লোপ হয় ; আবার সকল আচার তুলিয়া দিলে জাতীয়তা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই উভয় সঙ্কট পরিহার করিবার জন্য, আবিশ্যিক (Compulsory) আচারের সংখ্যা যত কমান যায় তাহাই সঙ্গত। এইজন্য আদর্শ জাতীয়তার প্রতিষ্ঠাপক, গণধর গোবিন্দ সিংহ গুরুগ্রন্থ পাঠকেই একমাত্র আবিশ্যিক আচার বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই একটীমাত্র আচার দ্বারাই সংঘের সংহতি বজায় থাকিবে ; অথচ আচার প্রতিপালনের ব্যস্ততায় শক্তিহীন হইয়া পড়িতে হইবে না।

সে যাহাই হউক লোক সংগ্রহই সর্বভূতে আত্মদর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগ। সপ্তম অধ্যায়ে এই লোক সংগ্রহের কথাই বলা হইয়াছে।

কিন্তু কামনা থাকিলেই দুঃখ থাকিবে। কল্যাণের কামনাও কামনাই বটে—স্বর্ণের শৃঙ্খলও শৃঙ্খল, সত্বের বন্ধনও বন্ধন বটে। সর্বকামনা বিনির্মুক্ত না হইলে মানুষ আনন্দ লাভ করিতে পারে না। তাই ধ্যানযোগীগণ সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়া সাক্ষিমাত্র আত্মায় অবস্থানকেই পুরুষার্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ধ্যানযোগী সাক্ষি-আত্মায় অবস্থান করিয়া বিশ্বনাট্যের রঙ্গমঞ্চে নিজের এবং অপরের অভিনয় দেখিয়া যাইবার আনন্দ উপভোগ

করেন। ইহার নাম কৈবল্য, কিঞ্চ ইহাই অষ্টম অধ্যায়ের বিষয় বস্তু। নিরপেক্ষা অথবা বাসনা পরিত্যাগই ধ্যানযোগের পথ। গীতা বলিয়াছেন "নিস্ত্রৈগুণ্যঃ ভবার্জুন," "এটা ভাল এটা মন্দ, এট হেয়, এটা উপাদেয়" এই বুদ্ধি ত্যাগ কর। উপ-গীতা বলিয়াছেন—

ইষ্টং চানিষ্টং ন মাং ভজেত।
এতত্ কৃতে জ্ঞান-বিধির্ প্রবৃত্তঃ ॥

উপগীতা—৮-১৬

কর্মযোগী বলেন এটা কল্যাণ জনক—অতএব ইহা আমার চাই (ইষ্ট), এটা অকল্যাণ কর, এবং আমি ইহা চাই না (অনিষ্ট)। কিন্তু জ্ঞানযোগী বলেন আমি কল্যাণ ও অকল্যাণের ঊর্দ্ধে; তাহারা আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমি শুধু সাক্ষী মাত্র। ইহারই নাম সচ্চিদানন্দ অবস্থা। সাক্ষি-চৈতন্য আছেন বলিয়া সত্, তাহার উপলব্ধি আছে বলিয়া চিত্, আর বাসনা নাই বলিয়া অভাব জ্ঞান না থাকাতে আনন্দময়। সচ্চিদানন্দ অবস্থা লাভ করাই জ্ঞানযোগীর লক্ষ্য।

কর্তব্য করিয়া যাওয়াই যে জীবনের উদ্দেশ্য সর্বভূতে আত্ম-দর্শনই যে প্রজ্ঞার মূলসূত্র, আর লোক সংগ্রহই কর্তব্য সাধনের পথ তাহা বলা হইয়াছে। কিঞ্চ সাক্ষি-চৈতন্যে অবস্থানই যে কর্মযোগের পরবর্তী অবস্থা তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে তাহা মানুষের আত্ম-চৈতন্য বিশ্লেষণ করিয়াই বলা হইয়াছে। বহির্জগত্ সম্বন্ধে কোনও কথাই বলা হয় নাই। বহির্জগত্ বলিতে আমরা কী বুঝি, বহির্জগত্ কি স্বতঃই উদ্ভূত হইয়াছে না কেহ ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছে, বিশ্বজগতের যাহা মূল কারণ তাহার সহিত মানুষের সম্বন্ধ কী, তাহার কোনও আলোচনা করা হয় নাই। অথচ এই সকল প্রশ্নের আলোচনা ছাড়া, পুরুষার্থ কী তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা সম্ভবপর নয়। এইজন্য নবম অধ্যায়ে এই সব প্রশ্নের আলোচনা আছে। দর্শন বলিতে যাহা বুঝা

যায়, জড়, জীব ও ব্রহ্ম, কিঞ্চ তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ, ইহাই নবম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

জাগতিক সমস্ত বস্তুই বিশ্লেষণ করিলে দুইটী সত্তা পাওয়া যায়—জড় ও চিতি, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ। যাহা দেশ কাল জুড়িয়া অবস্থান করে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, তাহাই জড়। আর যাহা জড়ের বিষয় চিন্তা করে, ইন্দ্রিয়াতীত, তাহাই চৈতন্য। ইহাদেরই নাম প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতি আবার তিনটী গুণের সমবায়। তিন শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায়ই একটী মাত্র বস্তু হইতে বিভিন্ন বস্তু উত্পন্ন হইয়াছে। একটী শক্তি আকর্ষক, একটি বিকর্ষক, আর একটি উহাদের সমাবস্থা। উহারাই সত্ত্ব, তমঃ ও রজঃ নামে পরিচিত। সত্ব, রজঃ ও তমোর অনুপাতের বিভিন্নতা বশতঃই বিভিন্ন বস্তুর উত্পত্তি।

সকল জড় পদার্থই যে একই প্রকারের পরমাণু হইতে উত্পন্ন হইয়াছে, তাহারা যে মূলতঃ এক, ইহা পদার্থ-বৈজ্ঞানিকদিগের সিদ্ধান্ত। আর জনে জনে যে বিভিন্ন চৈতন্য আছে, তাহাদের মধ্যেও প্রকারগত কোনও পার্থক্য নাই, তাহারা একই চৈতন্যের বিভিন্ন প্রকাশ, এই অনুমানও স্বাভাবিক। পরন্তু জড় ও চিতির মধ্যে কী সম্বন্ধ, তাহাই দর্শনের সমস্যা। জড় হইতে কি চিতি উৎপন্ন হইয়াছে, অথবা চিতি হইতে জড় উত্পন্ন হইয়াছে, অথবা তাহারা অত্যন্ত পৃথক্ ইহাই প্রশ্ন। জড় ও চিতি যদি অত্যন্ত পৃথক্ হইত, তাহাদের মধ্যে মূলে যদি কোনও সম্পর্ক না থাকিত, তবে শরীরের উপর মন, অথবা মনের উপর শরীর কোনও ক্রিয়া করিতে পারিত না, জড় ইন্দ্রিয় দ্বারা মনে কোনও বোধ উত্পন্ন হইতে পারিত না। অতএব তাহাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে—তাহারা উভয়েই এক মূল বস্তু হইতে উত্পন্ন হইয়াছে। এই মূল বস্তুটি জড় না চিত্ তাহাই দর্শনের জিজ্ঞাসা।

(১) চিত্ না থাকিলে জড়ের বোধই হইত না, জড় বস্তু যে আছে ইহা কেহ জানিত না, জড়ের থাকা না থাকা সমান হইত।

(২) কিঞ্চ স্বপ্নেও আমরা দেখিতে পাই যে চিতি জড়কে সৃষ্টি করিয়া লইতেছে, কিন্তু জড় চিতিকে সৃষ্টি করিয়াছে এমন কোনও দৃষ্টান্ত পাই না।

(৩) চৈতন্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কারণ অস্বীকার যে করিবে, সেও চৈতন্য। অথচ জড় আছে কি না (তাহা ইন্দ্রজালের মতন প্রতীতিমাত্র কি না) ইহা সন্দেহ করিবার অবকাশ আছে।

এই সব যুক্তি আলোচনা করিয়া শ্রেষ্ঠ প্রাচীন দার্শনিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এক চিন্ময় বস্তুই বিশ্বজগতের মূল কারণ। বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কাণ্ট, হিগেল, ফিক্‌তে, ব্রাড্‌লে প্রভৃতিরও ইহাই অভিমত। বৈদান্তিকগণ এই চিন্ময় বস্তুকে (অথবা শক্তিকে) বলিয়াছেন ব্রহ্ম। তাহারা বলেন ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। তিনি আছেন বলিয়া সত্, তিনি আছেন নিজে ইহা জানেন বলিয়া চিত্, এবং তিনি ছাড়া দ্বিতীয় আর কিছু নাই (তাহাকে বাধা দিবার আর কেহ নাই) বলিয়া তিনি আনন্দময়। ব্রহ্মসূত্রের যুক্তিধারা দ্বারা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকেই বিশ্বজগতের কারণ ও উপাদান-রূপে স্থাপিত করা হইয়াছে। বেদান্তের উত্তম প্রকরণ গ্রন্থ পঞ্চদশীতে এই যুক্তিগুলি বিশদরূপে বর্ণিত আছে। বৈদান্তিক আলোচনার এই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইতেই নবম অধ্যায়ের শ্লোকগুলি সমাহৃত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ত বলিতে পারেন এমন দার্শনিক পণ্ডিত এ পর্য্যন্ত জন্মেন নাই। অতএব এই সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া ইহার আলোকে আমরা পুরুষার্থের নির্ণয় করিতে পারি।

দশম অধ্যায়ে এই তত্ত্ব নির্ণয় করা হইয়াছে। ইহাই জ্ঞানযোগের পথ। জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য এই পথের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাতা। জ্ঞানযোগী বলেন ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় আর কোনও পদার্থ নাই। বিশ্বজগতে আমরা যাহা কিছু দেখি তাহা সকলই ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহারা সকলেই ব্রহ্মেরই প্রকাশ। আমিও ব্রহ্মেরই অংশ; ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অংশ বলিয়া

আমাতে কোনও দুঃখ দৈন্য থাকিতে পারে না। সে যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এই কথা জানেনা বলিয়াই জীব যত কষ্ট পায়। যে মুহূর্ত্তে জীব বুঝিতে পারে যে সে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার দুঃখ কষ্ট কুয়াশার মত দিগন্তে মিলিয়া যায়। নিজেকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া দেখাই মিথ্যাজ্ঞান। এই মিথ্যাজ্ঞান, এই অবিদ্যা নষ্ট হইলেই মানুষ শাশ্বত আনন্দ লাভ করে। ইহারই নাম মুক্তি। সর্বত্রই ব্রহ্ম অবস্থিত, তবে মানুষের অধিআত্মাতে (সাক্ষি-আত্মাতেই) তাহার বিশিষ্ট প্রকাশ। নিরন্তর ব্রহ্ম চিন্তন দ্বারা, আমি যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বারম্বার ইহা শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিয়া মানুষ ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে, তাহার মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, সে দুঃখও পাপের হাত হইতে চিরদিনের জন্য মুক্তি পায়। ইহার-ই নাম ব্রহ্মানন্দ, ইহারই নাম মোক্ষ। উপনিষদুক্ত ব্রহ্মানন্দ দশম অধ্যায়ের বিষয় বস্তু।

উপগীতার সপ্তম অধ্যায় পর্য্যন্ত কর্ম্মযোগের আলোচনা। তত্পরে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত জ্ঞানযোগের আলোচনা। [ধ্যানযোগ জ্ঞানযোগেরই প্রকার ভেদ, আর সৃষ্টিরহস্য অথবা ব্রহ্মবাদের উপর জ্ঞানযোগ (সোঽহংবাদ) প্রতিষ্ঠিত।] এখন আমরা ভক্তিযোগে প্রবেশ করিতে পারি।

একাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগের আলোচনা। ভক্তিযোগী বলেন ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, ইহা সত্য কথা বটে, কিন্তু তিনি সবিশেষ ইহাও সত্য কথা। তিনি যুগপত্ নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ। যিনি হ্রস্বও বটেন দীর্ঘও বটেন, স্থূলও বটেন, সূক্ষ্মও বটেন, শ্বেতও বটেন পীতও বটেন, সর্ববিধ বিপরীত গুণের মূলাধার যিনি, তাহাকে শুধু হ্রস্ব, শুধু স্থূল কিম্বা শুধু পীত বলা চলেনা, কোনও গুণ তাহাতে সমারোপ করা চলেনা, এজন্য তিনি নির্গুণ। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি নাই এমন নহে। তিনি না থাকিলে জগত্ও থাকিত না, আমিও থাকিতাম না। তিনি নির্গুণও বটেন, আবার সর্বগুণও তিনিই। তিনি নির্বিশেষ অতএব তাহাতে কোনও শক্তি নাই এইরূপ মনে করা ভ্রান্তিমাত্র। এই বিশ্বজগত্ যাহা

হইতে উত্পন্ন হইয়াছে—এই বিশ্বজগত্ যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে কোনও শক্তি নাই এরূপ ধারণা মূঢ়তা। তিনি সর্বশক্তিমান্—সর্ববিধ গুণের আকর। তাঁহারই প্রভাবে মানুষ কল্যাণে বিশ্বাস ও মোক্ষে অনুরাগ পাইয়াছে। সাধনার শক্তি মানুষের যে আছে, তাহা তাঁহারই দান। তাঁহার কৃপা ভিন্ন মানুষের কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই। এই কথা বুঝিয়া তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করাই জীবনের সার্থকতা লাভের একমাত্র উপায়। প্রেমময় তিনি, মানুষকে আনন্দ দিবার জন্যই তিনি উত্সুক। একবার তাঁহার কৃপাদৃষ্টি যিনি পাইয়াছেন, তাহার আর কিছুই পাইবার বাকী থাকে না।

রুদ্র একটী অন্ধ বিধি (Principle) মাত্র নহেন, একজন চক্ষুষ্মান্ পুরুষ (Person)। তাহাকে ভালবাসা যায় এবং ভালবাসার প্রতিদানও পাওয়া যায়; তাহাকে লাভ করার উপায়, তাহার সান্নিধ্যে যাওয়া। তাঁহাকে স্মরণ করাই তাঁহার সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়া। অনুক্ষণ স্মরণ দ্বারাই তাহাকে লাভ করা যায়, আর তাহাই জীবনের উদ্দেশ্য। একাদশ অধ্যায়ে ইহাই বলা হইল। রুদ্র সর্বত্রই আছেন—শত্রু মিত্র স্ত্রী পুরুষ কুমার কুমারী সর্বজীবেই তাহাকে দর্শন করা রুদ্র লাভের অঞ্জসা পথ। এই পথে চলিতে থাকিলে একদিন রুদ্র আসিয়া সাধকের সম্মুখে সাক্ষাত্ আবির্ভূত হন। সর্বভূতে ব্রহ্ম দর্শন করিতে করিতে একদিন রুক্মবর্ণ ব্রহ্মযোনি পুরুষের সাক্ষাত্ ঘটে—তিনি বুঝাইয়া দেন যে সগুণ নির্গুণ দুইই তিনি।

নিরন্তর রুদ্রের ধ্যানে তন্ময় থাকা এবং সর্বত্র তাহার লীলা দর্শন, ইহাই পরম পুরুষার্থ। বারবার চেষ্টা দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা যায়। প্রথম প্রথম নির্দ্দিষ্ট সময়ে কিছু কিছু করিয়া ধ্যান অভ্যাস করিতে হয়। পদ্মাসন কিম্বা বীরাসন করিয়া (অর্থাত্ মেরুদণ্ড সোজা রাখিয়া) বসিলে ধ্যানের সহায়তা হয়। প্রাণায়াম করিলে চিত্ত স্থির হয়। আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি শারীরিক বিধানগুলিকে হঠযোগ, আর চিত্তস্থৈর্য্যকে রাজযোগ বলা হইয়া থাকে।

ইহাদিগকে যোগ না বলিয়া যোগাঙ্গ বলাই সমীচীন। তাহা হইলে যোগ বলিতে যে পুরুষার্থলাভের সাক্ষাৎ উপায় বুঝিতে হইবে, এই সত্যটী স্মৃতিতে জাগরূক থাকে। পরবর্ত্তীকালে আসন—প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধি মূলক ষড়ঙ্গযোগ বিলক্ষণ বিকশিত হইয়াছিল। উপগীতার দ্বাদশ অধ্যায় হইতে পাঠক জানিতে পারিবেন—ঔপনিষদিক যুগে ইহাদের রূপ কেমন ছিল। উপনিষদ (উপ+নি+সদ্) শব্দের অর্থ করা হয় যাহা বসিয়া আছে, অর্থাৎ বেদের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, কিম্বা বেদের রহস্য। কেহ বা বলিয়া থাকেন গুরুর নিকট বসিয়া থাকিয়া (উপ+নি+সদ্) জানিতে হয় অর্থাৎ যাহা অতীব গূঢ় রহস্য তাহাই উপনিষদ্। এমনও বলা চলে যাহা বেদের নিকট বসিয়া আছে, অর্থাৎ বেদের অব্যবহিত পরবর্তী তাহাই উপনিষদ্। বেদের অন্ত্যভাগ, অথবা বেদের অন্ত (end=উদ্দেশ্য), এই উভয় অর্থেই উপনিষদ-গুলিকে বেদান্ত বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। মৌলিক উপনিষদে যে সব তথ্য পাওয়া যায়, তাহা বেদ হইতে লব্ধ, এ অনুমান খুব সঙ্গত। অতএব ষড়ঙ্গযোগ বেদের সময় প্রচলিত ছিল তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। উপনিষদে তাহাদের বীজরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। উপনিষদের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের প্রধান সহায়ক উপগীতা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণগুলির আলোচনা। ইহাদ্বারা আমাদের জীবনের লক্ষ্য কী এবং সাধন-পথে আমরা অগ্রসর হইতে পারিতেছি কি না তাহা বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। জীবন্মুক্ত পুরুষ কী করেন, কী বলেন, তাহার আচার ব্যবহার কিরূপ হইবে এই অধ্যায়ে তাহা বলা হইয়াছে। জীবন্মুক্তের আদর্শ হৃদয়ে উজ্জ্বল রাখিলে ধর্মপথ হইতে স্খলনের সম্ভাবনা থাকে না। জীবন্মুক্ত নর নিরন্তর ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত—তাহার শত্রু-মিত্র বলিয়া কেহ নাই, লাভ ক্ষতি বলিয়া কিছুই নাই। সর্বভুতে আত্মদর্শন করিয়া তিনি জীবনপথে চলিতে থাকেন ; কাহাকেও ভয় করেন না, কাহাকেও ভয় দেখান

না। তিনি জিজীবিষুও নহেন, মুমূর্ষুও নহেন—'যে কোনও উপায়ে জীবন রক্ষা করিতে হইবে' এই ধারণা হইতে অপরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লন না, আবার 'বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কী'? এই ধারণা হইতে জীবিকা অর্জন পরিত্যাগও করেন না। হৃদয়ে অনাসক্ত থাকিয়াও আসক্ত ব্যক্তির ন্যায় তিনি সকল কর্ম করিয়া যান। কাহাকেও তিনি পর মনে করেন না, অতএব সকল কাজেই তিনি আনন্দ পান।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জীবন্মুক্তের বাহ্য লক্ষণ আর চতুর্দশ অধ্যায়ে তাহার আন্তরিক লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। জীবন্মুক্তের অন্তর্জীবন যে মধুময়, চতুর্দশ অধ্যায়ে তাহাই বিবৃত করা হইয়াছে। রুদ্ররাগই জীবন্মুক্তের জীবনের মূলসূত্র—আধ্যাত্মিক জীবনের প্রধান অবলম্বন। তিনি রুদ্রের নিকট থাকিয়া রুদ্রের সাযুজ্য লাভ করিয়া বিশ্বনাট্যের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দর্শনের আনন্দ উপভোগ করেন। রঙ্গনাথের রাসবিলাসের তিনি নিত্য সহচর। অন্যত্র কর্ম-ভক্তি জ্ঞানযোগের পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু তাহারা একই চিত্তের বিভিন্ন বৃত্তি। তাহাদিগকে পৃথক করা যায় না। প্রত্যেক চেতনায়ই (জ্ঞানেই) বাসনা (ইচ্ছা) ও বেদনা (সুখ-দুঃখ অনুভূতি) আছে, প্রত্যেক বাসনায়ই বেদনা ও চেতনা আছে, আর প্রত্যেক বেদনায়ই চেতনা ও বাসনা আছে। বাসনা (willing) চেতনা (জ্ঞান=Knowing) ও বেদনা, (feeling) চিত্ত এই তিন বৃত্তির সমবায়। এইরূপ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমবেত সাধনাদ্বারাই আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভ করা যায়। ইহাদিগকে পৃথক্ করিতে যাইবার কোনও তাত্পর্য্য নাই। বুঝিবার সুবিধার জন্য ইহাদের পৃথক্ আলোচনা করিতে হয়। সাধনার সময় মিলিতভাবে সাধনাই অবলম্বনীয়। যিনি পূর্ণতা লাভ করিতে চান, তিনি কর্তব্যপরায়ণ হইবেন, ন্যায়ে তাহার দৃঢ় নিষ্ঠা থাকিবে, নিষ্কিঞ্চন হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিবেন, আবার জ্ঞানের গর্ব বিসর্জন দিয়া মহেশ্বর মধ্বদ্রার শরণাপন্ন হইবেন।

তবেই তিনি জীবন্মুক্ত, সদানন্দ হইতে পারিবেন। এই তিন যোগের সমাহার রাসলীলার আনন্দযোগই চতুর্দশ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

মনে রুদ্রের ধ্যান, মুখে রুদ্রের নাম, ইহাই জীবন্মুক্তের লক্ষণ। তাই পঞ্চদশ অধ্যায়ে, পরমেশ্বর রুদ্রের নাম কীর্তন, রুদ্রের স্তব বর্ণিত আছে। উপনিষদের এই স্তব, গীতার বিশ্বরূপ স্তোত্রেরই আদি মূর্তি—তাহারই মত ইহারও ফল নিরাবিল আনন্দ। বিশ্বরূপ স্তোত্রের মত ইহারও আবৃত্তি মানুষকে পরমেশ্বর রুদ্রের সান্নিধ্যে লইয়া যায়। কেবল উপনিষদের শ্লোক নহে, শাস্ত্র-শিরোমণি বেদের ঋক্‌ও এই স্তোত্রে সন্নিবিষ্ট আছে। কোনও কোন পণ্ডিতম্মন্য বাবদূক বলিয়া থাকেন—শ্রুতিতে ভক্তিযোগ উপলব্ধ নহে, তথায় ব্রহ্মজ্ঞানেরই প্রচার। বেদের সহিত সাক্ষাত্‌ পরিচয়ের অভাবই এরূপ আক্ষেপের হেতু। "হে রুদ্র, পূর্বে যাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছে, তাহারা তো আমাদের মতই মানুষই ছিল, তবে কেন আমাদের কথা শুনিবে না?" (উপগীতা—১৫-৩১) ইহা অপেক্ষা ব্যাকুল প্রার্থনা আর কী হইতে পারে? এই আকুল প্রার্থনায় রুদ্রের আসন টলে। তিনি ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলেন, "এই দেখ আমি আসিয়াছি" (উপ-গীতা—১৫-৩২)। এই ঋক্‌গুলি যদি ভক্তির সমর্থক না হইয়া থাকে, তবে ভক্তিযোগ আর কাহাকে বলে? বেদের এই ঋক্‌গুলিকে উপেক্ষা করিয়া ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা চলে কি? আমাদের দুরদৃষ্ট, ইন্দ্র ও বরুণের নাম উচ্চারিত হইলে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের কথা এখন আর আমাদের মনে পড়ে না, মনে পড়ে বাল্যখিল্য সদৃশ এক একটী সামন্তরাজার যাত্রার দলের কদর্য্য অভিনয়।

বৈদিক ঋষিগণ যে এই পবিত্র নামগুলি সর্বাধিপতি সর্বেশ্বর পরমেশ্বর রুদ্রের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা আমরা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। তাই বেদের এই ঋক্‌গুলির মহিমা আমরা বুঝিতে পারি না—ধর্মকর্মে আহ্নিক প্রার্থনায় ইহাদের প্রয়োগ আমরা করি না। বেদকে আমরা পরিত্যাগ

করিয়াছি। সেই পাপে আমরা দিন দিন পঙ্গু হইয়া পড়িতেছি। কোথায় এমন মূর্খ দ্বিতীয় আর কেহ আছে, যাহারা পূর্বপুরুষের সাধনাকে এমন হেলায় পরিত্যাগ করে? আর সেই পূর্বপুরুষ কিনা তাঁহারা, যাহারা সত্যকে অপরোক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, পরমেশ্বরকে সাক্ষাত্ দর্শন করিয়াছিলেন। উপগীতায় সঙ্কলিত স্তোত্রটীর আবৃত্তিদ্বারা আমরা বেদত্যাগের পাপ হইতে কতকটা রক্ষা পাইতে পারিব। পঞ্চদশ অধ্যায় সমন্বিত উপগীতা আমাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন হউক।

৫। স্বাধ্যায়ের প্রয়োজন—

স্বাধ্যায়ই জাতীয় জীবনের ভিত্তিভূমি। স্বাধ্যায় ব্যতীত কোনও জাতি গঠিত হইতে পারে না। জাতির সকল ব্যষ্টি (unit) গুলি একসূত্রে গ্রথিত রাখিবার জন্য স্বাধ্যায়ই একমাত্র উপায়।

যাহারা স্থূলদর্শী কেবল তাহারাই একটা দেশকে জাতীয়তার ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করে। বেচা-কেনার সুবিধার জন্য যেমন লোকে হাটে যায় একটা রাজনৈতিক সংস্থার জন্য একটা দেশের প্রয়োজনও সেইরূপ। কিন্তু হাটে কেনা-বেচাই জীবনের প্রধান কথা নহে—রাজনৈতিকতাই জাতীয় জীবনের সর্বস্ব নহে।

জাতীয় কৃষ্টির সংযোগ ব্যতীত কোনও দেশ বিশেষের কোনও মূল্য নাই। তাহা একখণ্ড মৃত্তিকা মাত্র। ভারতবর্ষের একখণ্ড মৃত্তিকা এবং ব্রেজিলের একখণ্ড মৃত্তিকার কোনও পার্থক্য নাই। ভারতীয় কৃষ্টিই ভারত ভূখণ্ডকে গৌরব প্রদান করিয়াছে। তাই ভারতবর্ষকে আমরা ভালবাসি ও ভালবাসা কর্তব্য মনে করি। জাতীয় কৃষ্টি, জাতীয় স্বাধ্যায়েই নিবদ্ধ। জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ, স্বাধ্যায়েই নিবদ্ধ। সেই আদর্শের বিকাশের চেষ্টাই জাতীয় ইতিহাস।

স্বাধ্যায়ই দূর ও নিকটকে, অতীত ও ভবিষ্যতকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত রাখে। গীতার আলোচনা করিতে গেলেই বুঝিতে পারি তিলক ও শঙ্করাচার্য্য আমাদের কত আত্মীয়; নতুবা এই ধারণা আমাদের হইবে না। তদ্রূপ আমাদের ভবিষ্যত্ বংধরের হাতে গীতা থাকিলেই, তাহারা আমাদিগকে আপন মনে করিতে পারিবে।

আবার যখন বাঙ্গালী ও গুজরাতী কিম্বা শ্যামদেশবাসী হিন্দু উষায় উঠিয়া একই গীতা পাঠ করে, গীতার একটী শ্লোক উচ্চারণ করিলে বাঙ্গালী ও মারাঠী যখন সমভাবেই তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে, তখনই ধারণা হয় বাঙ্গালী ও মারাঠী পরস্পর আত্মীয়!

যে জাতির স্বাধায় নিষ্ঠা যত প্রবল, তাহাদের ঐক্য বন্ধন দৃঢ় হইয়া সেই জাতি ততই বলশালী হয়। এই কথা বুঝিয়াছিলেন হজরত মহম্মদ, তাই ভারত, মিশর ও তাতারের মুসলমানেরা যখন একই আরবী বয়েত আবৃত্তি করিয়া একত্র নামাজ পাঠ করে, তখন তাহাদেব মধ্যে ভৌগলিক ব্যবধান লুপ্ত হইয়া যায়। তাহারা পরস্পরকে নিকটতম আত্মীয় মনে করে।

জাতীয়তার মূলসূত্র সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা, ভারতীয় ধর্ম্মরাজ (Prophet)-দের মধ্যে ছিল কেবল গুরুগোবিন্দ সিংহের।

অনেক অবতার ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! কিন্তু খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দ্বি-সমাজের সহিত সমকক্ষতা করিবার যোগ্যতা আনিয়াছেন গুরুগোবিন্দ সিংহ। তাই জাতীয় জীবনের মূলসূত্র গুরুগ্রন্থকে তিনি জাতীয়-জীবনের একমাত্র কেন্দ্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আর তাহার সহিত সংযোগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিত্য-বর্দ্ধমান শক্তিলাভের জন্য, তিনি গ্রামে গ্রামে গুরুদ্বার প্রতিষ্ঠা করিয়া, তথায় গুরুগ্রন্থের সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন। গুরুগ্রন্থে সমুচিত নিষ্ঠাই গোবিসিংহের পরিচালিত সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব। আর এই বিশেষত্বের ফলে তাহারা এত শক্তিলাভ করিয়াছে যে শিখ-সঙ্গত আর্য্যপন্থার

উজ্জ্বলতম অংশ। শিখগণ সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। তাহাদের সংখ্যা যদি আরও কিছু বর্দ্ধিত হয়, তখন কোন জাতীয় সমস্যা অমীমাংসিত থাকিবে না।

আর্য্যজাতি ধন্য, যে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ গীতা তাহাদের গুরুগ্রন্থ। গীতাকে গুরুগ্রন্থ পাইয়াও যে তাহারা শক্তিহীন ক্লীব হইয়া রহিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ যে গীতাকে তাহারা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বাধ্যায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, জাতীয় স্বাধ্যায় অথবা গুরুগ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করে নাই। গ্রামে গ্রামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সমবেতকণ্ঠে গীতার আবৃত্তির ব্যবস্থা করেন নাই। একবার তাহা করিয়া দেখুন আর্য্যের জাতীয় জীবন কিরূপ শক্তি লাভ করে।

ইহাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনও কথা নাই। নিজের জাতি বাঁচিয়া থাকুক ইহা যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে এই পন্থা আপনাকে অবলম্বন করিতেই হইবে। গ্রামে গ্রামে গুরুদ্বার স্থাপন করিয়া অমাবস্যা পূর্ণিমায় উপোষথের (সমবেত প্রার্থনার) ব্যবস্থা করিতেই হইবে। নতুবা জাতীয়ত্ব বিসর্জন দিয়া অন্য জাতিতে মিলিত হইয়া যাউন। তাহা ভাল কি মন্দ তাহা আমি বলি না। জাতীয়তারক্ষার অন্য উপায় নাই তাহাই আমার বক্তব্য। আপনি জাতীয়ত্ব বিসর্জন দিলেই যে বিশ্বমানব হইয়া যাইবেন তাহার সম্ভাবনা কম। অপরাপর জাতীয়গণ আপনার ন্যায় জাতীয়ত্ব বিসর্জনে আগ্রহান্বিত নয়। তাহাদের জাতীয়ত্ব থাকিবে, শুধু আপনার নিজ জাতীয়ত্ব থাকিবে না। আপনি নিজ জাতীয়ত্ব হারাইয়া তাহাদের সহিত মিলিয়া যাইবেন—পোষ্যপুত্রের মত নিজের পিতাকে বিদায় দিয়া অপরকে পিতৃস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। আর জাতীয়তা না হইয়া বিশ্বমানবতাই যাহাদের লক্ষ্য, তাহাদের পক্ষেও গীতার মত সহায়ক গ্রন্থ আর একখানি নাই। গীতাই মানবকে সর্ববিধ আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী করিতে পারে। গীতার জাতীয়তা বিশ্বমানবতার প্রতিকূল নহে। গীতাই বিশ্বমানবতা প্রতিষ্ঠিত করিবার যোগ্যতম ভিত্তি।

ধন্য আমরা যে বিশ্বমানবতা প্রতিষ্ঠার যোগ্যতম গ্রন্থ গীতা (ও তাহার অনুরণন

উপগীতা) আমাদিগের গুরুগ্রন্থ। ধিক্ আমাদিগকে যে এহেন অমূল্যরত্নের মর্য্যাদা আমরা জানি না, তাহার সদ্ব্যবহার আমরা করি না। এই মুক্তার মালা যিনি গাঁথিয়াছিলেন, তাহার প্রেরণা ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। এই ব্যর্থতায় খিন্ন হইয়া তাহারই পাঞ্চজন্য গোবিন্দ সিংহ আবার তুলিয়া লইয়াছেন। গ্রামে গ্রামে গুরুদ্বারে গুরুদ্বারে তাহা নিনাদিত করিতে চাহিয়াছেন। গুরুগোবিন্দের আকুল আবেদন মর্মে মর্মে প্রবেশ করিয়া আমাদের অসাড় দেহে জীবন সঞ্চার করুক।

৬। জীবনে প্রয়োগ—

আবার গুরুগ্রন্থকে কেবল গুরুদ্বারায় আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। জাতীয় জীবনের কেন্দ্র হিসাবে গুরুদ্বারাই গুরুগ্রন্থের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ না করিলে আমরা ইহার আধ্যাত্মিক সম্পদের ফল লাভে বঞ্চিত থাকিব। উষায়, মধ্যাহ্নে এবং গোধূলিতে গুরুগ্রন্থের স্বাধ্যায় দ্বারা আমরা যেন জীবনের চরম সার্থকতার পথে দিনে দিনে অগ্রসর হইতে পারি। পূর্বাহ্নে গীতা, মধ্যাহ্নে বৈদিক গীতা, কিঞ্চ সায়াহ্নে উপগীতা, আমাদের জীবনকে অমৃতময় করিয়া তুলুক।

দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরং চ যত্।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥

শান্তিপর্ব—২৬৮-২॥

৭। আকিঞ্চন—

এই সংগ্রহটী একটি পঞ্জর (কাঠাম) মাত্র। যাহার ইচ্ছা হয়, কোনও অধ্যায় হইতে কোনও শ্লোক বাদ দিতে পারেন, কিম্বা কোনও নূতন শ্লোক ইহাতে যোজনা করিয়া লইতে পারেন। পঞ্জরটী মোটামুটি ঔপনিষদিক তত্ত্ব বহনের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

ইহা কেবল ঔপনিষদিক বাণী প্রচারের বাহন মাত্র নহে। গুরু গোবিন্দসিংহ যে "গুরুগ্রন্থে"র কথা বলিয়া গিয়াছেন, ইহা তাহারই রূপায়ণের চেষ্টা। গুরুগোবিন্দ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এমন একটি সমাজ যথায় আশ্রম ভেদ নাই (অথবা একটি মাত্র আশ্রম অর্থাত্‌ গৃহস্থাশ্রম আছে); যথায় বর্ণভেদ নাই (অথবা একটী মাত্র বর্ণ অর্থাত্‌ ক্ষত্রিয় বর্ণ আছে); যথায় সাকার-নিষ্ঠার নিরঙ্কুশ বিলাস দ্বারা জাতীয় ঐক্যকে বিনষ্ট করিতে দেওয়া হয় না, যথায় একটি গুরুগ্রন্থের আবিশ্যিক ও যৌথ আবৃত্তিদ্বারা সংঘের ঐক্য-বন্ধন নিরন্তর বর্ধিত হইতে থাকে। এই নিষ্ঠাগুলি উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার প্রয়াস উপগীতায়, বিশেষতঃ উপগীতার সপ্তম অধ্যায়ে আছে। যথা—

(১) আশ্রমৈক্য—যথা মাতরম্‌ আশ্রিত্য—৭-১২
(২) বর্ণৈক্য—কামঃ ক্রোধঃ ভয়ং লোভঃ—৭-২২
(৩) নিরাকারনিষ্ঠা—অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা—১১-৪১
(৪) সংঘ-মৈত্রী—তদ্‌ ধনুস্‌ তানি চাস্ত্রাণি—৪-২০
(৫) গুরুগ্রন্থ-সেবা—সংঘ এব হতঃ হন্তি—৭-৩০
(৬) সার্বজনীন স্তোত্র—১৫ অধ্যায়।

এই নিষ্ঠাগুলি যে হিন্দুশাস্ত্রের অননুমোদিত নহে, উপগীতা তাহা স্পষ্ট করিতে চাহিয়াছে। কারণ এই আচারগুলিই গুরুগোবিন্দ-প্রতিষ্ঠিত সিংহ-চক্রের (খালসা-সঙ্গতের) বিশিষ্ট লক্ষণ। অবশ্য এই নিষ্ঠাগুলি ব্রাহ্ম-সমাজেরও লক্ষণ। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজকে কেবল যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করায়, শাস্ত্র গ্রন্থের সমুচিত আদর তথায় না থাকায়, ব্রাহ্ম-সমাজ স্থায়িত্ব লাভ করে নাই।

যুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে আচার্য্য শঙ্কর কাহারও অপেক্ষা পশ্চাত্‌-পদ নহেন।

বেদ-শাস্ত্র-পুরাণানি ভূতানি সকলান্যপি।
যেনার্থবন্তি তত্‌ কিংনু বিজ্ঞাতারং প্রকাশয়েত্‌॥
বিবেক-চূড়ামণি—৫৪৩

[মানুষের অনুমোদন দ্বারাই শাস্ত্রের শাস্ত্রত্ব সিদ্ধ হয়।]

তথাপি সংঘ-গঠনের জন্য শাস্ত্র-গ্রন্থের অপরিহার্য্যতা উপলব্ধি করিয়াই তিনি শব্দ-ব্রহ্মকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন।

অপেক্ষ্যতে অখিলৈর্‌ মানৈঃ যন্‌ ন মানং অপেক্ষতে।
বেদ-বাক্যং প্রমাণং তত্‌ ব্রহ্মাত্মাবগতৌ মতম্‌॥
তত্ত্বোপদেশ—২০

রামমোহন রায়ের এই ত্রুটি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী পরিহার করিয়াছেন। আর্য্য সমাজে শ্রুতির পরিপূর্ণ আদর আছে। পরন্তু অবতার পুরুষদিগের সমাদর তথায় নাই। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ, মহাভারত ও গীতার প্রেরণা হইতে আর্য্যসমাজ বঞ্চিত। তাই গুরুগোবিন্দের সিংহচক্র আর্য্যসমাজ হইতে অধিক শক্তিশালী। অপরন্তু ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্য সমাজ কেবল বাম-দেবীয় (অথবা বামপন্থী) পারসিকের আদর্শের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছেন। জয়-দেবীয় (অথবা দক্ষিণপন্থী) হিন্দুর আদর্শের দিকে ততটা দৃষ্টি দেন নাই। গুরুগোবিন্দ সিংহ সামরিক প্রয়োজনের অনুরোধে পারসিক কৃষ্টিকে তাহার সিংহ চক্র গঠনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিলেও, হিন্দু কৃষ্টিকে অবজ্ঞা করেন নাই। [তাহার পুত্রদিগের ক্ষত্রিয়োচিত যজ্ঞোপবীত সংস্কার হইয়াছিল।[১]] তাই আমরা দেখিতে পাই তিনি রঘু-রাম (ভারতীয় রামচন্দ্র) কিঞ্চ ভৃগু-রাম (পশু'রাম—জরথুস্ত্র) উভয়কেই অবতার বলিয়া পূজা করিয়াছেন,[২] এবং অকুণ্ঠচিত্তে হিন্দুধর্মের জয়ধ্বনি করিয়াছেন।

---

১ তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় গুরু গোবিন্দ সিংহ পৃ-২১৪

২ দশম গ্রন্থ—চৌবিশ অবতার।

সকল জগত্‌মো
থালিসা পন্থ গাজে।
জাগে ধর্ম হিন্দু
তূরক ধন্দ ভাজে॥

নয়না স্তোত্র—২

সকল জগতে শিখ-পন্থা গর্জিয়া উঠুক। হিন্দুর ধর্ম জাগুক, তুরকের উত্‌পাত ভগ্ন হউক।

উপগীতায় আমরা গুরুগোবিন্দের আদর্শের স্বস্তিবাচন দেখিতে পাই, হিন্দু-ধর্মের শ্রেষ্ঠ রক্ষকের দৃপ্ত আহ্বান শুনিতে পাই।

কেবল তাহাই নহে। উপগীতায় বৈদিক সাধনার পুণ্য ধারাটীর গতিপথ চিত্রিত করা হইয়াছে—বেদসংহিতার গোমুখীই যে গীতার ত্রিবেণী-সঙ্গমে পরিণত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে। তাই বেদের ভক্তিযোগ (ইন্দ্র ও বরুণ নামে অভিহিত পরমেশ্বরের স্তব-স্তুতি), উপনিষদের জ্ঞান যোগ (আত্মবাদ ও ব্রহ্মবাদ), কিঞ্চ মহাভারতের কর্মযোগ (ক্রতু-নিষ্ঠা ও মৈত্রী বোধ), উপগীতায় সকলেই স্বরূপে অবস্থিত। মূল শ্লোকগুলির উদ্ধার দ্বারা, এই প্রস্থান-ত্রয়ীর সহিত সাক্ষাত্‌ পরিচয়ে লাভের সুযোগ ঘটাইয়া উপগীতা বৈদিক সাধনার যথার্থ-রূপ প্রত্যক্ষ করাইতে সমর্থ। তাই উপগীতাই ভারত-ভারতীর পুনরাবিষ্কারের (Re-discovery of India.) একমাত্র পথ। ইতিহাসের সাহায্যে ভারতের জড়মূর্তিটা হয়ত দেখা যাইতে পারে, পরন্তু ভারতের ভাবময়ী ভাগবতী তনু দেখিতে হইলে উপ-গীতার মত গ্রন্থই একমাত্র সম্বল। বেদের ঋক্‌, উপনিষদের গাথা, মহাভারতের শ্লোক, এইগুলি দ্বারাই ভারতমাতা সন্তানের সহিত কথা বলিয়াছেন। মায়ের বাণী সাক্ষাত্‌-ভাবে যে কাণে শোনে নাই, সে পুত্র মাকে কেমনে চিনিতে পারিবে? মায়ের কণ্ঠ-স্বর মায়ের মুখ হইতেই, নিজেও শুনিতে হইবে, অপরকেও

শুনাইতে হইবে। অপটু হইলেও উপ-গীতায় সেই প্রয়াসই করা হইয়াছে। নির্বোধ বিহগের মুখে উচ্চারিত বলিয়াই কি হরে কৃষ্ণ নাম তাহার স্বাভাবিক মাধুর্য্য পরিত্যাগ করে? তাহা কি ভক্তজনের আনন্দ বর্ধন করিবেনা?

পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য এই গ্রন্থ সংকলিত হয় নাই। পাণ্ডিত্য দূরের কথা, শাস্ত্রজ্ঞানের একান্ত অভাব সত্ত্বেও শুধু বৈদিক সাধনার সহিত গুরুগোবিন্দের আদর্শের সঙ্গতি প্রদর্শনের জন্যই অক্ষমের এই দুরাগ্রহ। সামর্থ্য নাই, কিন্তু হিন্দু জাতি জাগিয়া উঠুক, সহস্রধা বিভক্ত হিন্দুসমাজ সংঘবদ্ধ হইয়া আবার শত্রুর হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করুক, এই আকাঙ্ক্ষা আছে। এই আকাঙ্ক্ষাদমন করিতে না পারিয়া সজ্জনের বিরক্তি ও দুর্জনের উপহাসের সম্ভাবনা মাথায় বরণ করিয়া লইলাম। মহেশ্বর মঋদ্রা আমার লজ্জা নিবারণ করুন—গুরুগোবিন্দের আদর্শ গ্রহণ করিতে সমাজকে উদ্বুদ্ধ করুন।

হাফেজ ময় খোর ও রিন্দি কুন
ও খোশ বাশ ওলে।
দাম-এ তজবীর মা কুন
চুঁ দিগরান কোরাণরা॥

হে হাফেজ, তুমি মদ খাও, লাম্পট্য কর, উল্লাস-বিহ্বল হও (সবই ক্ষমার্হ)। কিন্তু শ্রুতিকে ছলনার উপায়রূপে পরিণত করিও না। (কেবল পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য শ্রুতির আবৃত্তি করিও না, জীবনে তাহার প্রয়োগ কর।) উহা ক্ষমার যোগ্য নয়।

[ময়=মদ্য। খোর=খাও। ও=এবং। রিন্দি=লাম্পট্য। কুন=কর, ও=এবং। খোশ্=খুসী, উল্লসিত। বাশ=হও। ওলে=কিন্তু। দাম=রজ্জু, পাশ। এ=of, র। তজবীর=বঞ্চনা। মা=না। কুন=করিও। চুঁ=মতন। দিগরান=অপর সকল। কোরাণরা=কোরাণকে, শ্রুতিকে।]

ওঁ ভত্, সত্।
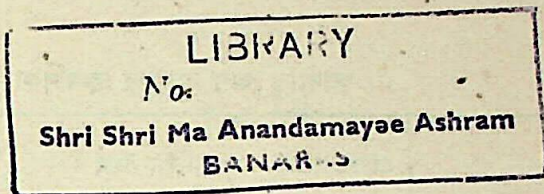
স্বাধ্যায়-শংসা

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ সহ চিত্তম্ এষাম্
সমানং মন্ত্রম্ অভিমন্ত্রয়ে বঃ
সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥

ঋগ্বেদ—১০-১৯১-৩

তোমরা সকলে একই সমিতিতে মিলিত হইও, একই মন্ত্র দ্বারা উপাসনা করিও। এই তোমাদের মন (বাসনা) এবং চিত্ত (বেদনা) এক হউক। তোমাদিগকে একই মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছি, একই উপচারে সমৃদ্ধ করিতেছি।

[এক-স্বাধ্যায়তাই জাতি গঠনের মূল ভিত্তি।]

স্বাধ্যায় অনু-বচনের ক্রমণিকা

	প্রাতঃ-সবন	মাধ্যন্দিন-সবন	সায়ং-সবন
সার্বজনীন গুরুগ্রন্থ Universal Scripture	গীতা	বৈদিক গীতা	উপগীতা
জাতীয় গুরুগ্রন্থ National Scripture	পৃশ্নিঃ (রামচন্দ্র)	জাপঃ (চণ্ডী) (গুরুগোবিন্দ সিংহ)	গাথা (জরথুস্ত্র)
মৌলিক গুরুগ্রন্থ Fundamental Scripture	(১) ধর্ম্মপদম্ কর্ম্মযোগ (গৌতম)	(২) মূলসূত্রম্ ধ্যান-যোগ (বর্ধমান) (৩) তত্ত্ববোধঃ জ্ঞান-যোগ (শঙ্কর)	(৪) রাগামৃতম্ ভক্তিযোগ (চৈতন্য)

(১) স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্-ময়ং তপ উচ্যতে।

গীতা—১৭-১৫

(২) যো অ্‌নধীত্য দ্বিজো বেদম্ অন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্ন্ এব শূদ্রত্বম্ আশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

মনু—২-১৬৮

(৩) পুরুষেষ্বপি রাজেন্দ্র সুপাত্রং ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা ধত্তে বেদং হরেস্ তনুম্॥

ভাগবত—৭-১৪-৪১

(৪) তপস্-স্বাধ্যায়-ঈশ্বর-প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।

পাতঞ্জল—২—১

গায়ত্রী (Song of Life.)

১। হিন্দু (দৈববান)

ওঁ। তত্ সবিতুর্ বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াত্। ওঁ ॥

পরমেশ্বরের বরণীয় শক্তিই (ভর্গ) আমাদের অন্তরে পথ প্রদর্শক প্রজ্ঞা (বিবেক) রূপে প্রকাশিত—ইহা যেন আমরা উপলব্ধি করি।

২। পার্শী (পিতৃযান)

ওঁ। যথা অহু বর্য্যো অথা রতুস্
অষাত্ চিত্ হচা।
বংহেউস্ দজ্দা মনংহো স্যওথননাম্।
অংহেউস্ মঝ্দাই।
ক্ষথ্রংচ অহুরাই আ
যিম্ দ্রিগুব্যো দদাত্ বাস্তারেম্। ওঁ।

অষা (ধর্ম্ম) লাভের জন্য অহু (রুদ্র) যেমন বরণীয়, রতুও (গুরুও) তেমনই বরণীয়। অহুর মঝ্দার অভিপ্রেত জীবন যাপনের জন্য রতুই আমাদিগের বহুমনস্ (প্রজ্ঞা) ও ক্ষথ্র (জিষ্ণুতা) দৃঢ় করেন। বহু-মনস্ ও ক্ষথ্রই দুর্গতের পরিত্রাতা।

৩। শিখ (মহাযান)—

ওঁ। এক ওঁ সৎনাম, কর্ত্তা, পুরুষ, নির্ভয় নির্বৈর।
অকাল মূরতি, অযোনি স্বৈভং, গুরু প্রসাদি জপ। ওঁ॥

[পরমেশ্বর রুদ্র] এক অদ্বিতীয়। ওঁকার তাহার প্রতীক। তিনি সত্যস্বরূপ, সৃষ্টিকর্ত্তা পুরুষ। তিনি নির্ভয় (সর্বশক্তিমান) ও নির্বৈর (প্রেমময়)। তিনি কালাতীত, শাশ্বত ও স্বয়ম্ভু। গুরুর অনুগ্রহে জপ দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়।

———

সত্র (Congregational Prayer)

(১) দর্শ

যত্ তে দেবা অকৃণ্বন্ ভাগধেয়ম্
অমাবাস্যে সংবসন্তো মহিত্বা।
তেনা নো যজ্ঞং পিপৃহি বিশ্ববারে
রয়িং নো ধেহি সুভগে সুবীরম্॥

অথর্ব (আঙ্গিরস) বেদ—৭-৭৯ ১

অমাবস্যার সত্র (যৌথ উপাসনা) ধন-জন-বর্ধক।

(২) পৌর্ণমাসী

পৌর্ণমাসী প্রথমা যজ্ঞিয়াসীত্
অহ্নাং রাত্রীণাং অতিশর্বরেষু।
যে ত্বাম্ যজ্ঞের্ যজ্ঞিয়ে অর্ধয়ন্তি
অমী তে নাকে সুকৃতঃ প্রবিষ্টাঃ॥

অথর্ব (আঙ্গিরস) বেদ—৭-৮০-৪

পৌর্ণমাসীর সত্র (যৌথ উপাসনা) স্বর্গপ্রাপক॥

———

প্রার্থনা

ওম্ উ ষ্টুহি যঃ স্বিষুঃ সুধন্বা
যো বিশ্বস্য ক্ষয়তি ভেষজস্য।
যক্ষ্বা মহে সৌমনসায় রুদ্রম্
নমোভির্ দেবম্ অসুরম্ দুবস্য ॥

ঋগ্বেদ—৫-৪২-১১

তাঁহারই স্তব কর, যাঁহার হস্তে সুন্দর ধনু ও বাণ, আবার সকল (ব্যথা-নাশক) ঔষধের কথাও যিনি জানেন। মহাশান্তির জন্য রুদ্রকে ভজন কর, নমস্কার দ্বারা পূজা কর। রুদ্রই দেব (সাকার); রুদ্রই অসুর (নিরাকার)।

[তিনি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা দণ্ডধর, অথচ দুঃখহর প্রেমময় বন্ধু, ইহাই পরমেশ্বরের প্রধান মহিমা। সাকার ও নিরাকার দুই ভাবেই তাঁহার উপাসনা করা চলে।]

ব্রহ্ম-যজ্ঞ-জপঃ

১। কর্ম্মযোগঃ (গৌতম)

অহশ্চ কৃষ্ণম্ অহর্ অর্জ্জুনং চ
বিবর্তেতে রজসী বেদ্যাভিঃ।
বৈশ্বানরো জায়মানো ন রাজা
অবাতিরজ্ জ্যোতিষা অগ্নিস্ তমাংসি।

ঋগ্বেদ—৬-৯-১

জগতে পাপ ও পুণ্য দুইই আছে—স্বকীয় প্রভাবে তাহারা বিশ্বে বিচরণ করে। পরন্তু যে জন প্রজ্ঞার আশ্রয় গ্রহণ করে, প্রজ্ঞা তাহাকে বীরের ন্যায় তিমির হইতে উত্তীর্ণ করিয়া আলোকের রাজ্যে পৌছাইয়া দেয়।

[কৃষ্ণং অহঃ=কৃষ্ণদিন, পাপ। অর্জ্জুনং অহঃ=শুক্লদিন, পুণ্য। রজসী=দ্যাবাপৃথিবী, বিশ্ব। বৈশ্বানর=নরে নরে (প্রতিজনে) অবস্থিত জ্যোতির্ম্ময় প্রজ্ঞা।]

প্রজ্ঞার নির্দ্দেশের অনুবর্তনই পরমার্থলাভের শ্রেষ্ঠ পথ।

২। ধ্যানযোগঃ (বর্ধমান)

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োর্ অন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্ব অত্তি
অনশ্নন্ অন্যো অভিচাকশীতি॥

ঋগ্বেদ—১-১৬৪-২০

দুইটি সুন্দর সদৃশ পক্ষী একই বৃক্ষে (দেহে) বাস করে। তাহাদের একজন (মন) সংসার বৃক্ষের ফল স্বাদু মনে করিয়া খাইয়া থাকে ; অপর জন (আত্মা) উহা পরিত্যাগ করিয়া স্বমহিমায় শোভা পায়।

[মন ও আত্মা উভয়েই সচেতন বলিয়া সদৃশ। কিন্তু ভোগে লিপ্সা আছে বলিয়া মন বন্ধনের হেতু, আর ভোগে লিপ্সা নাই বলিয়া আত্মা (সাক্ষি-চৈতন্য) মুক্তির সাধন।]

সাক্ষি-চৈতন্যে অবস্থানই পরমার্থলাভের শ্রেষ্ঠ পথ।

উপ-গীতা

প্রতিপদ্

পার্থবিবাদঃ।

সঞ্জয় উবাচ

১। কৃতোদকং তে সুহৃদাম্ সর্ব্বেষাং পাণ্ডুনন্দনাঃ।
বিদুরো ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সর্ব্বাশ্চ ভরতস্ত্রিয়ঃ॥

শান্তি—১-১

২। তত্র তে সুমহাত্মানো ন্যবসন্ কুরুনন্দনাঃ।
শৌচং নিবর্ত্তয়িষ্যন্তঃ মাসমাত্রং বহিঃ পুরাৎ॥

শান্তি—১ ২

৩। কৃতোদকং তু রাজানং ধর্ম্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্।
অভিজগ্মুর্ মহাত্মানঃ সিদ্ধা ব্রহ্মর্ষিসত্তমাঃ॥

শান্তি—১-৩

ঋষয় উচুঃ

৪। দিষ্ট্যা মুক্তোঃ স্মঃ সংগ্রামাৎ অস্মাল্ লোক-ভয়ঙ্করাৎ।
ক্ষত্রধর্ম্মরতশ্‌চাসি কচ্চিন্ মোদসি পাণ্ডব॥

শান্তি ১-১১

৫। কচ্চিচ্চ নিহতামিত্রঃ প্রীণাসি সুহৃদো নৃপ।
কচ্চিচ্চ শ্রিয়মিমাং প্রাপ্য ন ত্বাং শোকঃ প্রবাধতে॥

শান্তি—১ ১২

যুধিষ্ঠির উবাচ

৬। বিজিতেয়ং মহী কৃৎস্না কৃষ্ণবাহুবলাশ্রয়াৎ।
ব্রাহ্মণানাং প্রসাদেন ভীমার্জ্জুন-বলেন চ ॥

শান্তি—১-১৩

৭। ইদং তু মে মহৎ দুঃখম্ বর্ততে হৃদি নিত্যদা।
কৃত্বা জ্ঞাতিক্ষয়ম্ ইমং মহান্তং ঘোরদর্শনম্ ॥

শান্তি—১০-১৪

৮। সৌভদ্রং দ্রৌপদেয়াংশ্চ ঘাতয়িত্বা সুতান্ প্রিয়ান্।
জয়ো অ য়ম্ অজয়াকারো ভগবন্ প্রতিভাতি মে ॥

শান্তি—১-১৫

৯। কিংনু বক্ষ্যতি বাষ্ণেয়ী বধূর্ মে মধুসূদনম্।
দ্বারকা-বাসিনী কৃষ্ণম্ ইতঃ প্রতিগতং হরিম্ ॥

শান্তি—১-১৬

১০। দ্রৌপদী হত-পুত্রেয়ং কৃপণা হতবান্ধবা।
অস্মত প্রিয়হিতেযুক্তা ভূয়ঃ পীড়য়তীব মাম্ ॥

শান্তি—১-১৭

১১। যদ্-ভৈক্ষ্যম্ অচরিষ্যাম বৃষ্ণ্যান্ধকপুরে বয়ম্।
জ্ঞাতীন্ নিষ্পুরুষান্ কৃত্বা নেমাং প্রাপ্স্যাম দুর্গতিম্ ॥

শান্তি—৭-৩

১২। ধিগ্ অস্তু ক্ষাত্রম্ আচারং ধিগ্ অস্তু বলম্ ঔরসম্।
ধিগ্ অস্তু চার্ষং যেন মাং আপদং গমিতা বয়ম্ ॥

শান্তি—৭-৫

১৩। সাধু ক্ষমা দমঃ শৌচম্ অবিরোধঃ বিমত্সরঃ।
অহিংসা সত্যবচনম্ নিত্যানি বনচারিণাম্ ॥

শান্তি—৭-৬

১৪। বয়ং তু লোভান্ মোহাচ্চ দম্ভং মানং চ সংশ্রিতাঃ।
ইমাং অবস্থাং সংপ্রাপ্তাঃ রাজ্য-ক্লেশ-বুভুক্ষয়া ॥

শান্তি—৭-৭

১৫। ত্রৈলোক্যস্যাপি রাজ্যেন নাস্মান্ কশ্চিৎ প্রহর্ষয়েৎ।
বান্ধবান্ নিহতান্ দৃষ্ট্বা পৃথিব্যাম্ আমিষৈষিণঃ ॥

শান্তি—৭-৮

১৬। ন হি কৃৎস্নতমো ধর্ম্মঃ শক্যো প্রাপ্তুম্ ইতি শ্রুতিঃ।
পরিগ্রহবতা তন্ মে প্রত্যক্ষম্ অরিসূদন ॥

শান্তি—৭-৩৭

১৭। স পরিগ্রহম্ উৎসৃজ্য কৃৎস্নং রাজ্যসুখানি চ।
গমিষ্যামি বিনির্মুক্তঃ বিশোকঃ নির্ম্মমঃ ক্বচিৎ ॥

শান্তি—৭-৩৯

বৈশম্পায়ন উবাচ

১৮। অব্যাহরতি রাজেন্দ্রে ধর্ম্মপুত্রে যুধিষ্ঠিরে।
গুড়াকেশো হৃষীকেষম্ অভ্যভাষত পাণ্ডবঃ ॥

শান্তি—২৮-১

অর্জ্জুন উবাচ

১৯। জ্ঞাতিশোকাভিসন্তপ্তঃ ধর্ম্মপুত্রঃ পরন্তপঃ।
এষ শোকার্ণবে মগ্নস্ তম্ আশ্বাসয় মাধব ॥

শান্তি—২৮-২

২০। সর্ব্বে স্ম তে সংশয়িতা পুনর্ এব জনার্দ্দন।
অস্য শোকং মহাপ্রাজ্ঞ প্রণাশয়িতুম্ অর্হসি ॥

শান্তি ২৮-৩

বৈশম্পায়ন উবাচ

২১। এবম্ উক্তস্ তু গোবিন্দো বিজয়েন মহাত্মনা।
পর্য্যবর্ত্তত রাজানং পুণ্ডরীকেক্ষণো অচ্যুতঃ ॥

শান্তি—২৮·৪

২২। সংপ্রগৃহ্য মহাবাহুর্ ভুজং চন্দনভূষিতম্।
শৈল-স্তম্ভোপমং শৌরির্ উবাচাভিবিনোদয়ন্ ॥

শান্তি—২৮·৬

২৩। শুশুভে বদনং তস্য সুদ্রংষ্ট্রং চারুলোচনম্।
ব্যাকোচম্ ইব বিস্পষ্টং পদ্মং সূর্য্যবিবোধিতম্ ॥

শান্তি—২৮·৭

গোবিন্দ উবাচ

২৪। মা কৃথাঃ পুরুষব্যাঘ্র শোকং ত্বং গাত্রশোষণম্।
ন হি তে সুলভা ভূয়ো যে হতাস্মিন্ রণাজিরে ॥

শান্তি—২৮·৮

২৫। স্বপ্নলব্ধাঃ যথা লাভাঃ বিতথাঃ প্রতিবোধনে।
তথা তে ক্ষত্রিয়া রাজন্ যে ব্যতীতাঃ মহারণে ॥

শান্তি—২৮·৯

২৬। সর্বে হ্যভিমুখাঃ শূরাঃ নিহতাঃ রণশোভিনঃ।
নৈষাং কশ্চিৎ পৃষ্ঠতো বা পলায়ন্ বা নিপাতিতঃ ॥

শান্তি—২৮-১০

২৭। সর্ব্বে ত্যক্ত্বাত্মনঃ প্রাণান্ যুদ্ধা বীরা মহামৃধে।
শস্ত্রপূতাঃ দিবং প্রাপ্তা ন তান্ শোচিতুম্ অর্হসি ॥

শান্তি—২৮-১১

২৮। ক্ষত্রধর্ম্মরতাঃ শূরাঃ বেদবেদাঙ্গ-পারগাঃ।
প্রাপ্তাঃ বীরগতিং পুণ্যাম্ তান্ ন শোচিতুম্ অর্হসি॥

শান্তি—২৮-১২

২৯। কালঃ কর্ষতি ভূতানি সর্ব্বাণি বিবিধান্যুত।
ন কালস্য প্রিয়ঃ কশ্চিৎ ন দ্বেষ্যঃ কুরুসত্তম॥

স্ত্রী—২-৮

৩০। মৃতাঃ গর্ভেষু জায়ন্তে জাতমাত্রাঃ ম্রিয়ন্তি চ।
চংক্রমন্তো ম্রিয়ন্তে চ যৌবনস্থাস্ তথা পরে॥

শান্তি—১৫৩-৫৫

৩১। পুরুষস্য হি দৃষ্টেমাম্ উৎপত্তিম্ অনিমিত্ততঃ।
যদৃচ্ছয়া বিনাশং চ শোকহর্ষাব্ অনর্থকৌ॥

শান্তি—৩৩-২৩

৩২। পুনঃ পুনর্ জায়মানা পুরাণী
সমানং বর্ণম্ অভিশুম্ভমানা।
শ্বঘ্নীব কৃত্নুর বিজ আমিনানা
মর্ত্ত্যস্য দেবী জরয়ন্তি আয়ুঃ॥

ঋগ্বেদ—১-৯২-১০

৩৩। ঈয়ুস্ তে যে পূর্ব্বতরাম্ অপশ্যন
বি উচ্ছন্তীম্ উষসং মর্ত্ত্যাসঃ।
অস্মাভির্ উ নু প্রতিচক্ষ্যা অ্ভূদ্
ও তে যন্তি যে অ্পরীষু পশ্যান্॥

ঋগ্বেদ—১-১১৩-১১

৩৪। শ্রোত্রিয়স্যেব তে পার্থ মন্দকস্য অ্বিপশ্চিতঃ।
অনুবাকহতা বুদ্ধির্ নৈষা তত্ত্বার্থদর্শিনী॥

শান্তি—১০-১

৩৫। ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতো অ্য়ং পুরাণঃ
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
কঠ—১-২-১৮

৩৬। যথা রুরুঃ শৃঙ্গম্ অথো পুরাণম্
হিত্বা ত্বচং বাপ্য্ উরগো যথা চ।
বিহায় গচ্ছত্য্ অনবেক্ষম নঃ
তথা বিমুক্তো বিজহাতি দেহম্॥
শান্তি—২১৯-৪৮

৩৭। একসার্থ-প্রয়াতানাং সর্ব্বেষাং তত্রগামিনাম্।
যস্য কালঃ প্রয়াতা্ অগ্রে তত্র কা পরিবেদনা॥
স্ত্রী—৯-১৬

৩৮। সো অ্য়ং বিপুলম্ অধ্বানং কালেন ধ্রুবম্ অধ্রুবঃ।
নরো অ্বশঃ সমভ্যেতি সর্ব্বভূত-নিষেবিতম্॥
শান্তি—২৭-৫০

৩৯। কিং নু মুহ্যসি মূঢ়স্ ত্বং শোচ্যঃ কিম্ অনুশোচসি।
যদা ত্বাগপি শোচন্তঃ শোচ্যাঃ যাস্যন্তি তাং গতিম্॥
শান্তি—১৭৩-১০

৪০। ক্ব নু তে অ্দ্য পিতা পার্থ, ক্ব নু তে অ্দ্য পিতামহাঃ।
ন ত্বং পশ্যসি তান্ অদ্য, ন ত্বাং পশ্যন্তি তে অ্নঘ॥
শান্তি—২৭-৫৩

৪১। কুতোঅ্সি আগতঃ কোঅ্সি ক্ব গমিষ্যসি কস্য বা।
কস্মিন্ স্থিতঃ ক্ব ভবিতা কস্মাৎ কিম্ অনুশোচসি॥
শান্তি—৩২৪-১৪

৪২। সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগাঃ বিপ্রয়োগান্তাঃ মরণান্তং চ জীবিতম্ ॥

শান্তি—২৭-৩৯

৪৩। অহন্য্ অহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম-মন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বম্ ইচ্ছন্তি কিম্ আশ্চর্য্যম্ অতঃপরম্ ॥

বন—৩১২-২১৬

৪৪। নৌষধানি ন মন্ত্রাশ্চ ন হোমাঃ ন পুনর্ জপাঃ।
ত্রায়তে মৃত্যুনোপেতং জরয়া পরিবারিতম্ ॥

শান্তি—২৭-৩৫

৪৫। অধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়স্যৈষ যৎ শয্যামরণং ভবেৎ।
বিসৃজন্ শ্লেষ্ম-মূত্রানি কৃপণং পরিদেবয়ন্ ॥

শান্তি—৯৭-২৩

৪৬। যানি দুঃখানি সহতে ক্ষত্রিয়ঃ যুধি তাপিতঃ।
তেন তেন তপো ভূয় ইতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ ॥

শান্তি—৯৭-১৫

৪৭। অশোচ্যঃ হি হতঃ শূরঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে।
ন হ্যন্নং নোদকং তস্য ন স্নানং নাপ্যশৌচকম্ ॥

শান্তি—৯৮-৪৪

৪৮। শোকস্থান-সহস্রাণি ভয়স্থানি-শতান চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়ম্ আবিশন্তি ন পণ্ডিতম্ ॥

শান্তি—১৭৪-৪০

৪৯। অভূত্বা হি ভবন্ত্য্ অর্থাঃ ভূত্বা নশ্যন্তি চাপরে।
কালে ব্যসনম্ আকাঙ্ক্ষ্ নৈবারম্ অজরামরঃ ॥

উদ্যোগ—১২৪-৮

৫০। অথাবধশ্চ শত্রূণাম্ অধর্ম্মঃ শ্রূয়তে অ্নঘ।
ক্ষত্রিয়স্য হি ধর্ম্মো অ্য়ং হন্যাদ্ হন্যেত বা পুনঃ॥

দ্রোণ—১৯৭·৩৮

৫১। সুখং সাংগ্রামিকো মৃত্যুঃ ক্ষত্রধর্ম্মেন যুধ্যতাম্।
হতো অপি লভতে স্বর্গং হত্বা হি লভতে যশঃ॥

শল্য—১৯-৬১

৫২। জয়ো বধো বা সংগ্রামে ধাত্রা দিষ্টঃ সনাতনঃ।
স্বধর্ম্মো ক্ষত্রিয়স্যৈষ কার্পণ্যং ন প্রশস্যতে॥

উদ্যোগ—৭৩-৪

দ্বিতীয়া

পুরুষার্থ-বিনিশ্চয়ঃ।

গোবিন্দ উবাচ

১। যত্র নাস্তি শরৈঃ কার্যম্ ন মিত্রৈর্ ন চ বন্ধুভিঃ।
আত্মনৈকেন যোদ্ধব্যং তৎ তে যুদ্ধম্ উপস্থিতম্॥

শান্তি—১৬-২৩

২। অন্যত্ শ্রেয়স্ অন্যদ্ উতৈব প্রেয়স্
তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
শ্রেয়স্ আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তে অ্র্থাদ্ য উ প্রেয়স্ বৃণীতে॥

কঠ—২-১

৩। শ্রেয়শ্ চ প্রেয়শ্ চ মনুষ্যম্ এতস্
তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।

শ্রেয়স্ হি ধীরো অ্ভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়স্ মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥

কঠ—২-২

৪। সুবিজ্ঞানং চিকিতুষে জনায়
সচ্ চা অ্সচ্ চ বচসী পস্পৃধাতে।
তয়োর্ যৎ সত্যম্ যতরদ্ ঋজীয়স্
তদ্ ইৎ সোমো অ্বতি হন্তি অসত্ ॥

ঋগ্বেদ—৭-১০৪-১২

৫। অস্ত্যেব ত্বয়ি শোকো অ্পি হর্ষশ্ চাপি তথা ত্বয়ি।
সুখ দুঃখে তথা চোভে তত্র কা পরিবেদনা ॥

শান্তি—১৮০-২৭

৬। ন জাতু কামান্ ন ভয়ান্ ন লোভাদ্
ধর্ম্মং ত্যজেৎ জীবিতস্যাপি হেতোঃ।
ধর্ম্মো নিত্যঃ সুখ-দুঃখে ত্বনিত্যে
জীবো নিত্যঃ হেতুর্ অস্য ত্বনিত্যঃ ॥

উদ্যোগ—৪০-১২

৭। সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বা প্রিয়ম্।
প্রাপ্তং প্রাপ্তম্ উপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতঃ ॥

শান্তি—২৫-২৬

৮। বধ-বন্ধ-পরিক্লেশৈঃ ক্লিশ্যন্তে চ পুনঃ পুনঃ।
তে খল্বপি রমন্তে চ মোদন্তে চ হসন্তি চ ॥

শান্তি—১৭৮ ৩৫

৯। যে চ মূঢ়তমাঃ লোকে যে চ বুদ্ধেঃ পারং গতাঃ।
ত এব সুখম্ এধন্তে ক্লিশ্যত্য্ অন্তরিতো জনঃ ॥

শান্তি—২৫-২৮

১০। অথ যে বুদ্ধিম্ অপ্রাপ্তাঃ ব্যতিক্রান্তাশ্চ মূঢ়তাম্।
তে অ্তিবেলং প্রহৃষ্যন্তি সন্তাপম্ উপযন্তি চ॥

শান্তি—১৭৪-৩৮

যুধিষ্ঠির উবাচ

১১। ন হ্যেব কর্ত্তা পুরুষঃ কর্ম্মণঃ শুভ-পাপয়োঃ।
অস্বতন্ত্রো হি পুরুষঃ কার্য্যতে দারুযন্ত্রবৎ॥

উদ্যোগ—১৫৮-১৪

১২। কালসঞ্চোদিতো লোকঃ কাল-পর্য্যায়-নিশ্চিতঃ।
উত্তমাধম-মধ্যানি কর্ম্মাণি কুরুতে অ্বশঃ॥

শান্তি—৬১-১০

১৩। যদি স্যাৎ পুরুষঃ কর্ত্তা কৃষ্ণাত্মশ্রেয়সে ধ্রুবম্।
আরম্ভাস্ তস্য সিদ্ধেয়ুর্ ন তু জাতু পরাভবেৎ॥

শান্তি—২২৯-২৩

১৪। বায়ুম্ আকাশম্ অগ্নিং চ, চন্দ্রাদিত্যাব্ অহঃ-মনে।
জ্যোতীংষি সরিতঃ শৈলান্ কঃ করোতি বিভর্ত্তি চ॥

শান্তি—২৭-৩৩

১৫। শীতম্ উষ্ণম্ তথা বর্ষং কালেন পরিবর্ত্ততে।
এবম্ এব মনুষ্যাণাং সুখ-দুঃখে নরর্ষভ॥

শান্তি—২৭-৩৪

১৬। পৌরুষং কারণং কেচিদ আহুঃ কর্ম্মসু মানবাঃ।
দৈবম্ একে প্রশংসন্তি স্বভাবম্ অপরে জনাঃ॥

শান্তি—২৪৪-৪

১৭। পৌরুষং কর্ম্ম দৈবং চ ফলবৃত্তি-স্বভাবতঃ।
ত্রয়ম্ এতৎ পৃথগ্-ভূতম্ অবিবেকং তু কেচন ॥

শান্তি—২৪৪-৫

১৮। এতদ্ এবং চ নৈবং চ, ন চোভে নানুভে তথা।
কর্ম্মস্থং বিষয়ং ব্রূয়ুঃ সত্ত্বস্থাঃ সমদর্শিনঃ ॥

শান্তি—২৪৪-৬

১৯। যদি কালং প্রমাণং তে কস্মাদ ধর্ম্মো অস্তি কর্ত্তৃষু।
কালেনৈতে প্রবর্ত্তন্তে কঃ কস্যেহাপরাধ্যতি ॥

শান্তি—১৩৯-৭৫

২০। যো যস্মিন্ কুরুতে কর্ম্ম যাদৃশং যেন যত্র চ।
তাদৃশং তাদৃশেনৈব স গুণং প্রতিপদ্যতে ॥

শান্তি—৬১-৮

২১। সুশীঘ্রম্ অপি ধাবন্তং বিধানম্ অনুধাবতি।
শেতে সহ শয়ানেন যেন যেন যথা কৃতম্ ॥

১৭৯-৯

২২। উপতিষ্ঠতি তিষ্ঠন্তং গচ্ছন্তম্ অনুগচ্ছতি।
করোতি কুর্ব্বতঃ কর্ম্ম ছায়েবানুবিধীয়তে ॥

শান্তি—১৭৯-১০

২৩। ন চেশ্বরত্বম্ ঈশস্য হীয়তে তাবতা যতঃ।
অবশ্যম্ভাবিতাপ্য্ এষাম্ ঈশ্বরেণৈব নির্ম্মিতা ॥

পঞ্চদশী—৭-১৫৭

২৪। ইষ্টা-পূর্ত্ত-ফলং ন স্যাৎ ন শিষ্যঃ ন গুরুর্ ভবেৎ।
পুরুষঃ কর্ম্মসাধ্যেষু স্যাচ্ চেদ্ অয়ম্ অকারণম্ ॥

বন—৩২-৩০

২৫। চেষ্টাম্ অকুর্ব্বল্ লভ্যেত যদি কিঞ্চিৎ যদৃচ্ছয়া।
যো বা ন লভতে কৃত্বা দুর্দ্দর্শৌ তাব্ উভাব্ অপি॥

সৌপ্তিক—২-১৪

২৬। বাসনৌঘস্ ত্বয়া পূর্ব্বম্ অভ্যাসেন ঘনীকৃতঃ।
যদ্ যদ্ অভ্যস্যতে লোকে তন্ময়েনৈব ভূয়তে॥

যোগবাশিষ্ঠ—২-৯-৩৪

২৭। কর্ম্মণা ক্রিয়তে কর্ত্তা কর্ত্রা কর্ম্ম প্রণীয়তে।
বীজাঙ্কুরাদিবন্ ন্যায়ো লোক-বেদোক্ত এব চ॥

যোগবাশিষ্ঠ—৩-৯৫-২০

২৮। মন এব সমর্থং বৈ মনসো দৃঢ়-নিগ্রহে।
অরাজা কঃ সমর্থঃ স্যাদ্ রাজ্ঞঃ পাণ্ডব নিগ্রহে॥

যোগবাশিষ্ঠ—৩-১১২-১৯

২৯। যাবন্ ন তত্ত্ববিজ্ঞানং তাবচ্ চিত্তশমঃ কুতঃ।
যাবন্ ন চিত্তোপশমঃ ন তাবৎ তত্ত্ব-বেদনম্॥

যোগবাশিষ্ঠ—৫-৯২-১২

৩০। তস্মাৎ কৌরব যত্নেন পৌরুষেণ বিবেকিনা।
ভোগেচ্ছাং দূরতস্ ত্যক্ত্বা ত্বয়ং সমং সমাশ্রয়েৎ॥

যোগবাশিষ্ঠ—৫-৯২-১৫

৩১। শুভাশুভাভ্যাং মার্গাভ্যাং বহন্তী বাসনা সরিৎ।
পৌরুষেণ প্রযত্নেন যোজনীয়া শুভে পথি॥

মুক্তিকোপনিষদ্—২-৫

৩২। অশুভাচ্ চালিতং যাতি শুভং তস্মাদ্ অপীতরৎ।
পৌরুষেণ প্রযত্নেন লালয়েৎ চিত্ত-বালকম্॥

মুক্তিকোপনিষদ্—২-৬

৩৩। দৃষ্ট্বা রূপে ব্যাকরোৎ সত্যানৃতে প্রজাপতিঃ।
অশ্রদ্ধাম্ অনৃতে অ্ দধাচ্ শ্রদ্ধাং সত্যে প্রজাপতিঃ॥

যজুস্—১৯-৭

৩৪। ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ
ভদ্রং পশ্যেম অক্ষভির্ যজত্রাঃ।
স্থিরৈর্ অঙ্গৈস্ তুষ্টুবাংসস্ তনুভিঃ
ব্যশেম দেবহিতং যদ্ আয়ুঃ॥

ঋগ্বেদ—১-৮৯-৮

৩৫। যৎ প্রজ্ঞানম্ উত চেতো ধৃতিশ্চ
যজ্ জ্যোতির্ অন্তর্ অমৃতং প্রজাসু।
যস্মান্ ন ঋতে কিঞ্চন কর্ম্ম ক্রিয়তে
তন্ মে মনঃ শিব-সংকল্পম্ অস্তু।

যজুর্বেদ—৩৪-৩

৩৬। অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্য্ অস্মজ্ জুহুরাণম্ এনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নাম উক্তিং বিধেম॥

ঈশ (যজুস্—৪০)—১৮

৩৭। পূর্বে সমুদ্রে যঃ পন্থাঃ ন স গচ্ছতি পশ্চিমম্।
তস্মাদ্ ধর্ম্মে প্রবর্ত্তেথাঃ সর্বাবস্থঃ পরন্তপ॥

শান্তি—২৮০-৪

৩৮। অপি পাপকৃতো রৌদ্রাঃ সত্যং কৃত্বা পৃথক্ পৃথক্।
তে চেন্ মিথোঽ ধৃতিং কুর্যুঃ বিনশ্যেয়ুর্ অসংশয়ম্॥

শান্তি—২৬৫—১১

৩৯। পাপা হ্যপি তদা ক্ষেমং ন লভন্তে কদাচন।
একস্য হি দ্বৌ হরতো দ্বয়োশ্চ বহবো অপরে ॥

শান্তি—৬৬-১৪

৪০। আপৎস্থ চ ধারয়তি ধর্ম্মং ধর্ম্মবিদ্ উত্তমঃ।
ব্যসনং হ্যেব ধর্ম্মস্য ধর্ম্মিণাম্ আপদ্ উচ্যতে ॥

আদি—১৫৫-১৪

৪১। বৃত্তং যত্নেন সংরক্ষেদ্ বিত্তম্ এতি চ যাতি চ।
অক্ষীণো বিত্ততো ক্ষীণো বৃত্ততস্ তু হতো হতঃ ॥

উদ্যোগ—৩৬-৩০

৪২। অতিবাদাদ্ বদামা এষ মা ধর্ম্মম্ অভিশঙ্কেথাঃ।
ধর্ম্মাভিশঙ্কী পুরুষঃ তির্য্যগ্-গতি-পরায়ণঃ ॥

বন—৩১-৭

৪৩। সুখং চ দুঃখং চ ভয়াভয়ং চ
সমানম্ এতৎ পশুভির্ নরাণাম্।
প্রজ্ঞা হি নৃণাম্ অধিকো বিশেষঃ
প্রজ্ঞা-বিহীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥

উত্তরগীতা (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)—২-৪৪

৪৪। পাপং কুর্বন্ পাপবৃত্তঃ পাপস্যান্তং ন গচ্ছতি।
তস্মাৎ পুণ্যং যতেৎ কর্তুং বর্জয়ীত চ পাতকম্ ॥

বন—২০৮-৪১

৪৫। যৎ প্রাপ্য ন নিবর্ত্ততে যদ আসাদ্য ন শোচতে।
তৎ পদং শেমুষী-লভ্যম্ অস্ত্যেবাত্র ন সংশয়ঃ ॥

যোগবাশিষ্ঠ—২-১৩-৩৪

৪৬। ন সম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্
প্রমাদ্যন্তং বিত্ত-মোহেন মূঢ়ম।
অয়ং লোকঃ নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্ মৃত্যুম্ আপদ্যতে সঃ॥

কঠ—২·৬

৪৭। অবিদ্যায়াম্ অন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিত-ম্মন্য-মানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়াঃ
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

কঠ – ২-৫

৪৮। সন্দিগ্ধায়াম্ অপি ভৃশম্ শুভম্ এব সমাচর।
তস্যাং তু বাসনা-বৃদ্ধৌ শুভাদ্ দোষঃ ন কশ্চন॥

যোগবাশিষ্ঠ—২.৯-৩৮

৪৯। নাস্তি চেৎ তদ্ বিচারণে দোষঃ কো ঃ তাং ভবেৎ।
অস্তি চেৎ তৎ সমুত্তীর্ণো ভবিষ্যসি ভবার্ণবাৎ॥

যোগবাশিষ্ঠ—২-১৫-৩৫

৫০। এতাবদ্ এব পর্য্যাপ্তম্ উপমানং ধনঞ্জয়।
কর্ম্মণাং ফলম্ আপ্নোতি ধীরো-অ্ল্পেনাপি তুষ্যতি॥

বন—৩১-৩৩

৫১। ব্যাল-কুঞ্জর-দুর্গেষু সর্প-চোরভয়েষু চ।
হস্তাবাপেন গচ্ছন্তি নাস্তিকাঃ কিম্ অতঃপরম্॥

শান্তি—১৭৯-৬

৫২। ধর্ম্ম এব হতঃ হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ ধর্ম্মং ন ত্যজেত মা তে ধর্ম্মো হতো অবধীৎ॥

বন—৩.২-১২৮

তৃতীয়া

কামকার-নিরাসঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ

১। পাপস্য যদ্ অধিষ্ঠানং যতঃ পাপং প্রবর্ত্ততে।
এতদ্ ইচ্ছাম্যহম্ শ্রোতুং তত্ত্বেন মধুসূদন ॥

শান্তি—১৫৮-১

গোবিন্দ উবাচ

২। একঃ শত্রুর্ ন দ্বিতীয়ো অ্স্তি শত্রুর্
কামেন তুল্যং পুরুষস্য রাজন্।
যেনা আবৃতঃ কুরুতে সংপ্রযুক্তঃ
ঘোরাণি কর্ম্মাণি সুদারুণানি ॥

শান্তি—৩০৩-২৮

৩। শ্রূয়তাম্ জ্ঞান-সর্ব্বস্বম্ শ্রুত্বা চ হৃদি ধার্য্যতাম্।
ভোগেচ্ছা-মাত্রকো বন্ধস্ তৎ-ত্যাগো মোক্ষ উচ্যতে ॥

যোগবাশিষ্ঠ—৪-৩৫-৩

৪। বেদস্যোপনিষৎ সত্যম্ সত্যস্যোপনিষদ্ দমঃ
দমস্যোপনিষৎ ত্যাগঃ শিষ্টাচারেষু নিত্যদা ॥

বন—২০৬-৬০

৫। ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন
ত্যাগেনৈকেনা অমৃতত্বম্ আনশুঃ।
পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াম্
বিভ্রাজদ্ এতদ্ যতয়ো বিশন্তি।

নারায়ণোপনিষৎ।

৬। ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবা অভিবর্ধতে ॥

শান্তি—২২১ ৪৮

৭। যৎ পৃথিব্যাঃ ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তম্ তস্মাৎ তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ ॥

উদ্যোগ—৩৯ ৮৫

৮। ন পূর্ব্বে নাপরে জাতু কামানাম্ অন্তম্ আপ্নুবন্।
ত্যক্ত্বা সর্ব্বান্ সমারম্ভান্ প্রতিবুদ্ধো অসি জাগৃহি ॥

শান্তি—১৭৬-২২

৯। শ্বো অভাবা মর্ত্যস্য যদ্ অন্তকৈতৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বং জীবিতম্ অল্পম্ এব
তবৈব বাহাস্ তব নৃত্য-গীতে ॥

কঠ—১-২৬

১০। অন্তোষু রেমিরে ধীরাঃ ন তে মধ্যেষু রেমিরে।
অন্ত্য-প্রাপ্তিঃ সুখং প্রাহুর্ দুঃখম্ অন্তরম্ অন্তায়োঃ ॥

শান্তি—১৭৬-৩৫

১১। যশ্চৈতান্ প্রাপ্নুয়াৎ সর্ব্বান্ যশ্চৈতান্ কেবলং ত্যজেৎ।
প্রাপণাৎ সর্ব্বকামানাং পরিত্যাগো বিশিষ্যতে ॥

শান্তি—১৭৬-১৬

১২। ন প্রাপ্নোতি ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ প্রাপ্তৈরপি মহার্থনৈঃ।
নান্তঃ সম্পূর্ণতাম্ এতি করণ্ডক ইবাম্বুভিঃ ॥

যোগবাশিষ্ঠ— ১-১৬-৩

১৩। অন্তো নাস্তি পিপাসায়াঃ তুষ্টিস্তু পরমং সুখম্।
তস্মাৎ সন্তোষম্ এবেহ ধনং পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ ॥

শান্তি—৩৩০-২১

১৪। নাহ্যা পূরয়িতুং শক্যা ন মাসৈর্ ভরতর্ষভ।
অপূর্য্যাং পূরয়ন্ তৃষ্ণাম্ আয়ুষাপি ন শক্নুয়াৎ॥

শান্তি—১৭-৪

১৫। সঞ্চিতং সঞ্চিতং দ্রব্যং নষ্টং তব পুনঃ পুনঃ।
কদাচিন্ মোক্ষ্যসে মূঢ় ধনেহাং ধন-কামুক॥

শান্তি—১৭৬-২০

১৬। জীর্যন্তি জীর্যতঃ কেশাঃ দন্তাঃ জীর্যন্তি জীর্যতঃ।
ক্ষীয়তে জীর্যতে সর্ব্বং তৃষ্ণৈবৈকা ন জীর্যতি॥

অনুশাসন—৭-২৪

১৭। যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্ যা ন জীর্যতি জীর্যতঃ।
যো অসৌ প্রাণান্তিকঃ রোগস্ তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্॥

অনুশাসন—৭-২১—শান্তি—২৮২-১২

১৮। গো-শতাদ্ অপি গো-ক্ষীরং প্রস্থং ধান্য-শতাদ্ অপি।
প্রাসাদাদ্ অপি খট্বার্দ্ধং শেষাঃ পর-বিভূতয়ঃ॥

শান্তিপর্ব্ব (নীলকণ্ঠ)—১৭৭-৩৩

১৯। সর্ব্বত্র পঞ্চভূতানি ষষ্ঠং কিঞ্চিন্ ন বিদ্যতে।
পাতালে ভূতলে স্বর্গে রতিম্ এতু ক্ব ধীর-ধীঃ॥

যোগবাশিষ্ঠ—৪-৫৭-৩৫

২০। পুনস্ তান্যেব তান্যেব তত্রেহাগত্র বাপি চ।
ইতশ্ চেতশ্ চ বস্তূনি নাপূর্ব্বং নাম কিংচন॥

যোগবাশিষ্ঠ—৫-২৫-২৯

২১। পানীয়ং বা নিরায়াসং স্বাদ্বন্নং বা অভয়োত্তরম্।
বিচার্য খলু পশ্যামি তৎ সুখং যত্র নির্বৃতিঃ॥

শান্তি—১১১-১৩

২২। মনসো দুঃখ-মূলং তু তৃষ্ণা ইত্যুপলভ্যতে।
তৃষ্ণয়া হ্যজ্জতে জন্তুঃ দুঃখ-যোগম্ উপৈতি চ ॥

বন—২-২৭

২৩। সংকল্পাজ্ জায়তে কামঃ সেব্যমানঃ বিবর্দ্ধতে।
যদা প্রাজ্ঞো বিরমতে তদা সদ্যঃ প্রণশ্যতি ॥

শান্তি—১৬১-৮

২৪। ন ত্বং স্মরসি বারুণ্যাঃ লট্বকানাং চ পক্ষিণাম্।
তাভ্যাং চাভ্যধিকৌ ভক্ষ্যৌ ন কশ্চিৎ বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥

শান্তি—১৭৮-৩১

২৫। যস্মিন্ যস্মিংস্ তু বিষয়ে যো যো যাতি বিনিশ্চয়ম্।
স তং তম্ এবাভিজানাতি নান্যং ভরত-সত্তম ॥

শান্তি—১৭৩-৩

২৬। অর্থে হ্যবিদ্যমানে অপি সংসৃতির্ ন নিবর্ত্ততে।
স্বপ্নেষপি ভবত্যেষ বিজ্ঞাতা সুখ-দুঃখয়োঃ ॥

শান্তি—২৫৯-৮

২৭। যদ্ যৎ ত্যজতি কামানাং তৎ সুখস্যা অভিপূর্যতে।
কামানুসারী পুরুষঃ কামান্ অনু বিনশ্যতি ॥

শান্তি—১৭৬-৪৬

২৮। যতো যতো নিবর্ত্ততে ততস্ ততো বিমুচ্যতে।
নিবর্ত্তনাদ্ হি সর্ব্বতো ন বেত্তি দুঃখম্ অন্ব্ অপি ॥

উদ্যোগ—৩৬ ১৪

২৯। যৎ কিঞ্চিদপি সংকল্প্য নরো দুঃখে নিমজ্জতি।
ন কিঞ্চিদপি সংকল্প্য সুখম্ অক্ষয়ম্ অশ্নুতে ॥

যোগবাশিষ্ঠ—৬-৩৬-৩৫

৩০। হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যা অপিহিতম্ মুখম্
তৎ ত্বম্ পূষন্ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥
ঈশ (যজুস্—৪০)—১৫

৩১। কিঞ্চিদেব মমত্বেন যদা ভবতি কল্পিতম্।
তদেব পরিতাপার্থং সর্ব্বং সম্পদ্যতে তদা ॥
শান্তি—২৮২·৮

৩২। সুসুখং বত জীবামি যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহতি কিঞ্চন ॥
শান্তি—২৮২·৪

৩৩। সর্বং পরবশং দুঃখম্ সর্ব্বম্ আত্মবশং সুখম্।
এতদ্ বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ ॥
মনু—৪-১৬০

৩৪। ইহ প্রাজ্ঞঃ হি পুরুষঃ স্বল্পম্ অপ্রিয়ম্ ইচ্ছতি।
যস্য স্বল্পং প্রিয়ং লোকে ধ্রুবং তস্যাল্পম্ অপ্রিয়ম্ ॥
উদ্যোগ—১৩৫-১৭

৩৫। ন দ্বিতীয়স্য শিরসঃ ছেদনং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
ন চ পাণেস্ তৃতীয়স্য যন্ নাস্তি ন ততো ভয়ম্ ॥
শান্তি—১৮৮-২৯

৩৬। দৃষ্ট্বা কুলীন্ পঙ্কহতান্ মনুষ্যা'ন্ আময়াবিনঃ।
সু-সম্পূর্ণঃ স্বস্থা যোন্যা লব্ধ-লাভো অসি ভারত ॥
শান্তি—১৭৮-৩৯

৩৭। সহস্রিণো অপি জীবন্তি জীবন্তি শতিনস্ তথা।
পরন্তপ মুঞ্চ কামং ন কথঞ্চিৎ ন জীব্যতে ॥
উদ্যোগ—৩৯-৮৪

৩৮। দিষ্ট্যা ন ত্বং শৃগালো বৈ ন ক্রিমির্ন চ মূষকঃ।
ন সর্পো ন চ মণ্ডূকো ন চান্য-পাপ-যোনিজঃ ॥
শান্তি—১৮০-১৮

৩৯। আমিষে গৃধ্যমানানাম্ অশুভং বৈ শুনাম্ ইব।
আমিষং নৈব নো হীষ্টম্ আমিষস্য বিবর্জনম্ ॥
শান্তি—৭-১০

৪০। সর্ব্বে লাভাঃ সাভিমানাঃ ইতি সত্যবতী শ্রুতিঃ।
সন্তোষণীয়রূপো অসি যল্ লোভাদ্ অবমন্যসে ॥
শান্তি—১৭৮-১০

৪১। আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদ্ অয়ম্ অস্মীতি পুরুষঃ।
কিমর্থং কস্য কামায় শরীরম্ অনুসঞ্জরেৎ ॥
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—৪-৪-১২

৪২। মন এব মনুষ্যাণাং কারণং সুখ-দুঃখয়োঃ।
দুঃখং তু বিষয়াপেক্ষা নিরপেক্ষা সুখং মতম্ ॥
ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ—২

৪৩। যেন তৃপ্যত্য অভুঞ্জানো যেন তৃপ্যত্য অবিত্তবান্।
যেনা অ স্নেহো বলং ধত্তে যস্ তং বেদ স বেদবিৎ ॥
শান্তি—২৫৭-১৮

৪৪। পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণত্ স্বয়ম্ভূস্
তস্মাত্ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তর্ আত্মন্।
কশ্চিদ্ ধীরঃ প্রত্যগ্-আত্মানম্ ঐক্ষত
ব্যাবৃত্তচক্ষুর্ অমৃতত্বম্ ইচ্ছন্ ॥
কঠ—৪-১

৪৫। পরাচঃ কামান্ অনুযন্তি বালাঃ
তে মৃত্যোর্ যন্তি বিততস্য পাশম্।

অথ ধীরাঃ অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবম্ অধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥
কঠ—৪-২

৪৬। বাঞ্ছাকালে যথা বস্তু তুষ্টয়ে ন তথা তথা।
বাঞ্ছাকালে তুষ্টয়ে যত্, তত্র বাঞ্ছৈব কারণম্॥
যোগবাশিষ্ঠ—৬-৪৪-৩

৪৭। চিত্তমাত্রঃ নরস্ তস্মিন্ গতে শান্তম্ ইদং জগত্।
উপানদ্গূঢ়পাদস্য নন্বু চর্ম্মাবৃতৈব ভূঃ॥
যোগবাশিষ্ঠ—৬-৩৬-৩

৪৮ ইন্দ্রিয়াণাং তু সর্ব্বেষাম্ যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদ্ ইবোদকম্॥
মনু—২-৯৯

৪৯। নৈতাবদ্ এনা পরো অন্যদ্ অস্তি
উক্ষা স দ্যাবাপৃথিবী বিভর্ত্তি।
ত্বচং পবিত্রং কৃণুত স্বধাবন্
যদ্ ঈম্ সূর্য্যো ন হরিতো বহন্তি॥
ঋগ্বেদ— ১০-৩১ ৮

৫০। শব্দ-স্পর্শা-দয়ো যে অর্থা অনর্থা ইব তে স্থিতাঃ।
যেষু আসক্তো ভূতাত্মা ন স্মরেৎ পরমং পদম্॥
মৈত্রায়নী—৪-১-২

৫১। নান্যত্র বিদ্যাতপসো নান্যত্রেন্দ্রিয়-নিগ্রহাৎ।
নান্যত্র সর্ব্ব সংত্যাগাৎ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥
শান্তি—২৪৫-৫

৫২। যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যে অস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথো মর্ত্ত্যো অমৃতো ভবত্য্ অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥
বৃহদারণ্যক—৪-৪-৭

চতুর্থী।

সাংখ্য নিয়াসঃ।

পার্থ উবাচ

১। নাকামঃ কাময়ত্যর্থং নাকামঃ ধর্মম্ ইচ্ছতি।
নাকামঃ কাময়ানো অস্তি তস্মাত্ কামঃ বিশিষ্যতে॥

শান্তি—১৬৫-২৯

২। তস্যৈবং গততৃষ্ণস্য বিজ্বরস্য নিরাশিবঃ।
কা বিবক্ষাস্তি কর্ম্মেষু বীতরাগস্য সর্ব্বতঃ॥

শান্তি—২৭৪-১১

গোবিন্দ উবাচ

৩। আকুলানি চ শাস্ত্রাণি হেতুভিশ্ চিন্তিতানি চ।
নিশ্চয়শ্চৈব যো মন্ত্রে বেদাহং তং যথাবিধি॥

শান্তি—১৯-২

৪। ত্বং তু কেবলমন্ত্রজ্ঞঃ বীরব্রতসমন্বিতঃ।
শাস্ত্রার্থং তত্ত্বতো গন্তুম্ ন সমর্থঃ কথঞ্চন॥

শান্তি—১৯-৩

৫। অর্থস্য অব্য়বাব্ এতৌ ধর্ম্ম-কামাব্ ইতি শ্রুতিঃ।
অর্থসিদ্ধ্যা বিনির্বৃত্তাব্ উভাব্ এতৌ ভবিষ্যতঃ॥

শান্তি—১৬৫-১৪

৬। কর্ম্মভিশ্ চিন্তিতো লোকো গত্যাং গত্যাং পৃথক্ পৃথক্।
তস্মাৎ কর্ম্মাণি নিত্যানি মোহাৎ সাংখ্যম্ যিযাসতি॥

বন—৩০-২

৭। অন্যথা বর্ত্তমানস্য নাস্য বৃত্তিঃ প্রকল্প্যতে।
কর্ম্মণা বধ্যতে ধর্ম্মঃ যথা কর্ম্ম তথৈব সঃ॥

শান্তি—১৪-১০

৮। কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহা অস্ত্যকামতা।
কাম্যো হি বেদাধিগমঃ কর্ম্মযোগশ্চ বৈদিকঃ॥

মনু—২-২

৯। অত্র গাথাঃ বাঙ্গাগীতাঃ কীর্ত্তয়ন্তি পুরাবিদঃ।
শৃণু সংকীর্ত্যমানাস্তা অখিলেন পরন্তপ॥

অশ্বমেধ—১৩-১২

১০। নাহং শক্যো অনুপায়েন হন্তুং ভূতেন কেনচিৎ।
অবধ্যঃ সর্ব্ব-ভূতানাম্ অহম্ একঃ সনাতনঃ॥

অশ্বমেধ—১৩-১১

১১। যো মাং প্রযততে হন্তুং জ্ঞাত্বা প্রহরণে বলম্।
তস্য তস্মিন্ প্রহরণে পুনঃ প্রাদুর্ ভবাম্যহম্॥

অশ্বমেধ—১৩-১৩

১২। যো মাং প্রযততে হন্তুং ধৃত্যা সত্য পরাক্রমঃ।
ভাবো ভবামি তস্যাহং স চ মাং নাববুধ্যতে॥

অশ্বমেধ—১৩-১৬

১৩। যো মাং প্রযততে হন্তুং মোক্ষম্ আস্থায় পণ্ডিতঃ।
তস্য মোক্ষরতিস্থস্য নৃত্যামি চ হসামি চ॥

অশ্বমেধ—১৩-১৭

১৪। সর্বে হি স্বম্ সমুৎথানম্ উপজীবন্তি জন্তবঃ।
প্রত্যক্ষম্ ফলম্ অশ্নন্তি কর্ম্মণাং লোক সাক্ষিকম্॥

বন—৩২-৭

১৫। কৃষন্ন্ ইৎ ফালম্ আশিতং কৃণোতি
যন্ন্ অধ্বানম্ অপবৃঙ্‌ক্তে চরিত্রৈঃ।
বদন্ ব্রহ্ম অবদতো বনীয়ান্
পৃণন্ন্ আপির্ অপৃণন্তম্ অভি ষ্যাৎ॥
ঋগ্বেদ — ১০-১১৭-৭

১৬। যো জাগার তম্ ঋচঃ কাময়ন্তে
যো জাগার তম্ উ সামানি যন্তি।
যো জাগার তম্ অয়ম্ সোম আহ
তবা অহম্ অস্মি সখ্যে নি-ওকাঃ॥
ঋগ্বেদ — ৫-৪৪-১৪

১৭। চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুম্ উদুম্বরম্।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্॥
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৭-৩-৩-৪

১৮। কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্ তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরন্॥
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৭-৩-৩-৫

১৯। মনসা চিন্তিতান্ অর্থান্ পশ্চাৎ প্রাপ্নোতি কর্ম্মণা।
মানসং সর্ব্বভূতানাং কর্ম্মেত্যাহুর্ মনীষিণঃ॥
শান্তি—১৯৩-৩১

২০। বাহ্যদ্রব্য-বিযুক্তস্য মনসা ত্বনুগৃধ্যতঃ।
যো ধর্ম্মো যৎ সুখং বা স্যাৎ দ্বিষতাং তৎ তথাস্তু তে॥
শান্তি—১৩-২

২১। ন বাহ্যদ্রব্যম্ উৎসৃজ্য সিদ্ধির্ ভবতি ভারত।
মানসং দ্রব্যম্ উৎসৃজ্য সিদ্ধির্ ভবতি বা ন বা॥
শান্তি—১৩-১

২২। লব্ধ্বা হি পৃথিবীম্ কৃৎস্নাং সহ-স্থাবর-জঙ্গমাম্।
মমত্বং যস্য নৈব স্যাৎ কিং তৎ তস্য করিষ্যতি ॥

শান্তি—১৩-১১

২৩। অথবা বসতঃ পার্থ বনে বন্যেন জীবতঃ।
মমত্বং যস্য দ্রব্যেষু মৃত্যোর্ আস্যে স বর্ত্ততে॥

শান্তি—১৩-১২

২৪ আত্মজ্ঞানং সমারম্ভস্ তিতিক্ষা ধর্ম্ম নত্যতা।
যম্ অর্থাৎ নাপকর্ষন্তি স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে ॥

উদ্যোগ— ৩৩-২০

২৫। সংকল্পেষু নিরারম্ভো নিরাশো নির্ম্মমো ভব।
অশোকং স্থানম্ আতিষ্ঠ ইহ চামুত্র চাব্যয়ম্॥

শান্তি—১৭-১৩

২৬। বসন্ বিষয়মধ্যে অ্পি ন বসত্যেব বুদ্ধিমন্।
সংবসত্যেব দুর্বুদ্ধির্ অসৎস্থ বিষয়েষ্বপি ॥

শান্তি—৩০৪-৬

২৭। আকিঞ্চন্যে ন মোক্ষো অ্স্তি কিঞ্চন্যে নাস্তি বন্ধনম্।
কিঞ্চন্যে চেতরে চৈব জন্তুর্ জ্ঞানেন মুচ্যতে ॥

শান্তি—৩২৫-৫০

২৮। ত্রয়ীং চ নাম বার্ত্তাং চ ত্যক্ত্বা পুত্রান্ ব্রজন্তি যে।
ত্রিবিষ্টব্ধং চ বাসশ্চ প্রতিগৃহ্নন্ত্য্ অবুদ্ধয়ঃ ॥

শান্তি—১৮-৩৩

২৯। দোষদর্শী চ গার্হস্থ্যে যো ব্রজত্য্ আশ্রমান্তরে।
উৎসৃজন্ প্রতিগৃহ্নংশ্ চ সো অ্পি সঙ্গান্ ন মুচ্যতে ॥

শান্তি—৩২৫-৪৪

৩০। আধিপত্যে তথা তুল্যে নিগ্রহা অনুগ্রহাত্মকে।
রাজভির্ ভিক্ষুকস্ তুল্যাঃ মুচ্যন্তে কেন হেতুনা ॥

শান্তি—৩২৫·৪৫

৩১। গ্রামান্ নিষ্ক্রম্য মুনয়ো বিগত-ক্রোধ-মৎসরাঃ।
বনে কুটুম্ব-ধর্ম্মাণঃ দৃশ্যন্তে পরিমোহিতাঃ ॥

শান্তি—১৫-২৭

৩২। উপোষ্য সংশিতো ভূত্বা হিত্বা বেদকৃতাঃ শ্রুতীঃ।
আচার ইত্যনাচারঃ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥

শান্তি—২৭১-৯

৩৩। প্রত্যক্ষাব্ এব ধর্ম্মার্থৌ ক্ষত্রিয়স্য বিজানতঃ।
তত্র ন ব্যবধাতব্যম্ পরোক্ষা ধর্ম্মযাপনা ॥

শান্তি—১৩৪-১

৩৪। পত্রাহারৈর্ অশ্মকুট্টৈঃ দন্তোলূখলিকৈস্ তথা।
অব্ভক্ষৈঃ বায়ুভক্ষৈশ্চ তৈর্ অয়ং নরকো জিতঃ ॥

শান্তি—১৭-১১

৩৫। অহিংসা সত্যবচনম্ আনৃশংস্যম্ দমো ঘৃণা।
এতত্ তপো বিদুর্ ধীরাঃ ন শরীরস্য শোষণম্ ॥

শান্তি—৭৯-১৮

৩৬। নহি পাপানি কর্ম্মাণি শুধ্যন্ত্য্ অনশনাদিভিঃ।
নাগ্নির্ দহতি কর্ম্মাণি ভাবশূন্যস্য দেহিনঃ ॥

বন—১৯৯-১০২

৩৭। ত্রিদণ্ডধারণং মৌনং জটাভারোঽথ মুণ্ডনম্।
বল্কলাজিনসংবেষ্টম্ ব্রতচর্য্যাভিষেচনম্ ॥

বন—১৯৯-৯৬

৩৮। অগ্নিহোত্রম্ বনেবাসঃ শরীরপরিশোষণম্।
সর্ব্বাণ্য্ এতানি মিথ্যা স্যুর্ যদি ভাবো ন বিদ্যতে ॥

বন—১৯৯-৯৭

৩৯। বিজানতাম্ মোক্ষ এষঃ শ্রমঃ স্যাদ্ অবিজানতাম্।
মোক্ষযানম্ ইদং কৃৎস্নং বিদুষাং হারীতো অ্ব্রবীত ॥

শান্তি—২৮৬-২২

৪০। বীতরাগঃ জিত-ক্রোধঃ সম্যগ্ ভবতি যঃ সদা।
বিষয়ে বর্ত্তমানো অ্পি ন স পাপেন যুজ্যতে ॥

শান্তি—৩০৪-১০

৪১। নিরাশৈর্ অলসৈঃ শ্রান্তৈঃ তপ্যমানৈঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
শমস্যোপরমো দৃষ্টঃ প্রব্রজ্যায়াম্ অপণ্ডিতৈঃ ॥

শান্তি—২৭৫-১১

৪২। ক্রিয়াবিহীনৈর্ অলসৈর্ অপণ্ডিতৈঃ প্রবর্তিতম্।
বেদবাদা অ্পরিজ্ঞানম্ সত্যাভাসম্ ইবানৃতম্॥

শান্তি—২৭৫-১৭

৪৩। যদ্বেষা পরমা কাষ্ঠা যদ্যেষা পরমা গতিঃ।
গৃহস্থান্ অব্যপাশ্রিত্য নাশ্রমো অ্ন্যঃ প্রবর্ত্ততে ॥

শান্তি—২৭৫-৬

৪৪। এবং ক্রোশৎস্যু :বদেষু কুতো মোক্ষো অ্স্তি কস্যচিৎ।
ঋণবন্তো যদা মর্ত্যাঃ পিতৃ-দেব-দ্বিজাতিষু ॥

শান্তি—২৭৫-২৬

৪৫। দত্ত্বা অ্তিথিভ্যো দেবেভ্যো পিতৃভ্যঃ স্বজনায় চ।
অবশিষ্টানি যে অ্শ্নন্তি তান্ আহুর্ বিঘসাশিনঃ ॥

শান্তি—১১-২৪

৪৬। উত্সীদেয়ুর্ প্রজাঃ সর্বাঃ ন কুর্য্যুঃ কর্ম্ম চেদ্ ইহ।
তথা হ্যেতা ন বর্ধেরণ্ কর্ম্মচেদফলং ভবেত্॥

বন—৩২-১১

৪৭। কুর্বন্ন্ এবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেত্ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

ঈশ (যজুস্-৪০)-২

৪৮। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যাম্ উপাসতে।
ততো ভূয় এব তে তমঃ য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

ঈশ (যজুঃ—৪০)-৯

৪৯। অন্যদ্ এবাহুর্ বিদ্যয়া অন্যদ্ আহুর্ অবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্ তদ্ বিচচক্ষিরে॥

ঈশ (যজুঃ—৪০)-১০

৫০। বিদ্যাং চাবিদ্যাং চৈব যস্ তদ্ বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতম্ অশ্নুতে॥

ঈশ (যজুঃ—৪০)-১১

৫১। মাসার্দ্ধমাসা ঋতব আদিত্যঃ শশি-তারকম্।
ঈহন্তে সর্ব্বভূতানি তদ্ ইদং কর্ম্ম-সংগীতম্॥

শান্তি—১১-১৪

৫২। শাশ্বতো অয়ং ধর্ম্মপথঃ নাস্ত্যান্তম্ অনুশুশ্রুমঃ।
মহান্ দাশরথঃ পন্থাঃ মা পার্থ কুপথং গমঃ॥

শান্তি—৮৩৮

পঞ্চমী।

কর্ম্ম-যোগঃ।

পার্থ উবাচ

১। ধর্ম্মচর্য্যা চ রাজ্যং চ নিত্যমেব বিরুধ্যতে।
এবং মুহ্যতি মে চেতশ্ চিন্তয়ানস্য নিত্যশঃ।

শান্তি—৩৬-৪

গোবিন্দ উবাচ

২। প্রবৃত্তি-লক্ষণো যোগঃ সাংখ্যং সন্ন্যাস লক্ষণম্।
অনুষ্ঠিতে যথা শাস্ত্রং নয়েতাং পরমাং গতিম্॥

অশ্বমেধ—৪৩-২৬

৩। বেদাহং তাত শাস্ত্রাণি অপরাণি পরাণি চ।
উভয়ং বেদ-বচনং কুরু কর্ম্ম ত্যজেতি চ॥

শান্তি—১৯-১

৪। অনির্দেশ্যগতিঃ সা তু যাং প্রপশ্যন্তি মোক্ষিণঃ।
তস্মাদ্ যোগঃ প্রধানেষ্টঃ স তু দুঃখং প্রবেদিতুম্॥

শান্তি—১৯-১৫

৫। তদ্ এতত্ সত্যং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি
কবয়ো যান্যপশ্যন বহুধা সন্ততানি।
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা
এষঃ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে॥

মুণ্ডক—১-২-১

৬। যজ্ঞেন যজ্ঞম্ অযজন্ত দেবাস্
তানি ধর্ম্মাণি প্রথমানি আসন্।

তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত
যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তিদেবাঃ ।।

ঋগ্বেদ—১১-৬৪-৫০

৭। অস্তু বাত্র ফলং মা বা কর্ত্তব্যং পুরুষেণ যৎ।
কর্ত্তব্যম্ এব তদ্ ইতি মনোর্ এব বিনিশ্চয়ঃ ।।

বন—৩১-৩ / ৩২-৯

৮। কামঃ বন্ধনম্ এবৈকং নান্যদ্ অস্তীহ বন্ধনম্।
কামবন্ধন-মুক্তো হি ব্রহ্ম-ভূয়ায় কল্পতে ॥

শান্তি— ২৫-৭

৯। ন ধর্ম্মফলম্ আপ্নোতি ধর্ম্মং যো দোগ্ধুম্ ইচ্ছতি।
যশ্চৈনং শঙ্কতে কৃত্বা নাস্তিক্যাৎ পাপচেতনঃ ॥

বন—৩১-৬

১০। ধর্ম্ম এব মনস্ ভাবং স্বভাবং পার্থ স্যাদ্ ধ্রুবম্।
দদামি দেয়ম্ ইত্যেব যজে যষ্টব্যম্ ইত্যুত ॥

বন—৩১-২

১১। ন ধনার্থং যশো অর্থং বা ধর্ম্মঃ সতাং পরন্তপ।
ধর্ম্ম-বাণিজ্যকো হতঃ জঘন্যঃ ধর্ম্ম-বাদিনাম্ ॥

বন—৩১-৫

১২। যথা যথা হি পুরুষঃ কল্যাণে কুরুতে মনঃ।
তথা তথাস্য সর্ব্বার্থাঃ সিধ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥

শান্তি—২২৬-৬৭

১৩। তথা কর্ম্মসু বিজ্ঞেয়ং ফলং ভবতি বা ন বা।
পুরুষস্যা আত্ম-নিঃশ্রেয়স্ শুভা-শুভ-নিদর্শনম্ ॥

অশ্ব—৫০-২০

১৪। ধর্ম্মকার্য্যং যতন্ শক্ত্যা নোচেৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ।
প্রাপ্তো ভবতি তৎ পুণ্যম্ অত্র মে নাস্তি সন্দেহঃ॥

উদ্যোগ—৯৩-৬

১৫। বিচ্ছিদ্যন্তে সমারব্ধাঃ সিধ্যন্তে চাপি দৈবতঃ।
কৃতে পুরুষকারে তু নৈনঃ স্পৃশতি পার্থিব॥

শান্তি— ২৪-৫০

১৬ ।স্ফটিকঃ প্রতিবিম্বেন যথা নায়াতি রঞ্জনম্।
তজ্জ্ঞঃ কর্ম্ম ফলেনান্তস্ তথা নায়াতি বন্ধনম্॥

যোগবাশিষ্ঠ—৬-১১২ ৬

১৭। মনঃ করোতি পুণ্যানি মনো লিপ্যতে পাতকৈঃ।
মনশ্চ তন্মনাঃ ভূত্বা ন পুণ্যৈঃ ন চ পাতকৈঃ॥

যোগশিখোপনিষত্—৬-৬১

১৮। একোদরকৃতে ব্যাঘ্রঃ করোতি বিশসং বহু।
তম্ অন্যে অপ্যুপজীবন্তি মন্দলোভবশাঃ মৃগাঃ॥

শান্তি—১১৯

১৯। শিষ্টার্থং বিহিতো দণ্ডো ন বধার্থং বিধীয়তে।
কাশ্যপাঃ কর্ম্মণা তেন মহতীং সিদ্ধিম্ আপ্তবান্॥

শান্তি—১৩৫-২০

২০। ন হি কার্য্যম অকার্য্যং বা সুখং জ্ঞাতুং কথঞ্চন।
সূক্ষ্মা গতির্ হি ধর্ম্মস্য বহুশাখা হ্যনন্তিকা॥

কর্ণ—৬৯-২১

২১। অন্যে সামং প্রশংসন্তি ব্যায়ামম্ অপরে জনাঃ।
নৈকং ন চাপরে কেচিৎ উভয়ং চ তথাপরে॥

শান্তি—২৭-১

২২। যজ্ঞম্ একে প্রশংসন্তি সন্ন্যাসং অপরে জনাঃ।
দানম্ একে প্রশংসন্তি কেচিৎ চৈব প্রতিগ্রহম্॥

শান্তি—২১-৮

২৩। অপরে বচনৈঃ পুণ্যৈঃ বাদিনো লোক-নিশ্চয়ে।
অ-নিশ্চয়-জ্ঞাঃ ধর্ম্মাণাম্ অদৃষ্টান্তে পরে হতাঃ॥

শান্তি—৬৩-৪

২৪। শ্রুতের্ ধর্ম ইতি হ্যেকে বদন্তি বহবো জনাঃ।
তৎ তে ন প্রত্যসূয়ামি ন চ সর্ব্বং বিধীয়তে॥

কর্ণ—৬৯-৫৬, শান্তি—১০-৯৬

২৫। সদাচারো মতো ধর্মঃ সন্তস্ ত্বাচার-লক্ষণাঃ।
সাধ্যাসাধ্যং কথং শক্যং সদাচারো হ্যলক্ষণঃ॥

শান্তি—২৬৬-৫

২৬। ন ধর্মঃ পরিপাঠেন শক্যো ভারত বেদিতুম্।
অন্যো ধর্মঃ সমস্থস্য বিষমস্থস্য চাপরঃ॥

শান্তি—২৬৬-৩

২৭। বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্ যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

বন—৩১২-১১৭

২৮। ধর্ম্মস্য বিধয়ো নৈকে যে বৈ প্রোক্তাঃ মহর্ষিভিঃ।
স্বং স্বং প্রজ্ঞানম্ আশ্রিত্য দমস্ তেষাং পরায়ণম্॥

শান্তি—১৬০-৬

২৯। প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা ভূতানাং প্রজ্ঞা লাভঃ পরো মতঃ।
প্রজ্ঞা নিঃশ্রেয়সী লোকে প্রজ্ঞা স্বর্গঃ মতঃ সতাম্॥

শান্তি—১৭৮-২

৩০। অহশ্চ কৃষ্ণম্ অহর্ অর্জুনম্ চ
বিবর্তেতে রজসী বেদ্যাভিঃ।
বৈশ্বানরো জায়মানো ন রাজা
অবাতিরজ্ জ্যোতিষা অগ্নিস্ তমাংসি॥

ঋগ্বেদ—৬-৯-১

৩১। যমো বৈবস্বতো দেবঃ যস্ তবৈষ হৃদি স্থিতঃ।
তেন চেদ্ অবিবাদস্ তে মা গঙ্গাং মা কুরূন্ গমঃ॥

মনু—৮-৯২

৩২। পাপং কৃত্বাভিমন্যতে নাহম্ অস্মীতি পুরুষঃ।
তং তু দেবাঃ প্রপশ্যন্তি স্বস্যৈবান্তর-পুরুষম্॥

বন—২০৬-৫৪

৩৩। ন স স্বো দক্ষো বরুণ ধ্রুতিঃ সা।
সুরা মন্যুর্ বিভীদকো অচিত্তিঃ।
অস্তি জ্যায়ান্ কনীয়স উপারে
স্বপ্নশ্চ নেদ্ অনৃতস্য প্রযোতা॥

ঋগ্বেদ—৭-৮৬-৬

৩৪। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতির্ ইবা অধূমকঃ।
ঈশানো ভূত-ভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ॥

কঠ—৪-১৩

৩৫। যদৈতম্ অনুপশ্যতি আত্মানং দেবম্ অঞ্জসা।
ঈশানং ভূত-ভব্যস্য ন ততো বিজুগুপসতে॥

বৃহদারণ্যক—৪-৪-১৫

৩৬। তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্ বহূন্ শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ॥

বৃহদারণ্যক—৪-৪-২১

৩৭। জ্ঞানম্ অপ্য্ অপদিশং হি যথা নাস্তি তথৈব তত্।
দৈতেয়ান্ উশনা প্রাহ সংশয়ছেদনং পুরা॥

শান্তি—১৪২-২২

৩৮। শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্
তাসাং মূর্ধাণম্ অভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্ধ্বম্ আয়ন্ন্ অমৃতত্বম্ এতি
বিশ্বঙ্ অন্যা উত্ক্রমণে ভবন্তি॥

ছান্দোগ্য—৮-৬-৬

৩৯। যথা প্রদীপম্ আদায় কশ্চিত্ তমসি গচ্ছতি।
তথা প্রজ্ঞা-প্রদীপেন গচ্ছন্তি পরমৈষিনঃ॥

অশ্বমেধ—৫০-১৪

৪০। সংশয়ং স তু কামাত্মা চলচ্চিত্তো অল্পচেতনঃ।
অপ্রাজ্ঞো ন তরত্যেনং যো হ্যাস্তে ন স গচ্ছতি॥

শান্তি—২৪১-২০

৪১। ক্রমশঃ সঞ্চিতশিখঃ ধর্মবুদ্ধিময়ো মহান্।
অন্ধকারে প্রবেষ্টব্যম্ দীপো যত্নেন ধার্য্যতাম্॥

শান্তি—৩২৯-২০

৪২। ন ধর্ম-সাধনং বাচা নৈব বুদ্ধ্যেতি নঃ শ্রুতম্।
ইতি বার্হস্পত্যম্ জ্ঞানম্ প্রোবাচ মঘবা স্বয়ম্॥

শান্তি—১৪২-১৭

৪৩। নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্ত মানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনম্ আপ্নুয়াৎ॥

কঠ—২-২৩

৪৪। ধেনুর্ বৎসস্য গোপস্য স্বামিনস্ তস্করস্য চ।
পয়ঃ পিবতি যস্ তস্যাঃ ধেনুস্ তস্যেতি নিশ্চয়ঃ॥

শান্তি—১৭৩-৩৩

৪৫। অল্পং হি সার-ভূয়িষ্ঠং যৎ কর্মোদারমেব তৎ।
কৃতম্ এবাকৃতাচ্ শ্রেয়স্ ন পাপীয়ো অ্ন্যা অকর্মণঃ॥

শান্তি—৭৫-৩০

৪৬। শ্বঃ-কার্য্যম্ অদ্য কুর্বীত পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকম্।
অদ্যৈব কুরু যচ্ শ্রেয়ো মা ত্বা কালো অত্যগান্ মহান্॥

শান্তি—১৭৫—১৪/১৫

৪৭। মৃত্যুনাভ্যহতো লোকঃ জরয়া পরিবারিতঃ।
রাত্র্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং আয়ুর্ অল্পতরং ভবেৎ॥

শান্তি—১৭৫—৯/১০

৪৮। ইদং কৃতং ইদং কার্য্যম্ ইদম্ অন্যত্ কৃতাকৃতম্।
সঞ্চিনানকম্ এবৈনং মৃত্যুর্ আদায় গচ্ছতি॥

শান্তি—১৭৪-২০

৪৯। আরভেতৈব কর্মাণি শ্রান্তঃ শ্রান্তঃ পুনঃ পুনঃ।
কর্মাণ্য্ আরভমাণং হি পুরুষং শ্রীর্ নিষেবতে॥

মনু—৯-৩০০

৫০। যদ্ দুস্তরং যদ্ দুরাপং যদ্ দুর্গম্ যচ্চ দুষ্করম্।
সর্বং হি তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্॥

শান্তি—২৫৯-৫

৫১। স্তেনো বা যদি বা পাপঃ যদি বা পাপকৃত্তমঃ।
যষ্টুম্ ইচ্ছতি যজ্ঞং যঃ সাধুমেব বদন্তি তম্॥

শান্তি—৫৯-৫৫

৫২। অনুযজ্ঞং জগৎ সর্বম্ যজ্ঞশ্‌চানুজগৎ সদা।
নায়ং লোকো অস্ত্যযজ্ঞানাং পরশ্চেতি বিনিশ্চয়ঃ॥

শান্তি—২৭৪$\frac{-৩৭}{৪৩}$

ষষ্ঠী

বৈশ্বানর-পদম্।

গোবিন্দ উবাচ (সর্ব্বাত্মতা)

১। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূত-ভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥

কঠ—৪-১২

২। সর্ব্বস্য তু স্বকা প্রজ্ঞা সাধুবাদে প্রতিষ্ঠিতা।
সর্বো হি মন্যতে লোকঃ আত্মানং বুদ্ধিমত্তরম্॥

সৌপ্তিক—৩-৬

৩। পুরুষে পুরুষে বুদ্ধির্ যা যা ভবতি শোভনা।
তুষ্যন্তি তু পৃথক্ সর্বে প্রজ্ঞয়া তে স্বয়া স্বয়া॥

সৌপ্তিক—৩-৩

৪। অন্যয়া যৌবনে মর্ত্যো বুদ্ধ্যা ভবতি মোহিতঃ।
মধ্যে অন্যয়া জরায়াং তু সো অন্যাং রোচয়তে মতিম্॥

সৌপ্তিক—৩-১১

৫। একস্মিন্‌ এব পুরুষে সা সা বুদ্ধিস্ তদা তদা।
কালযোগে বিপর্য্যাসং প্রাপ্যান্যোন্যং বিপদ্যতে॥

সৌপ্তিক—৩-১৩/৩৭

৬। পরিনিষ্ঠিত-কার্য্যো হি স্বাধ্যায়েন দ্বিজো ভবেৎ।
কুর্য্যাদ্ অন্যন্ন বা কুর্য্যাদ্ মৈত্রঃ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

শান্তি—৫৯-১৪

৭। যদ্ অন্যৈর্ বিহিতং নেচ্ছেদ্ আত্মনঃ কর্ম্ম পুরুষঃ।
ন তৎ পরেষু সন্দধ্যাৎ জানন্ন্‌ অপ্রিয়ম্ আত্মনঃ॥

শান্তি—২৬৫-২০

৮। অহিংসা পরমো ধর্ম্মস্ তথা অহিংসা পরং তপঃ।
অহিংসা পরমং সত্যং যতো ধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে॥

শান্তি—২১২-৩৪, অনুশাসন—১১৫-২৫

৯। স ইত্ তন্তুং স বি জানাতি ওতুম্
স বক্ত্বানি ঋতুথা বদাতি।
স ঈম্ চিকেতদ্ অমৃতস্য গোপা
অবশ্চরন্‌ পরো অন্যেন পশ্যন্॥ ঋগ্বেদ—৬-৯-৩

১০। পরিমুষ্ণন্তি শাস্ত্রাণি ধর্ম্মস্য পরিপন্থিনঃ।
বৈষম্যং অর্থবাদানাং নিরর্থাঃ স্থাপয়ন্তি তে॥

শান্তি—১৪২-১১

১১। রমতে নির্হরন্ স্তেনঃ পরবিত্তম্ অরাজকে।
যদাস্য তদ্ হরন্ত্যন্যে তদা রাজানম্ ইচ্ছতি॥

শান্তি—২৬৫-৭

১২। দাতব্যম্ ইত্যয়ং ধর্ম্ম উক্তঃ ভূতহিতে রতৈঃ।
তং মন্যন্তে ধনযুতাঃ কৃপণৈঃ সংপ্রবর্তিতম্॥

শান্তি—২৬৫-১৮

১৩। যদা নিয়তি কার্পণ্যম্ অথৈষাম্ এব রোচতে।
ন হ্যত্যন্তং বলবন্তো ভবন্তি সুখিনো অ্‌পি বা॥

শান্তি—২৬৫-২০

১৪। উদারম্ এব বিদ্বাংসো ধর্ম্মং প্রাহুর্ মনীষিণঃ।
উদারম্ প্রতিপদ্যস্ব নাবরে স্থাতুম্ অর্হসি॥

বন—৩৩-৫৩

১৫। যদ্ যদ্ ইচ্ছন্তি তৎ সর্বং ভজন্তি বিভজন্তি চ।
ইত্যেতৎ সাত্ত্বিকং বৃত্তং কথিতং বো দ্বিজোত্তম॥

অশ্বমেধ—৩৮-১৪

১৬। সর্বেষাং যঃ সুহৃন্ নিত্যম্ সর্বেষাং চ হিতে রতঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা স ধর্ম্মং বেদ ভারত॥

শান্তি—২৬৮-৯

১৭। ন হি সর্বহিতঃ কশ্চিদ্ আচারঃ সংপ্রবর্ত্ততে।
তেনৈবান্যঃ প্রভবতি সো অ্‌পরং বাধতে পুনঃ॥

শান্তি—২৫৯-১৭

১৮। যেনৈবান্যঃ স ভবতি সো অ্‌পরানপি বাধতে।
আচারাণাম্ অনৈকাগ্র্যং সর্বেষাম্ উপলক্ষয়েৎ॥

শান্তি—২৫৯-১৮

১৯। বিরোধিষু মহানঘ নিশ্চিত্য গুরুলাঘবম্।
ন বাধা বিদ্যতে যত্র তং ধর্ম্মং সমুপাচরেৎ॥

বন—১৩১—১২

২০। গুরু-লাঘবম্ আদায় ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিনিশ্চয়ে।
যতো ভূয়ান্ ততো রাজন্ কুরুস্ব ধর্ম্ম-নিশ্চয়ম্॥

বন—১৩১-১৩

২১। ত্যজেদ্ একং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে ধর্ম্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥

সভা—৬১-১১ উদ্যোগ—১২৮-৪৯

২২। সর্বজ্ঞঃ সর্বভাবজ্ঞঃ সর্ব-শত্রু-ভয়ঙ্করঃ।
ইতি স্ম ভাষতে কাব্যঃ জম্ভ-ত্যাগে মহাসুরান্॥

সভা—৬১-১২

২৩। নৈকন্ ইচ্ছেদ্ গণং হিত্বা স্যাচ্ চেদ্ অন্যতরগ্রহঃ।
যস্ ত্বেকঃ বহুভিঃ শ্রেয়ান্ কামং তেন গণং ত্যজেৎ॥

শান্তি—৮৩-১২

২৪। একোঽপি বেদবিদ্ ধর্মং যঃ ব্যবস্যেৎ দ্বিজোত্তমঃ।
স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্মম্ নাজ্ঞানাম্ উদিতো অযুতৈঃ॥

মনু—১২-১১৩

২৫। ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধি জীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥

উদ্যোগ—৬-১

২৬। ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥

উদ্যোগ—৬-২

২৭। এবম্ এতং নরশ্রেষ্ঠ ধর্মং ত্যক্ত্বা অল্পকং নরঃ।
বৃহন্তং ধর্মম্ আপ্নোতি স বুদ্ধ ইতি নিশ্চয়ঃ॥

বন—৩৩-৬৭

২৮। ন বিধির্ গ্রসতে প্রজ্ঞাং প্রজ্ঞা তু গ্রসতে বিধিম্।
বিধিপর্য্যাগতান্ অর্থান্ প্রাজ্ঞো ন প্রতিপদ্যতে॥

আদি—১১৮-১০

২৯। অমর্ষাচ্ শাস্ত্রসম্মোহাদ্ অবিজ্ঞানাচ্ চ ভারত।
শাস্ত্রং প্রজ্ঞস্য বদতঃ সমূহে যাতা্ অদর্শনম্॥

শান্তি—১৪২-২০

৩০। ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিনাচিকেতাঃ॥

কঠ—৩-১

৩১। তং দুর্দ্দশং গূঢ়ম্ অনুপ্রবিষ্টম্
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্ম-যোগা-অ্ধিগমেন দেবম্
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।

কঠ—২-১২

৩২। কঃ কস্য চোপকুরুতে কশ্চ কস্মৈ প্রযচ্ছতি।
প্রাণী করোত্যয়ং কর্ম্ম সর্ব্বমাত্মার্থম্ আত্মনা।

শান্তি—২৯৮-১

৩৩। ন হ্যাত্মনঃ প্রিয়তরঃ কিঞ্চিদ্ ভূতেষু নিশ্চিতম্।
সর্ব্বস্যাত্মা বহুমতঃ সর্বাত্মানং প্রশংসতি॥

সৌপ্তিক—৩-৪

৩৪। ঈষদ্ অপাঙ্গদারাণাং পুত্রাণাম্ চরন্ন্ অপ্রিয়ন্।
ততো জ্ঞাস্যসি কঃ কস্য কেন বা কথমেব চ॥

শান্তি—২৫-২৭

৩৫। ন হ্যয়ং কস্যচিৎ কশ্চিৎ নাস্য কশ্চন বিদ্যতে।
একঃ প্রজায়তে জন্তুর্ এক এব প্রলীয়তে॥

শান্তি—২১৪-৩৫

৩৬। অহমেকো ন মে কশ্চিৎ নাহম্ অন্যস্য কস্যচিৎ।
ন তং পশ্যামি যস্যাহম্ তং ন পশ্যামি যো মম॥

শান্তি—৩২৯-৮৫

৩৭। ন পুক্কশো ন চণ্ডাল আত্মানং ত্যক্তুমিচ্ছতি।
তয়া তুষ্টঃ স্বয়া যোন্যা মায়াং পশ্যস্ব যাদৃশীন্।

শান্তি—১৭৮-৩৮

৩৮। আত্মানম্ অসমাধায় সমাহিৎসতি যঃ পরান্।
বিষয়েষ্ব্ ইন্দ্রিয়বশং মানবাঃ প্রহসন্তি তম্॥

শান্তি—২৭৩-২৭

৩৯। সর্বাত্মনৈব ধর্ম্মস্য ন পরস্য ন চাত্মনঃ।
সর্বোপায়ৈর্ উজ্জিহীর্ষেদ্ আত্মানমিতি মে মতিঃ॥

শান্তি—১৩০-১৯

৪০। পুমান্ বেদশ্চ সোমশ্চ ন্যায়বৃত্তো যদা ভবেৎ।
অন্যায়বৃত্তঃ পুরুষঃ ন পরস্য ন চাত্মনঃ॥

শান্তি—৭৯-১৫

৪১। যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবা অনুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

ঈশ (যজুস্—৪০)—৬

৪২। সূক্ষ্মা গতির্ হি ধর্মস্য বহুশাখা হ্যনন্তিকা।
অনৃতেন ভবেৎ সত্যং সত্যেনৈবা অনৃতং ভবেৎ॥

বন—২০৮-৩

৪৩। অধর্মং নাত্র পশ্যন্তি ধর্ম-তত্ত্বার্থ-দর্শিনঃ।
যৎ স্তেনৈঃ সহ সম্বন্ধাৎ মুচ্যতে শপথৈরপি॥

শান্তি—১০৯-২১/১৬

৪৪। অনর্হতে যদ্ দদাতি ন দদাতি যদ্ অর্হতে।
অর্হা-অ্নর্হা পরিজ্ঞানাদ্ দান-ধর্মো অ্পি দুষ্করঃ॥

শান্তি—২০-৯

৪৫। পাপেভ্যো হি ধনং দত্তং দাতারম্ অপি পীড়য়েৎ।
ন চ তেভ্যঃ ধনং দেয়ং শক্যে সতি কথঞ্চন॥

শান্তি—১০৯-২২

৪৬। মৈত্রাঃ ক্রূরাণি কুর্বন্তো জয়ন্তি স্বর্গম্ উত্তমম্।
হিংস্রাঃ মৃদূণি কুর্বন্তঃ প্রাপ্নুবন্ত্য্ অধমাং গতিম্॥

শান্তি—৭৮-৩৩

৪৭। শ্রুতং প্রজ্ঞানুগং যস্য প্রজ্ঞা চৈব শ্রুতানুগা।
অসম্ভিন্নার্যমর্যাদঃ পণ্ডিতাখ্যাং লভেত সঃ॥

উদ্যোগ—৩৩-৩৪

৪৮। বেদাহম্ এতম্ অজরং পুরাণং
সর্বাত্মানং সর্বগতং বিভুত্বাৎ।
জন্ম-নিরোধং প্রবদন্তি যস্য
ব্রহ্মবাদিনো হি প্রবদন্তি নিত্যম্॥

শ্বেতাশ্বতর—৩-২১

৪৯। সমানাং শ্রদ্দধানানাং সংযতানাং সুচেতসাম্।
কুর্বতাং যজ্ঞ ইত্যেব ন যজ্ঞো জাতু নেষ্যতে॥

শান্তি—২৭০-৭

৫০। ন হিনস্তি নারভতে নাভিদ্রুহ্যতি কিংচন।
যজ্ঞো যষ্টব্য ইত্যেব যো যজত্য্ অফলেপ্সয়া॥

শান্তি—২৭৪-৩৪

৫১। ন হি বৈক্লব্য-সংসৃষ্টম্ আনৃশংস্যম্ ইহাশ্রিতঃ।
প্রজাপালন-সম্ভূতম্ আপ্তা ধর্ম্মফলম্ হ্যসি॥

শান্তি—৭৫-২১

৫২। অহিংসা সকলো ধর্ম্মঃ হিংসা ধর্ম্মস্ তথা হিতঃ।
সত্যং তে অহং প্রবক্ষ্যামি যো ধর্ম্মঃ সত্যবাদিনাম্॥

শান্তি—২৭৮-২০

৫৩। ত্যাগবাংশ্চ পুনঃ পাপং নালং কর্ত্তুমিতি শ্রুতিঃ।
প্রপ্ত-বর্ত্মা কৃতমতির্ ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥

শান্তি—৭-৩৪

৫৪। বীজানি হ্যগ্নি-দগ্ধানি ন রোহন্তি পুনর্ যথা।
জ্ঞান-দগ্ধৈস্ তথা ক্লেশৈর্ নাত্মা সংযুজ্যতে পুনঃ॥

শান্তি—২১৩-২২

৫৫। ক্ষীরাদ উদ্ধৃতম্ আজ্যম্ যৎ ক্ষিপ্তং পয়সি তৎ পুনঃ।
ন তেনৈবৈকতাং যান্তি সংসারে জ্ঞানবাংস্ তথা॥

শিবগীতা (পদ্মপুরাণ)—১৩-৩৬

সপ্তমী

লোক-সংগ্রহঃ।

বাসুদেব উবাচ

১। পশ্যৈতং লক্ষণোদ্দেশং ধর্মাধর্মে পরন্তপ।
লোক-সংগ্রহ-সংযুক্তম্ বিধাত্রা বিহিতং পুরা॥

শান্তি—২৬৫-২৫

২। অপি হ্যুক্তানি ধর্মাণি ব্যবস্যন্ত্যু উত্তরাবরে।
লোকযাত্রার্থম্ এবেহ ধর্মস্য নিয়মঃ কৃতঃ॥

শান্তি—২৬১-৪

৩। ধর্মস্য নিষ্ঠা স্বাচারস্ তমেবাশ্রিত্য ভোত্স্যসে।
সদাচারঃ স্মৃতির্ বেদাস্ ত্রিবিধং ধর্ম-লক্ষণম্॥

শান্তি—২৬৫-৬

৪। শরীরাজ্ জায়তে ব্যাধির্ মানসো নাত্র সংশয়ঃ।
মানসাজ্ জায়তে বাপি শারীর ইতি নিশ্চয়ঃ॥

শান্তি—১৬-৯

৫। তেনাচারেণ পূর্বেন সংস্থা ভবতি শাশ্বতী।
চিরাভিপন্নঃ কবিভির্ পূর্বং ধর্ম উদাহৃতঃ॥

শান্তি—২৬৬-২০

৬। অনুচ্ছেদায় লোকানান্ অনুচ্ছেদায় কর্মণাম্।
পূর্বৈর্ আচরিতো ধর্মশ্ চতুরাশ্রম সঙ্কটঃ॥

শান্তি—৩৩৪-২৪

৭। ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বনপ্রস্থো অথ ভিক্ষুকঃ।
যথোক্তচারিণঃ সর্বে গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্॥

শান্তি—২৪৮-১৩

৮। আহুতাধায়ী গুরুকর্মস্ব্ অচোদ্যঃ
পূর্বোত্থায়ী চরমং চোপশায়ী।
মৃদুর্ দান্তো ধৃতিমান্ অপ্রমত্তঃ
স্বাধ্যায়শীলঃ সিধ্যতি ব্রহ্মচারী॥

আদি—৯১-২

৯। ধর্মাগতং প্রাপ্য ধনং যজেত
দদ্যাৎ সদৈবাতিথীন্ ভোজয়েচ্চ।
অনাদানশ্চ পরৈর্ অদত্তম্
সৈষা গৃহস্থোপনিষৎ পুরাণী ॥

আদি—৯১-৩

১০। স্ববীর্যজীবী বৃজিনাৎ নিবৃত্তো
দাতা পরেভ্যঃ ন পরোপতাপী।
তাদৃঙ্‌ মুনিঃ সিদ্ধিম্ উপৈতি মুখ্যাম্
বসন্ন্ অরণ্যে নিযতাহারচেষ্টঃ ॥

আদি—৯১-৪

১১। অশিল্পজীবী গুনবাংশ্চৈব নিত্যম্
জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্বদা বিপ্রযুক্তঃ।
অনোকশায়ী লঘুর্ অল্প-প্রচারঃ
চরন্ দেশান্ একচরঃ স ভিক্ষুঃ ॥

আদি—৯১-৫

১২। যথা মাতরম্ আশ্রিত্য সর্বে জীবন্তি জন্তবঃ।
এবং গার্হস্থ্যম্ আশ্রিত্য বর্ত্তন্তে ইতরাশ্রমাঃ ॥

শান্তি—২৭৫-৬

১৩। দেবযানা হি পন্থানশ্ চত্বারঃ শাশ্বতা মতাঃ।
পৃথগ্ আশ্রমিণাং কর্মাণ্যেকার্থানীতি নঃ শ্রুতম্ ॥

শান্তি—২৭৪-$\frac{১৪}{১২}$

১৪। প্রজাপতিঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা কর্ম তাসু বিধায় চ।
বর্ণে বর্ণে সমাধত্তে হ্যেকৈকং গুণভাগ্ গুণম্ ॥

সৌপ্তিক—৩-১৮

১৫। ব্রাহ্মণে বেদমগ্র্যং তু ক্ষত্রিয়ে তেজ উত্তমম্।
দাক্ষ্যং বৈশ্যে চ শূদ্রে তু সর্ব-বর্ণা-অনুকূলতাম্॥

সৌপ্তিক—৩-১৯

১৬। অদান্তো ব্রাহ্মণো অসাধুঃ নিস্তেজা ক্ষত্রিয়ো অধমঃ।
অদক্ষো নিন্দ্যতে বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ প্রতিকূলবান্॥

সৌপ্তিক—৩-২০

১৭। প্রণষ্টঃ শাশ্বতঃ ধর্ম্মঃ সদাচারেণ মোহিতঃ।
তেন বৈশ্যস্ তপস্বী বা বলবান্ বা বিমুহ্যতে॥

শান্তি—২৬৮-২১

১৮। শুচের্ অশ্রদ্দধানস্য শ্রদ্দধানস্য চাশুচেঃ।
দেবা বিত্তম্ অমন্যন্ত সদৃশং যজ্ঞকর্মণি॥

শান্তি—২৭০-১০

১৯। শ্রোত্রিয়স্য কদর্যস্য বদান্যস্য চ বার্ধুষেঃ।
মীমাংসিত্বোভয়ং দেবাঃ সমম্ অন্নম্ অকল্পয়ন্॥

শান্তি—২৭-১১

২০। প্রজাপতিস্ তান্ উবাচ বিষমং কৃতম্ ইত্যুত।
শ্রদ্ধাপূতং বদান্যস্য হতম্ অশ্রদ্ধয়েতরৎ॥

শান্তি—২৭০-১২

২১। যঃ স্থিতঃ পুরুষঃ ধর্মে ধাত্রা সৃষ্টে যথার্থবৎ।
বর্ণানাম্ আশ্রমাণাং চ ফলং প্রাপ্নোত্য্ অনাময়ম্॥

শান্তি—৬৬-২৬

২২। কামঃ ক্রোধঃ ভয়ং লোভঃ শোকশ্ চিন্তা ক্ষুধা শ্রমঃ।
সর্বেষাং নঃ প্রভবতি কস্মাদ্ বর্ণো বিভিদ্যতে॥

শান্তি—১৮৬-৭

২৩। চতুরাশ্রমধর্মাশ্চ বর্ণধর্মাশ্চ পাণ্ডব।
লোকবেদোত্তরৈশ্চৈব ক্ষাত্রধর্মে সমাহিতঃ॥

শান্তি—৬৩-১

২৪। নোদ্বিগ্নশ্‌চরতে ধর্মং নোদ্বিগ্নশ্‌চরতে ক্রিয়াম্‌।
দশ-শ্রোত্রি-সমঃ রাজা ইত্যেবং মনুর্‌ অব্রবীৎ॥

আদি—৪১—২৮/৩১

২৫। অত্র গাথা পুরা গীতা ভার্গবেন মহাত্মনা।
আখ্যানে রাজ-চরিতে নৃপতিং প্রতি ভারত॥

শান্তি—৫৬-৪০

২৬। রাজানং প্রথমং বিন্দেৎ ততো ভার্য্যাং ততো ধনম্‌।
রাজন্য্‌ অসতি লোকে অস্মিন্‌ কুতো ভার্য্যা কুতো ধনম্‌॥

শান্তি—৫৬-৪

২৭। চক্রবর্তি-স্বরূপেণ ত্রেতায়াম্‌ অপি স প্রভুঃ।
দুষ্টানাং নিগ্রহং কুর্বন্‌ পরিপাতি জগত্‌-ত্রয়ম্‌॥

বিষ্ণুপুরাণ—৩-২-৫৫

২৮। মমেতি প্রত্যয়ো ভূপ ন কার্য্যোঽহম্‌ ইতি ত্বয়া।
সম্যগ্‌ আলোচ্য সংঘোহি সংঘাভাবে নিরাশ্রয়ঃ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণ—৪৪-১২

২৯। তদ্‌ ধনুস্‌ তানি চাস্ত্রাণি স রথস্‌ তে চ বাজিনঃ।
সর্বম্‌ একপদে নষ্টম্‌ দানম্‌ অশ্রোত্রিয়ে যথা॥

বিষ্ণু পুরাণ—৫-২৬-৩১

৩০। সংঘ এব হতঃ হন্তি সংঘঃ রক্ষতি রক্ষিতঃ॥
সংঘঃ সুপ্তেষু জাগর্তি স সংঘঃ গ্রন্থে নিষ্ঠিতঃ॥

কল্কি-পুরাণ

৩১। সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ সহ চিত্তম্ এষাম্।
সমানং মন্ত্রং অভিমন্ত্রয়ে বঃ
সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥

ঋগ্বেদ—১০-১৯১-৩

৩২। ইতি মূর্ত্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্ত্তিম্ অমূর্ত্তিকম্।
যজতে যজ্ঞপুরুষং স সম্যগ্-দর্শনঃ পুমান্ ॥

ভাগবত—১-৫-৩৮

৩৩। দেশ-ধর্ম্মাংশ্চ কৌন্তেয় কুল-ধর্ম্মান্ তথৈব চ।
পালয়ন্ পুরুষ-ব্যাঘ্রঃ ক্ষত্রঃ সর্ব্বাশ্রমী ভবেৎ ॥

শান্তি—৬৫-২৯

৩৪। জাত্যা ন ক্ষত্রিয়ঃ প্রোক্তঃ ক্ষত-ত্রাণং করোতি যঃ ॥
চাতুর্ব্বর্ণ্য-বহিষ্ঠো অ্পি স এব ক্ষত্রিয়ঃ স্মৃতঃ।

শান্তি—৭৩-২৪

৩৫। যদ্ ইমানি হবীংষীহ বিমথিষ্যন্ত্য্ অসাধবঃ।
ভবতা বিপ্রহীনানি প্রাপ্তং ত্বামেব কিল্বিষম্ ॥

শান্তি—৮-১০

৩৬। জানন্নপি চ যঃ পাপং শক্তিমান্ ন নিযচ্ছতি।
ঈশঃ সন্ সো অ্পি তেনৈব কর্ম্মণা সং প্রযুজ্যতে ॥

আদি—১৮০-১১

৩৭। যত্র ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মেণ সত্যং যত্রানৃতেন চ।
হন্যতে প্রেক্ষমাণানাং হতাস্ তত্র সভাসদঃ ॥

উদ্যোগ—৯৫-৪৮

৩৮। যদ্ অবধ্যে বধ্যমানে ভবেদ্ দোষঃ পরন্তপ।
স বধ্যস্যাবধে দৃষ্টঃ ইতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ॥

উদ্যোগ—৮২-১৮

৩৯। অহিংসা সকলো ধর্ম্মঃ হিংসা ধর্ম্মস্ তথা হিতঃ।
সত্যং তে অহং প্রবক্ষ্যামি নো ধর্ম্মঃ সত্য-বাদিনাম্॥

শান্তি—২৭৮-২০

৪০। অথর্ব্বাঙ্গিরসী হ্যেষা শ্রুতীনাম্ উত্তমা শ্রুতিঃ।
অবিচার্য্যৈব কার্য্যৈবা শ্রেয়স্কামৈঃ নরৈঃ সদা॥

শান্তি—৬৯-৮৫

৪১। অন্যত্র রাজন্ হিংসায়াঃ বৃত্তির্ নেহাস্তি কস্য-চিৎ।
অপ্যরণ্য-সমুত্থস্য একস্য চরতো মুনেঃ॥

শান্তি—১৩০-২৯

৪২। কৃষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে তত্র হিংসা অপরা স্মৃতা।
কর্ষন্তো লাঙ্গলৈঃ পুংসো ঘ্নন্তি ভূমি-শয়ান্ বহূন্॥

বন—২০৭-২৩

৪৩। নকুলো মূষিকান্ অত্তি বিড়ালো নকুলাংস্ তথা॥
বিড়ালম্ অত্তি শ্বা রাজন্ শ্বানং ব্যালমৃগস্ তথা॥

শান্তি—১৫-২১

৪৪। তান্ অত্তি পুরুষঃ সর্ব্বান্ পশ্য কালো যথাগতঃ।
প্রাণস্যান্নম্ ইদং সর্ব্বং জঙ্গমং স্থাবরং চ যৎ॥

শান্তি—১৫-২২

৪৫। হেতুমাত্রম্ ইদং তস্য বিহিতং ভরতর্ষভ।
যদি হন্তি ভূতৈর্ ভূতানি তদ্ অস্মৈ রূপম্ ঐশ্বরম্॥

শান্তি—৩২-৬

৪৬। বিধানং দৈব-বিহিতং তত্র বিদ্বান্ ন মুহ্যতি।
যথা সৃষ্টো অ্সি কৌন্তেয় তথা ভবিতুম্ অর্হসি ॥
শান্তি—১৫-২৩

৪৭। উদকে বহবঃ প্রাণাঃ বৃক্ষেষু চ ফলেষু চ।
ন কশ্চিন্ ন চ তান্ হন্তি কিম্ অন্যৎ প্রাণধারণাৎ ॥
শান্তি—১৫-২৫

৪৮। সূক্ষ্ম-যোনীনি ভূতানি তর্ক-গম্যানি কানিচিৎ।
পক্ষ্মণো অ্পি নিপাতেন যেষাং স্যাৎ স্কন্ধ-পর্যয়ঃ ॥
শান্তি—১৫-২৬

৪৯। নাছিত্বা পর-মর্ম্মাণি নাকৃত্বা কর্ম্ম-দুষ্করম্।
নাহত্বা মৎস্য-ঘাতীব প্রাপ্নোতি মহতীং শ্রিয়ম্ ॥
শান্তি—১৫-১৪

৫০। নেহ ধর্ম্মানৃশংসাভ্যাম্ ন ক্ষান্ত্যা নার্জ্জবেন চ।
পুরুষঃ শ্রিয়ম্ আপ্নোতি ন ঘৃণিত্বেন কর্হিচিৎ ॥
বন—৩০-৩

৫১। সর্ব্বৈরপি গুণৈর্ যুক্তো নির্বীর্যঃ কিং করিষ্যতি।
গুণীভূতাঃ গুণাঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তি হি পরাক্রমে ॥
সভা—১৬-১১

৫২। যথা সৃষ্টো অ্সি কৌন্তেয় ধাত্রা কর্ম্মসু তৎ কুরু।
অত এব হি সিদ্ধিস্ তে নেশস্ ত্বং কর্ম্মণাং নৃপ ॥
শান্তি—২৬-৩৩

৫৩। ভূমিং ভিত্ত্বৌষধিং ছিত্বা বৃক্ষাদীন্ অণ্ডজান্ পশূন্।
মনুষ্যাস্ তন্বতে যজ্ঞং তে স্বর্গং প্রাপ্নুবন্তি চ ॥
শান্তি—১৫-২৮

৫৪। অলব্ধং চৈব লিপ্সেত লব্ধং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েচ্‌ চৈব বৃদ্ধং পাত্রেষু নিক্ষিপেৎ॥

মনু—৪-৩৩—শান্তি—৫৯-৫৭

৫৫। অসাধুভ্যো অর্থমাদায় সাধুভ্যো যঃ প্রযচ্ছতি।
আত্মানং সংক্রমং কৃত্বা কৃৎস্ন-ধর্ম্ম-বিদ্ এব সঃ॥

শান্তি—১৩২-৪

৫৬। উৎসবাদ্ উৎসবং যান্তি স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখম্।
শ্রদ্-দধানাশ্চ দান্তাশ্চ ধনাঢ্যাঃ শুভ-কারিণঃ॥

শান্তি—১৭৯-৪

৫৭। দুর্ভিক্ষাদ্ দুর্ভিক্ষং যান্তি ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াদ্ ভয়ম্।
মৃতেভ্যঃ প্রমৃতং যান্তি দরিদ্রাঃ পাপকারিণঃ॥

শান্তি—১৭৯-৫

৫৮। সর্ব্বারম্ভান্ সমুৎসৃজ্য হতস্বস্তির্ অকিংচনঃ।
কস্মাদ্ আশংসসে ভৈক্ষ্যম্ কর্তুং বৈক্লবম্ উত্তমম্॥

শান্তি—৮-৮

৫৯। বিত্তানি ধর্ম্মলব্ধানি ক্রতু-মুখেষ্ব্ অবাসৃজন্।
কৃতাত্মা স মহাভাগঃ স বৈ ত্যাগী স্মৃতো নরঃ।

শান্তি—১২-৮

৬০। স ত্বাং দ্রব্যময়ো যজ্ঞঃ সংপ্রাপ্তঃ সর্ব-দক্ষিণঃ।
তৎ চেন্ ন যজসে রাজন্ প্রাপ্তং ত্বাং রাজ্য-কিল্বিষম্॥

শান্তি—৮-৩৫

অষ্টমী

গোবিন্দ উবাচ ধ্যান-যোগঃ

১। পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্ নাস্ত্য্ অকৃতঃ কৃতেন।
তদ্ বিজ্ঞানার্থং স গুরুম্ এবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎ-পাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

মুণ্ডক—১-২-১২

২। তস্মৈ তু বিদ্বান্ উপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্ত-চিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥

মুণ্ডক—১-২-১৩

৩। কর্ত্তব্যম্ ইতি কর্তব্যম্ বেত্তি বৈ ব্রাহ্মণো ভয়ম্।
ব্রহ্মৈব বর্ত্ততে লোকে নৈব কর্ত্তব্যতা পুনঃ॥

শান্তি—২৬৯-১৬

৪। কৃতয়াপ্যনয়া নিত্যম্ ক্রিয়য়া কৃতকার্য্যয়া।
কো অর্থঃ স্যাদ্ তাদৃশঃ যেন পুনঃ কর্ম্ম ন বিদ্যতে॥

যোগবাশিষ্ঠ—৫-২২-৩৭

৫। ফলমেকং মহোদারং নেহ পশ্যামি কিংচন।
কার্য্যমস্তী-ই তরত্ প্রাপ্তে যস্মিন্ নাম ন কিংচন॥

যোগবাশিষ্ঠ—৫-২২-৪০

৬। ইষ্টং দত্তং তপো অধীতং ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে।
সর্ব্বমেতদ্ বিনাশান্তং জ্ঞানস্যান্তো ন বিদ্যতে॥

অশ্বমেধ—৪৫-২১

৭। তস্মাজ জ্ঞানেন শুদ্ধেন প্রশান্তাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নির্ম্মমো নিরহংকারো মুচ্যতে সর্ব-পাপ্মভিঃ॥

অশ্বমেধ—৪৪-২২

৮। প্লবা হ্যেতে অ্ দৃঢ়াঃ যজ্ঞ-রূপাঃ
অষ্টাদশোক্তম্ অবরং যেষু কর্ম্ম।
এতদ্ শ্রেয়ো যে অ্ ভিনন্দন্তি মূঢ়াঃ
জরা-মৃত্যুং তে পুনর্ এবাপি যন্তি॥

মুণ্ডক—১-২-৭

৯। ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ শ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতে অ্নুভূত্বা
ইমং লোকং হীনতরং চাবিশন্তি॥

মুণ্ডক—১-২-১০

১০। নশ্যতীহ হি তদ্ বস্তু নাত্মভূতং যদ্ আত্মনঃ।
কথং নশ্যতি তদ্ বস্তু স্বাত্মভূতং যদ্ আত্মনঃ॥

যোগবাশিষ্ঠ—৪-৩৯-৪৬

১১। মোক্ষস্য ন হি বাসো অ্স্ত ন গ্রামান্তরমেব বা।
অজ্ঞান-হৃদয়-গ্রন্থি-নাশো মোক্ষ ইতি স্মৃতঃ॥

শিবগীতা—(পদ্মপুরাণ) ১৩-৩২

১২। ন মোক্ষো নভসঃ পৃষ্ঠে ন পাতালে ন ভূতলে।
মোক্ষো হি চেতসো ধর্ম্মঃ চেতসো্ব স তিষ্ঠতি॥

যোগবাশিষ্ঠ—৫-৭৩- ৭৫

১৩। যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যো অ্মৃতো ভবত্য্ এতাবদ্ অনুশাসনম্॥

কঠ ৬-১৫

১৪। ঋচো অ ক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্ তন্ ন বেদ কিং ঋচা করিষ্যতি
য ইৎ তদ্ বিদুস্ ত ইমে সমাসতে॥

ঋক—১-১৬৪-৩৯

১৫। দ্বাবিমাব্ অথ পন্থানৌ যত্র বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
বেদে বচনম্ উক্তং তু কুরু কর্ম ত্যজেতি চ॥

শান্তি—২৪৭-৬ / ২৪৮-৩

১৬। ইষ্টং চ মে স্যাদ্ ইতরশ্চ ন স্যাৎ
এতৎ কৃতে কর্মবিধিঃ প্রবৃত্তঃ।
ইষ্টং চানিষ্টং ন মাং ভজেত
এতৎ কৃতে জ্ঞানবিধির্ প্রবৃত্তঃ॥

শান্তি—১৯৯-১১

১৭। যো বৈ ন পাপে নিরতো ন পুণ্যে
নার্থে ন ধর্মে মনুজো ন কামে।
বিমুক্তদোষঃ সম-লোষ্ট্র-কাঞ্চনঃ
বিমুচ্যতে দুঃখ-সুখার্থ-সিদ্ধেঃ॥

শান্তি—১৬৭-৪৪

১৮। মানসে চ বিলীনে তু যৎ সুখম্ আত্ম-সাক্ষিকম্।
তদ্ ব্রহ্ম চামৃতং শুক্রং সা গতির্ লোক এব সঃ॥

মৈত্রী উপনিষদ্—৬-২৪

১৯। একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্ব-ভূতান্তরাত্মা।

কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥

শ্বেতাশ্বতর—৬-১১

২০। যস্তু সাক্ষিণম্ আত্মানম্ সেবতে প্রিয়মুত্তমম্।
তস্য প্রেয়ান্ অসাব্ আত্মা ন নশ্যতি কদাচন ॥

পঞ্চদশী—১২-৬৮

২১। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনম্ ইবানলম্ ॥

শ্বেতাশ্বতর—৬-১৯

২২। অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুম্ আত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥

কঠ—২-২২

২৩॥ দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্ব অত্তি
অনশ্নন্ অন্যো অভি-চাকশীতি ॥

ঋগ্বেদ্—১-১৬৪-২০ (শ্বেতাশ্বতর-৪-৬)

২৪। সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো
অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্য্ অন্যম্ ঈশম্
অস্য মহিমানম্ ইতি বীতশোকঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর—৪-৭

২৫। অণোর্ণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্ নিহিতো গুহায়াম্।

তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্ মহিমানম্ আত্মনঃ ॥

কঠ—২-২০

২৬। নৈষ্কর্ম্যেণ ন তস্যার্থস্ তস্যার্থো অ.স্তি ন কর্ম্মভিঃ।
ন সমাধান-জপাভ্যাং যস্য নির্বাসনং মনঃ ॥

পঞ্চদশী—৯-১০৩

২৭। ত্যজ ধর্ম্মম্ অধর্ম্মং চ উভে সত্যানৃতে তথা।
ভয়াভয়ং চ সন্ত্যজ্য স প্রশান্তো নিরাময়ঃ ॥

শান্তি—৩৩৭-৪০

২৮। ত্যজ ধর্ম্মম্ অসংকল্পাদ্ অধর্ম্মং চাপ্যলিপ্সয়া।
উভে সত্যানৃতে বুদ্ধ্যা বুদ্ধিং পরম-নিশ্চয়াৎ ॥

শান্তি—৩৩৭-৪১

২৯। বন্ধো হি বাসনাবন্ধঃ মোক্ষঃ স্যাদ্ বাসনাক্ষয়ঃ।
বাসনাস্ ত্বং পরিত্যজ্য মোক্ষার্থিত্বম্ অপি ত্যজ ॥

মুক্তিকোপনিষদ্—৬৮

৩০। ত্যজ ধর্ম্মম্ অধর্ম্মং চ তথা সত্যানৃতে ত্যজ।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তৎ ত্যজ ॥

শান্তি—৩৩৯-৪৪

৩১। কর্ম্মণা ফলমাপ্নোতি সুখ-দুঃখে ভবাভবৌ।
বিদ্যয়া তদ্ অবাপ্নোতি যত্র গত্বা ন শোচতি ॥

শান্তি—২৪৭-১১

৩২। জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।
ন চাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যম্ অস্তি চেৎ ন স তত্ত্ববিৎ ॥

উত্তরগীতা (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)—১-২২

৩৩। আত্মানম্ অঞ্জসা বেদ্মি ক্বাপ্যজ্ঞানং পলায়িতম্।
কর্ত্তৃত্বম্ অস্য মে নষ্টং কর্ত্তব্যং চাপি ন ক্বচিৎ॥

অত্যাশ্রয়োপনিষৎ—২১

৩৪। কর্ত্তব্যং বাপ্য্‌কর্ত্তব্যং নাস্তি তত্ত্ববিদাং সখে।
তে অ্‌কর্ত্তারো ব্রহ্মরূপাঃ নিষেধ-বিধি-বর্জিতাঃ॥

শান্তিগীতা—৬-২

৩৫। বাসনয়া ভবেৎ কর্ম্ম কর্ম্মণা বাসনা পুনঃ।
এতাভ্যাং ভ্রমিতো জীবো সংসৃতের্ ন নিবর্ত্ততে॥

শান্তিগীতা—৫-৩৬

৩৬। যস্য সর্ব্বে সমারম্ভা নিরাশীর্-বন্ধনা দ্বিজ।
ত্যাগে যস্য হুতং সর্ব্বং স ত্যাগী স চ বুদ্ধিমান্॥

শান্তি—১৮৭-১২

৩৭। উত্তমাধম-ভাবশ্‌চেৎ তেষাং স্যাদ্ অস্তু তেন কিম্।
স্বপ্নস্থ-রাজ্য-ভিক্ষাভ্যাং ন বুদ্ধঃ স্পৃশ্যতে খলু॥

পঞ্চদশী—৬-২১৮

৩৮। একং মাং সংশ্রয়েৎ পার্থ সচ্চিদানন্দম্ অব্যয়ম্।
অহং-পদস্য লক্ষ্যং তৎ অহমঃ সাক্ষি নিষ্কলম্॥

শান্তগীতা—৫-৪৫

৩৯। দ্রষ্টা দৃশ্যাৎ পৃথক্ স্যাৎ ত্বং পৃথক্ চ বিলক্ষণঃ।
অবিবেকাৎ মনো ভূত্বা দগ্ধোঅ্‌হম্ ইতি মন্যসে॥

শান্তিগীতা—২-৩৭

৪০। গুণান্বয়ো যঃ ফল-কর্ম্ম-কর্ত্তা
কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা।

স বিশ্বরূপস্ ত্রিগুণস্ ত্রিবর্ত্মা
প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্ব-কর্ম্মভিঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর—৫-৭

৪১। অঙ্গুষ্ঠ-মাত্রো রবি-তুল্য-রূপঃ
সংকল্প-অহংকার-সমন্বিতো যঃ।
বুদ্ধের্ গুণেনাত্মগুণেন চৈব
আরাগ্র-মাত্রো হ্যপরো অপি দৃষ্টঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর—৫-৮

৪২। ধনং বা পুরুষঃ পার্থ পুরুষং বা পুনর্ ধনম্।
অবশ্যং প্রজহাত্যেব তদ্ বিদ্বান্ কোঽনুসঞ্জয়েত্ ॥

শান্তি—১০৪-৪৫

৪৩। স্নেহেন যুক্তস্য ন চাস্তি মুক্তির্
ইতি স্বয়ম্ভূর্ ভগবান্ উবাচ।
বুধাশ্চ নির্বাণপরা ভবন্তি
তস্মান্ ন কুর্য্যাৎ প্রিয়মপ্রিয়ং চ ॥

শান্তি—১৬৭-৪৬

৪৪। ন প্রীতির্ বিষয়েষস্তি প্রেয়ানাত্মেতি জানতঃ।
কুতো রাগঃ কুতো দ্বেষঃ প্রাতিকূল্যম্ অপশ্যতঃ ॥

পঞ্চদশী—১২-৮২

৪৫। ন চ ভোগস্থিতৌ বাঞ্ছা ন চ ভোগ-বিবর্জ্জনে।
যদ্ আয়াতি তদ্ আয়াতু যদ্ প্রযাতি প্রযাতু তৎ ॥

যোগবাশিষ্ঠ—৫-৩৫-৩৮

৪৬। ন তস্যেহেশ্বরঃ কশ্চিৎ ত্রৈলোক্যস্যাপি যঃ প্রভুঃ।
মনীষির্ মনসা বিপ্রঃ পশ্যন্ আত্মানম্ আত্মনি ॥

অশ্বমেধ—১৯-২৪

৪৭। সম্যাগ্ যুক্তো যদা অ্াত্মানং আত্মন্যেব প্রপশ্যতি।
তদৈব ন স্পৃহয়তে সাক্ষাদপি শতক্রতোঃ॥

অশ্বমেধ—১৯-৩০

৪৮। এষ নিত্যো মহিমা ব্রহ্মণস্য
ন বর্ধতে কর্ম্মণা ন কনীয়ান।
তস্যৈব স্যাৎ পদবিত্ তং বিদিত্বা
ন লিপ্যতে কর্ম্মণা পাপকেন॥

বৃহদারণ্যক—৪-৪-২৩

৪৯। ন নরেণা অ্বরেণ প্রোক্ত এষ
সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি
অণীয়ান্ হ্যতর্ক্যম্ অণুপ্রমাণাৎ॥

কঠ—২-৮

৫০। সত্যম্ এব জয়তে নানৃতম্
সত্যেন পন্থাঃ বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্য্ ঋষয়ো হ্যাপ্তকামাঃ
যত্র তত্ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥

মুণ্ডক—৩-১-৬

———

নবমা

বিশ্ব-বিসৃষ্টিঃ।

গোবিন্দ উবাচ

১। উদ্গীতম্ এতত্ পরমং তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠা অ্ক্ষরং চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তত্-পরাঃ যোনিমুক্তাঃ॥

শ্বেতাশ্বতর—১-৭

২। ক্ষরং প্রধানম্ অমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মানাব্ ঈশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাত্ যোজনাত তত্ত্বভাবাত্
ভূয়শ্ চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ॥

শ্বেতাশ্বতর—১-১০

৩। অজাম্ একাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকঃ জুষমাণো অ্নুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্ত-ভোগাম্ অজো অ্ন্যঃ॥

শ্বেতাশ্বতর—৪-৫

৪। যেনাবৃতম্ নিত্যম্ ইদং হি সর্ব্বম্
জ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
তেনেশিতং কর্ম্ম বিবর্ততে হ
পৃথ্ব্য্-অপ্-তেজো-অ্নিল-খানি চিন্ত্যম্॥

শ্বেতাশ্বতর—৬-২

৫। চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্বসমন্বিতা।
তমো-রজস্-সত্ত্বগুণা প্রকৃতির্ দ্বিবিধা চ সা॥

পঞ্চদশী—১-১৫

৬। তমঃ-প্রধান-প্রকৃতেস্ তদ্ভোগায়েশ্বরাজ্ঞয়া।
বিয়ত্-পবন-তেজো-অম্বু-ভুবো ভূতানি জজ্ঞিরে॥

পঞ্চদশী—১-১৮

৭। সত্ত্বাংশৈঃ পঞ্চভিস্ তেষাম্ ক্রমাদ্ ধীন্দ্রিয়পঞ্চকম্।
শ্রোত্র-ত্বগ্-অক্ষি-রসন-ঘ্রাণাখ্যম্ উপজায়তে॥

পঞ্চদশী—১-১৯

৮। বিজ্ঞানং ক্ষণিকং নাত্মা বিদ্যুদ্-অভ্র-নিমেষবত্।
অন্যস্যানুপলব্ধত্বাত্ শূন্যং মাধ্যমিকাঃ জগুঃ॥

পঞ্চদশী—৬-৭৪

৯। অস্তি তাবৎ স্বয়ং নাম বিবাদাবিষয়ত্বতঃ।
স্বস্মিন্নপি বিবাদশ্চেৎ প্রতিবাদ্যত্র কো ভবেৎ॥

পঞ্চদশী—৩-২৩

১০। জিহ্বা মে অস্তি ন বেত্যুক্তির্ লজ্জায়ৈ কেবলং যথা।
ন বুধ্যতে ময়া বোধঃ বোদ্ধব্য ইতি তাদৃশী॥

পঞ্চদশী—৩-২০

১১। অন্তঃ স্তিমিতগম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ ততম্।
অনাখ্যম্ অনভিব্যক্তম্ সৎ কিঞ্চিদ্ অবশিষ্যতে॥

পঞ্চদশী—২-৩৫

১২। স্বানুভূতাব্ অবিশ্বাসে তর্কস্যাপ্য অনবস্থিতেঃ।
কথং বা তার্কমন্যস্ তত্ত্বনিশ্চয়ম্ আপ্নুয়াৎ॥

পঞ্চদশী—৬-২৯

১৩। অসদ্ ব্রহ্মেতি চেদ্ বেদ স্বয়মেব ভবেদ্ অসন্।
অতো অস্য মা ভূদ্ বেদ্যত্বং স্বসত্ত্বম্ অভ্যুপেয়তাম্।

পঞ্চদশী—৩-২৫

১৪। ইত্যুক্ত্বা তদ্‌বিশেষে অ্‌পি বহুধা কলহং যযুঃ।
অ্‌চিদ্‌-রূপো অ্‌থ চিদ্‌রূপশ্‌ চিদ্‌-অচিদ্‌-রূপ ইত্যপি॥

পঞ্চদশী—৬-৮৭

১৫। প্রাভাকরাস্‌ তার্কিকাশ্চ প্রাহুরস্যা অ্‌চিদাত্মতাম্‌।
আকাশবৎ দ্রব্যমাত্মা শব্দবৎ তদ্‌গুণশ্চিতিঃ॥

পঞ্চদশী—৬-৮৮

১৬। গূঢ়ং চৈতন্যম্‌ উৎপ্রেক্ষ্য বোধাবোধস্বরূপতাম্‌।
আত্মনো ব্রুবতে ভাট্টাশ্চিদুৎপ্রেক্ষোত্থিতস্মৃতেঃ॥

পঞ্চদশী—৬-৯৫

১৭। দ্রষ্টুর্‌ দৃষ্টের্‌ অলোপশ্চ শ্রুতঃ সুপ্তৌ ততস্ত্বয়ম্‌।
অপ্রকাশপ্রকাশাভ্যাম্‌ আত্মা খদ্যোতবদ্‌যুতঃ॥

পঞ্চদশী—৬-৯৭

১৮। নিরংশস্যোভয়াত্মত্বং ন কথঞ্চিদ্‌ ঘটিষ্যতে।
তেন চিদ্রূপ এবাত্মেত্যাহুঃ সাংখ্যা বিবেকিনঃ॥

পঞ্চদশী—৬-৯৮

১৯। অহং-প্রত্যয়-বীজত্বম্‌ ইদং-বৃত্তের্‌ অতি স্ফুটম্‌।
অবিদিত্বা স্বমাত্মানম্‌ বাহ্যং বেদ ন তু ক্বচিৎ॥

পঞ্চদশী—৬-৭১

২০। অসত্যপি চ বাহ্যার্থে স্বপ্নাদৌ বধ্যতে নরঃ।
সমাধি-সুপ্তি-মূর্চ্ছাসু সত্যপ্যস্মিন্‌ ন বধ্যতে॥

পঞ্চদশী—৪-৩২

২১। প্রাগ্‌ভাবঃ নানুভূতশ্‌ চিতের্‌ নিত্যা ততশ্‌ চিতিঃ।
দ্বৈতস্য প্রাগভাবস্‌ তু চৈতন্যেনা অ্‌নুভূয়তে॥

পঞ্চদশী—৬-২৫৪

২২। প্রাগভাবযুতং দ্বৈতং রচ্যতে হি ঘটাদিবৎ।
তথাপি রচনা অ চিন্ত্যা মিথ্যা তেনেন্দ্রজালবৎ ॥

পঞ্চদশী—৬-২৫৫

২৩। শব্দ-স্পর্শাদয়ো বেদ্যাঃ বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্।
ততো বিভক্তা তৎ সংবিদ্ ঐকরূপ্যান্ ন ভিদ্যতে ॥

পঞ্চদশী—১-৩

২৪। তথা স্বপ্নে অত্র বেদ্যন্তু ন স্থিরং জাগরে স্থিরম্।
তদ্ভেদো অতস্তয়োঃ সংবিদ্ একরূপা ন ভিদ্যতে ॥

পঞ্চদশী—১-৪

২৫। দিনে দিনে স্বপ্ন-সুপ্ত্যোর্ অধীতে বিস্মৃতে অপ্যয়ম্।
পরেদ্যুর্ নানধীতঃ স্যাৎ তত্ত্ববিদ্যা ন নশ্যতি ॥

পঞ্চদশী—২-১০১

২৬। মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্ব্ অনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সংবিদেষা স্বয়ংপ্রভা ॥

পঞ্চদশী—১-৭

২৭। ন ব্যাপিত্বাদ্ দেশতো অন্তো নিত্যত্বান্ নাপি কালতঃ।
ন বস্তুতো অপি সার্বাত্ম্যাদ্ আনন্ত্যং ব্রহ্মণি ত্রিধা ॥

পঞ্চদশী—৩-৩৫

২৮। ইদং সর্ব্বং পুরা সৃষ্টের্ একমেবাদ্বিতীয়কম্।
সদ্ এবাসীন্ নামরূপে নাস্তাম্ ইত্যারুণের্ বচঃ ॥

পঞ্চদশী—২-১৪

২৯। সচ্চিৎসুখাত্মকং ব্রহ্ম নামরূপাত্মকং জগত্।
তাপনীয়ে শ্রুতং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ॥

পঞ্চদশী—১৩-৬০

৩০। আনন্দময় ঈশো অয়ং বহু স্যাম্ ইত্যবৈক্ষত।
হিরণ্যগর্ভরূপো অভূদ্ সুপ্তিঃ স্বপ্নো যথা ভবেৎ॥

পঞ্চদশী—৬-১৯৮

৩১। পরমাত্মা-অদ্বয়ানন্দ-পূর্ণঃ পূর্ব্বং স্বমায়য়া।
স্বয়মেব জগদ্ ভূত্বা প্রাবিশজ্ জীবরূপতঃ॥

পঞ্চদশী—১০-১

৩২। যথা সর্ব্বাত্মতা স্বস্য সাম্না গায়তি সর্ব্বদা।
অহমন্নং তথান্নাদশ্ চেতি সামস্বধীয়তে॥

পঞ্চদশী—১৪-৩৭

৩৩। জাড্যাংশঃ প্রকৃতেঃ রূপং বিকারি ত্রিগুণং চ তৎ।
চিতো ভোগাপবর্গার্থং প্রকৃতিঃ সা প্রবর্ত্ততে॥

পঞ্চদশী—৬-৯৯

৩৪। অস্বতন্ত্রা হি মায়া স্যাদ্ অপ্রতীতের্ বিনা চিতিম্।
স্বতন্ত্রা অপি তথৈব স্যাদ্ অসঙ্গ-স্যাপ্যন্যথাকৃতেঃ॥

পঞ্চদশী—৬-১৩২

৩৫। জগতো যদুপাদানং মায়াম্ আদায় তামসীম্।
নিমিত্তং শুদ্ধসত্ত্বাং তাম্ উচ্যতে ব্রহ্ম তদ্ গিরা॥

পঞ্চদশী—১-৪৪

৩৬। যদা মলিনসত্ত্বাং তাং কাম-কর্ম্মাদি-দূষিতাম্।
আদত্তে তৎ পরং-ব্রহ্ম ত্বং-পদেন তদোচ্যতে॥

পঞ্চদশী—১-৪৫

৩৭। ত্রিতয়ীমপি তাং মুক্ত্বা পরস্পর-বিরোধিণীম্।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে॥

পঞ্চদশী—১-৪৬

৩৮। নিরধিষ্ঠান-বিভ্রান্তের্ অভাবাদ্ আত্মনোঽস্তিতা।
শূন্যস্যাপি স-সাক্ষিত্বাদ্ অন্যথা নোক্তির্ অস্য তে॥
পঞ্চদশী—৬-৭৬

৩৯। বিজ্ঞানবাদো বাহ্যার্থ-বৈয়র্থ্যাত্ স্যাদ্ ইহেতি চেত্।
ন হৃদ্যাকারম্ আধাতুম্ বাহ্যস্যাপেক্ষিতত্বতঃ॥
পঞ্চদশী—৪-৩৫

৪০। অন্নং প্রাণো-মনো বুদ্ধির্ আনন্দশ্ চেতি পঞ্চ তে।
কোষাস্ তৈর্ আবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতিং ব্রজেৎ॥
পঞ্চদশী—১-৩৩

৪১। দেহাদভ্যন্তরং প্রাণঃ প্রাণাদভ্যন্তরং মনঃ।
ততঃ কর্ত্তা ততো ভোক্তা গুহা সেয়ং পরম্পরা॥
পঞ্চদশী—৩-২

৪২। ইদং রূপং তু যদ্‌যাবৎ তৎ ত্যক্তুম্ শক্যতে অখিলম্।
অশক্যো হ্যনিদং-রূপঃ স আত্মা বাধবর্জিতঃ॥
পঞ্চদশী—৩-৩৩

৪৩। বাঢ়ং নিদ্রাদয়ঃ সর্ব্বে অনুভূয়ন্তে ন চেতরঃ।
তথাপ্যেতে অনুভূয়ন্তে যেন তং কো নিবারয়েৎ॥
পঞ্চদশী—৩-১২

৪৪। স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥
কঠ—৪-৪

৪৫। অহংবৃত্তৌ চিদাভাসঃ কামক্রোধাদিকাসু চ।
সংব্যাপ্য বর্ততে তপ্তে লোহে বহ্নির্ যথা তথা॥
পঞ্চদশী—৮-১৭

৪৬। স্বমাত্রং ভাসয়েৎ তপ্তং লোহং নান্যৎ কদাচন।
এবম্-আভাস-সহিতাঃ বৃত্তয়ঃ স্বস্বভাসিকাঃ॥

পঞ্চদশী—৮-১৮

৪৭। পরিপূর্ণঃ পরাত্মাস্মিন্ দেহে বিদ্যাধিকারিণি।
বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়া স্থিত্বা স্ফুরন্ অহম্ ইতীর্য্যতে॥

পঞ্চদশী—৫-৩

৪৮। পঞ্চকোষপরিত্যাগে সাক্ষিবোধাবশেষতঃ।
স্বস্বরূপং স এব স্যাৎ শূন্যত্বং তস্য দুর্ঘটম্॥

পঞ্চদশী—৩-২২

৪৯। স্বয়মেবানুভূতিত্বাদ্ বিদ্যতে নানুভাব্যতা।
জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তরাভাবাদ্ অজ্ঞেয়ো ন ত্বসত্তয়া॥

পঞ্চদশী—৩-১৩

৫০। যেনেদং জানতে সর্ব্বং তং কেনান্যেন জানতাম্।
বিজ্ঞাতারং কেন বিদ্যাৎ শক্তং বেদ্যে তু সাধনম্॥

পঞ্চদশী—৩-১৭

৫১। অয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ।
মা ন ভুবং হি ভূয়াসম্ ইতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে॥

পঞ্চদশী—১-৮

৫২। ইত্থং সচ্চিৎ পরানন্দ আত্মা যুক্ত্যা তথাবিধম্।
পরং ব্রহ্ম তয়োশ্ চৈক্যং শ্রুত্যন্তেষূ উপদিশ্যতে॥

পঞ্চদশী—১-১০

৫৩। অব্যাকৃতং পুরা সৃষ্টের্ ঊর্দ্ধং ব্যাক্রিয়তে দ্বিধা
অচিন্ত্যশক্তির্ মায়ৈষা ব্রহ্মণ্যব্যাকৃতাভিধা॥

পঞ্চদশী—১৩-৬৩

৫৪। সাক্ষী সাক্ষ্যম্ অপেক্ষ্যৈব দ্রষ্টৃ-দৃশ্যব্যপেক্ষয়া।
অলক্ষ্যং লক্ষণাভাবাজ্ জ্ঞানং বৃত্ত্যধিরূঢ়তঃ॥

শান্তিগীতা—৪-১৫

৫৫। যদ্ যদ্ রূপাদি কল্প্যেত বুদ্ধ্যা তৎ তৎ প্রকাশয়ন্।
তস্য তস্য ভবেৎ সাক্ষী স্বতো বাগ্‌বুদ্ধ্যগোচরঃ॥

পঞ্চদশী—১০-২৩

৫৬। অচেতনানাং হেতুঃ স্যাজ্ জাড্যাংশেনেশ্বরস্ তথা।
চিদাভাসাংশতস্ ত্বেষ জীবানাং কারণং ভবেৎ॥

পঞ্চদশী৬-১৮৭

৫৭। যথাণ্ডান্তর্ মহাসর্পো জগদ্ অস্তি তথাত্মনি।
ফল-পত্র-লতা-পুষ্প-শাখা-বিটপ-মূল-বান্॥

পঞ্চদশী—১৩-১৬

৫৮। বট-বীজে সুসূক্ষ্মে অ্পি মহাবটতরুর্ যথা।
সর্ব্বদাস্তে অ্ন্যথা বৃক্ষঃ কুত আয়াতি তদ্ বদ॥

পদ্মপুরাণ (শিবগীতা)—৭-৫

৫৯। প্রজাপতিশ্ চরতি গর্ভে অন্তর্
অজায়মানো বহুধা বিজায়তে।
তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ
তস্মিন্ হ তস্থুর্ ভুবনানি বিশ্বা॥

যজুর্ব্বেদ—৩১-১৯

৬০। অপশ্যম্ গোপাম্ অনিপদ্যমানম্
আ চ পরা চ পথিভিশ্ চরন্তম্।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্ বসানঃ
আ বরীবর্তি ভুবনেষু অন্তঃ॥

ঋগ্বেদ—১০-১৭৭-৩

———

দশমী

জ্ঞানযোগঃ ॥

গোবিন্দ উবাচ

১। ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্ম-বিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাম্
অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ-পুত্রায় প্রাহ ॥

মুণ্ডক — ১-১-১

২। অথর্ব্বণে যাম্ প্রবদেত ব্রহ্মা
অথর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ
ভারদ্বাজো অঙ্গিরসে পরাবরাম্ ॥

মুণ্ডক—১-১-২

৩। আবিঃ সন্ নিহিতং গুহা জরন্ নাম মহৎ পদম্।
তত্রেদং সর্ব্বম্ অর্পিতম্ এজৎ প্রাণৎ মিষচ্ চ যৎ ॥

মুণ্ডক—২-২-১

৪। যতশ্চোদেতি সূর্যো অস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতাস্ তদ্ উ নাত্যেতি কশ্চন ॥

কঠ—৪-৯

৫। যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথা অ্ক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥

মুণ্ডক—২-১-১

৬। অগ্নির্ যথৈকঃ ভুবনং প্রবিষ্টঃ
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্ তথা সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

কঠ—৫-৯

৭। পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্
পরীত্য সর্ব্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ।
উপস্থায় প্রথমজাম্ ঋতস্য
আত্মনা আ্ত্মানম্ অভিসংবিবেশ॥

যজুস্—৩২-১১

৮। মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্ নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥

বৃহদারণ্যক—৪-৪-১৯

৯। শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থ-কোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

শঙ্করাচার্য্য

১০। যদদ্বৈতং শ্রুতং সৃষ্টেঃ প্রাক্ তদেবাদ্য চোপরি।
মুক্তাবপি বৃথা মায়া ভ্রাময়ত্যখিলান্ জনান্॥

পঞ্চদশী—৬-২৩৮

১১। ন তদস্তি ন যত্রাহং ন তদস্তি ন যন্ মম।
কিম্ অন্যদ্ অভিবাঞ্ছামি সর্ব্বং সচ্ চিন্ময়ং ততম্॥

মহোপনিষদ্—৬-১১

১২। অহম্ মনুর্ভবম্ সূর্য্যশ্চাহম্
কক্ষীবান্ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ।

অহং কুৎসম্ আর্জুনেয়ং নি ঋঞ্জে
অহং কবির্ উশনা পশ্যতা মা ॥

ঋক্—৪-২৬-১

১৩। বেদান্তানাম্ অশেষাণাম্ আদিমধ্যাবসানতঃ।
ব্রহ্মাত্মন্যেব তাৎপর্য্যমিতিধীঃ শ্রবণং ভবেৎ ॥

পঞ্চদশী—৭-১০০

১৪। হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ শুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্ তদ্ যদ্ আত্মবিদো বিদুঃ ॥

মুণ্ডক—২-২-৯

১৫। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ ছিদ্যন্তে সর্ব্ব-সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

মুণ্ডক—২-২-৮

১৬। যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ
পরাৎপরম্ পুরুষম্ উপৈতি দিব্যম্ ॥

মুণ্ডক—৩-২-৮

১৭। একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্ এতদ্ অপ্রমেয়ং ধ্রুবম্।
বিরজঃ পরঃ আকাশাদ্ অজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ ॥

বৃহদারণ্যক—৪-৪-২০

১৮। এষো হ দেবঃ প্রদিশো অনু সর্ব্বাঃ
পূর্ব্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।
স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ
প্রত্যঙ্ জনাংস্ তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ ॥

যজুস্—৩২-৪ (শ্বেতাশ্বতর—২-১৬)

১৯। জাত এব ন জায়তে কো ন্বেনং জনয়েৎ পুনঃ।
বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম রাতির্ দাতুঃ পরায়ণম্॥

বৃহদারণ্যক—৩-৯-২৮

২০। তদ্ এজতি তন্ নৈজতি তদ্ দূরে তদ্ উ অন্তিকে।
তদ্ অন্তরস্য সর্ব্বস্য তদ্ উ সর্ব্বস্যা অস্য বাহ্যতঃ॥

ঈশ (যজুস্—৪০)—৫

২১। নৈব চিন্ত্যং ন চাচিন্ত্যম্ অচিন্ত্যং চিন্ত্যমেব তৎ।
পক্ষপাত-বিনির্ম্মুক্তং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥

ব্রহ্মবিন্দুপনিষদ—

২২। অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্।
তথা অরসং নিত্যম্ অগন্ধবচ্চ যৎ॥
অনাদ্য্ অনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবম্
নিচায্য তন্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥

কঠ—৩-১৫

২৩। নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তী-ইতি ব্রুবতো অন্যত্র কথং তদ্ উপলভ্যতে॥

কঠ—৬-১২

২৪। অস্তী-ইত্য্ এবোপলব্ধব্যস্ তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তী-ইত্য্-এবোপলব্ধস্য তত্ত্ব-ভাবঃ প্রসীদতি॥

কঠ—৬-১৩

২৫। অসন্ন্ এব স ভবতি অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেদ্।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্ বেদ সন্তম্ এনং ততো বিদুঃ॥

তৈত্তিরীয়—২-৭

২৬। যস্মিন্ দ্যৌশ্চ পৃথিবী চান্তরিক্ষং
ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।

তম্ এবৈকং জানথা আত্মানম্
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥
মুণ্ডক—২-২-৫

২৭। নিত্যো নিত্যানাম্ চেতনশ্ চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তম্ আত্মস্থং যে অনুপশ্যন্তি ধীরাস্
তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥
কঠ—৫-১৩

: নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্ তদ্ বেদ তদ্ বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥
কেন—২-২

২৯। যস্যা অমতং মতং তস্য মতং যস্য ন বেদ স।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্ ॥
কেন—২-৩

৩০। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্ বেদ পরোঅক্ষং জ্ঞানম্ এব তৎ
অস্মি ব্রহ্মেতি চেদ্ বেদ অপরোঅক্ষং তদ্ উচ্যতে ॥
শতপথব্রাহ্মণ—

৩১। বৃহচ্চ তদ্ দিব্যম্ অচিন্ত্যরূপম্
সূক্ষ্মাচ্ চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদ্ ইহা-অন্তিকে চ
পশ্যৎস্ব্ ইহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥
মুণ্ডক—৩-১-৭

৩২। জাগ্রত্-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যত্ প্রকাশতে।
তদ্ ব্রহ্মাহম্ ইতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
কৈবল্যোপনিষদ্—৬-১২

৩৩। একঃ শুদ্ধঃ স্বয়ং-জ্যোতির্ নির্গুণোঽসৌ গুণাশ্রয়ঃ।
সর্ব্বগো অনাবৃতঃ সাক্ষী নিরাত্মাত্মা আত্মনাং পরঃ॥

ভাগবত—৪-২০-৭

৩৪। য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবম্ অন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥

কঠ—৪-৫

৩৫। এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জল-চন্দ্র-বৎ॥

ব্রহ্মবিন্দুপনিষদ্—১২

৩৬। যো অয়ং স্থাণুঃ পুমান্ এষ পুংধিয়া স্থাণুধীর্ ইব।
ব্রহ্মা অস্মীতি ধিয়াশেষা হ্যহং-বুদ্ধির্ নিবর্ততে॥

পঞ্চদশী—৮-৪২

৩৭। অস্ত্যেবোপাসকস্যাপি বাস্তবী ব্রহ্মতেতি চেৎ।
পামরাণাং তিরশ্চাং চ বাস্তবী ব্রহ্মতা ন কিম্॥

পঞ্চদশী—৯-১২০

৩৮। অজ্ঞস্যাপ্যেতদ্ অস্ত্যেব ন তু তৃপ্তির্ অবোধতঃ।
যো বেদ সো অশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ ইত্যব্রবীচ্ শ্রুতিঃ।

পঞ্চদশী—১৪-৩৬

৩৯। কণ্ঠচামীকরসমং অজ্ঞানাত্ তু তিরোহিতম্।
জ্ঞানাদ্ অজ্ঞাননাশেন লব্ধমেব হি লভ্যতে॥

দেবীভাগবত—৭-৭-৩৩

৪০। নৈবং জানন্তি মূঢ়াশ্চেৎ সো অয়ং গ্রন্থির্ ন চাপরঃ।
গ্রন্থিতদ্ভেদমাত্রেণ বৈষম্যং মূঢ়বুদ্ধয়োঃ॥

পঞ্চদশী—৬-২৬৬

৪১। দেহাত্মজ্ঞানবজ্ জ্ঞানং দেহাত্মজ্ঞান-বাধকম্।
আত্মন্যেব ভবেৎ যস্য স নেচ্ছন্নপি মুচ্যতে॥

পঞ্চদশী—৭-২০

৪২। নাপ্রতীতিস্ তয়োর্ বাধঃ কিন্তু মিথ্যাত্বনিশ্চয়ঃ।
নোচেৎ সুষুপ্তি-মূর্চ্ছাদৌ মুচ্যেতাযত্নতো জনঃ॥

পঞ্চদশী—৬-১৩

৪৩। দ্বৈতাবজ্ঞা সুস্থিতা চেৎ অদ্বৈতা ধীঃ স্থিরা ভবেৎ।
স্থৈর্য্যে তস্যাঃ পুমান্ এব জীবন্মুক্ত ইতীর্য্যতে॥

পঞ্চদশী—২-৯৬

৪৪। অনুভূতের্ অভাবে অপি ব্রহ্মাস্মীত্যেব চিন্ত্যতাম্।
অপ্যসৎ প্রাপ্যতে ধ্যানাদ্ নিত্যাপ্তং ব্রহ্ম কিং পুনঃ॥

পঞ্চদশী—৯-১৫৫

৪৫। কূটস্থো অস্মীতি বোধো অপি মিথ্যা চেৎ নেতি কো বদেৎ।
ন হি সত্যতয়াভীষ্টং রজ্জুসর্প-বিসর্পণম্॥

পঞ্চদশী—৭-১৬

৪৬। মায়িকো অয়ং চিদাভাসঃ শ্রুতের্ অনুভবাদপি।
ইন্দ্রজালং জগৎ প্রোক্তং তদন্তঃপাত্যয়ং যতঃ॥

পঞ্চদশী—৭-২১৬

৪৭। তাদৃশেনাপি বোধেন সংসারো বিনিবর্ত্ততে।
যক্ষানুরূপো হি বলির্ ইত্যাহুর্ লৌকিকা জনাঃ॥

পঞ্চদশী—৭-১৭

৪৮। নাসদ্ আসাদ্ বিভাতত্বাত্ নো সদ্ আসীচ্চ বাধনাত্।
বিদ্যা দৃষ্ট্যা শ্রুতং তুচ্ছং তস্য নিত্য নিবৃত্তিতঃ॥

পঞ্চদশী—৬-১২৯

৪৯। ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্ন্ এতাব্ উপাশ্রিতৌ॥
কঠ—৫-৫

৫০। তদ্ এতদ্ ইতি মন্যন্তে অ্নির্দ্দেশং পরমং সুখম্।
কথং নু তদ্ বিজানীয়াম্ কিমু ভাতি বিভাতি বা॥
কঠ—৫-১৪

৫১। অদ্বৈতং কেচিদ্ ইচ্ছন্তি দ্বৈতম্ ইচ্ছন্তি চাপরে।
সমং তত্ত্বং ন বিন্দন্তি দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিতম্।
অবধূত গীতা—১-৩৬

৫২। ন তদ্ অস্তি ন যত্ত্ সত্যম্ ন তদ্ অস্তি ন যন্ মৃষা।
যদ্ যথা যেন নির্ণীতং তত্ যথা তেন লক্ষ্যতে॥
যোগবাশিষ্ঠ—৪-২১-৫৭

৫৩। যদ্ আত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বম্
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেত্।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্ বিশুদ্ধম্
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ।
শ্বেতাশ্বতর—২-১৫

৫৪। ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতো অ্য়ম্ অগ্নিঃ।
তম্ এব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বম্
তস্য ভাসা বিশ্বম্ ইদং বিভাতি॥
মুণ্ডক—২-২-১০

৫৫। পূর্ণম্ অদঃ পূর্ণম্ ইদং পূর্ণাৎ পূর্ণম্ উদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণম্ আদায় পূর্ণম্ এবা অ্বশিষ্যতে॥
ঈশ—

———

একাদশী

ভক্তিযোগঃ

গোবিন্দ উবাচ

১। কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতাঃ
জীবাম কেন ক্ব চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অধিষ্ঠিতা কেন সুখেতরেষু
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥

শ্বেতাশ্বতর—১-১

২। কালঃ স্বভাবঃ নিয়তির্‌ যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষেতি চিন্ত্যম্।
সংযোগ এষাম্ ন তু আত্মভাবাৎ
আত্মাপ্য্‌ অনীশঃ সুখ-দুঃখ-হেতোঃ॥

শ্বেতাশ্বতর—১-২

৩। তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্‌ নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণাণি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্য্‌ অধিতিষ্ঠত্য্‌ একঃ॥

শ্বেতাশ্বতর—১-৩

৪। যদি কর্ত্তা ভবেৎ কর্ত্তা ন ক্রিয়েত কথঞ্চন।
যস্মাৎ তু ক্রিয়তে কর্ত্তা তস্মাৎ কর্ত্তাপ্যনীশ্বরঃ॥

শান্তি—২৩৪-৩৪

৫। উপর্যুপরি লোকস্য সর্ব্বো গন্তুম্ সমীহতে।
যততে চ যথাশক্তি ন চ তদ্‌ বর্ত্তে তথা।

শান্তি—৩৩৯-৩৭

৬। ন ম্রিয়েয়ুর্ ন জীবেয়ুর্ সর্ব্বে স্যুঃ কামকামিকাঃ।
নাপ্রিয়ং প্রতিপদ্যেয়ুর্ বশিত্বং যদি বৈ ভবেৎ॥
শান্তি—৩৩৯-৩৮

৭। স্বভাবম্ একে কবয়ো বদন্তি
কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্॥
শ্বেতাশ্বতর—৬-১

৮। শক্তির্ অস্ত্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা।
আনন্দময়ম্ আরভ্য গূঢ়া সর্ব্বেষু বস্তুষু॥
পঞ্চদশী—৩-৩৮

৯। বস্তুধর্ম্মা নিয়ম্যেরন্ শক্ত্যা নৈব যদা তদা।
অন্যো-অ্ন্য ধর্ম্ম-সাংকর্যাৎ বিপ্লবেত জগৎ খলু॥
পঞ্চদশী—৩-৩৯

১০। চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্ চেতনেব বিভাতি সা।
তৎ শক্ত্যুপাধিসংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ॥
পঞ্চদশী—৩-৪০

১১। অন্যোঅ্ন্যাধ্যাসম্ অত্রাপি জীব-কূটস্থয়োর্ ইব।
ঈশ্বর-ব্রহ্মণোঃ সিদ্ধিং কৃত্বা ব্রূতে সুরেশ্বরঃ॥
পঞ্চদশী—৬-১৯০

১২। আপাতদৃষ্টিতস্ তত্র ব্রহ্মণো ভাতি হেতুতা।
হেতোশ্চ সত্যতা তস্মাদ্ অন্যো-অ্ন্যাধ্যাস ইষ্যতে॥
পঞ্চদশী—৬-১৯২

১৩। শক্তিঃ শক্তাৎ পৃথঙ্ নাস্তি তদ্বদ্ দৃষ্টের্ ন চাভিদা।
প্রতিবন্ধস্য দৃষ্টত্বাৎ শক্ত্যভাবে তু কস্য সঃ॥
পঞ্চদশী—১৩-১১

১৪। দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্ নিগূঢ়াং মুনয়ো অ্বিদন্।
পরাস্য শক্তির্ বিবিধা ক্রিয়া-জ্ঞান-বলাত্মিকা॥

পঞ্চদশী—১৩-১৩

১৫ যথা বিধির্ উপাধিঃ স্যাৎ প্রতিষেধস্ তথা ন কিম্।
সুবর্ণ-লৌহ-ভেদেন শৃঙ্খলত্বং ন ভিদ্যতে॥

পঞ্চদশী—৭-৮৫

১৬। সর্বশক্তিঃ পরং ব্রহ্ম নিত্যমাপূর্ণম্ অদ্বয়ম্।
যথোল্লসতি শক্ত্যাসৌ প্রকাশম্ অধিগচ্ছতি॥

পঞ্চদশী—১৩-১৪

১৭। ভয়াদ্ অস্যাগ্নিস্ তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্যঃ।
ভয়াচ্ চন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ ধাবতি পঞ্চমঃ॥

কঠ—৬-৩, তৈত্তিরীয়—২-৮-১

১৮। স পর্য্যগাচ্ শুক্রম্ অকায়ম্ অব্রণম্
অস্নাবিরং শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্।
কবির্ মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ
যাথাতথ্যতো অর্থান্ ব্যদধাচ্ সমাভ্যঃ॥

যজুস্—৪০ (ঈশ)—৮

১৯। যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্
কর্ত্তারম্ ঈশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম্ উপৈতি॥

মুণ্ডক—৩-১-৩

২০। অয়ং যৎ সৃজতে বিশ্বং তদ্ অন্যথয়িতুং পুমান্।
ন কোঽপি শক্তস্ তেনায়ং সর্বেশ্বর ইতি শ্রুতঃ॥

পঞ্চদশী—৬-১৬০

২১। স বিশ্বকৃদ্ বিশ্বভূদ্ আত্মযোনির্
জ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতির্ গুণেশঃ
সংসার-মোক্ষ-স্থিতি-বন্ধ-হেতুঃ॥

শ্বেতাশ্বতর—৬-১৬

২২। যদা চর্ম্মবদ্ আকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবম্ অবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি॥

শ্বেতাশ্বতর—৬-২০

পার্থ উবাচ

২৩। আর্যান্ শীলবতো দৃষ্ট্বা হ্রীমতো বৃত্তিকর্ষিতান্।
অনার্যান্ সুখিনশ্ চৈব বিহ্বলামীব চিন্তয়া॥

বন—৩০-৩৯

২৪। কর্ম্ম চেৎ কৃতম্ অন্বেতি কর্ত্তারং নান্যং ঋচ্ছতি।
কর্ম্মণা তেন পাপেন লিপ্যতে নূনম্ ঈশ্বরঃ॥

বন—৩০-৪২

২৫। অথ কর্ম্মকৃতং পাপং ন চেৎ কর্ত্তারং ঋচ্ছতি।
কারণং বলমেবেহ জনান্ শোচামি দুর্ব্বলান্॥

বন—৩০-৪৩

গোবিন্দ উবাচ

২৬। বল্গু চিত্রপদং শ্লক্ষ্ণং মহানঘ ত্বয়া বচঃ।
উক্তং যৎ শ্রুতম্ অস্মাভিঃ নাস্তিক্যং তু প্রভাষসে॥

বন—৩১-১

২৭। সংকল্পন-স্পর্শন-দৃষ্টিমোহৈর্
গ্রাসাম্বু-বৃষ্ট্যাত্ম বিবৃদ্ধজন্ম।

কর্ম্মানুগান্য্ অনুক্রমেণ দেহী
স্থানেষু রূপাণ্য্ অভি সংপ্রপদ্যতে ॥

শ্বেতাশ্বতর—৫-১১

২৮। একৈকং জালং বহুধা বিকুর্ব্বন্
অস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষঃ দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পতয়স্ তথেশঃ
সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা ॥

শ্বেতাশ্বতর—৫-৩

২৯। একো হংসঃ ভুবনস্যাস্য মধ্যে
স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তম্ এব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অ্যনায় ॥

শ্বেতাশ্বতর—৬-১৫

৩০। স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব
রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্ বৃণোতি।
ক্রিয়া গুণৈর্ আত্মগুণৈশ্চ তেষাম্
সংযোগহেতুর্ অপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর—৫-১২

৩১। মহান্ প্রভুর্ বৈ পুরুষঃ সত্বস্যৈষ প্রবর্তকঃ।
সুনির্ম্মলাম্ ইমাম্ প্রাপ্তিম্ ঈশানো জ্যোতির্ অব্যয়ঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর—৩-১২

৩২। ঊর্দ্ধমূলো অবাক্শাখ এষো অশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতম্ উচ্যতে ॥

কঠ—৬-১

৩৩। নিত্যো নিত্যানাম্ চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাম্ যো বিদধাতি কামান্।
তত্ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যম্
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥
শ্বেতাশ্বতর—৬-১৩

৩৪। স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরো অন্যো
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততে অয়ম্।
ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভবেশম্
জ্ঞাত্বা আত্মস্থম্ অমৃতং বিশ্বধাম॥
শ্বেতাশ্বতর—৬-৬

৩৫। নৈনম্ উর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চম্ ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্ যশঃ॥
শ্বেতাশ্বতর—৪-১৯

৩৬। দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরম্॥
মুণ্ডক—২-১-২

পার্থ উবাচ

৩৭। আলম্বন্তাপ্য অনিত্যত্বং নিরালম্বস্য শূন্যতা।
উভয়োরপি দোষিত্বাৎ কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ॥
উত্তরগীতা (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)—১-৩৭

গোবিন্দ উবাচ

৩৮। হৃদয়ং নির্ম্মলং কৃত্বা চিন্তয়িত্বা হ্যনাময়ম্।
অহম্ একম্ ইদং সর্ব্বম্ ইতি পশ্যেৎ পরং সুখম্॥
উত্তরগীতা (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)—১-৩৮

৩৯। সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্॥
ঋগ্বেদ—১০-৯০৯ (শ্বেতাশ্বতর—৩-১৪)

৪০। সর্ব্বানন-শিরো-গ্রীবঃ সর্ব্বভূত-গুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবাংস্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ॥
শ্বেতাশ্বতর—৩-১১

৪১। অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুর্ অগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥
শ্বেতাশ্বতর—৩-১৯

৪২। ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসা অভিকৢপ্তো
য এতদ্ বিদুর্ অমৃতাস্তে ভবন্তি॥
কঠ—৬-৯

৪৩। যস্মাত্ পরং নাপরম্ অস্তি কিঞ্চিত্
যস্মান্ নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিত্।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধ দিবি তিষ্ঠত্যেকস্
তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্॥
শ্বেতাশ্বতর—৩-৯

৪৪। আদিঃ স সংযোগ-নিমিত্ত-হেতুঃ
পরস্ ত্রিকালাদ্ অকলো অপি দৃষ্টঃ।
তং বিশ্বরূপং ভবভূতম্ ঈড্যম্
দেবং স্বচিত্তস্থম্ উপাস্য পূর্ব্বম্॥
শ্বেতাশ্বতর—৬-৫

৪৫। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারম্ অনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্
জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিম্ অত্যন্তম্ এতি ॥

শ্বেতাশ্বতর—৪-১৪

৪৬। নায়ম্ আত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যম্ এবৈষ বৃণুতে স তেন লভ্যস্
তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥

মুণ্ডক—৩-২-৩

৪৭। সর্ব্বা দিশ উর্দ্ধম্ অধশ্চ তির্যক্
প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্ উ অনড্বান্।
এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো
যোনিস্বভাবান্ অধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর—৫-৪

৪৮। এতজ্ জ্ঞেয়ং নিত্যম্ এবাত্মসংস্থম্
নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিত্।
ভোক্তা ভোগ্যম্ প্রেরিতারং চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মম্ এতত্ ॥

শ্বেতাশ্বতর—১-১২

৪৯। সর্ব্বাজীবে সর্ব্বাসংস্থে বৃহন্তে
তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগ্ আত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা
জুষ্টস্ ততস্ তেন অমৃতত্বম্ এতি ॥

শ্বেতাশ্বতর—১-৬

৫০। বেদান্তে পরমং গুহ্যম্ পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ॥

শ্বেতাশ্বতর—৬-২২

৫১। যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

শ্বেতাশ্বতর—৬-২৩

৫২। তপঃ-প্রভাবাদ্ দেবপ্রাসাদাচ্চ
ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরো অথ বিদ্বান্।
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রম্
প্রোবাচ সম্যগ্ ঋষিসংঘজুষ্টম্॥

শ্বেতাশ্বতর—৬-২১

দ্বাদশী

সাধনপাদঃ।

গোবিন্দ উবাচ

১। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈর্ উপায়ৈর্ যততে যস্তু বিদ্বান্
তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥

মুণ্ডক—৩-২-৪

২। সত্যেন লভ্যস্ তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।

অন্তঃ শরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রঃ
যং পশ্যন্তি যতয়ো ক্ষীণদোষাঃ ॥
মুণ্ডক—৩-১-৫

৩। ধনুর্ গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রম্
শরং হ্যুপাসা নিশিতং সন্ধীয়ত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদ্ এবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥
মুণ্ডক—২-২-৩

৪। সর্ব্বে বেদা যৎ পদম্ আমনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদ্ ইচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি।
ওম্ ইত্যেতত্ ॥
কঠ—২-১৫

৫। এতদ্ আলম্বনং শ্রেষ্ঠং এতদ্ আলম্বনং পরম্।
এতদ্ আলম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥
কঠ—২-১৭

৬। প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্ লক্ষ্যম্ উচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যম্ শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ ॥
মুণ্ডক – ২-২-৪

৭। ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্
হৃদি ইন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি ॥
শ্বেতাশ্বতর—২-৮

৮। প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ
ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তম্ ইব বাহম্ এনম্
বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ॥

শ্বেতাশ্বতর—২-৯

৯। সমে শুচৌ শর্করা-বহ্নি-বালুকা—
বিবর্জিতে শব্দ-জলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনো অনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ॥

শ্বেতাশ্বতর—২-১০

১০। নীহার-ধূমা-র্কা-নিলা-নলানাম্
খদ্যোত-বিদ্যুৎ-স্ফটিক-শশীনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি
ব্রহ্মণ্য্ অভিব্যক্তিকরাণি যোগে।

শ্বেতাশ্বতর—২-১১

১১। পৃথ্য-অপ্-তেজো-অ্নিল-খে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্॥

শ্বেতাশ্বতর—২-১২

১২। লঘুত্বম্ আরোগ্যম্ অলোলুপত্বম্
বর্ণপ্রসাদং স্বরসৌষ্ঠবং চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষম্ অল্পম্
যোগপ্রবৃত্তিম্ প্রথমাং বদন্তি॥

শ্বেতাশ্বতর—২-১৩

১৩। যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তম্
তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্তম্।
তদ্বা আত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী
একঃ কৃতার্থোং ভবতে বীতশোকঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর—২-১৪

১৪। স্বদেহম্ অরণিং কৃত্বা প্রণবং চোত্তরারণিম্।
ধ্যান-নির্ম্মন্থনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেৎ নিগূঢ়বৎ ॥

শ্বেতাশ্বতর—১-১৪

১৫। চলে বাতে চলচ্ চিত্তম্ নিশ্চলে নিশ্চলো ভবেৎ।
প্রাণানিল-পরিস্পন্দে শান্তে শান্তম্ ইদং জগৎ ॥

শাণ্ডিল্যোপনিষত্

১৬। বহ্নের্ যথা যোনিগতস্য মূর্ত্তির্
ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধন যোনিগৃহ্যস্
তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেণ দেহে ॥

শ্বেতাশ্বতর—১-১৩

১৭। যথা চ কশ্চিৎ পরশুং গৃহীত্বা
ধূমং ন পশ্যেজ্ জ্বলনং চ কাষ্ঠে।
তদ্বদ্ শরীরোদরপানিপাদম্
ছিত্বা ন পশ্যন্তি ততো যদ্ অন্যৎ ॥

শান্তি—২০০-১২

১৮। তান্যেব কাষ্ঠানি তথা বিমথ্য
ধূমং চ পশ্যেজ্ জ্বলনং চ কাষ্ঠে

তদ্বৎ সুবুদ্ধিঃ সনম্ ইন্দ্রিয়ার্থৈর্
বুদ্ধেঃ পরঃ পশ্যতি তং স্বভাবম্ ॥

শান্তি—১০০-১৪

১৯। ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্ দেবৈস্ তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্
ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥

মুণ্ডক—৩-১-৮

২০। এষো অণুর্ আত্মা চেতসা বেদিতব্যো
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্ চিত্তং সর্ব্বম্ ওতং প্রজানাম্
যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥

মুণ্ডক—৩-১-৯

২১। যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥

কঠ—৬-১০

। তাং যোগম্ ইতি মন্যন্তে স্থিরাম্ ইন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্ তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ ॥

কঠ—৬-১১

২৩। আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥

কঠ—৩-৩

২৪। ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্ আহুর্ বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ মনীষিণঃ ॥

কঠ—৩-৪

২৫। যস্ ত্ব্ অবিজ্ঞানবান্ ভবত্য্ অযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি অবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥

কঠ—৩-৫

২৬। যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥

কঠ—৩-৬

২৭। যস্ত্ব্ অবিজ্ঞানবান্ ভবতি অমনস্কঃ সদা অশুচিঃ।
ন স তৎ পদম্ আপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি॥

কঠ—৩-৭

২৮। যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎ পদম্ আপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে॥

কঠ—৩-৮

২৯। বিজ্ঞানসারথির্ যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

কঠ—৩-৯

৩০। ভৃগুঃ পুত্রঃ পিতুঃ শ্রুত্বা বরুণাদ্ ব্রহ্মলক্ষণম্।
অন্ন-প্রাণ-মনো-বুদ্ধীস্ ত্যক্ত্বা আনন্দং বিজজ্ঞিবান্॥

পঞ্চদশী—১১-১২

৩১। যং কর্ম্মী ন বিজানাতি সাক্ষিণং তস্য তত্ত্ববিৎ।
ব্রহ্মত্বং বুধ্যতাং তত্র কর্ম্মিণঃ কিং বিহীয়তে॥

পঞ্চদশী—৭-২৭৩

৩২। অহং ব্রহ্মেতি বাক্যার্থবোধো যাবৎ দৃঢ়ীভবেৎ।
শমাদিসহিতস্ তাবদ্ অভ্যসেৎ শ্রবণাদিকম্॥

পঞ্চদশী—৭-৯৭

৩৩। আবৃত্তপাপনুত্যর্থং স্নানাস্থাবর্ত্ততে যথা।
আবর্ত্তয়ন্ ইব ধ্যানং সদা সাক্ষিপরায়ণঃ॥

পঞ্চদশী—৭-২৩৬

৩৪। তপসা প্রাপ্যতে সত্বং সত্বাৎ সংপ্রাপ্যতে মনঃ।
মনসা প্রাপ্যতে হ্যাত্মা আত্মাপত্ত্যা নিবর্ততে॥

মৈত্রায়ণ্যুপনিষদ্—৪-১-৩

৩৫। নিয়ম্যতে তমো যত্র রজস্ তত্র প্রবর্ততে।
নিয়ম্যতে রজো যত্র সত্বং তত্র প্রবর্ত্ততে॥

অশ্বমেধ—৩৬-৭

৩৬। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জ্ঞানং সম্পাদয়েন্ নরঃ।
কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণী ইত্যতঃ কর্ম্মাপ্যাবশ্যকম্॥

(দেবীগীতা) দেবীভাগবত—৭-৪-১১

৩৭। পন্থানৌ পিতৃযানশ্চ দেবযানশ্চ বিশ্রুতৌ।
ঈজানা পিতৃযানেন দেবযানেন মোক্ষিণঃ॥

শান্তি—১৭-১৫

৩৮। যথোদকং দুর্গে বৃষ্টম্ পর্ব্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যন্ তানেবানু বিধাবতি॥

কঠ—৪-১৪

৩৯। বিধিনা কর্ম্মসন্ত্যাগঃ সংন্যাসেন বিবেকতঃ।
অবৈধং স্বেচ্ছয়া কর্ম্ম ত্যক্ত্বা পাপেন লিপ্যতে॥

শান্তিগীতা—৫-৪১

৪০। কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টঃ নষ্টাং দ্বিকূলবর্জিতঃ।
অহঙ্কারমহাগ্রাহ-গ্রস্তমানো বিনশ্যতি॥

শান্তিগীতা—৫-৪২

৪১। বর্ণাশ্রম-বয়ো অ্বস্থা-ভিমানো যস্য বিদ্যতে।
তস্যৈব হি নিষেধাশ্চ বিধয়ো সকলা অপি॥
পঞ্চদশী—৯-১০০

৪২। চিত্তমেব হি সংসারস্ তৎ প্রযত্নেন শোধয়েৎ।
যচ্চিত্তস্ তন্ময়ো মর্ত্যো গুহ্যমেতৎ সনাতনম্॥
পঞ্চদশী—১১-১১৩

৪৩। ভার্য্যা স্নুষা ননান্দা চ যাতা মাতেত্যনেকধা।
প্রতিযোগিধিয়া যোষিদ্ ভিদ্যতে ন স্বরূপতঃ॥
পঞ্চদশী—৪-২২

৪৪। সৈব মাংসময়ী যোষিদ্ কাচিদন্যা মনোময়ী।
মাংসময্যা অভেদে অ্পি ভিদ্যতে অত্র মনোময়ী॥
পঞ্চদশী—৪-২৪

৪৫। সদা বিচারয়েৎ তস্মাৎ জগজ্জীব-পরাত্মনঃ।
জীবভাব-জগদ্ভাব-বাধে স্বাত্মৈব শিষ্যতে॥
পঞ্চদশী—৬-১২

৪৬। সঙ্গী হি বধ্যতে লোকে নিঃসঙ্গঃ সুখম্ অশ্নুতে,
তেন সঙ্গঃ পরিত্যজ্যঃ সর্ব্বদা সুখম্ ইচ্ছতা॥
পঞ্চদশী—৬-২৭৪

৪৭। যদা নির্বৃত্তঃ সর্ব্বস্মাদ্ কামো যো অস্য হৃদি স্থিতঃ।
-দা ভবতি সত্ত্বস্থস্ ততো ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥
শান্তি—৬৬-৩৮

৪৮। য একো অ্বর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বম্ আদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥
শ্বেতাশ্বতর—৪-১

———

ত্রয়োদশী

জীবন্মুক্তঃ ॥

গোবিন্দ উবাচ

১। অসক্তঃ সক্তবদ্ গচ্ছন্
নিঃসঙ্গো মুক্তবন্ধনঃ।
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ
স বৈ মুক্তো মহীপতে।

শান্তি—:৮—৩১

২। ন জিজীবিষুবদ্ কিঞ্চিন্ ন মুমূর্ষুবদ্ আচরন্।
জীবিতং মরণং চৈব নাভিনন্দন্ ন চ দ্বিষন্॥

শান্তি—৯-২৪

৩। সর্ব্বত্র রমতে যস্তু সর্ব্বত্র চ বিরাজতে।
ন বিভীষয়তে কঞ্চিৎ ভীষিতো ন বিভেতি চ॥

শান্তি—১৩৯-৮৮

৪। তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে যস্ত সুখদুঃখে তথৈব চ।
অতীতানগতে চোভে শানয়ন্তি চ যে পরান্॥

বন—৩১২-১২১

৫। ন কস্যচিৎ স্পৃহয়তে নাবজানাতি কিঞ্চন।
নির্দ্বন্দ্বো বীতরাগাত্মা সর্ব্বথা মুক্ত এব স॥

অশ্বমেধ—১৯-৫

৬। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
যঃ পশ্যন্ সঞ্চরত্যেষ জীবন্মুক্তো অ্ভিধীয়তে॥

শিবগীতা (পদ্মপুরাণ)—১৩-২৯

৭। জীবঃ শিবঃ সর্ব্বমেব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
এবমেবাভিপশ্যতি জীবন্মুক্তো স উচ্যতে ॥
(দত্তাত্রেয়) জীবন্মুক্তিগীতা—২

৮। সর্ব্বত্র বিগতস্নেহো যঃ সাক্ষিবদবস্থিতঃ।
নিরিচ্ছো বর্ততে কার্য্যে জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥
মহোপনিষদ—২-৫১

৯। সর্ব্বেচ্ছাঃ সকলাঃ শঙ্কাঃ সর্ব্বেহাঃ সর্ব্বনিশ্চয়াঃ।
ধিয়া যেন পরিত্যক্তাঃ জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥
মহোপনিষদ—২-৫৮

১০। যো ন কাময়তে কিঞ্চিৎ ন কিঞ্চিদবমন্যতে।
ইহ লোকস্থ এবৈষ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥
অশ্বমেধ—৩৫—১৮

১১। যদাসৌ সর্বভুতানাং ন দ্রুহ্যতি ন কাঙ্ক্ষতি।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥
শান্তি—২১-৫

১২। যদা ন কুরুতে পাপং সর্ব্বভূতেষু কর্হিচিত।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥
শান্তি—২৫-১৪

১৩। যদা চায়ং ন বিভেতি যদা চাস্মান্ ন বিভেতি।
যদা নেচ্ছতি ন দ্বেষ্টি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥
শান্তি—২৬-১৫

১৪। এবং প্রজ্ঞানতৃপ্তস্য নির্ভয়স্য নিরাশিষঃ।
ন মৃত্যুর অতিগো ভাবো স মৃত্যুমভিগচ্ছতি ॥
শান্তি—২৫১-২১

১৫। বিনশ্যৎসু চ ভূতেষু ন ভয়ং তস্য জায়তে।
ক্লিশ্যমানেষু ভূতেষু ন স ক্লিশ্যতি কেনচিৎ॥

শান্তি—১৯-২৭

১৬। যেন কেনচিদাচ্ছন্নঃ যেন কেনচিদাশিতঃ।
যত্র ক্বচনশায়ী চ তং দেবাঃ ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

শান্তি—২৭১-১২

১৭। সর্ব্বমিত্রঃ সর্ব্বসহঃ শমে রক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ব্যপেতভয়মন্যুশ্চ আত্মবান্ মুচ্যতে নরঃ॥

অশ্বমেধ—১৯-২

১৮। ন যেষাং বান্ধবাঃ সন্তি যে চান্যেষাং ন বান্ধবাঃ।
অমিত্রাশ্চ ন সন্ত্য্ এষাং যে চামিত্রা ন কস্যচিৎ॥

শান্তি—২৩৬-১৮

১৯। নাপ্রাপ্তম্ অনুশোচন্তি প্রাপ্তকালানি কুর্ব্বতে।
ন চাতীতানি শোচন্তি ন চৈব প্রতিজানীতে॥

শান্তি—২৩৬-১১

২০। নিন্দাপ্রশংসে চাত্যর্থং ন বদন্তি পরস্য যে।
ন চ নিন্দাপ্রশংসাভ্যাং বিক্রিয়ন্তে কদাচন॥

শান্তি—২৩৬-১৫

২১। সর্ব্বতশ্চ প্রশান্তা যে সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।
ন কুপ্যন্তি ন হৃষ্যন্তি নাপরাধ্যন্তি কস্যচিৎ॥

শান্তি—২৩৬-১৬

২২। প্রত্যাহুর্ নোচ্যমানা যে ন হিংসন্তি চ হিংসিতাঃ।
প্রযচ্ছন্তি ন যাচন্তে দুর্গাণ্য্ অতিতরন্তি তে॥

শান্তি—১১০-১৪

২৩। যাত্রার্থং ভোজনং যেষাং সন্তানার্থং চ মৈথুনম্।
বাক্ সত্যবচনার্থায় দুর্গাণ্য্ অতিতরন্তি তে॥
শান্তি—১১০-২৩

২৪। যেষাং ন ত্রসতি কশ্চিৎ ন ত্রসন্তীহ কস্যচিৎ।
যেষাম্ আত্মসমো লোকঃ দুর্গাণ্য্ অতিতরন্তি তে॥
শান্তি—১১০-১৬

২৫। যে ক্রোধং সংনিযচ্ছন্তি ক্রুদ্ধান্ সংশময়ন্তি চ।
ন চ কুপ্যন্তি ভূতানাং দুর্গাণ্য্ অতিতরন্তি তে॥
শান্তি—১১০-২১

২৬। অতিবাদাংস্ তিতিক্ষেত নাভিমন্যেত কঞ্চন।
ক্রুধ্যমাণঃ প্রিয়ং ব্রুয়াদ্ আক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ॥
শান্তি—২৮৪-৭

২৭। আত্মানং চ পরাংশ্চৈব ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।
ক্রুধ্যন্তম্ অপ্রতিক্রুধ্যন্ দ্বয়োর্ এষ চিকিৎসকঃ॥
বন—২৯-৯

২৮। মৃদুনা দারুণং হন্তি মৃদুনা হন্ত্যদারুণম্।
নাসাধ্যং মৃদুনা কিঞ্চিৎ তস্মাৎ তীব্রতরং মৃদু॥
শান্তি—১৪০-৬৬

২৯। শান্তি খড়্গো করে যস্য কিং করিষ্যতি দুর্জ্জনঃ।
অতৃণে পতিতো বহ্নিঃ স্বয়মেবোপশাম্যতি॥
উদ্যোগ—৩৩-৫৪

৩০। ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুর্ এব সদা ভবেৎ।
আত্মনৈব হতঃ পাপঃ যঃ পাপং কর্তুমিচ্ছতি॥
শান্তি—২৫৪-৩৫

৩১। জয়ো বৈরং প্রসৃজতি দুঃখমাস্তে পরাজিতঃ।
উপশান্তঃ সুখং শেতে হিত্বা জয়-পরাজয়ৌ॥

উদ্যোগ—৭২-৫৯

৩২। যদ্ হিংসাদিকৃতং কর্ম্ম ইহ চৈব পরত্রচ।
শ্রদ্ধাং নিহন্তি বৈ পার্থ সা হতা হন্তি তং নরম্॥

শান্তি—২৭০-৬

৩৩। শ্রদ্ধালক্ষণম্ ইত্যেব ধর্ম্মং ধীরাঃ প্রচক্ষতে।
ইত্যেবং দেবযানা বঃ পন্থানঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

অশ্বমেধ—৩৫-৪৪

৩৪। আত্মবত্ সর্ব্বভূতেষু যশ্ চরেত্ নিয়তঃ শুচিঃ।
অমানী নিরভিমানঃ সর্ব্বথা মুক্তঃ এব সঃ॥

অশ্বমেধ—১৯-৩

৩৫। যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কঃ শোকঃ কো মোহঃ একত্বম্ অনুপশ্যতঃ॥

যজুস্—৪০ (ঈশ)-৭

৩৬। আত্মন্যেবা আত্মনাত্মানং যথা ত্বম্ অনুপশ্যসি।
এবমেবাত্মনা আত্মানং অন্যস্মিন্ কিং ন পশ্যসি॥

শান্তি—৩২৫-১২৬

৩৭। এক এব চরেদ ধর্ম্মং নাস্তি ধর্ম্মে সহায়তা।
একশ্ চরতি যঃ পশ্যন্ ন জহাতি ন হীয়তে॥

শান্তি—২৫১-৬

৩৮। অনাগতং ন চ ধ্যায়েদ্ অতীতং নানুচিন্তয়েত্।
বর্ত্তমানম্ উপেক্ষেত কালজ্ঞঃ সমাহিতঃ॥

অশ্বমেধ—৪৬-৪২

৩৯। যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যো অ্‌মৃতো ভবত্য্‌ এতাবদ্‌ অনুশাসনম্‌॥
কঠ—৬-১৫

৪০। কামান্‌ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্‌ জায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্‌ তু
ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ॥
মুণ্ডক—৩-২-২

৪১। যং যং লোকং মনসা সং বিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্‌।
তং তং লোকং জায়তে তাংশ্চ কামান্‌
তস্মাদ্‌ আত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েদ্‌ ভূতিকামঃ॥
মুণ্ডক—৩-১-১০

৪২। অরণ্যে বসতো যস্য গ্রামং ভবতি পৃষ্ঠতঃ।
গ্রামে বা বসতো অরণ্যং স মুনিঃ স্যাজ্‌ জনাধিপঃ॥
আদি—৯১-৯

৪৩। জগন্মিথ্যাত্বধীভাবাদ্‌ আক্ষিপ্তৌ কাম্যকামুকৌ।
তয়োর্‌ অভাবে সন্তাপঃ শাম্যেন্‌ নিঃস্নেহদীপবৎ॥
পঞ্চদশী—৭-১৩৬

৪৪। প্রারব্ধকর্ম্মপ্রাবল্যাদ্‌ ভোগেষ্বিচ্ছা ভবেদ্‌ যদি।
ক্লিশ্যন্নেব তদাপ্যেষ ভুঙ্‌ক্তে বিষ্টিগৃহীতবৎ॥
পঞ্চদশী—৭-১৪৩

৪৫। বিবেকেন পরিক্লিশ্যন্‌ অল্পভোগেন তৃপ্যতি।
অন্যথা অ্‌নন্তভোগে অ্‌পি নৈব তৃপ্যতি কর্হিচিৎ॥
পঞ্চদশী—৭-১৪৬

৪৬। জ্ঞানিনো অ্ জ্ঞানিনশ্চাত্র সমে অ্ প্যারব্ধকর্ম্মণি।
ন ক্লেশো জ্ঞানিনো ধৈর্য্যান্ মূঢ়ঃ ক্লিশ্যত্যধৈর্যতঃ॥

পঞ্চদশী—৭-১৩৩

৪৭। মার্গে গন্তো র্দ্বয়োর্ শ্রান্তৌ সমায়াম্ অপ্য্ অদূরতাম্।
জানন্ ধৈর্যাদ্ দ্রুতং গচ্ছেৎ অন্যস্ তিষ্ঠতি দীনধীঃ॥

পঞ্চদশী—৭-১৩৪

৪৮। শকুনানাম্ ইবাকাশে মৎস্যানাম্ ইব চোদকে।
পদং যথা ন দৃশ্যেত তথা জ্ঞানবিদাং গতিঃ॥

শান্তি—১৭৯-২১

৪৯। আরব্ধকর্ম্মনানাত্বাৎ বুদ্ধানাম্ অন্যথান্যথা।
বর্ত্তনং তেন শাস্ত্রার্থে ভ্রমিতব্যং ন পণ্ডিতৈঃ॥

পঞ্চদশী—৬-২৮৭

৫০। স্বস্বকর্ম্মানুসারেণ বর্ত্তন্তাং তে যথা তথা।
অবিশিষ্টঃ সর্ব্ববোধঃ সমা মুক্তিরিতি স্থিতিঃ॥

পঞ্চদশী—৬-২৮৮

৫১। যদা ভবতি নির্দ্বন্দ্বো মুনির মৌনং সমাশ্রিতঃ।
অথ লোকমিমং জিত্বা লোকং বিজয়তে পরম্॥

আদি—৯১-১৭

৫২। পরাপরজ্ঞো ভূতানাম্ বিধিজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা গচ্ছত্য্ আত্মানম্ অব্যয়ম্॥

অশ্বমেধ—৫০-৫৬

———

চতুর্দ্দশী

শ্বাস-বিলাসঃ ॥

গোবিন্দ উবাচ

১। যদা অ-তমস্ তন্ ন দিবা ন রাত্রিঃ
ন সন্ ন চা-অ-সচ্-শিব এব কেবলঃ।
তদ্ অক্ষরং তৎ সবিতুর্ বরেণ্যং
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥

শ্বেতাশ্বতর—৪-১৮০

২। জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্ব-পাশা-অ-পহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্ জন্ম-মৃত্যু-প্রহাণিঃ।
তস্যা অ-ভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর—১-১১

৩। য একো জালবান্ ঈশত ঈশনীভিঃ
সর্ব্বান্ লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ ॥
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ
য এতদ্- বিদুর্ অমৃতাস্ তে ভবন্তি ॥

শ্বেতাশ্বতর—৩-১

৪। স এব কালে ভুবনস্য গোপ্তা
বিশ্বাধিপঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।
যস্মিন্ যুক্তাঃ ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ
তম্ এবং জ্ঞাত্বা মৃত্যু-পাশাংশ্- ছিনত্তি ॥

শ্বেতাশ্বতর—৪-১৫

৫। ঈশা-বাস্যম্ ইদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্॥

যজুর্ব্বেদ—(ঈশোপনিষদ)—৪০-১

৬। দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে
বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
ক্ষরং ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা
বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্ তু সো অন্যঃ॥

শ্বেতাশ্বতর—৫-১

৭। স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশ-সংস্থো
জ্ঞঃ সর্ব্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশে অস্য জগতো নিত্যমেব
নান্য হেতুর্ বিদ্যত ঈশনায়॥

শ্বেতাশ্বতর—৬-১৭

৮। একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাম্
একং বীজং বহুধা যঃ করোতি।
তম্ আত্মস্থং যে অনুপশ্যন্তি ধীরাস্
তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥

শ্বেতাশ্বতর—৬-১২

৯। অনাদ্য্ অনন্তং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারম্ অনেকরূপম্।
বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

শ্বেতাশ্বতর—৫-১৩

১০। ইহ চেদ্ অবেদীদ্ অথ সত্যম্ অস্তি
নোচেদ্ ইহাবেদীন্ মহতীর্ বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্ লোকাদ্ অমৃতা ভবন্তি॥

কেনোপনিষদ—২-৫

১১। যো যোনিং যোনিম্ অধিতিষ্ঠত্য্ একঃ
যস্মিন্ন্ ইদং সং চ বি চৈতি সর্ব্বম্।
তম্ ঈশানং বরদং দেবম্ ঈড্যম্
নিচায্যেমাং শান্তিম্ অত্যন্তম্ এতি॥

শ্বেতাশ্বতর—৪-১১

১২। বেদাহম্ এতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্য-বর্ণং তমসঃ পরস্তাদ্।
তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥

যজুর্ব্বেদ—৩১-৮

১৩। আ যদ্ রুহাব বরুণশ্চ নাবম্
প্র যৎ সমুদ্রম্ ঈরয়াব মধ্যম্।
অধি যদ্ অপাং স্নুভিশ্ চরাব
প্র প্রেংখ ঈংখয়াবহৈ শুভে কম্॥

ঋগ্বেদ—৭-৮৮-৩

১৪। বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ
সংন্যাস-যোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে॥

মুণ্ডক—৩-২-৬

১৫। সংযুক্তম্ এতৎ ক্ষরম্ অক্ষরং চ
ব্যক্তা অ্ব্যক্তম্ ভরতে বিশ্বম্ ঈশঃ।
অনীশশ্চ আত্মা বুধ্যতে ভোক্তৃ-ভাবাজ্
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর—১-৮

১৬। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥

তৈত্তিরীয়—২-৯-১

১৭। অন্তঃ পূর্ণঃ বহিঃ পূর্ণঃ পূর্ণকুম্ভ ইবার্ণবে।
অন্তঃ শূন্যঃ বহিঃ শূন্যঃ শূন্যকুম্ভ ইবাম্বরে ॥

মৈত্র্যোপনিষদ্—২-২৭

১৮। সুখদুঃখে সমে যস্য লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ইচ্ছাদ্বেষৌ ভয়োদ্বেগৌ সর্ব্বথা মুক্ত এব স ॥

শান্তি—২৯৪-৩৭

১৯। চিত্তস্য হি প্রসাদেন হন্তি কর্ম্ম শুভাশুভম্।
প্রসন্নাত্মা‌‌ত্মনি স্থিত্বা সুখম্ অনন্তম্ অশ্নুতে ॥

শান্তি—১৮৫-৩০

২০। একো বশী সর্ব্ব-ভূতা-অন্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তম্ আত্মস্থং যে অনুপশ্যন্তি ধীরাস্
তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥

কঠ—৬-১২

২১। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্নি আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥

মুণ্ডক—২-২-৭

২২। সম্প্রাপ্যৈনং ঋষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতো প্রাপ্য ধীরাঃ
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি ॥

মুণ্ডক—৩-২-৫

২৩। যস্যানুবিত্ত প্রতিবুদ্ধ আত্মা
অস্মিন্ সন্দেহ্যে গহনে প্রবিষ্টঃ।
স বিশ্বকৃৎ স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা
তস্য লোকঃ স তু লোক এব ॥

বৃহদারণ্যক—৪-৪-১৩

২৪। তস্মিন্ শুক্লম্ উত নীলম্ আহুঃ
পিঙ্গলং হরিতং লোহিতং চ।
এষ পন্থাঃ ব্রহ্মণানুবিত্তস্
তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ ॥

বৃহদারণ্যক—৪-৪-৯

২৫। অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য যেনেয়ত্তা প্রকল্পিতা।
আত্মনস্ তস্য তেনাত্মা অ্ াত্মনৈবাবশীকৃতঃ ॥

যোগবাশিষ্ঠ—৪-২৭-২৩

২৬। অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্ তে প্রেত্যা-অ্ ভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

ঈশ (যজুর্ব্বেদ—৪০)—৩

২৭। প্রবৃত্তির্ নোপযুক্তা চেৎ নিবৃত্তিঃ ক্বোপযুজ্যতে।
বোধে হেতুর্ নিবৃত্তিশ্, চেৎ বুভুৎসায়াং তথেতরা ॥

পঞ্চদশী—৭-২৭৫

২৮। আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি॥

কঠ—২—২১

২৯। অণু পন্থাঃ বিততঃ পুরাণঃ
মাং স্পৃষ্টো অনুবিত্তো ময়ৈব।
তেন ধীরা অপি যন্তি ব্রহ্মবিদঃ
স্বর্গং লোকং ইতঃ উর্দ্ধং বিমুক্তাঃ॥

বৃহদারণ্যক—৪-৪-৮

৩০। তদা ন বিষয়ং মন্যে সর্ব্বো বা বিষয়ো মম।
আত্মাপি চায়ং ন মম সর্ব্বো বা বিষয়ো মম॥

অশ্বমেধ—৩২-১১

৩১। আত্মাপি চায়ং ন মম সর্ব্বা বা পৃথিবী মম।
যথা মম তথান্যেষাং ইতি পশ্যন্ ন মুহ্যতি॥

শান্তি—২৫-১৯

৩২। কস্যেদম্ ইতি কস্য স্বম্ ইতি বেদবচস্ তথা।
উহ্যতাম্ যাবদ্ উৎসাহঃ ভুজ্যতাম্ যাবদ ইষ্যতে॥

অশ্বমেধ—৩২-৬

৩৩। সমস্তং খল্বিদং ব্রহ্ম সর্ব্বম্ আত্মেদম্ আততম্।
অহম্ অন্যঃ ইদং চান্যৎ ইতি ভ্রান্তিং ত্যজানঘ॥

মহোপনিষদ—৬—১২

৩৪। ব্রহ্মৈবেদম্ অমৃতং পুরস্তাদ্
ব্রহ্ম পশ্চাৎ ব্রহ্ম দক্ষিণত শ্চোত্তরেণ।
অধশ্ চোর্ধ্বং চ প্রসৃতং ব্রহ্ম
ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥

মুণ্ডক – ২-২-১১

৩৫। ছায়াতপৌ যথা স্বচ্ছৌ বিবিক্তৌ তদ্বদ্ এব হি।
মম লোকে ভবেজ্ জ্ঞানং দ্বৈতভান বিবর্জ্জিতম্॥

দেবীগীতা—(দেবীভাগবত)—৭-৭-৩৫

৩৬। যৎ স্কন্নম্ অস্য তত্ পূর্ব্বম্ যদ্ অস্কন্নম্ তদুত্তরম্।
তুষ্টের্ন কিঞ্চিৎ পরতঃ সা সম্যক্ প্রতিতিষ্ঠতি॥

শান্তি $\frac{৫৯-৫৩}{২১-২}$

৩৭। স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্
তে শুক্রম্ এতদ্ অতি বর্ত্তন্তি ধীরাঃ॥

মুণ্ডক—৩-২-১

৩৮। ভাবগ্রাহ্যম্ অনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্ তে জহুস্ তনুম্॥

শ্বেতাশ্বতর—৫-১৪

৩৯। অহংকার-চিদাত্মানাব্ একীকৃত্যাবিবেকতঃ।
ইদং মে স্যাদ্ ইদং মে স্যাৎ ইতীচ্ছাঃ কামশব্দিতাঃ॥

পঞ্চদশী—৬-২৬১

৪০। অপ্রবেশ্য চিদাত্মানং পৃথক্ পশ্যন্ন্ অহংকৃতিম্।
ইচ্ছংস্তু কোটিবস্তূনি ন বাধো গ্রন্থিভেদতঃ॥

পঞ্চদশী—৬-২৬২

৪১। উপেক্ষিতে লৌকিকে ধীর্ নির্ব্বিঘ্না ব্রহ্মচিন্তনে।
নটবৎ কৃত্রিমাস্থায়াং নির্ব্বহত্যেব লৌকিকম্॥

পঞ্চদশী—১৩-৯৭

৪২। বিস্তারব্ধে বিরুধ্যেতে ন ভিন্নবিষয়ত্বতঃ
জানদ্‌ভির্ অপ্য্ ঐন্দ্রজালো বিনোদো দৃশ্যতে খলু॥
পঞ্চদশী—৭-১৭৫

৪৩। অন্যূনো জায়তে ভোগঃ কল্পিতৈঃ স্বাপ্নবস্তুভিঃ।
জাগ্রৎবস্তু ভবত্যেবম্ অসত্যৈর্ ভোগ ইষ্যতাম্॥
পঞ্চদশী—৭-১৭৭

৪৪। নিবৃত্তে সর্ব্বসংসারে নিত্যমুক্তত্বভাসনাৎ।
নিরঙ্কুশা ভবেৎ তৃপ্তিঃ পুনঃ শোকাসমুদ্ভবাৎ॥
পঞ্চদশী—৭-৪৭

৪৫। বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্ বেদ তস্মাৎ চেৎ ন প্রমাদ্যতি।
শরীরে পাপ্মনো হিত্বা সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে॥
তৈত্তিরীয়োপনিষদ্—২-৫-২

৪৬। ন পশ্যঃ মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাম্।
সর্ব্বং হি পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বম্ আপ্নোতি সর্ব্বশঃ॥
ছান্দোগ্যোপনিষদ্—৭-২৬-২

৪৭। যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মোদঃ প্রমোদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাঃ তত্র মাম্ অমৃতং কৃধি॥
ঋগ্বেদ—৯-১১৩-১১

৪৮। ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়াঃ ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
স্বয়ং জুহ্বতে একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।
তেষাম্ এবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত
শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্ তু চীর্ণম্॥
মুণ্ডকোপনিষদ্—৩-২-১০

———

পঞ্চদশী

রুদ্র-স্তোমঃ।

গোবিন্দ উবাচ

১। যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো।
বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদ্ এক
ইন্ মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ॥

ঋগ্বেদ—৫-৮১-১ (শ্বেতাশ্বতর—২-৪)

২। ভুবনস্য পিতরম্ গীর্ভিরাভিঃ
রুদ্রম্ দিবা, বর্ধয়া রুদ্রম্ অক্তৌ।
বৃহন্তম্ ঋষম্ অজরম্ সুষম্নম্
ঋধগ্ হুবেম কবিনেষিতাসঃ॥

ঋগ্বেদ—৬-৪৯-১০

৩। একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুর্
য ইমান্ লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।
প্রত্যঙ্ জনাংস্ তিষ্ঠতি সংচুকোচা অন্তকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ॥

শ্বেতাশ্বতর—৩-২

৪। বিশ্বতশ্ চক্ষুর্ উত বিশ্বতোমুখো।
বিশ্বতোবাহুর্ উত বিশ্বতস্-পাৎ
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্
দ্যাবা-ভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥

শ্বেতাশ্বতর—৩-৩

৫। ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎ-সমশ্‌ চাভ্যধিকশ্‌ চ দৃশ্যতে।
পরা-অস্য শক্তির্‌ বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।

শ্বেতাশ্বতর—৬-৮

৬। যচ্‌চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ
পাচ্যাংশ্‌চ সর্ব্বান্‌ পরিণাময়েৎ যঃ।
সর্ব্বম্‌ এতদ্‌ বিশ্বম্‌ অধিতিষ্ঠত্য্‌ একো
গুণাংশ্‌ চ সর্ব্বান্‌ বিনিযোজয়েৎ যঃ।

শ্বেতাশ্বতর—৫-৫

৭। ন তস্য কশ্চিৎ পতির্‌ অস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্‌।
স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্‌ জনিতা ন চাধিপঃ॥

শ্বেতাশ্বতর—৬-৯

৮। তম্‌ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্‌
তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্‌।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্‌
বিদাম দেবং ভুবনেশম্‌ ঈড্যম্‌॥

শ্বেতাশ্বতর—৬-৭

৯। ত্রাতারম্‌ ইন্দ্রম্‌ অবিতারম্‌ ইন্দ্রম্‌
হবে হবে সুহবং শূরম্‌ ইন্দ্রম্‌।
হ্বয়ামি শক্রং পুরু-হূতম্‌ ইন্দ্রম্‌
স্বস্তি নো মঘবা ধাতু ইন্দ্রঃ॥

ঋগ্বেদ—৬-৪৭

১০। প্র সু স্তোমং ভরত বাজয়ন্ত
ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যম্ অস্তি।
নেন্দ্রো অস্তী ইতি নেম উ ত্ব আহ
ক ঈম্ দদর্শ কম্ অভিষ্টবাম॥

ঋগ্বেদ—৮-১০০-৩

১১। যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্
দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ।
যস্য শুষ্মাদ্ রোদসী অভ্যসেতাম্
নৃম্ণস্য মহ্না স জনাস ইন্দ্রঃ॥

ঋগ্বেদ—২-১২-১

১২। যস্মান্ ন ঋতে বিজয়ন্তে জনাসো
যং যুধ্যমানা অবসে হবন্তে।
যো বিশ্বস্য প্রতিমানং বভূব
যো অচ্যুত-চ্যুত্ স জনাস ইন্দ্রঃ॥

ঋগ্বেদ—২-১২-৯

১৩। যং স্মা পৃচ্ছন্তি কুহ সেতি ঘোরম্
উতেম্ আহুর্ নৈষো অস্তী ইত্য্ এনম্।
সো অর্য্যঃ পুষ্টীর্ বিজ ইবামিনাতি
শ্রদ্ অস্মৈ ধত্ত স জনাস ইন্দ্রঃ॥

ঋগ্বেদ—২-১২-৫

১৪। প্রা অক্তুভ্য ইন্দ্রঃ প্র বৃধো অহভ্যঃ
প্রা অন্তরিক্ষাৎ প্র সমুদ্রস্য ধাসেঃ।
প্র বাতস্য প্রথসঃ প্র জেমা অন্তাত্
প্র সিন্ধুভ্যো রিরিচে প্র ক্ষিতিভ্যঃ॥

ঋগ্বেদ—১০-৮৯-১১

১৫। ন যস্য দ্যাবা পৃথিবী অনু ব্যচো
ন সিন্ধবো রজসো অন্তমানশুঃ।
নোত স্ববৃষ্টিম্ মদে অস্য্ যুধ্যত
একো অন্যচ্ চকৃষে বিশ্বমানুষক্ ॥

ঋগ্বেদ—১-৫২-১৪

১৬। ইমাম্ উ স্বু আসুরস্য শ্রুতস্য
মহীম্ মায়াম্ বরুণস্য প্র বোচম্।
মানেনেব তস্থিবাঁ অন্তরিক্ষে
বি যো মমে পৃথিবীং সূর্যেণ ॥

ঋগ্বেদ্—৫-৮৫-৫

১৭। অস্তভ্নাদ্ দ্যাম্ অসুরো বিশ্ববেদাঃ
অমিমীত বরিমাণং পৃথিব্যাঃ।
আসীদদ্ বিশ্বা ভুবনানি সম্রাড্
বিশ্বেৎ তানি বরুণস্য ব্রতানি ॥

ঋগ্বেদ—৮-৪২-১

১৮। নমঃ পুরা তে বরুণোত নূনম্
উতাপরং তুবিজাত ব্রবাম।
ত্বে হি কং পর্ব্বতে ন শ্রিতানি
অপ্রচ্যুতানি দূড়ভ ব্রতানি ॥

ঋগ্বেদ—২-২৮-৮

১৯। ইমা রুদ্রায় স্থির-ধন্বনে গিরঃ
ক্ষিপ্রেষবে দেবায় স্বধাব্নে।
অষাড্হায় সহমানায় বেধসে
তিগ্মায়ুধায় ভরতা শৃণোতু নঃ ॥

ঋগ্বেদ—৭-৪৬-১

২০। তম্ উ ষ্টুহি যঃ স্বিষুঃ সুধন্বা
যো বিশ্বস্য ক্ষয়তি ভেষজস্য।
যক্ষ্বা মহে সৌমনসায় রুদ্রম্
নমোভির্ দেবম্ অসুরম্ দুবস্য॥
ঋগ্বেদ—৫-৪২-১১

২১। হিরণ্যহস্তো অসুরঃ সুনীথঃ
সুমৃড়ীকঃ স্ববাঁ যাত্বর্ অর্বাঙ্।
অপসেধন্ রক্ষসো যাতুধানান্
আস্থাদ্ দেবঃ প্রতিদোষং গৃণানঃ॥
ঋগ্বেদ—১-৩৫-১০

২২। প্র তুবিদ্যুম্নস্য স্থবিরস্য ঘৃষ্বের্
দিবো ররপ্শে মহিমা পৃথিব্যাঃ।
না অস্য শত্রুর্ ন প্রতিমানম্ অস্তি
ন প্রতিষ্ঠিঃ পুরুমায়স্য সহ্যোঃ॥
ঋগ্বেদ—৬-১৮-১২

২৩। হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততা অগ্রে
ভূতস্য জাতঃ পতির্ এক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীম্ দ্যাম্ উতেমাম্
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥
ঋগ্বেদ—১০-১২১-১

২৪। য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব
উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য চ্ছায়া অমৃতং যস্য মৃত্যুঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥
ঋগ্বেদ—১০-১২১-২

২৫। যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বা
এক ইদ্ রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্ চতুষ্পদঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

ঋগ্বেদ—১০-১২১-৩

২৬। সমেত বিশ্বে বচসা পতিং দিবঃ
একো বিভূর্ অতিথির্ জনানাম্।
স পূর্ব্ব্যো নূতনম্ আ বিবাসৎ
তং বর্ত্তনির্ অনুবাবৃত একমিৎ পুরু॥

আঙ্গিরস বেদ—৭-২১-১—সামবেদ (পূর্ব্ব)—৪-২-৪-৩

২৭। ইন্দ্রং মিত্রং বরুণম্ অগ্নিম্ আহুর্
অথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানম্ আহুঃ॥

ঋগ্বেদ—১-১৬৪-৪৬

২৮। যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা
ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব
তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্তি অন্যা॥

ঋগ্বেদ—১০-৮২-৩

পার্থ উবাচ

২৯। যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভির্
বিশ্লোকা যন্তি পথ্যেব সূরেঃ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে দিব্যানি ধামানি তস্থুঃ॥ শ্বেতাশ্বতর—২-৫

৩০। অরং দাসো ন মীঢ়ুষে করাণি
অহং দেবায় ভূর্ণয়ে অনাগাঃ।
অচেতয়দ্ অচিতো দেবো অর্যো
গৃত্সং রায়ে কবিতরো জুনাতি ॥

ঋগ্বেদ—৭-৮৬-৭

৩১। অপো সু ম্যক্ষ বরুণ ভিয়সম্
মত্ সম্রাড্ ঋতাবো অনু মা গৃভায়।
দামেব বত্সাদ বিমুমুগ্ধি অংহো
ন হি ত্বদ্ আরে নিমিষশ্ চ নেশে ॥

ঋগ্বেদ—২-২৮-৬

৩২। উতো ঘা তে পুরুষ্যা ইদ্ আসন্
যেষাং পূর্ব্বেষাম্ অশৃণোর্ ঋষীণাম্।
অধা অ্হং ত্বাং মঘবন্ জোহবীমি
ত্বং ন ইন্দ্রাঅ্সি প্রমতিঃ পিতেব ॥

ঋগ্বেদ—৭-২৯-৪

রুদ্র উবাচ

৩৩। অয়ম্ অস্মি জরিতঃ পশ্য মেহ
বিশ্বা জাতানি অভ্যস্মি মহ্না।
ঋতস্য মা প্রদিশো বর্ধয়ন্তি
আ দর্দিরো ভুবনা দর্দরীমি ॥

ঋগ্বেদ—৮-১০০-৪

পার্থ উবাচ

৩৪। ত্বম্ স্ত্রী ত্বং পুমান্ অসি
ত্বং কুমারঃ উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ।।

অথর্ব্ব (আঙ্গিরস) বেদ—১০-২৮-২৭
(শ্বেতাশ্বতর – ৪-৩)

৩৫। যদ্ অচরস্ তন্বা বাবৃধানো
বলানি ইন্দ্র প্রব্রুবাণো জনেষু ॥
মায়েৎ সা তে যানি যুদ্ধানি চাহুর্
নাদ্য শত্রুং নমু পুরা বিবিৎসে ॥

ঋগ্বেদ—১০.৫৪-২

৩৬। রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব
তদ্ অস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে
যুক্তা হি অস্য হরয়ঃ শতা দশ ॥

ঋগ্বেদ—৬-৪৭-১৮

৩৭। য আপির্ নিত্যঃ বরুণ প্রিয়ঃ সন্
ত্বাম্ আগাংসি কৃণবত্ সখা তে।
মা ত এনস্বন্তো যক্ষিন্ ভুজেম
যন্ধি স্মা বিপ্র স্তুবতে বরূথম্ ॥

ঋগ্বেদ—৭-৮৮-৬

৩৮। যস্য ত্রী পূর্ণা মধুনা পদানি
অক্ষীয়মাণা স্বধয়া মদন্তি ॥
য উ ত্রিধাতু পৃথিবীম্ উত দ্যাম্
একো দাধার ভুবনানি বিশ্বা ॥

ঋগ্বেদ—১-১৫৪-৪

৩৯। তদ্ অস্য প্রিয়ম্ অভিপাথঃ অশ্যাম্
যত্র নরো দেবযবো মদন্তি।
উরুক্রমস্য_স হি বন্ধুর্ ইত্থা
বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উত্_সঃ ॥

ঋগ্বেদ—১-১৫৪-৫

৪০। অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম
অগন্ম জ্যোতির্ অবিদাম দেবান্।
কিং নূনম্ অস্মান্ কৃণবদ্_অরাতিঃ
কিম্ উ ধূর্তির্ অমৃত মর্ত্যস্য ॥

ঋগ্বেদ—৮-৪৮-৩

বৈশম্পায়ন উবাচ

৪১। সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল-নন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ ভোক্তা দুগ্ধং_গীতামৃতং মহৎ ॥

গীতা ধ্যান।

৪২। গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিম্ অন্যৈঃ শাস্ত্র-বিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্ম-নাভস্য মুখ-পদ্ম-বিনিসৃতা ॥

ভীষ্ম—৪৩-১

৪৩। ভারতে সর্ব্ববেদার্থঃ ভারতার্থশ্ চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়াম্ অস্তি তেনেয়ং সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা॥

ভীষ্ম (নীলকণ্ঠ)—২৪-১

৪৪। কর্ম্মো-পাস্তি-জ্ঞান-ভেদৈঃ শাস্ত্রং কাণ্ড-ত্রয়াত্মকম্।
যদ্ ইহা অস্তি তদ্ অন্যত্র যন্ নেহা অস্তি ন তৎ ক্বচিৎ।

ভীষ্ম (নীলকণ্ঠ)—২৪-১
আদি—২-৩৯০

৪৫। শাক্তাঃ সৌরাঃ বৈষ্ণবাশ্চ শৈবা গাণপত্যাদয়ঃ।
আমনন্তি চ তে সর্বে তৎ পদং লোক-পাবনম্॥

দেবী গীতা (মহাভাগবত)—৯-২৯

৪৬। দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ।
শব্দ-ব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥

শান্তি—২৫৯-২

৪৭। সর্ব্বেভ্য এব দানেভ্যঃ ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে।
তং বিদ্বাংসো অনুপশ্যন্তি ব্রাহ্মণস্যা অনুদর্শনাৎ॥

শান্তি—২৬৪-৩৬

৪৮। শাস্ত্রং যদি ভবেদ্ একং শ্রেয়ো ব্যক্তং ভবেৎ তদা।
শাস্ত্রৈশ্চ বহুভিঃ ভূয়ঃ শ্রেয়ো দুঃখং প্রবেশিতুম্॥

শান্তি—২৯৫-২০

৪৯। উশনা বেদ যচ্ শাস্ত্রং যচ্ চ সুর-গুরুর্ দ্বিজঃ।
স চ ধর্ম্মং সবৈয়াখ্যম্ প্রাপ্তবান্ কুরু-সত্তমঃ॥

শান্তি—৩৭-১০

৫০। বেদোক্তাশ্ চৈব যে ধর্ম্মাঃ বেদান্তাধিগতাশ্ চ যে।
তান্ সর্ব্বান্ সংপ্রপশ্যামি বর-দানাত্ তবা অচ্যুত॥

শান্তি—৫৬-১৯

৫১। আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্য্ আচক্ষতে পরে ।
আখ্যাস্যন্তে তথৈবা অ্ন্যে উপগীতাম্ ইযাং ভুবি ॥

আদি—১—২৬

৫২। ভবন্তো বহুলাঃ সন্তু বেদো বিস্তার্য্যতাম্ অয়ম্ ।
অপ্রমাদশ্ চ বঃ কার্য্যঃ ব্রহ্ম হি প্রচুরচ্ছলম্ ॥

শান্তি—৩৩৫-৪৫ / ৩৩৬-৬

৫৩। বিভেত্য্ অল্পশ্রুতাদ্ বেদঃ মাম্ অয়ং প্রহরিষ্যতি ।
উপ-বেদম্ ইমং বিদ্বান্ শ্রাবয়িত্বা অ্র্থম্ অশ্নুতে ॥

আদি—১-২৬৬

৩। জ্ঞান-যোগঃ (শঙ্কর)

এষো হ দেবঃ প্রদিশো অনু সর্ব্বাঃ
পূর্ব্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।
স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ
প্রত্যঙ্‌ জনাংস্‌ তিষ্ঠতি সর্ব্বতো-মুখঃ ॥

যজুস্‌—৩২-৪

ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই আছেন। সকলের পূর্ব্বে তিনি জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, আবার এখনও গর্ভে আছেন। তিনি জন্মিয়াছেন ও বটে, আবার তাহার জন্মিতে বাকী ও আছে। সর্ব্বময় তিনি জনে জনেই বর্ত্তমান—ভূতমাত্রই তাঁহার প্রকাশ।

[সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী। অতএব জীব ও জগত্‌ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে]।

ব্রহ্ম-নিষ্ঠাই পরমার্থলাভের শ্রেষ্ঠ পথ।

৪। ভক্তিযোগঃ (চৈতন্য)

আ যদ্‌ রুহাব বরুণশ্চ নাবম্‌
প্র যত্‌ সমুদ্রম্‌ ঈরবাব মধ্যম্‌।
অধি যদ্‌ অপাং স্নুভিশ্‌ চরাব
প্র প্রেংখ ঈংখয়াবহৈ শুভে কম্‌॥

ঋগ্বেদ—৭-৮৮-৩

হে বরুণ, তুমি আর আমি একসঙ্গে নৌকায় উঠিয়া যদি মধ্যসমুদ্রে যাই, আর উত্তাল তরঙ্গ শীর্ষে সেই নৌকা যখন দুলিতে থাকে, তখন কী-ই না আনন্দ।

[প্রেমময় রুদ্র যদি সঙ্গে থাকেন তবে সঙ্কটেও শান্তি।]

বিষ্ণুর সঙ্গ-সুখই একমাত্র পুরুষার্থ।

প্রার্থনা

সমেত বিশ্বে বচসা পতিম্ দিবঃ

একো বিভুর্ অতিথির্ জনানাম্।

স পূর্ব্যো নূতনম্ আ বিবাসৎ

তং বর্ত্তনির্ অনুবাবৃত একমিৎ পুরু ॥

আঙ্গিরস বেদ—৭-২১-১

সামবেদ—৪-২-৪-৩

তোমরা সকলে এস; দিবস্পতির (পরমেশ্বরের) স্তোত্রের জন্য সমবেত হও। তিনি অদ্বিতীয়, সর্ব্ব-ব্যাপী, এবং সকল জনের অতিশায়ী (পুরুষোত্তম)। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন. আবার যাহা কিছু নূতন, তাহার মধ্যেও তিনিই বাস করেন। সকল বিভিন্ন পথ একমাত্র তাঁহার নিকটই পৌঁছাইয়া দেয়।

[যৌথ-উপাসনার (congregational prayer) এই প্রধান মন্ত্রটী পরমেশ্বরের অদ্বয়ত্বের কথা বারবার স্মরণ করাইয়া দিতেছে]।

———

প্রতিপদ.

পার্থ বিষাদঃ।

১। কৃতোদকং তে সুহৃদাম্

অতঃপর (কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে) সেই পাণ্ডবগণ, এবং বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র ও কুরুকুলের পুরনারীগণ, মৃত আত্মীয়গণের উদ্দেশ্যে উদকাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক,—

২। তত্র তে সুমহাত্মানঃ

কুরুবংশীয় সেই মহাত্মাগণ, শৌচপালন করিয়া একমাস কাল পুরের বাহিরেই বাস করিলেন।

৩। কৃতোদকং তু রাজানম্

ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির উদকাঞ্জলি প্রদান করিলে পর, সিদ্ধ মহাত্মা ও শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিগণ, তাহার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন—

৪। দিষ্ট্যা মুক্তাঃ স্ম সংগ্রামাত্

ভাগ্যে আমরা এই লোক ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে নিস্তার পাইয়াছি ; আপনি ক্ষত্র ধর্ম্ম পালন করিয়া হৃষ্ট হইয়াছেন তো ?

৫। কচ্চিচ্চ নিহতামিত্রঃ

আপনি শত্রুদিগকে নিহত করিয়া সুহৃদ্‌দিগকে প্রীত করিয়াছেন ; এখনও কি আপনার কোনও দুঃখ আছে ?

৬। বিজিতেয়ং মহী কৃত্স্না—

আমি শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলকে আশ্রয় করিয়া, ব্রাহ্মণদিগের আশীর্ব্বাদে, কিঞ্চ ভীমার্জ্জুনের সহায়তায় সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছি।

৭। ইদং তু মে মহদ্ দুঃখম্—

জ্ঞাতিক্ষয় রূপ এই ভীষণ কুকর্ম্ম করিয়া আমার মনে কিন্তু একটা দুঃখ সর্ব্বদাই আছে।

৮। সৌভদ্রং দ্রৌপদেয়াংশ্চ—

ভগবন্, প্রিয় পুত্র, অভিমন্যু এবং দ্রৌপদেয়দিগকে হারাইয়া, এই জয় আমার নিকট পরাজয়ের মতনই দুঃখকর হইয়াছে।

৯। কি নু বক্ষ্যতি বার্ষ্ণেয়ী—

শ্রীকৃষ্ণ যখন এথা হইতে দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, ভ্রাতৃবধূ সুভদ্রা তাহার সমক্ষে কী বিলাপই না করিবেন!

১০। দ্রৌপদী হত পুত্রেয়ং—

আমাদের প্রিয় হিতে রতা দ্রৌপদী এখন পুত্রহীন নিঃসহায়। এ অবস্থায় তাহাকে দেখিলে আমার দারুণ দুঃখ হয়।

১১। যদ্ ভৈক্ষ্যম্ অচরিষ্যাম—

যদি আমরা ভিন্ন দেশে, (বৃষ্ণান্ধক দিগের রাজ্যে) গিয়া, ভিক্ষাদ্বার জীবিকা নির্ব্বাহ করিতাম, তাহা হইলে আমাদিগকে জ্ঞাতি-বংশ লোপ করার দরুণ এই দারুণ শোক পাইতে হইত না।

১২। ধিগ্ অস্তু ক্ষাত্রম আচারম্—

ক্ষত্রিয়দিগের আচারকে ধিক্, বাহুবলের মত্ততাকে ধিক্; বিষয় সম্পত্তির লোভকে ধিক্; ইহাদের প্রভাবেই আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।

১৩। সাধু ক্ষমা দমা শৌচম্—

বানপ্রস্থ যতিগণ যে রূপ বৃত্তি অবলম্বন করেন—ক্ষমা, দম, শৌচ সহিষ্ণুতা, অমত্সরতা, অহিংসা ও সত্যপরায়ণতা—ইহারাই প্রশংসনীয়।

১৪। বয়ং তু লোভান্ মোহাচ্চ—

আর আমরা লোভে পড়িয়া, মোহবশতঃ দম্ভ ও মান ছাড়িতে না পারিয়া রাজত্ব লাভের দুরাকাঙ্খায়, এই দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছি।

১৫। ত্রৈলোকস্যাপি রাজ্যেন—

বিষয়াকাঙ্খার ফলে, আমরা সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে হারাইয়াছি। এখন ত্রিভুবনের রাজত্ব পাইলেও আমাদের আর সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই।

১৬। নহি কৃতস্নতমো ধর্ম্ম—

অর্জ্জনের স্পৃহা থাকা পর্য্যন্ত কেহই পরিপূর্ণ ধর্ম্ম পায় না, ইহা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম। এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম।

১৭। স পরিগ্রহম্ উত্সৃজ্য—

অতএব পরিগ্রহ বর্জ্জন করিয়া, রাজ্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া সকল স্পৃহা মুক্ত হইয়া আমি কোথায়ও চলিয়া যাইব। মমতা বুদ্ধি পরিত্যাগ করিলেই শোকের কারণ কিছু থাকিবে না।

১৮। অব্যাহরতি রাজেন্দ্রে—

ধর্ম্মপালক মহারাজ যুধিষ্ঠির এমন কথা বলিলে পর, অর্জ্জুন হৃষী কেশকে বলিলেন।

১৯। জ্ঞাতি শোকাভি সন্তপ্ত—

হে মাধব, ধর্ম্ম পালক পরন্তপ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতি শোকে অভিভূত হইয়া দুঃখ সাগরে পতিত হইয়াছেন। আপনি তাহাকে সান্ত্বনা দিউন।

২০। সর্ব্বে স্ম তে সংশয়িতাঃ—

হে জনার্দ্দন আমরা অপর সকলেও পুনরায় সংশয়াকুল হইয়াছি. (যাহা করিয়াছি তাহা ভাল হইয়াছে কিনা, এবং এখন কী করিলে ভাল হয়, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না)। এই যুদ্ধ জনিত শোক আপনি দূর করুন।

২১। এবমুক্তস্তু গোবিন্দঃ—

ধনঞ্জয় এরূপ কথা বলিলে পর কমললোচন গোবিন্দ, যুধিষ্ঠিরের নিকটে অগ্রসর হইলেন।

২২। সম্প্রগৃহ্য মহাবাহুর্ঃ—

মহাভুজ গোবিন্দ তাহার শৈলস্তম্ভের মত বৃহৎ, চন্দন ভূষিত বাহু উত্তোলন করিয়া সান্ত্বনার কথা বলিতে লাগিলেন।

২৩। শুশুভে বদনং তস্য—

সুশোভন দন্তপংক্তি এবং সুচারু লোচন-যুগল-সমন্বিত তাহার বদন মণ্ডল সূর্য্যোদয়ে প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

২৪। মা কৃথা পুরুষ ব্যাঘ্র—

হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ, আপনি বৃথা শোক করিবেন না। শুধু শরীর নষ্ট হওয়াই ইহার ফল। এই দারুণ সমরে যাহারা নিহত হইয়াছে, তাহা দিগকে আপনি আর ফিরিয়া পাইবেন না।

২৫। স্বপ্ন-লব্ধা যথা লাভাঃ—

স্বপ্নে যে সকল বস্তু লাভ করা যায়, জাগিয়া উঠিলে তাহারা মিথ্যা হইয়া যায়, তাহাদিগকে আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। সেইরূপ যে সকল ক্ষত্রিয় বীরগণ এই মহাযুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, তাহাদিগকে আর কিছুতেই পাওয়া যাইবে না।

২৬। সর্ব্বে হ্যভিমুখা শূরাঃ—

ইহারা সকলেই বীর পুরুষ ছিলেন. রণক্ষেত্রের শোভা স্বরূপ ছিলেন। ইহাদের কেহই পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়া পৃষ্ঠে আঘাত পান নাই।

২৭। সর্ব্বে ত্যক্ত্বাত্মনঃ প্রাণান্—

এই সকল বীর পুরুষগণ মহারণে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ

করিয়াছেন। শস্ত্রের আঘাতে পবিত্র হইয়া স্বর্গে গিয়াছেন। তাহা-দিগের জন্য শোক করিবার কোনও হেতু নাই।

২৮। ক্ষত্রধর্ম্মরতাঃ শূরা—

ইহারা বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি শাস্ত্র অবগত ছিলেন। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাদের জন্য শোক করা উচিত নয়।

২৯। কালঃ কর্ষতি ভূতানি—

কাল (মৃত্যু) সকল জীবকেই আকর্ষণ করে। কালের প্রিয়ও কেহ নাই, কালের দ্বেষ্য ও কেহ নাই।

৩০। মৃতাঃ গর্ভেষু জায়ন্তে—

[মৃত্যুর কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় নাই।] কেহ মৃত অবস্থায় প্রসূত হয়; কেইবা জন্মিবা মাত্রই মরিয়া যায়; আবার কেহবা যৌবনে পদার্পনের পর পূর্ণোদ্যমে চলিবার সময় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

৩১। পুরুষস্য হি দৃষ্টেমাং—

মানুষের জন্মের এবং মৃত্যুর কোনও নির্দিষ্ট কাল নাই। চেষ্টা দ্বারা ইহার পরিবর্ত্তন করা প্রায় অসম্ভব। অতএব অকাল মৃত্যু বলিয়া শোক এবং হর্ষের কোনও সার্থকতা নাই।

৩২। পুনঃ পুনর্ জায়মানা পুরাণী—

[প্রতিদিনই কত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।] পুরাতন উষা একই ভাবে রোজ আবির্ভূত হয়; আর ব্যাধ যেমন বিহঙ্গমদিগকে ছিন্নভিন্ন করে, উষাও সেইরূপ প্রতিদিন মানুষের আয়ু ক্ষপিত করে।

৩৩। ঈয়ুস্ তে যে পূর্ব্বতরাম্ অপশ্যন্—

পূর্ব্বে যাহারা উজ্জল উষাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা কোথায় চলিয়া

গিয়'ছেন। এখন আমরা যাহারা উষাকে দেখি এবং ইহার পরে অপর যাহারা দেখিবেন, তাহারা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন।

৩৪। শ্রোত্রিয়স্যেব তে পার্থ—

জড়ধী ও অবিচক্ষণ বেদাধ্যায়ীর যেমন হয়, হে পার্থ তোমার বুদ্ধিও তেমন বাক্যজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, যথার্থ সত্য কী তাহা বুঝিতে পারে না।

৩৫। ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিত্—

বিজ্ঞব্যক্তি বুঝতে পারেন, যে কেহ জন্মেও না, মরে না; কেহ অন্যস্থান হইতে আসেও নাই, বিনষ্টও হইবে না। আত্মা অজ, নিত্য., শাশ্বত ও— পুরাতন; শরীরের বিনাশের সহিত আত্মা বিনষ্ট হয় না।

৩৬। যথা রুরুঃ ' শৃঙ্গম্ অথো পুরাণম্—

রুরু মৃগ যেমন পুরাতন শৃঙ্গ, কিম্বা সর্প যেমন নির্মোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, পিছনে ফিরিয়া তাকায়ও না, সেইরূপ আত্মাও পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়. ফিরিয়া তাকায় না।

৩৭। একসার্থ প্রয়াতানাম্—

এযেন বণিকের একটী দল; সকলে একসঙ্গে চলিয়াছে, কেহ আগে নিজের গন্তব্যস্থানে পৌছিতেছে. কেহ পরে পৌছিতেছে, তাহাতে দুঃখ করিবার কী আছে?

৩৮। সোহয়ং বিপুলং অধ্বানং—

মৃত্যুর পথ অতি বিপুল। জগতে আর কিছুরই স্থিরতা নাই, কিন্তু মৃত্যু সুনিশ্চিত। এই পথে না চলিয়া মানুষের উপায় নাই—সকলকেই এইপথে চলিতে হয়।

৩৯। কিংনু মুহ্যসি মূঢ়স্ ত্বম্—

তুমি মূঢ়. তাই শোক করিতেছ। তুমি নিজেই শোচ্য, অন্যের জন্য

আর শোক কেন? দুইদিন পরে তোমার জন্যই লোকে শোক করিবে। কিন্তু যাহারা শোক করিবে, তাহারাও আবার ক্রমে সেই দশাই প্রাপ্ত হইবে।

৪০। ক নু তে অদ্য পিতা পার্থ:—

হে পার্থ, তোমার পিতাই বা আজ কোথায়, তোমার পিতামহরাই বা কোথায় আছেন? তুমিও তাহাদিগকে দেখিতে পাওনা, তাহারাও তোমাকে দেখিতে পায় না।

৪১। কুতোঽসি আগতঃ কোঽসি :—

তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ, কোথায় কাহার নিকট যাইবে, কোথায় আছ, কোথায় থাকিবে, এসব কিছুই জান না। অতএব নিরর্থক অনুশোচনা কর কেন?

৪২। সর্ব্বে ক্ষয়ান্তাঃ নিচয়াঃ—

সকল সঞ্চয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, উন্নতির পরই পতন। মিলন হইলেই বিচ্ছেদ ও হইবে, জীবনের পর মৃত্যু নিশ্চিত।

৪৩। অহন্যহনি ভূতানি :—

প্রতিদিনই কত মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যাহারা পড়িয়া থাকে তাহারা তবুও মনে করে "আমরা অনেক দিন বাচিব," ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে?

৪৪। নৌষধানি ন মন্ত্রাশ্চঃ—

ঔষধ বা মন্ত্র, হোম কিম্বা জপ, এ সকল কিছুই জীবকে জরা ও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেনা।

৪৫। অধর্ম্ম ক্ষত্রিয়স্যৈষং—

রণক্ষেত্রে না মরিয়া ক্ষত্রিয় যদি রোগ শয্যায় মরে, তাহাই তাহার

অগৌরব। শ্লেষ্ম-মূত্র সিক্ত থাকিয়া চীত্‌কার করিতে করিতে শয্যায় শুইয়া থাকা বড়ই শোচনীয়।

৪৬। যানি দুঃখানি সহন্তে—

যুদ্ধ করিতে গিয়া ক্ষত্রিয়কে যে সকল যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহাই তাহার তপস্যা স্বরূপ, ধর্ম্মবিদ্‌গণ এরূপ বলিয়া থাকেন।

৪৭। অশোচ্যঃ হি হতঃ শূরঃ :—

শূরগণ যুদ্ধে নিহত হইলে তজ্জন্য শোক করিবে না। তাহারা স্বর্গ-লোকে গৌরব প্রাপ্ত হন। এইজন্য তাহাদের মৃত্যুতে অশৌচ হয় না; স্নান, অন্নদান, জলদান করিয়া তাহাদের শ্রাদ্ধ করিতে হয় না।

৪৮। শোক স্থান সহস্রাণি :—

মানুষের প্রত্যহ সহস্র সহস্র শোকের কারণ, শত শত ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়। মূর্খগণই তাহাদ্বারা অভিভূত হয়। পণ্ডিতদিগকে তাহা অভিভূত করিতে পারে না।

৪৯। অভূত্বা হি ভবন্ত্যর্থাঃ :—

প্রত্যহ কত নূতন পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে, এবং কত পুরাতন পদার্থ বিনষ্ট হইতেছে। কিছুই চিরস্থায়ী নয়; মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতএব মৃত্যু ভয়ে বিহ্বল না থাকিয়া, সময় মত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

৫০। অধাধশ্চ শত্রূণাম্—

শত্রুকে বধ না করাই পাপ। "হয় মারিবে, নয় মরিবে" ইহাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।

৫১। সুখং সাংগ্রামিকো মৃত্যুঃ :—

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে মৃত্যু তাহাই

আহ্লাদের কারণ। হত হইলে স্বর্গলাভ হয়, হত্যা করিতে পারিলে যশোলাভ হয়।

৫২। জয়ো বধো বা সংগ্রামে :—

"রণক্ষেত্রে জয় অথবা মৃত্যু" ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ইহাই বিধাতার বিধান। ক্ষত্রিয়ের ইহাই স্বধর্ম্ম, কৃপাভিক্ষা তাহার পক্ষে শোভা পায় না।

দ্বিতীয়া

পুরুষার্থ বিনিশ্চয়।

১। যত্র নাস্তি শরৈঃ কার্য্যম্ :—

এখন এথায় যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিজের সহিত নিজের যুদ্ধ—নিজের সংশয়ের বিরুদ্ধে নিজের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ তোমার নিজেকেই করিতে হইবে। অস্ত্র-শস্ত্র অথবা বন্ধুবান্ধব হইতে এ যুদ্ধে কোনরূপ সহায়তা মিলিবে না।

২। অন্যচ্ শ্রেয়ম্ অন্যদ্ উতৈব প্রেয়স্ :—

শ্রেয়স্ (কল্যাণ) পৃথক্, আর প্রেয়স্ (সুখ) পৃথক্। এই দুইটি উদ্দেশ্যই মানুষকে নানাকার্য্যে প্রবৃত্ত করায়। তন্মধ্যে যাহারা শ্রেয়সকে গ্রহণ করেন, তাহাদের ভাল হয়। আর যাহারা প্রেয়সকে বরণ করেন, তাহাদের জীবন ব্যর্থ হয়।

৩। শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যম্ এতস্ :—

শ্রেয়স্ আর প্রেয়স্ দুইটাই মানুষের সম্মুখে আসে। ধীর ব্যক্তি

তাহাদিগকে নিপুণভাবে বিবেচনা করেন। যিনি সুধী তিনি প্রেয়সকে ছাড়িয়া দিয়া শ্রেয়সকে বরণ করেন। আর যিনি লাভের আশায় প্রেয়সকে বরণ করেন, তিনি মূর্খ।

৪। সুবিজ্ঞানং চিকিতুষে জনায় :—

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে সত আর অসতের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে। তন্মধ্যে যাহা সত্য ও ঋজু তাহাই পরমেশ্বরের অনুগৃহীত। যাহা অসৎ তাহা পরিণামে বিনষ্ট হয়।

৫। অস্ত্যেব ত্বয়ি শোকোঽপি :—

তোমাতে যেমন শোক আছে, তেমন হর্ষও আছে। কখনও বা সুখ কখনও বা দুঃখ তোমার উপস্থিত হইবে। তাহা নিয়া অবসন্ন হইয়া থাকিবার কি হেতু আছে?

৬। ন জাতু কামাদ্ ন ভয়ান্ ন লোভাদ্ :—

সুখের আশায় ভয়বশতঃ কিম্বা লোভবশতঃ কখনও ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবে না। এমন কি জীবন রক্ষার জন্যও ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবে না। মানুষের জীবনের অবস্থাগুলি অনিত্য; তাহারা সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু আত্মার সহিত ধর্ম্মের নিত্য সম্বন্ধ—কোন অবস্থায়ই ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করা চলে না।

৭। সুখং বা যদি বা দুঃখম্ :—

সুখই হউক আর দুঃখই হউক, প্রিয়ই হউক, আর অপ্রিয়ই হউক, যাহা যাহা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাই, ভোগ করিয়া যাইবে। তাহা দ্বারা অভিভূত হইবে না।

৮। বধবন্ধ পরিক্লেশৈঃ :—

বধ বন্ধন প্রভৃতি কত বিধ ক্লেশেই না মানুষ ক্লিষ্ট হয়। তথাপি

দুঃখের মূল কারণ দূর করিতে চেষ্টা না করিয়া, অবিবেচকের মত হাসে, হর্ষ করে, উল্লাস করে।

৯। যে চ মূঢ়তমাঃ লোকে—

কেবল মধ্যবর্ত্তি জনই দুঃখ দ্বারা ক্লিষ্ট হয়। যাহারা অত্যন্ত মূঢ়, তাহাদের দুঃখের বোধই নাই। আবার যাহারা তীক্ষ্ণধী, তাহারা অভাব কমাইয়া ফেলেন ; অভাব নাই এই জন্য তাহাদেরও দুঃখও নাই।

১০। অথ যে বুদ্ধিম্ অপ্রাপ্তা :—

যাহারা জড়তার উর্দ্ধে উঠিয়াছে অথচ বিচক্ষণতা লাভ করে নাই, তাহারাই অতিমাত্র উল্লসিত অথবা ক্লিষ্ট হয়।

১১। ন হ্যেব কর্ত্তা পুরুষঃ –

ভাল অথবা মন্দ করিবার স্বাধীনতা মানুষের কিছুই নাই। যেমন আবেষ্টনের মধ্যে পড়ে, তেমনই করে। অবস্থা তাহাকে যেমন চালায়, কাঠের পুতুলের মত সে তেমনই চলে। অতএব তাহাকে "ভাল কর" ইহা বলিবার সার্থকতা কী ?

১২। কাল সঞ্চোদিত লোকঃ—

কালদ্বারাই মানুষ পরিচালিত হয়। কালক্রমে যেমন ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হয়, তদনুযায়ীই মানুষ উত্তম অধম অথবা মধ্যম কর্ম্ম করিয়া থাকে। নিজের ইচ্ছাদ্বারা সে কোনও কর্ম্ম নির্ব্বাচন করে না, অবস্থাধীনে বাধ্য হইয়াই তাহাকে সেরূপ নির্ব্বাচন করিতে হয়।

১৩। যদি স্যাৎ পুরুষঃকর্ত্তা—

হে কৃষ্ণ মানুষের যথার্থ কর্ত্তৃত্ব যদি থাকিত, তবে সকলেই নিজের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিত এবং তাহার সকল চেষ্টাই সফল হইত, কখনও বিফল হইত না।

১৪। বায়ুম্ আকাশম্ অগ্নিংচ—

অপিচ বায়ু, আকাশ, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, দিন, মন, নক্ষত্র, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি (মানুষ তো সৃষ্টি করে নাই) কে সৃষ্টি করিয়াছে, কে ইহাদিগকে রক্ষা করে ? যিনি ইহাদিগকে এবং মানুষকেও সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার নিয়ন্ত্রণেই মানুষ চলে, নিজের ইচ্ছায় নহে ।

১৫। শীতম্ উষ্ণম্ তথা বর্ষম্—

শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ইহা যেমন কালক্রমেই পরিবর্তিত হয়, এইরূপে কাল ক্রমেই মানুষের সুখ দুঃখ উপস্থিত হয়। মানুষ তাহা বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না ।

১৬। পৌরুষং কারণং কেচিত্—

কেহ বলেন মানুষ নিজের চেষ্টা দ্বারাই কর্ম্ম সাধন করিতে পারে, কেহ বলেন দেবতার অনুগ্রহে তাহা সিদ্ধ হয়, কেহ বলেন প্রাকৃতিক নিয়ম বশতঃ তাহা সিদ্ধ হয়।

১৭। পৌরুষং কর্ম্ম দৈবং চ—

পুরুষকার, দৈব, ও প্রাকৃতিক শক্তি এই তিনটীই কর্ম্মে সাধক। কেহ কেহ বলেন ইহারা স্বতন্ত্র ভাবেই কর্ম্মফল প্রদান করে, কেহ বলেন ইহারা সম্মিলিত হইয়া কর্ম্মফল প্রদান করে।

১৮। এতদ্ এবং চ নৈবং চ—

এইরূপ নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। কেহ একটীকে প্রাধান্য দেয়, কেহ অপরটীকে প্রাধান্য দেয়, কেহ বলে এরূপ নয়; কেহ ইহাদের দুইটীকে প্রাধান্য দেয়। কেহ দুইটীর কোনটীকেই প্রাধান্য দেয় না। পরন্তু যাহারা সত্ত্বস্থ ও বিচক্ষণ, তাহারা বলেন কর্ম্ম অর্থাত্ পুরুষকারই সিদ্ধির হেতু।

১৯। যদি কালং প্রমাণং তে—

যদি বল যে কালক্রমেই সব ঘটে (পুরুষের তাহাতে কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই) তাহা হইলে দায়িত্বজ্ঞানের সম্ভাবনা কেমনে থাকে? কালবশেই মানুষ সব করে, স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা নহে, এরূপ স্বীকার করিলে কুকর্ম্মের জন্য কাহাকেও দায়ী করা যায় না।

২০। যো যস্মিন্ কুরুতে কর্ম্ম—

যিনি যথায় যেভাবে যেরূপ কর্ম্ম করেন, তিনি তদনুযায়ী তাদৃশফল পাইয়া থাকেন।

২১। সুশীঘ্রমপি ধাবন্তম্—

যিনি দৌড়াইয়া যান, কর্ম্মফলও তাহার সহিত দৌড়ায়, যিনি শুইয়া থাকেন, তাহার কর্ম্মফলও শুইয়া থাকে। অর্থাত্ কর্ম্মফল মানুষকে কখনও ত্যাগ করে না। [যে যেমন কর্ম্ম করে, ঠিক তেমনই ফল পাইয়া থাকে।]

২২। উপতিষ্ঠতি তিষ্ঠন্তম্—

দাঁড়াইয়া থাকিলে কর্ম্মফলও দাঁড়াইয়া থাকে, (অপেক্ষা করে), চলিতে থাকিলে কর্ম্মফলও সঙ্গে সঙ্গে চলে। যিনি কর্ম্ম করেন, তাহার কর্ম্মফলও কার্য্যকরী হয়। কর্ম্মফল কর্ম্মকর্ত্তাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে।

২৩। ন চেশ্বরত্বম্ ঈশস্য—

'কর্ম্মানুযায়ী ফল যদি অব্যর্থ হয়, তবে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব কোথায় রহিল?' এরূপ আশঙ্কা অমূলক। কারণ ঈশ্বরই এরূপ বিধান করিয়াছেন যে, যেমন কর্ম্ম, তেমন ফল পাইতে হইবে। তিনি যদি এই বিধান না করিতেন তবে কর্ম্ম করিয়া ফল পাওয়া যাইত না কিম্বা একরূপ কর্ম্ম করিয়া অন্যরূপ

ফল পাওয়া যাইত। কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবিতা থাকিত না। পরন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞায়ই এরূপ হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বরের আজ্ঞাই বলবত্।

২৪। ইষ্টাপূর্ত্ত ফলং ন স্যাত্—

কর্ম্মের ফল যদি অনির্দ্দিষ্ট হইত, তবে মানুষ কখনও তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিত না। আর কেহ কোনও বিদ্যা অর্জ্জন করিতেও যাইত না; কারণ সেই বিদ্যার প্রয়োগ করিয়া কোনও ফল লাভের সম্ভাবনা থাকিত না।

২৫। চেষ্টাম্ অকুর্ব্বন্ লভতে—

কেহ চেষ্টা না করিয়াও ফল পাইয়াছে. কিম্বা চেষ্টা করিয়াও ফল পায় নাই, এরূপ প্রায় দেখা যায় না বলিলেই হয়।

২৬। বাসনৌঘস্ ত্বয়া পূর্ব্বম্—

বার বার আবৃত্তি দ্বারা সংকল্প স্বভাবে পরিণত হইয়া যায়! মানুষ বার বার যেরূপ কাজ করে, ক্রমে তাহাই তাহার চরিত্র হইয়া দাঁড়ায়।

২৭। কর্ম্মণা ক্রিয়তে কর্ত্তা—

যাহার যেমন চরিত্র সে তেমন কর্ম্ম করে,এ কথাও যেমন সত্য, আবার যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করে, তাহার চরিত্রও তদ্রূপ পরিবর্ত্তিত হয়, ইহাও তেমন সত্য। বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় এই উপমা। "বীজ হইতে বৃক্ষ হয়, এবং বৃক্ষ হইতে বীজ হয়" উভয়ই সত্য। চরিত্রানুযায়ী কর্ম্ম হয়, আবার কর্ম্মানুযায়ী চরিত্র হয়, উভয়ই সত্য। শুভ কর্ম্ম করিতে করিতে চরিত্র পরিবর্ত্তিত করিতে পার—অতএব চরিত্র পরিবর্ত্তিত করিবার শক্তি তোমার আছে।

২৮। মনঃ এব সমর্থং বৈ—

মনই মনকে (অধিচিত্তই চিত্তকে) নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে কোনও

রাজাকে অপর একটি রাজা ছাড়া আর কেহ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। নিজের মন ছাড়া আর কিছু দ্বারা মনকে সংযত করা যায় না। দৃঢ় সংকল্পই মন জয় করিবার একমাত্র উপায়।

২৯ যাবন্ ন তত্ত্ববিজ্ঞানং :—

যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান (নিত্যানিত্য বিচার) উদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় দমন করা যায় না। আবার ইন্দ্রিয় দমন না করিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না।

৩০। তস্মাদ্ কৌরব যত্নেন :—

হে কৌরব, অতএব তুমি ভোগেচ্ছা দূরে ত্যাগ করিয়া. এক সঙ্গেই তত্ত্বজ্ঞানলাভ ও ইন্দ্রিয় দমনের অনুশীলন করিও। পুরুষকারশালী ও বিবেকী ব্যক্তি এই প্রকারেই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে।

৩১। শুভাশুভাভ্যাম্ মার্গাভ্যাম্ :—

বাসনারূপ নদী শুভ ও অশুভ দুইটী খাতেই প্রবাহিত হইতে চায়। তাহাকে জোর করিয়া শুভ খাতে আবদ্ধ রাখিতে হয়।

৩২। অশুভাচ্ চালিতং যাতি :—

অশুভ শাখা হইতে সরাইয়া দিলেই স্রোতঃ শুভ শাখাতে প্রবাহিত হয়। আবার শুভ শাখা হইতে সরাইয়া দিলে উহা অশুভ খাতে প্রবাহিত হয়। অতএব সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া বালকের মত চঞ্চল চিত্তবৃত্তিকে শুভকর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবে।

৩৩। দৃষ্টারূপে ব্যাকরোত্ :—

পরমেশ্বর সত্য ও অনৃতকে বিভিন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু মানুষকে সত্যকে শ্রদ্ধা করিতে, আর মিথ্যাকে অশ্রদ্ধা করিতে শিখাইয়াছেন।

৩৪। ভদ্রং কর্ণেভিঃশৃনুয়াম দেবা :—

হে দেব রুদ্র, আমরা যেন কর্ণদ্বারা শুভ কথাই শুনি, হে যজত্র, চক্ষুদ্বারা

যেন শুভ দৃশ্যই দেখি। কিন্তু ইন্দ্রিয় সকল অটুট রাখিয়া তোমার স্তব করিতে করিতেই যেন জীবন কাটাইয়া দিতে পারি।

৩৫। যত্ প্রজ্ঞানংউত চেতো ধৃতিশ্চ :—

প্রজ্ঞান, চেতনা, ও ধৃতি ইহারা মনেরই বিভাব। মনই জীবের অন্তরে অমৃত জ্যোতিঃ স্বরূপ। মনের সহায়তা ভিন্ন কোনও কর্ম্মই করা যায় না। এমন যে মন, আমার সেই মন যেন সর্ব্বদা শুভ সংকল্পই করে।

৩৬। অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ :—

হে অগ্নিবত্ উজ্জ্বল রুদ্র, তুমি আমাদিগকে সত্পথে চালিত করিয়া অভীষ্টে পৌছাইয়া দাও। হে দেব সকল পথই তোমার জানা। ক্ষয়কর পাপকে আমার নিকট হইতে সরাইয়া দেও। বার বার তোমার স্তব করিতেছি।

৩৭। পূর্ব্বে সমুদ্রে যঃ পন্থাঃ :—

যদি কেহ পূর্ব্ব সমুদ্রে পৌছিতে চায় তবে পশ্চিম দিকে হাঁটিলে তাহার চলিবে না। ধর্ম্মই যদি অভীষ্ট হয়, অধর্ম্ম পথে চলিয়া তাহা লাভ করা যাইবে না। সকল অবস্থায় ধর্ম্ম পরায়ণ হইতে হইবে।

৩৮। অপি পাপকৃতো রৌদ্রাঃ :—

যাহারা কোনও পাপকার্য্যের জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তাহারা যদি "একে অন্যকে ধরাইয়া দিবে না", এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তবে সকলই বিনষ্ট হয়। পাপানুষ্ঠানের জন্যও প্রতিজ্ঞারক্ষা রূপ সত্য পালনের প্রয়োজন আছে। কেবল পাপকে আশ্রয় করিয়া সংসার চলে না।

৩৯। পাপাহ্যপি তদা ক্ষেমং :—

পাপের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা পাপীকেও শান্তি দিতে

একজন দস্যু যাহা আহরণ করে, অপর দুইজন দস্যু মিলিয়া তাহা লুটিয়া লয়। আবার অপর কয়েকজন দস্যু মিলিয়া এই দুই জনের সঞ্চিত বিত্ত কাড়িয়া লয়। কেহই স্বামিত্ব দাবী করিতে পারে না।

৪০। আপৎসু চ ধারয়তি :—

অতএব ধার্মিক ব্যক্তি বিপদকালেও ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া চলেন। ধর্ম্মকে ছাড়িয়া দিলে সমাজ বন্ধন থাকে না। ধার্মিক ব্যক্তির পক্ষে বাহ্য বিপদ্ বিপদ্ নয়, ধর্ম্ম পরিত্যাগই (কর্ত্তব্য পরিত্যাগই) যথার্থ বিপদ।

৪১। বৃত্তং যত্নেন সংরক্ষেদ্ :—

চরিত্রকে অকলঙ্কিত রাখিতে চেষ্টা করিবে; সম্পদ্ আসে ও যায়—একবার নষ্ট হইলেও আবার আসিতে পারে। সম্পদ্ রাখিবার জন্য তেমন ব্যগ্র হইও না। সম্পদ্ নষ্ট হইলে তেমন হানি নাই—চরিত্র নষ্ট হইলে সবই নষ্ট হয়।

৪২। অতিবাদাদ্ বদাম্যেব :—

আমি জোরের সহিত বলিতেছি যে ধর্ম্ম (Moral order—ন্যায়ের প্রাধান্য) যে আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে মানব ধর্ম্মনীতি বিবর্জিত, পশু হইতে তাহার পার্থক্য কোথায়?

৪৩। সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ ভয়াভয়ঞ্চ :—

সুখ ও দুঃখ, ভয় ও অভয়, মানুষেরও যেমন আছে, পশুরও তেমনই আছে। কিন্তু প্রজ্ঞা (ন্যায়-অন্যায়-জ্ঞান) কেবল মানুষেরই আছে, পশুর নাই। অতএব যে মানুষ প্রজ্ঞাবিহীন, সে পশুর সমান।

৪৪। পাপং কুর্ব্বন্ পাপবৃত্তঃ :—

পাপ করিতে করিতে মানুষ কখনও পাপের শেষ সীমায় পৌঁছিতে পারে না; "আর পাপ করিবার কিছুই নাই" এমন অবস্থা তাহার কখনও হয়

না। তাহা যদি হইত, তবু না হয় মনে করা যাইত, "কতক দিন পাপ করিয়া চূড়ান্ত সুখ ভোগ করিয়া লই"। যতই পাপ কর না কেন, পাপ বাসনাকে তৃপ্ত করিতে পারিবে না—পাপের বাসনা থাকিয়াই যাইবে। অতএব অল্পেই নিবৃত্ত হইয়া ধর্ম্ম পথ অবলম্বন করাই ভাল।

৪৫। যত্ প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে :–

"পুণ্য করিয়াই বা কী লাভ?" এমন কথা বলিও না। পুণ্য-ফলে এমন অবস্থা লাভ হয়, যাহা হইতে আর ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা হয় না, যথায় দুঃখের কোনও সংস্পর্শ নাই। শেমুষীলভ্য এই পদ আছেই, ইহাতে সংশয়ের হেতু নাই।

৪৬। ন সম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্ :—

কোনটী ঠিক পথ নির্ব্বোধ ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারে না। বিত্ত মোহে মুগ্ধ হইয়া সে ভুল পথে চলিতে থাকে। "কেবল বর্ত্তমানই আছে, ইহার পরে আর কিছুই নাই" এরূপ মনে করিয়া, সে [পাপ করিতে থাকে এবং লক্ষ্য-ভ্রংশ জনিত] মৃত্যুবত্ যন্ত্রণা বার বার ভোগ করে।

৪৭। অবিদ্যায়াম্ অন্তরে বর্ত্তমানাঃ :—

যাহারা অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, অথচ নিজেকে সুধী ও পণ্ডিত মনে করে [এবং এই জন্য শাস্ত্রের কথায় কাণ দেয় না] সেই মূর্খগণ, দুঃখাবর্ত্তে ঘুরপাক খাইতে থাকে; একজন অন্ধকে আর একজন অন্ধ চালাইয়া নিলে যেমন হয়।

৪৮। সন্দিগ্ধায়াম্ অপি ভূশম্ :—

পুণ্যের ফলে শাশ্বত পদ লাভ হয়, এই আশ্বাসে যদি নিঃসন্দেহ হইতে না পার, তথাপি পুণ্য করাই ভাল। শুভ বুদ্ধি বৃদ্ধিপাইলে তাহাতে কোনও অনিষ্ট তো নাই।

৪৯। নাস্তি চেদ্ তদ্বিচারণে :—

শাশ্বতপদ যদি নাই থাকিয়া থাকে, তথাপি পুণ্যপথে বিচরণ করিয়া তোমার কী ক্ষতি হইতে পারে? আর যদি শাশ্বত পদ থাকিয়া থাকে তবে তো [পুণ্যানুষ্ঠানদ্বারা] সংসার সাগর পার হইতে পারিবে।

৫০। এতাবদ্ এব পর্য্যাপ্তম্ :—

অন্ততঃ এই কথাটা বিবেচনা করিয়া দেখ, যে বিভিন্ন কর্ম্মের বিভিন্ন ফল হইয়া থাকে। অতএব পাপ কর্ম্মের ও পুণ্য কর্ম্মের ফল একরূপ হইতে পারে না। আরও ভাবিয়া দেখ যে ধীর ব্যক্তি অল্পেই সন্তুষ্ট হইতে পারে। অল্পে সন্তুষ্ট হইতে পারাই ধর্ম্মপথে চলিবার প্রত্যক্ষ ফল।

৫০। ব্যালকুঞ্জর দুর্গেষু :—

"কর্ম্মানুসারে ফল হয়" এই বিধিতে যাহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না সেই নাস্তিকদিগের কী দুরবস্থা। হস্তি ব্যাঘ্র সর্প দস্যু-সঙ্কুল এই জগতে "কখন কী হয়" এই ভাবিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বদা আশঙ্কিত থাকিতে হয়। তাহারা একটা নিষ্ঠা (principle) অবলম্বন করিয়া চলিতে পারে না— কখনও এমন, কখনও তেমন। এ যেন অন্ধকারে হাতড়াইয়া চলা— নির্দিষ্ট পথ যে কী তাহা জানা নাই।

৫২। ধর্ম্মঃ এব হতঃ হন্তি :—

যদি ন্যায়-নিষ্ঠাকে বিনষ্ট কর—তবে উহাই তোমার বিনাশের কারণ হইবে, আর যদি ন্যায়-নিষ্ঠাকে রক্ষা কর, উহাই তোমাকে রক্ষা করিবে। অতএব ধর্ম্মকে (কর্ত্তব্য-নিষ্ঠাকে) বিনষ্ট করিও না। ধর্ম্ম হত হইয়া তোমাদিগকে বিনষ্ট না করুক।

———

তৃতীয়া

১। পাপস্য যদ্ অধিষ্ঠানং :—

যে হেতু ধর্ম্মই (ন্যায়-নিষ্ঠাই) মনুষ্যত্বের লক্ষণ. অতএব হে মধুসূদন পাপের (ধর্ম্ম হইতে স্খলনের) অধিষ্ঠান কী, কেমনে পাপ উত্পন্ন হয়, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

২। একঃ শত্রুর্ন দ্বিতীয়োঽস্তি শত্রুঃ :—

হে রাজন, কামই (সুখের বাসনাই) মানুষের একমাত্র শত্রু, তাহার দ্বিতীয় আর কোনও শত্রু নাই। কামের প্রভাবে পড়িয়াই মানুষ সুদারুণ ঘোর পপকর্ম্ম সকল করিয়া থাকে।

৩। শ্রূয়তাম্ জ্ঞান-সর্বস্বম্ :—

সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিতেছি ; ইহা শুনিও, এবং শুনিয়া মনে রাখিও। ভোগেচ্ছাই একমাত্র বন্ধন, কিন্তু ভোগবাসনা ত্যাগের নামই মোক্ষ।

৪। বেদস্যোপনিষত্ সত্যম্ :—

বেদের সার উপদেশ সত্য-নিষ্ঠা। ইন্দ্রিয় দমন ছাড়া সত্য-নিষ্ঠা রক্ষা করা যায় না, আর ভোগ বাসনা ত্যাগ না করিলে ইন্দ্রিয় দমন করা যায় না। শিষ্টগণ নিত্যই ত্যাগকে অবলম্বন করিয়া থাকেন।

৩। ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন :—

কর্ম্মদ্বারা, পুত্রদ্বারা কিংবা ধনদ্বারা অমৃতত্ব (স্থির আনন্দ) লাভ করা যায় না, কেবল ত্যাগ দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়। শ্রেষ্ঠ স্বর্গ আমাদের হৃদয় গুহায়ই অবস্থিত—ত্যাগব্রতী যতিগণ সেই জ্যোতির্ম্ময় ধামে প্রবেশ করিতে পারেন।

৬। ন জাতু কামঃ কামানাম্ ঃ—

কামকে (সুখের বাসনাকে) কখনও ভোগদ্বারা তৃপ্ত করিতে পারা যায় না। পরন্তু অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায়, ভোগদ্বারা কাম আরও বর্ধিত হয়। নিত্য নূতন ভোগের বাসনা জন্মে।

৭। যত্ পৃথিব্যাম্ ব্রীহি যবম্ ঃ—

পৃথিবীতে যত ব্রীহি, যব, পশু, স্ত্রী আছে, কোনও একব্যক্তি যদি তাহা সবও পায়, তথাপি তাহার আকাঙ্খার তৃপ্তি হইবে না, আরও পাইতে ইচ্ছা হইবে। অতএব তৃষ্ণাকে দমন করাই উচিত, তাহাকে তৃপ্ত কর সম্ভব পর নয়।

৮। ন পূর্ব্বে নাপরে জাতু ঃ—

ইতিপূর্ব্বেও কেহ সকল আকাঙ্খা পূরণ করিতে পারে নাই, ভবিষ্যতেও কেহ পারিবে না। তুমি সবই বুঝিতে পার ; জাগিয়া উঠ, কিন্তু তৃষ্ণা পূরণের চেষ্টা পরিত্যাগ কর।

৯। শ্বো অভাবা মর্ত্তস্য যদন্তকৈতত্ ঃ—

হে অন্তক, মানুষের আজ যাহা আছে কাল তাহা থাকিবে না। সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তিই ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়—ভোগের শক্তি আর থাকে না। ইন্দ্রিয়ের শক্তি যদি ক্ষীণ নাও হইত, তথাপি জীবন চিরস্থায়ি নয়, শীঘ্রই তাহার অবসান ঘটিবে। নৃত্যগীত প্রভৃতি বিলাসের যাহা উপকরণ, তাহা মৃত্যু-পথের সহচর—যত বেশী তাহা ভোগ করা যায়, মৃত্যু ততই নিকটবর্ত্তী হইতেছে বুঝিতে হইবে।

১০। অন্তোবু রেমিরে ধীবা ঃ—

যাহারা ধীমান্ তাহারা অন্তিমই চায়, মধ্যম চায় না ; হয় সবটাই পাইতে চায়, নয় কিছুই চায় না। "কতক পাইলাম, কতক পাইলাম না" এই

অবস্থা তাহাদিগকে সুখী করিতে পারে না। তাহা অপেক্ষা "কিছুই না পাই, ক্ষতি নাই" ইহাই তাহারা পছন্দ করে।

১১। যশ্চৈতান্ প্রাপ্নুয়াত্ সর্ব্বান্ :—

হয় "যাহা কিছু চাই, সবই পাইব" নতুবা "কিছুই চাহিব না!" ইহাই তেজস্বিদিগের অভিমান (mentality)। তন্মধ্যে "যাহা চাই সবই পাইব" এরূপ হওয়া সম্ভবপর নয়। অতএব "কিছুই চাহিব না" এই নিষ্ঠা (principle) গ্রহণ করাই উচিত।

১২। ন প্রাপ্নোতি কচিত্ কিঞ্চিত্ :—

যত কিছুই পাওয়া যাউক না কেন, তাহাও না পাওয়ার মতই; কারণ আকাঙ্খার নিবৃত্তি কিছুতেই হয় না। করণ্ডককে (গ্রীক পুরাণে বর্ণিত টেণ্টালাসের চষককে, Tantalus's cup) যেমন কিছুতেই জলদ্বারা আকণ্ঠ পরিপূর্ণ করা যায় না, আকাঙ্খাকে তেমন কিছুতেই সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ করা যায় না।

১৩। অন্তো নাস্তি পিপাসায়াঃ :—

পিপাসার অন্ত নাই। তুষ্টিঃ পরম সুখ। এই জন্য পণ্ডিতগণ এক-মাত্র সন্তোষকেই সম্পদ বলিয়া গণ্য করেন।

১৪। নাস্থা পূরয়িতুং শক্যা :—

সমস্তদিন চেষ্টা করিয়াও আকাঙ্খার পূর্তি হয় না; সমস্ত বত্সর চেষ্টা করিয়াও পূর্ত্তি হয় না, এমন কি সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া চেষ্টা করিয়াও আকাঙ্খা পূর্ণ করিতে পারা যায় না।

১৫। সঞ্চিতং সঞ্চিতং দ্রব্যং :—

কতবার ধন সঞ্চয় করিলে, আর কতবার তাহা বিনষ্ট হইল, তথাপি তোমার চৈতন্য হয় না। হে ধন-কামুক, তুমি কবে অর্থ-গৃধ্নুতা পরিত্যাগ করিতে পারিবে?

১৬। জীর্যন্তি জীর্যতঃ কেশাঃ :—

বৃদ্ধব্যক্তির সকলই জীর্ণ হয়, তাহার কেশ জীর্ণ হয়, দন্ত জীর্ণ হয়, সকল অবয়বই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এক তৃষ্ণাই জীর্ণ হয় না।

১৭। যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভিঃ :—

দুর্ম্মতিগণ যাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না, আয়ু জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হয় না, যাহা প্রাণান্ত কর রোগ স্বরূপ সেই তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিতে পারিলেই যথার্থ সুখ পাওয়া যায়।

১৮। গোশতাদপি গোক্ষীরং :—

তোমার একশত গরু থাকিতে পারে, কিন্তু একটি গরুর দুগ্ধই তোমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত, তোমার শত প্রস্থ ধান্য থাকিতে পারে, কিন্তু একপ্রস্থ ধান্যেই তোমার প্রয়োজন মিটে, তোমার বিপুল প্রাসাদ থাকিতে পারে, কিন্তু তুমি এক সময়ে খট্বার্দ্ধ পরিমিত স্থানেই অবস্থান করিতে পার। তোমার নিজের প্রয়োজন অতি অল্পেই মিটে; বাকী সম্পদ্ কেবল লোক দেখাইবার জন্য।

১৯। সর্ব্বত্র পঞ্চ ভূতানি :—

সর্ব্বত্রই পাঁচটী ইন্দ্রিয়। নূতন প্রকার পদার্থ উপলব্ধির সম্ভাবনা কোথাও নাই। পাতালে, ভূতলে কিংবা স্বর্গে যেখানেই থাক না কেন, বর্ত্তমান অপেক্ষা বেশী সুখ পাইবার সম্ভাবনা আর কী আছে?

২০। পুনস্ তান্যেব তান্যেব : –

ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই এক প্রকার পদার্থই, "থোর বড়ি খারা" "খারা বড়ি থোর"। সর্ব্বত্রই এক রকম। নূতন প্রকার সুখের আস্বাদের সম্ভাবনা নাই।

২১। পানীয়ং বা নিরায়াসং :—

যদি সুস্বাদু পানীয় অক্লেশে পাওয়া যায়, কিম্বা যত খাই অসুখ

করে না এমন অন্ন পাওয়া যায়, তথাপি বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, যে নিরাকাঙ্খতাই সুখের হেতু। অন্য সুখ স্থায়ী নহে।

২২। মনসো দুঃখমূলং তু :—

তৃষ্ণাই দুঃখের হেতু। তৃষ্ণা দ্বারাই লোকে আসক্ত হয়. আর দুঃখ ভোগ করে।

২৩। সংকল্পাজ্ জায়তে কামঃ :—

ঈপ্সিত বিষয়ের কল্পনা দ্বারাই আকাঙ্খার বেগ বর্দ্ধিত হয়। কল্পনা হইতে বিরত হইলেই আকাঙ্খাও কমিয়া যায়।

২৪। ন ত্বং স্মরসি বারুণ্যাঃ :—

বারুণী মদ্য কিম্বা লট্বকপক্ষির মাংসের জন্য তুমি লালায়িত নও। হয়ত ইহাদের কথা তুমি কখনও শোনও নাই। আবার এমন কত লোক আছেন, যাহারা ইহাদের জন্য অধীর হন, ইহা অপেক্ষা ভাল কিছু আছে বলিয়া তাহাদের ধারণাই হয় না। কল্পনা ভেদের জন্যই, আকাঙ্খার এরূপ প্রভেদ হইয়া থাকে। বস্তু স্বতঃ যতনা ঈপ্সিত, কল্পনা তাহাকে তত ঈপ্সিত করে।

২৫। যস্মিন্ যস্মিংস্ তু বিষয়ে :—

মানুষ যে যে বিষয় ভাবে, তাহাতেই তাহার মন আসক্ত হয়; অন্য বিষয়ে যায় না। কল্যাণের বিষয় ভাবিও, তাহাই ক্রমে ভাল লাগিবে।

২৬। অর্থে হ্যবিদ্যমানে হ্পি :—

এমন কি বিষয়টী যদি বাহিরে বিদ্যমান নাও থাকে, কেবল কল্পনায় বর্ত্তমান থাকিয়াও তাহা আসক্তি জন্মায় এবং সুখ-দুঃখের হেতু হয়। স্বপ্নাবস্থায় কাল্পনিক বস্তু দ্বারাই মানুষ সুখ-দুঃখ ভোগ করে, কল্পনার এমনই প্রভাব।

২৭। যদ্ যদ্ ত্যজতি কামানাং :—

মানুষ যেই যেই সুখ কামনা ত্যাগ করে, অমনি অমনি সুখ দ্বারা পূর্ণ হয়। আর যে ব্যক্তি সুখ খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহার সুখও নষ্ট হয়, সে নিজেও নষ্ট হয়।

২৮। যতো যতো নিবর্ত্ততে :—

যাহা যাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা তাহা হইতে বিমুক্ত হওয়া হয়। সব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিলে বিন্দুমাত্র দুঃখেরও সম্ভাবনা থাকে না।

২৯। যত্ কিঞ্চিদ্ অপি সংকল্প্য :—

একটু কিছুও কামনা করিলে লোকে তাহা দ্বারাই দুঃখে নিমগ্ন হয়; কোনও কিছু কামনা না করিলে অক্ষয় সুখ পাইতে পারে।

৩০। হিরণ্ময়েণ পাত্রেন :—

সত্যের মুখ হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা আবৃত। হিরণ্ময় আবরণকে ঠেলিয়া না ফেলিলে সত্যের দর্শন পাওয়া যায় না। আত্মদর্শন করিতে হইলে সুখের বাসনারূপ স্বর্ণের প্রলোভন ত্যাগ করিতে হয়। হে পূষন্ তুমি কামকারের আবরণ সরাইয়া দেও, তবেই সত্য ধর্ম্মের (ধ্রুবনীতির) সন্ধান পাইতে পারিব।

৩১। কিঞ্চিদেব মমত্বেন :—

যদি কোনও তুচ্ছ পদার্থেও মমতা জ্ঞান হয়, [উহাকে "আমার" হউক বলিয়া পাইতে ইচ্ছা হয়] তবে তাহাই পরিণামে নানাবিধ পরিতাপ দিয়া থাকে।

৩২। সুসুখং বত জীবামি :—

আমার কিছুতেই মমতা জ্ঞান নাই, অতএব আমি খুব সুখে

আছি। সমস্ত মিথিলা নগরী যদি পুড়িয়া যায়, তাহাতেও আমার কী আসে যায়?

৩৩। সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্ :—

যে বস্তুর জন্য অপরের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহাই দুঃখের হেতু। পরমুখাপেক্ষী না হওয়াই সুখ। ইহাই সংক্ষেপে সুখের লক্ষণ বলা যায়।

৩৪। ইহ প্রাজ্ঞ হি পুরুষ :—

যিনি বুদ্ধিমান তিনি প্রিয় বস্তুর সংখ্যা কমাইয়া থাকেন। আর প্রিয়বস্তু যদি কম হয়, (আশাভঙ্গ জনিত) দুঃখের সম্ভাবনাও তত কম হয়।

৩৫। ন দ্বিতীয়স্য শিরসঃ—

যদি কেহ বলে যে "তোমার দ্বিতীয় মস্তকটী এবং তৃতীয় বাহুটী কাটিয়া ফেলিব" তাহাতে কোনও উদ্বেগ বোধ হয় না। কারণ কাহারও দ্বিতীয় মস্তক, অথবা তৃতীয় বাহু নাই। সেইরূপ যে মস্তক অথবা যে বাহু তোমার আছে, তাহাতে যদি মমতাজ্ঞান না থাকে, তবে তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিলেও কোনও কষ্ট হইবে না। যাহা নাই, (যাহাতে মমতা-জ্ঞান নাই) তাহার জন্য কোনও ভয় হয় না।

৩৬। দৃষ্ট্বা কুনীন পক্ষহতান্ :—

কত রকম পশুপক্ষি দেখা যায়, আবার তাহাদের কেহ কেহ বিকলাঙ্গ। তুমি মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছ, নীরোগ দেহ পাইয়াছ। জন্ম দ্বারাই তুমি সমৃদ্ধ। খেদ করা তোমার শোভা পায় না।

৩৭। সহস্রিণোঽপি জীবন্তি :—

যাহার সহস্র ধন আছে সেও যেমন বাঁচিয়া আছে। যাহার মাত্র শত মুদ্রা সেও তেমন বাচিয়া আছে। বাচিয়া থাকিবার জন্য

বিশেষ কিছুই আবিশ্যিক নহে। সুখের কামনায় ভ্রান্ত হইয়া কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করা সঙ্গত নয়।

৩৮। দিষ্ট্যা ন ত্বং শৃগালো বৈ :—

ভাগ্যে তুমি শৃগাল হইয়া জন্ম নাই, কিম্বা ক্রিমি, মূষিক, সর্প বা ভেক হও নাই ; অথবা অন্য কোনও নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ কর নাই। দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়াছ, ইহাকেই বহুলাভ মনে করিয়া, অন্য লাভের দুরাকাঙ্ক্ষা দমন করিবে।.

৩৯। আমিষে গৃধ্যমানানাং :—

যে কোনও প্রকারের সুখ ভোগ করাই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য নহে সেই সুখটী কোন প্রকারের.তাহাই প্রধান কথা। গলিত শব ভক্ষণ করিয়া সুখ কুক্কুরেই পাইতে পারে। মানুষের পক্ষে তাহা ধিক্কার জনক। মানুষ তাহা চায় না, বিবর্জ্জনই করে। তামসিক সুখে মত্ত হওয়া অপেক্ষা ধর্ম্ম পথে থাকিতে গিয়া দুঃখ ভোগ করাও ভাল।

৪০। সর্ব্বে লাভাঃ সাভিমানাঃ—

সুখ অভিমানের উপর নির্ভর করে—মনের জোর থাকিলে সকল অবস্থায়ই সুখলাভ করা যায়—এটা অতি সত্য কথা। আনন্দময়তাই তোমার স্বভাব, দুর্লোভে পড়িয়াই তুমি তাহা ভুলিয়া যাও। কোনও পরিস্থিতিকেই দুঃখজনক মনে করিয়া এড়াইয়া যাইও না। [অভিমান = মানসিক সংস্থা (mentality),]

৪১। আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াত্ :—

যদি মানুষ বুঝিতে পারে যে "আমি এই" (যখন সে জানে যে কত শক্তি তাহাতে লুক্কায়িত আছে), তা হইলে সে কিজন্য, কোন সুখের আশায়, ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া শরীরকে পীড়া দিবে ?

৪২। মন এব মনুষ্যাণাং :—

মনই মানুষের সুখ ও দুঃখের কারণ। কোনও বিষয়ের অপেক্ষা করিলেই দুঃখ ভোগ করিতে হয়, নিরাকাঙ্ক্ষ হইতে পারিলে সুখ পাওয়া যায়।

৪৩। যেন তৃপ্যত্যভুঞ্জান :—

যে শিক্ষা থাকিলে মানুষ ভোজন না করিয়াও তৃপ্ত হয়, কিছু না থাকিলেও সুখী হইতে পারে, যে শিক্ষার ফলে নিঃস্পৃহতা বর্দ্ধিত হয় সেই কৌশল যিনি জানেন তিনিই বেদবিত্।

৪৪। পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণত্ স্বয়ম্ভু :—

স্বয়ম্ভু রুদ্র ইন্দ্রিয়দিগকে বহির্ম্মুখীন করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই মানুষ বাহিরের দিকেই তাকায়, অন্তরের দিকে তাকায় না। কোন কোন সজ্জন বাহির হইতে চক্ষু ফিরাইয়া আনিয়া প্রত্যগ্- আত্মার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তাহারাই অমৃতত্ব (শাশ্বত শান্তি) লাভ করেন।

৪৫। পরাচঃ কামান্ অনুযন্তি বালাঃ—

মূর্খগণ বাহিরে সুখ খুজিয়া বেড়ায়। তাহারা আত্মনাশক ভোগের পথে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ধীরগণ অমৃতত্বের উত্স কোথায় তাহা জানেন। তাই তাহারা বিনশ্বর দ্রব্য খুজিয়া বেড়াননা; কারণ অধ্রুব পদার্থদ্বারা ধ্রুব শান্তি পাওয়া যায় না।

৪৬। বাঞ্ছাকালে যথা বস্তু :—

বাঞ্ছাকালেই বস্তু তুষ্টিপ্রদ। কতকদিন পরে তাহা আর তেমন ভাল লাগেনা। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে বাঞ্ছা করে বলিয়াই ঐ বস্তু সুখবার মনে হয়—ঐ বস্তুতে নিজস্ব সুখপ্রদতা নাই; উহা না পাইলেও সুখের অভাব হইতে পারে না।

৪৭। চিত্তমাত্রঃ নরস্তস্মিন্ ঃ—

যাহার চিত্ত যেমন সংসারটাও তাহার কাছে তেমন। যিনি চিত্তকে জয় করিয়াছেন, সাংসারিক ঘটনা কি তাহাকে কোনও ক্লেশ দিতে পারে? পায়ে যদি জুতা পরা থাকে; তবে কণ্টক ক্ষেত্রের উপর দিয়া চলিলেও পা অক্ষত থাকে, সমস্ত কণ্টকক্ষেত্রেই যেন চর্ম্মাবৃত হইয়া পড়ে, কণ্টক আর স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে না।

৪৮। ইন্দ্রিয়াণাং তু সর্ব্বেষাং ঃ—

সবগুলিতো দূরের কথা, যদি একটী মাত্র ইন্দ্রিয়ও অরুদ্ধ থাকে তাহা হইলে ঐ ইন্দ্রিয়দ্বারেই মানুষের সকল প্রজ্ঞা বাহির হইয়া যায়। যেমন পাত্রে একটী মাত্র রন্ধ্র থাকিলেও সকল জল নির্গত হইয়া যায়, সেইরূপ।

৪৯। নৈতাবদ্ এনা পরো অন্যদ্ অস্তি ঃ—

ইহলোকই সব নয়, ইহার পরেও কিছু আছে। যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি ভূলোক ও দ্যুলোক উভয়ই ধারণ করিয়া আছেন। তাহার বিধানই জগত্‌কে চালিত করিতেছে। ইহা ভুলিয়া নিজ ইচ্ছানুসারে চলিয়া পরিণামে সুফল হইতে পারে না। হে আত্মবান্ পুরুষ, তুমি নিজের দেহকে শুচি রাখ, যেন ইহা সূর্য্যের ন্যায় চারিদিকে পবিত্রতার জ্যোতি বিকীরণ করে। তাহা হইলেই পুরুষার্থ লাভ করিতে পারিবে—নতুবা নয়।

৫০। শব্দ স্পর্শাদয়ো যে অর্থাঃ—

শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি যে পাঁচটী ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় আছে, তাহারাই সকল অনর্থের হেতু। ইহাদিগকে আসক্ত হইয়াই মানুষ পরমপদ (চরম লক্ষ্য) ভুলিয়া যায়। তুমি ভোগে আসক্তি পরিত্যাগ কর। তাহা হইলেই ক্রতু (কর্ত্তব্য) স্পষ্ট প্রতীত হইবে।

৫১। নান্যত্র বিদ্যা তপসোঃ :—

বিদ্যা এবং তপস্যা, ইন্দ্রিয়-সংযম এবং ত্যাগ, ইহাই সিদ্ধিলাভের উপায়। ইহাদের অবলম্বন ছাড়া কেহই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

৫২। যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে :—

অন্তরে যে সুখের বাসনা আছে, তাহা যখন সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়, তখনই মানুষ অমৃত হয় (মরণ ভয় জয় করে) এবঞ্চ এই জগতেই ব্রহ্মলাভ করে।

চতুর্থী

সাংখ্য-নিরাসঃ।

১। নাকামঃ কাময়ত্যর্থং :—

সুখের আশা ছাড়া কেহ কোনও কর্ম্ম করে না, এমন কি ধর্ম্ম কার্য্যও সুখের আশায়ই করিয়া থাকে। সুখের বাসনা ছাড়া কোনও কামনাই হয় না। অতএব সুখই জগতের শ্রেষ্ঠ বস্তু।

২। তস্যৈবং গততৃষ্ণস্য :—

যে ব্যক্তি সুখের তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়াছে, ক্লেশ নিবারণ করিবার কিম্বা সুখ লাভ করিবার ইচ্ছা যাহার নাই, যিনি সর্ব্ববিষয়েই বীতরাগ, কোনও কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি তাহার কেন হইবে ?

৩। আকুলানি চ শাস্ত্রাণি —:

আমি শাস্ত্র সমূহ সম্যক্ আলোচনা করিয়াছি, তাহাদের যুক্তি ও বিচার করিয়াছি। বেদের কী অভিপ্রায় তাহা আমি ভাল জানি।

৪। ত্বং তু কেবল মন্ত্রজ্ঞঃ :—

পরন্তু তুমি শাস্ত্রচর্চ্চায়ই কালাতিপাত করিয়াছ। শাস্ত্রের শ্লোক-গুলিই তুমি শিখিয়াছ, উহাদের তাত্‌পর্য্য ভাল করিয়া বুঝনা।

৫। অর্থস্যাবয়বাব্‌ এতৌ :—

ধর্ম্ম এবং কাম (সুখ) অর্থেরই (কর্ম্মেরই) অবয়ব (কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্ম এবং সুখ বর্ত্তমান); শ্রুতি এই কথা বলিয়াছেন। কর্ম্ম সাধন করিয়াই ধর্ম্ম এবং সুখ পাওয়া যায়—অন্যথা নয়। অতএব কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ বস্তু। [অর্থ = বিষয়, ব্যাপার, কর্ম্ম]

৬। কর্ম্মভিশ্‌ চিন্তিতো লোকঃ :—

কর্ম্মদ্বারাই লোকে বিভিন্ন পদ পায়—কেহ কেহ উন্নতি শেখরে আরোহণ করে, কেহবা নীচে পড়িয়া থাকে। অতএব কর্ম্মের শক্তি অস্বীকার করা যায় না। যাহারা কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহারা মূর্খ।

৭। অন্যথা বর্ত্তমানস্য :—

কর্ম্মকে ত্যাগ করিলে মানুষের অবলম্বন কী হইবে? কর্ম্ম দ্বারাই ধর্ম্ম বর্ধিত হয়। যত কর্ম্ম, তত ধর্ম্ম। কারণ ধর্ম্ম-সাধনের জন্য কর্ম্মছাড়া অন্য কোনও উপায় নাই।

৮। কামাত্মতা ন প্রশস্তা :—

সুখের কামনা গর্হনীয়, অপর পক্ষে কামনা ছাড়াও মানুষ থাকিতে পারে না। এরূপ অবস্থায়, বেদাধ্যয়ন এবং বেদ বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান কেই কামনার বিষয় করিলে, আর কোনও দোষ থাকে না।

৯। অত্র গাথাঃ বাঙ্গাগীতাঃ :—

এ বিষয়ে পুরাবিদগণ বাঙ্গাকর্ত্তৃক গীত গাথা সমূহের উল্লেখ করিয়া থাকেন। আমি তোমার নিকট তাহাদিগকে আবৃত্তি করিতেছি, শোন।

১০। নাহং শক্যোঽহনুপায়েন :—

কোনও মানুষ, কোনও উপায় দ্বারাই আমাকে (বাসনাকে) নিহত করিতে পারে না। একমাত্র আমিই সকলের অবধ্য। আমি সনাতন (চিরজীবি)।

১১। যো মাং প্রযততে হন্তুম্ জ্ঞাত্বা প্রহরণে :—

যে ব্যক্তি প্রহরণের বলে আমাকে জয় করিতে চায়, আমি তাহার সেই প্রহরণ-প্রাপ্তির ইচ্ছার মধ্যেই লুক্কায়িত থাকি।

১২। যো মাং প্রযততে হন্তুম্—ধৃত্যা :—

হে সত্য-বিক্রম, যিনি ধৃতির সাহায্যে আমাকে নিহত করিতে চান, আমি যে তাহার সেই ধৃতি-সঙ্কল্পের মধ্যেই অবস্থান করি তাহা সে বুঝিতে পারে না।

১৩। যো মাং প্রযততে হন্তুম্—মোক্ষম্ :—

যিনি মোক্ষমার্গ অবলম্বন করিয়া আমাকে বধ করিতে চান, আমি মোক্ষাকাঙ্খা রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাকে উপহাস করি।

১৪। সর্ব্বে হি স্বম্ সমুত্থানম্ :—

যে যেমন চেষ্টা করে, সে তেমন ফল পায়। অতএব কর্ম্মের ফল তো প্রত্যক্ষ, তাহা সকলেই দেখিতে পায়।

১৫। কৃষন্ ইত্ ফালং আশিতং কৃণাত্তি :—

লাঙ্গল দ্বারা কর্ষন করিলে তবে খাদ্যশস্য পাওয়া যায়, পদ বিক্ষেপ দ্বারা চলিতে থাকিলে তবে পথ কমিয়া আসে। যিনি ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন, তিনি মৌনব্রতী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর যে আত্মীয় কুটুম্ব পোষণ করেন, তিনি অপোষণ-কারী আত্মীয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মপরায়ণতাই এই শ্রেষ্ঠত্বের হেতু।

১৬। যো জাগার তম্ ঋচ কাময়ন্তে :—

যিনি জাগিয়া আছেন ঋগ্বেদ তাহাকেই বরণ করেন, যিনি জাগিয়া আছেন সামবেদ তাহার নিকটই যায়। যিনি জাগিয়া আছেন সোম তাহাকে বলে "আমি তোমার হিতে বর্ত্তমান"। নিদ্রিত (নিষ্কর্ম্মা) থাকিয়া কেহ এই সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না।

১৭। চ রন্ বৈ মধু বিন্দতি :—

যিনি বিচরণ করেন তিনিই মধু আহরণ করিতে পারেন, ঘরে বসিয়া থাকিয়া কেহ সেব ফল (আপেল) সংগ্রহ করিতে পারে না। সূর্য্যের যে গৌরব, তাহার কারণ এই যে তিনি কখনও বিচরণ করিতে ক্ষান্ত হন না।

১৮। কলিঃ শয়ানো ভবতি :—

যখন লোকে শুইয়া থাকে, তাহাই কলিকাল। যখন উঠিতে চায় তাহাই দ্বাপর, যখন উঠিয়া দাঁড়ায়, তাহা ত্রেতা, আর যখন চলিতে আরম্ভ করে, তখন সত্যযুগ প্রবর্তিত হয়।

[কর্ম্মপরায়ণতাই যুগবিভাগের ভিত্তি।]

১৯। মনসা চিন্তিতান্ অর্থান্ :—

লোকে প্রথম মনে মনে সংকল্প করে, পরে বাহ্য কর্ম্মে তাহা অনুষ্ঠান করে। অতএব মানসিক সংকল্পকেই কর্ম্মের প্রধান ভাগ বলিতে হয়।

২০। বাহ্যদ্রব্য বিমুক্তস্য :—

যে ব্যক্তি ভ্রান্ত বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া, বাহ্যিক আচরণে বিষয় পরিত্যাগ করে, কিন্তু মনে মনে উহার আকাঙ্খা করিতে থাকে, তাহার যাদৃশ সুখ বা শান্তি ঘটে, তাহা যেন তোমার শত্রুরই হয়, তোমার না হয়।

২১। ন বাহ্যদ্রব্যম্ উত্‌সৃজ্য :—

(অন্তরে বাসনা রাখিয়া) বাহিরে বিষয় পরিত্যাগ করিলে সিদ্ধি-লাভ তো হয়ই না, এমন কি অন্তরে বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিলেও

শুধু তদ্দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয় কি না সন্দেহ। কারণ কোনও ভাবাত্মক লক্ষ্য না থাকিলে, কেবল অভাবাত্মক লক্ষ্যদ্বারা জীবন সার্থক হইতে পারে না।

২২। লব্ধা হি পৃথিবীং কৃৎস্নাং :—

মমতা পরিত্যাগ করাই প্রধান কথা—বাহিরে সম্পদ্ থাকা ও না থাকার, কোনও মূল্য নাই। স্থাবর জঙ্গম সহ সমগ্র পৃথিবীও যদি তোমার অধিকারে থাকে, তাহাতেও তোমার কোনও ক্ষতি হইতে পারে না, যদি তোমার মন উহাতে আসক্ত না হইয়া পড়ে।

২৩। অথবা বসতঃ পার্থ :—

অপর পক্ষে যে ব্যক্তি বনে বাস করিয়া তুচ্ছ ফল মূল দ্বারা জীবন ধারণ করে, তাহারও যদি ঐ ফল মূলে আসক্তি জন্মে, তবে ঐ আসক্তিই তাহাকে মৃত্যুবত্ যন্ত্রণা দিয়া থাকে।

২৪। আত্মজ্ঞানং সমারম্ভস্ :—

আত্মজ্ঞান, উদ্যম, তিতিক্ষা. ন্যায়-নিষ্ঠা, এগুলি সদ্গুণ। কিন্তু ইহাদের প্রভাবে কেহ যদি কর্ম্মত্যাগ করিতে বসে, তবে তাহাকে পণ্ডিত বলিতে পারি না।

২৫। সংকল্পেষু নিরারম্ভো :—

সুখের বাসনা ত্যাগ কর, তাহাই প্রকৃত ত্যাগ। নিরাশ হও. কিছুরই আশা করিও না। নির্ম্মম হও, নিজের জন্য কিছুই চাহিও না। তাহা হইলেই ইহজীবনে ও পরজীবনে শাশ্বত অশোক পদ লাভ করিতে পারিবে।

২৬। বসন্ বিষয়মধ্যেঽপি :—

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিষয়ের মধ্যে বাস করিয়াও বিষয়ে বাস করেন না। কারণ বিষয়ে তাহার আসক্তি নাই। আর দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি বিষয় না থাকিলেও

বিষয়ের মধ্যে বাস করে। কারণ বিষয় ভোগের কল্পনা সে ছাড়িতে পারে না।

২৭। আকিঞ্চন্যে ন মোক্ষোঽস্তি :—

দারিদ্র্যই মোক্ষের কারণ নহে, কিম্বা ধন সম্পদই বন্ধনের কারণ নহে। নিত্যানিত্য-বিবেকদ্বারাই লোকে মুক্তি লাভ করে; তা সে ধনীই হউক আর দরিদ্রই হউক।

২৮। ত্রয়ীং চ নাম বার্ত্তাং চ :—

ভিক্ষুক বেদকে, অর্থোপার্জ্জনকে এবং পুত্রকে বর্জ্জন করে সত্য, কিন্তু ত্রিদণ্ড ও গৈরিক বাস বর্জ্জন করে না। ইহা বুদ্ধির দোষ; কারণ ত্রিদণ্ড যখন ছাড়ে না, তখন ত্রিবেদকেই বা ছাড়ে কেন?

২৯। দোষদর্শী চ গার্হস্থ্যে :—

যিনি গার্হস্থ্যাশ্রমকে দোষযুক্ত মনে করিয়া, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন তিনি একটীকে ছাড়িয়া আর একটীকে ধরেন, এই মাত্র। উত্‌কট ত্যাগব্রতী হইতে পারেন না। (সংন্যাসে) আসক্তি তাহার রহিয়াই গেল।

৩০। আধিপত্যে তথা তুল্যে :—

কাহাকেও অনুগ্রহ করা এবং কাহাকেও নিগ্রহ করা ইহাই আধিপত্যের লক্ষণ। রাজা ব্যাপকভাবে ইহা করিয়া থাকেন। দরিদ্রও তাহার পরিজনের মধ্যে কাহাকেও অনুগ্রহ এবং কাহাকেও নিগ্রহ করে। প্রভু-ত্বের ইচ্ছা যদি (ধনীর মতন) থাকিয়াই যায়, তবে দরিদ্র বলিয়াই কি সে মুক্তিলাভ করিবে?

৩১। গ্রামান্ নিষ্ক্রম্য মুনয়ঃ :—

ইহাও দেখা যায় যে কেহ কেহ মুক্তির আশায় ঘর ছাড়িয়া বনে গিয়া বাস করিতে থাকে। কিন্তু তথায় গিয়াও বন্ধু বান্ধব জোটাইয়া লয়, হয় ত বান্ধবী জোটাইয়া সন্তান বেষ্টিত হয়, বনেই একটী নূতন সংসার

সৃষ্টি করে। চিত্ত নিঃস্পৃহ করিতে না পারিলে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিবার কোনও সার্থকতা নাই।

৩২। উপোষ্য সংশিতো ভূত্বা :—

বেদবিহিত কর্ম্মযোগের রহস্য বুঝিতে না পারিয়া, তাহারা অনাচারকেই আচার বলিয়া গ্রহণ করেন, এবং অনর্থক উপবাস দ্বারা শরীরকে জীর্ণ করেন। কামনা ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ, যাহার ফলের কামনা রহিয়া গিয়াছে, সে ব্যক্তি কৃপার পাত্র।

৩৩। প্রত্যক্ষাবেব ধর্ম্মার্থৌ :—

যে ধর্ম্ম (কর্ত্তব্য) এবং অর্থের (ক্রিয়ার) ফল প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, ক্ষত্রিয় তাহাই গ্রহণ করবে। "ইহা অলৌকিকভাবে সুফল প্রদান করিবে" এইরূপ দুরাশার ছলনায় মুগ্ধ হইয়া কোনও গূঢ়কর্ম্ম ক্ষত্রিয় করে না।

৩৪। পত্রাহারৈর্ অশ্মকুট্টৈঃ :—

যাহারা কৃচ্ছ্রব্রতকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন, কেবল পত্রাহার করিয়াই থাকিবেন, কিম্বা যাঁতায় পেশা দ্রব্যই খাইবেন, কিম্বা সকল শস্যই দাঁতে কাটিয়া লইবেন, কিম্বা কেবল জল অথবা বায়ু খাইয়া থাকিবেন, এই সব উত্‌কট সংকল্প গ্রহণ করেন, মনুষ্যত্ব লাভের চেষ্টা করিবার কোনও সময় পান না বলিয়া তাহারা মনুষ্যত্ব ভ্রষ্ট হন।

৩৫। অহিংসা সত্যবচনম্ :—

সাম্যবুদ্ধি, সত্যনিষ্ঠা, অক্রূরতা, সংযম ও করুণা এই সকল দ্বারাই মনুষ্যত্ব লাভ হয়—শরীরের শোষণ দ্বারা নহে।

৩৬। ন হি পাপানি কর্ম্মাণি :—

কেবল অনশন দ্বারা পাপকে পুণ্যে পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায় না।

যদি শ্রদ্ধা না থাকে, তবে শুধু অগ্নিহোত্র করিয়া গেলেই পাপ প্রবৃত্তি লুপ্ত হয় না।

৩৭। ত্রিদণ্ডধারণং মৌনং :—

সংন্যাসীর যাহা আচার, যথা ত্রিদণ্ডধারণ, মৌনব্রত, জটাধারণ, কিম্বা মস্তক মুণ্ডন, বল্কল অথবা অজিন পরিধান, ব্রতচর্য্যা কিম্বা স্নান ;

৩৮। অগ্নিহোত্রং বনেবাস :—

অগ্নিহোত্র, বনবাস, শারীরিক কষ্ট, সংন্যাসীর এই সকল বাহ্যিক আচারই ব্যর্থ, যদি চিত্তশুদ্ধি না হয়।

৩৯। বিজ্ঞানভাং মোক্ষ এব :—

হারীত মুনি বলিয়াছেন যে যিনি বুঝিয়া শুনিয়া চিত্তশুদ্ধি সাধনের জন্য এই আচারগুলি গ্রহণ করেন, এই আচারগুলি তাহার পক্ষেই মোক্ষ সাধনের সহায়ক হয়। আর যিনি চিত্তশুদ্ধির দিকে লক্ষ্য দেন না, এই আচারগুলি তাহার পক্ষে পণ্ডশ্রম মাত্র।

৪০। বীতরাগঃ জিতক্রোধঃ :—

যিনি সুখের তৃষ্ণা কিম্বা ক্রোধকে জয় করিতে পারিয়াছেন, তিনি যদি বিষয়দ্বারা পরিবৃতও থাকেন, তথাপি তাহাকে কোনও পাপ স্পর্শ করিতে পারে না।

৪১। নিরাশৈর্ অলসৈঃ শ্রান্তৈঃ :—

যাহারা নৈরাশ্যপন্থী (Pessimist) অলস, দুর্ব্বল, পরিশ্রমকাতর ও নির্ব্বোধ, তাহারাই কর্ম্ম চেষ্টাবিহীন প্রব্রজ্যারূপ পথ আবিষ্কার করিয়াছেন।

৪২। শ্রিয়াবিহীনৈর্ অলসৈঃ :—

যাহারা দুর্ভাগ্য, অলস ও নির্ব্বোধ, বেদের রহস্য যাহারা ভাল করিয়া বোঝেন না, তাহারাই এই পথ প্রবর্তিত করিয়াছেন। ইহা

শুনিতে মন্দ শোনায় না, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ইহার ভ্রান্তি ধরা পড়িবে।

৪৩। যশ্চৈষা পরমা কাষ্ঠা :—

পরম কাষ্ঠা ও পরম গতি (শেষ কথা) কী, তাহা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, যে কর্ম্ম-প্রধান গৃহস্থাশ্রমের সহায়তা ব্যতীত, অন্য আশ্রম। থাকিতেই পারে না।

৪৪। এবং ক্রোশতস্থ বেদেষু :—

বেদ এই কথা তারস্বরে রটনা করিয়াছেন। এমতাবস্থায় মানুষ যে পর্য্যন্ত না পিতৃ দেব ও দ্বিজঋণ পরিশোধ করে, (পরিবার, সমাজ, ও জাতি হইতে যে সাহায্য পাইয়া সে মানুষ হইতে পারিয়াছে, সেই সাহায্যের প্রতিদানের ব্যবস্থা না করে) সে পর্য্যন্ত তাহার মোক্ষলাভের আশা সুদূর পরাহত।

৪৫। দত্ত্বাতিথিভ্যঃ দেবেভ্যঃ :—

অতিথি, দেবতা, পিতৃবন্ধু এবং স্বজনদিগকে দিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার নাম বিঘস (ন্যায্য অংশ)। এইরূপ বিঘস যাহারা ভোজন করেন, তাহারাই যথার্থ বিঘসাশী (সংন্যাসী)।

৪৬। উতসীদেরন্ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ :—

সকলেই যদি নিজ নিজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিত, তবে এই সংসার বিনষ্ট হইয়া যাইত। আর কর্ম্ম করিয়া যদি ফল না পাওয়া যাইত. তবে সংসারে কেহ অভ্যুদয় লাভ করিতেও পারিত না। কর্ম্মত্যাগ করিলে সংসার থাকে না, তুমিও থাক না। কর্ম্মদ্বারাই লোকে অভ্যুদয় পায়, তুমিও কর্ম্ম দ্বারাই অভ্যুদয় লাভ করিতে পারিবে।

৪৭। কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি :—

শত বত্‌সর মানুষের আয়ু। এই শত বত্‌সর ধরিয়াই কর্ম্ম করিতে থাকিবে। ইহাতেই তোমার মঙ্গল হইতে পারে, অন্যথায় নহে। কর্ম্ম করিলেই পাপ হয় না।

৪৮। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি :—

যিনি (জ্ঞানহীন) কর্ম্মকে আশ্রয় করেন, তিনি ঘোরঅন্ধকারে আছেন। আর যিনি (কর্ম্মহীন) জ্ঞানকে অবলম্বন করেন, তিনি তাহা অপেক্ষাও ঘোর অন্ধকারে থাকেন।

৪৯। অন্যদ্ এবাহুর্ বিদ্যয়া :—

"জ্ঞানের ফল পৃথক. আর কর্ম্মের ফল পৃথক্" পণ্ডিত গণকে এরূপ কথা বলিতে আমরা শুনিয়াছি।

৫০। বিদ্যাং চাবিদ্যাং চৈব :—

যিনি জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়কেই যুগপদ্ অবলম্বন করেন, তিনি কর্ম্ম দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, এবং জ্ঞানদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন। কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ই তাহার মোক্ষ লাভের সহায়ক হয়।

৫১। মাসার্ধমাসাঃ ঋতব :—

মাস, পক্ষ. ঋতু, চন্দ্র. সূর্য্য, তারকা, ইহারা কেহই নিশ্চল নহে। সর্ব্বদা চলমান থাকিয়া ইহারা কর্ম্মের মহিমাই গান করিয়া যাইতেছে।

৫২। শাশ্বতোহয়ং ধর্ম্মপথ :—

কর্ম্মের পথই ধর্ম্মের চিরন্তন পথ। ইহার কোনও ব্যতিক্রম আছে বলিয়া আমি জানি না। ইহাই প্রশস্ত রাজ পথ—দশটী রথ তথায় এক সঙ্গে চলিতে পারে (দাশরথি রাম এই পথে চলিবার আদর্শ দেখাইয়াছেন)। হে পার্থ, এই প্রশস্ত পথ ছাড়িয়া তুমি কোনও কুপথে পদার্পণ করিও না।

পঞ্চমী

কর্ম্মযোগ

১। ধর্ম্মচর্য্যা চ রাজ্যং চ :—

আমার এইরূপ ধারণা যে ধর্ম্মচর্য্যা ও রাজ্যরক্ষা পরস্পর বিরুদ্ধ ; ধর্ম্মচর্য্যা করিতে গেলে রাজ্যরক্ষা হয় না ; রাজ্যরক্ষা করিতে গেলে ধর্ম্মচর্য্যা হয় না। রাজ্য পালন করিতে গিয়া আমি কিরূপে ধর্ম্মরক্ষা করিব, তাহা ভাবিয়া আমার চিত্ত উদ্বিগ্ন হইতেছে।

২। প্রবৃত্তি লক্ষণং যোগ :—

কর্ম্মযোগের লক্ষণ কর্ম্মপরায়ণতা (প্রবৃত্তি), আর জ্ঞানযোগের লক্ষণ র্ম্মসংন্যাস (নিবৃত্তি)। যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান করিলে এই দুইটি যোগের যে কোনটি দ্বারা ইসিদ্ধিলাভ করা যায়।

৩। বেদাহং তাত শাস্ত্রাণি :—

হে তাত, আমি পর এবং অপর (প্রাথমিক ও অন্তিম) উভয়বিধ শাস্ত্রই জানি। বেদে দুইপ্রকার উপদেশই আছে—"কর্ম্ম কর" এবং "কর্ম্ম ছাড়", বেদ উভয় কথাই বলিয়াছেন।

৪। আনির্দ্দেশ্য গতিঃ সা তু :—

কিন্তু মোক্ষপরায়ণ জ্ঞানযোগিগণ যে পথের কথা বলেন, তাহার গতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া সহজ নহে। এইজন্য কর্ম্মযোগকেই প্রাধান্য দিতে হয়, কারণ জ্ঞানযোগের পথ দুরূহ বটে।

৫। তদ্ এতত্ সত্যং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি :—

এই যে কর্ম্ম, ইহাই বেদের সত্য (সার) ; ঋষিগণ সর্ব্বত্রই কর্ম্মের মহিমা দেখিতে পাইয়াছিলেন। দৃঢ়সংকল্প হইয়া নিয়ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। স্বর্গলোক পাইবার জন্য ইহাই তোমাদের পন্থা।

৬। যজ্ঞেন যজ্ঞম্ অযজন্ত দেবাস্ :—

মহাপুরুষগণ কর্ত্তব্যের জন্যই কর্ত্তব্য করিয়া থাকেন (সুখের জন্য নহে)। ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এইরূপে ক্রতু (duty) করিয়াই তাঁহার উজ্জ্বল পরমপদ প্রাপ্ত হন। ইতিপূর্ব্বেও মহাজনগণ এইরূপেই পরমপদ পাইয়াছিলেন।

৭। অস্তু বাত্র ফলং মা বা :—

ফল হউক, আর না-ই হউক, মানুষের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কর্ত্তব্যই বটে। লাভ হউক আর ক্ষতি হউক, যাহা ক্রতু. তাহা করিতেই হইবে। ইহাই মনুর নির্দ্দেশ।

৮। কামঃ বন্ধনমেবৈকম্ :—

সুখের ইচ্ছাই একমাত্র বন্ধন। তাহা ছাড়া আর কোন বন্ধন নাই যিনি সুখতৃষ্ণাকে জয় করিতে পারিয়াছেন তিনি ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়াছেন।

৯। ন ধর্ম্মফলম্ আপ্নোতি :—

যিনি কোন লাভের আশায় কর্ত্তব্য করেনি, (ক্রতুকে দোহন করিয়া লাভরূপ দুগ্ধ পাইতে চান), কর্ত্তব্য সাধনের ফল হইতে তিনি বঞ্চিত হন। এইরূপ যে পামর ক্রতুকে সন্দেহ করে, "যাহারা মুর্খ তাহারাই কর্ত্তব্য পালন করে" এইরূপ মনে করিয়া কর্ত্তব্য অবহেলা করে, তাহারাও কর্ত্তব্য পালনের ফল পায় না।

১০। ধর্ম্ম এব মনস, তাবত :—

হে পার্থ, কোনও লাভের অপেক্ষা না রাখিয়াই কর্ত্তব্যে স্থির থাকিবে। "দেওয়া উচিত" এই মনে করিয়াই আমি দান করি, "যজ্ঞ করা উচিত" এই মনে করিয়াই আমি যজ্ঞ করি।

১১। ন ধনার্থং যশোঽর্থং বা :—

সজ্জনগণ ধনলাভের জন্ত কিম্বা যশোলাভের জন্য কর্ত্তব্য করেন না। যে ব্যক্তি ধর্ম্মদ্বারা বাণিজ্য করিতে যায়, লাভের আশায় কর্ত্তব্য করে, সে অতি জঘন্ত।

১২। যথা যথা হি পুরুষঃ—

যে মূহূর্ত্তে মানুষ (সুখের লোভ ছাড়িয়া দিয়া) কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তখন হইতেই তাহার জীবন সার্থক হইতে থাকে।

১৩। তথা কর্ম্মসু বিজ্ঞেয়ং :—

এইজন্য কার্য্যটি সফলই হউক আর বিফলই হউক, মানুষ শ্রেয়সকে জীবনের উদ্দেশ্ত বলিয়া গ্রহণ করিল কিনা তাহাই তাহার শুভাশুভত্বের নির্ণায়ক।

১৪। ধর্ম্মকার্য্যং যতন্ শক্ত্যা :—

কার্য্যটি সিদ্ধ হউক, আর না-ই হউক, কর্ত্তব্য সাধনের জন্ত যথাশক্তি চেষ্টা করিলেই কর্ত্তব্য সাধনের ফল পাওয়া যায়। [তাহাদ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হয়।]

১৫। বিচ্ছিন্ত্যন্তে সমারব্ধাঃ—

মানুষের কোনও চেষ্টা হয়ত সফল হয়, দৈববশতঃ কোনওটা হয়ত নিষ্ফল হয়, কিন্তু কর্ত্তা যদি যথাশক্তি চেষ্টা করে তবে আর কোনও পাপ তাহাকে স্পর্শ করে না।

১৬। স্ফটিকঃ প্রতিবিম্বেন :—

জবা-পুষ্প স্ফটিকের নিকট রাখিলে স্ফটিকটি রঞ্জিত দেখা যায়, কিন্তু তাহা বাহ্যিক। তাহা দ্বারা স্ফটিকের নিজস্ব বর্ণের কোন ব্যত্যয় হয় না। কর্ম্মপরায়ণতাও সাধকের হৃদয়ে স্থায়ি রেখাপাত করে না—আসক্তি-জন্মাইয়া তাহাকে বদ্ধ করে না।

১৭। মনঃ করোতি পুণ্যানি :—

মনই পুণ্য করে, মনই পাপ করে। কর্ম্মের মধ্যে পাপ ও পুণ্য কিছুই নাই। কর্ত্তার অভিসন্ধি অনুযায়ীই কর্ম্ম পাপ অথবা পুণ্যজনক হয়; মন যদি বিশুদ্ধ থাকে তবে কর্ম্মের পাপ ও পুণ্য কর্ত্তাকে স্পর্শ করে না।

১৮। একোদর কৃতে ব্যাঘ্রঃ :—

নিজের উদরপূরণের জন্যই ব্যাঘ্র প্রাণিহত্যা করে, পরন্তু তাহার ভুক্তা-বশিষ্ট খাইয়া অনেক পশু জীবন ধারণ করে। ইহাদিগকে খাওয়াইবার পুণ্যফল কি ব্যাঘ্র পায়?

১৯। শিষ্ট্যর্থং বিহিতো দণ্ডো :—

চিকিৎসক আরোগ্য করিতে গিয়া রোগীকে যদি মারিয়াও ফেলেন তাহাতে তাহার পাপ না হইয়া পুণ্যই হয়। কারণ উপশমই তাহার উদ্দেশ্য, ছিল বধ তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। সমাজ-রক্ষাই উদ্দেশ্য ছিল, এইজন্য কাপাচ্য হত্যা-দ্বারাও পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিল।

২০। ন হি কার্য্যম্ অকার্য্যম্ বা :—

কোনটি কর্ত্তব্য কোনটি অকর্ত্তব্য, তাহা সহজে স্থির করা যায় না। ধর্ম্মের গতি সূক্ষ্ম—ক্রতু বহুবিধ ও অনন্ত।

২১। অন্যে সামং প্রশংসন্তি :—

কেহ নিষ্ক্রিয়তাকে প্রশংসা করেন, কেহ বা ক্রিয়াশীলতাকে প্রশংসা করেন। কেহ কেহ আবার ইহাদের কোনও টিকেই প্রশংসা করেন না, অপর কেহ আবার এই দুইটিকেই প্রশংসা করেন।

২২। যজ্ঞম্ একে প্রশংসন্তি :—

কেহ বলেন যজ্ঞই (কর্ত্তব্য সাধনই) ভাল। কেহ বলেন সন্ন্যাসই (সর্ব্ব কর্ত্তব্যপরিত্যাগ) ভাল। কেহ বলেন দান করাই ভাল, কেহ

বলেন জীবিকার্জ্জনের জন্য সময়ক্ষেপ না করিয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবন রক্ষা করিয়া সাধনার অবকাশ করিয়া লওয়াই ভাল।

২৩। অপরে বচনৈঃ পুণ্যৈঃ :—

কেহ বা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ বিষয়ে শাস্ত্রের বচন আওড়াইয়া থাকেন। অপরে আবার কর্ত্তব্যের রহস্য জানেনা বলিয়া কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে না পারিয়া জড়তা প্রাপ্ত হন।

২৪। শ্রুতের্ধর্ম্ম ইতি হেকে :—

অনেকে বলেন যে বেদই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। আমি একথার প্রতিবাদ করি না। কিন্তু কোনও গ্রন্থে প্রতি মুহূর্ত্তের প্রত্যেকটি কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া যায় না।

২৫। সদাচারো মতো ধর্ম্মঃ :—

কেহ কেহ বলেন যে সাধুদিগের যাহা আচরণ, তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিবে। কিন্তু ইহাদ্বারা সমস্যার মীমাংসা হয় না। তাহাকেই সাধু বলা যায় যাহার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার কোন ত্রুটি নাই। "যিনি কর্ত্তব্য করেন তিনিই সাধু, আর সাধু যাহা করেন তাহাই কর্ত্তব্য," এরূপ উক্তি পরস্পর সাপেক্ষ বলিয়া সাধুদিগের আচরণকে কর্ত্তব্যের নির্ণায়ক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

২৬। ন ধর্ম্মঃ পরিপাঠেন :—

হে ভরতবংশীয় যুধিষ্ঠির ! একটি একটি করিয়া গণিয়া কর্ত্তব্য বলিয়া দেওয়া যায় না। কারণ স্বাভাবিক অবস্থার কর্ত্তব্যই একপ্রকার, আর অস্বাভাবিক অবস্থার কর্ত্তব্যই আর এক প্রকার।

২৭। বেদাঃ বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ :—

বেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন কথা বলেন, স্মৃতি সকল বিভিন্ন কথা বলেন, এমন মুনি নাই যিনি ভিন্ন কথা না বলেন। ধর্ম্মের তত্ত্ব অতি দুরূহ (কিম্বা

প্রত্যেকের হৃদয় গুহায় তাহা নিহিত)। বিভিন্ন মতের আলোচনা দ্বারা ধর্ম্মের পথ বুঝিয়া নেওয়া দুঃসাধ্য। স্বকীয় ঋষি-আত্মার প্রেরণাবশতঃ মহাজনগণ যেরূপ আচরণ করেন তাহা দেখিয়া ধর্ম্মের পথ বুঝিয়া নিতে হয়।

২৮। ধর্ম্মস্থ বিধয়ঃ নৈকে :—

কর্ত্তব্য নানাবিধ; মহর্ষিগণ তাহা বলিয়া দিয়া গিয়াছেন। পরন্তু নিজের প্রজ্ঞার সাহায্যেই কর্ত্তব্য কী তাহা বুঝা যায়; কিন্তু ইন্দ্রিয় সংযমই কর্ত্তব্যের প্রাণ।

২৯। প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা ভূতানাম্ :—

প্রজ্ঞাই (Conscience = বিবেক) মানুষের আশ্রয়, প্রজ্ঞাই পরম লাভ। প্রজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ কল্যাণ, প্রজ্ঞাই স্বর্গ—সজ্জনগণ এরূপ বলিয়াছেন।

৩০। অহশ্চ কৃষ্ণম্ অহর্ অর্জ্জুনং চ :—

দিনের পর রাত্রি, এবং রাত্রির পর দিন আসে। পুণ্যের পর পাপ এবং পাপের পর পুণ্যের প্রভাব আসে—এই পর্য্যায়েই জগত্ চলে। যাহার হৃদয়ে রাজার ন্যায় প্রভাবশালী বৈশ্বানর অগ্নি দেদীপ্যমান (প্রজ্ঞাদীপ প্রজ্জ্বলিত আছে) তিনি ঐ প্রদীপের সাহায্যে পাপের তিমির ভেদ করিয়া পুণ্যলোকে পৌছেন।

বৈশ্বানর = প্রতি নরে অবস্থিত প্রজ্ঞারূপ দীপ।

৩১। যমো বৈবস্বতো দেবঃ :—

তোমার হৃদয়ে বিবস্বান্ যম (উজ্জ্বল নিয়ন্তা) বর্ত্তমান আছেন। তাহার সহিত তোমার যদি বিরোধ না হয়, তাহার নির্দ্দেশের অনুগত হইয়া যদি তুমি চলিতে পার, তাহা হইলেই তোমার সমগ্র ধর্ম্ম সাধন

করা হইবে। প্রজ্ঞার নির্দ্দেশ মানিয়া চলিলেই তাহা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা যায়। গংগা স্নান অথবা তীর্থযাত্রায় কোনও প্রয়োজন থাকে না।

৩২। পাপং কৃত্বা ভিন্নন্যত্তে :—

পাপ করিবার পরই মানুষের অনুশোচনা হয়। তখন সে বলে "ইহা আমার স্বভাব নয়, হঠাত্‌ করিয়া ফেলিয়াছি." মানুষের যে আত্মাটি এরূপ কথা বলে, তাহাই তাহার যথার্থ স্বরূপ—উহার অন্তর-পুরুষ।

৩৩। ন স স্বো দক্ষো :—

হে বরুণ, এই কাজটি আমার নিজের নহে। ইহা আমার প্রকৃত স্বরূপ হইতে স্খলন বটে। সুরাপান, ক্রোধ, জুয়াখেলা কিংবা অসতর্কতার ফলেই এরূপ কর্ম্ম আমাদ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যে প্রবৃত্তিটি সাময়িক প্রবল হইয়া উঠে, তাহাই সুপ্রবৃত্তিকে হঠাইয়া দিয়া মানুষকে পাপে লিপ্ত করে। এমন কি স্বপ্নের মধ্যেও মানুষ পাপে আকৃষ্ট হয়।

৩৪। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ :—

অঙ্গুষ্ঠমাত্র সেই পুরুষ (খর্ব্ব তাহার আকার), কিন্তু নির্ধূম্ অগ্নির ন্যায় তিনি উজ্জ্বল, তিনি ভূত ও ভব্যের অধিপতি—পরাক্রান্ত সম্রাট্‌কেও তিনি আদেশ দিয়া থাকেন। তিনি সনাতন—আজও আছেন, কালও থাকিবেন।

৩৫। যদৈতম্ অনুপশ্যতি :—

চরাচরের অধিপতি এই আত্মদেবের প্রতি যদি মানুষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তবেই আর ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয় না।

৩৬। তমেব ধীরো বিজ্ঞায় :—

তাঁহাকে জানিলেই প্রজ্ঞা লাভ হয়। বহু শাস্ত্র আলোচনার প্রয়োজন নাই। উহারা কেবল বাক্যের বিকার মাত্র।

৩৭। জ্ঞানমপ্যপদিশং হি :—

জ্ঞানের মধ্যে যেমন মধ্যপন্থা নাই, হয় ধারণাটি সত্য, না হয় উহা মিথ্যা (উহা সত্য ও মিথ্যা দুই-ই হইতে পারে না), কর্তব্যের ক্ষেত্রেও সেইরূপ। কোনও কাজটি হয় কর্ত্তব্য, না হয় অকর্ত্তব ; ইহাদের মধ্য-বর্ত্তী কিছুই নাই। শুক্রাচার্য্য অসুরোপাসকদিগকে এই সত্য বুঝাইয়া তাহাদের মধ্যে প্রত্যয়ের দৃঢ়তা আনিয়াছিলেন।

৩৮। শতং চৈকা চ :—

শত সহস্র বাসনা হৃদয়ে উত্থিত হয়, সকলের পক্ষেই তাত্কালীন বাসনাগুলির মধ্যে একটিই শ্রেষ্ঠ থাকে। উহাকে অনুসরণ করিয়াই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। বাকী বাসনাগুলি কেবল উত্পথে লইয়া যায়। [জীবনের চরম লক্ষ্য কী তাহা সর্ব্বদা স্পষ্ট প্রতীত না হইলেও, দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী বাসনার মধ্যে কোন বাসনাটি উচ্চতর, তাহা বুঝিতে কোনই ক্লেশ হয় না। সর্ব্বদা উচ্চতর বাসনাটি অনুসরণ করিয়া গেলেই পুরুষার্থ লাভ করা যায়। ইহাই কর্ত্তব্য নির্ণয়ের সহজ পন্থা।]

৩৯। যথা প্রদীপম্ আদায় ;—

লোকে যেমন অন্ধকার পথে লণ্ঠন হাতে লইয়া অগ্রসর হয়, সাধক-গণও সেইরূপ সত্ত্বপ্রদীপের সাহায্যে জীবন পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। লণ্ঠনদ্বারা চূড়ান্ত লক্ষ্য একবারেই দেখা যায় না. কিন্তু কতটুকু অগ্রসর হইলে আবার কতটুকু দেখা যায়। এইরূপে অবশেষে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছান যায়। সত্ত্বগুণদ্বারা একটি আদর্শ অধিগত হইলে উচ্চতর আদর্শ পরিস্ফুট হয়। এইরূপে ক্রমেই অধিকতর সাত্ত্বিকতা লাভ করিয়া নিঃশ্রেয়সে পৌঁছান যায়।

৪০। সংশয়ং ন তু কামাত্মা :—

যে অল্পবুদ্ধি সংশয়াকুল ব্যক্তি "এতটুকু পথ দেখিয়া কি আর লক্ষ্যে

পৌঁছান যায়" এই সংশয়ে বিমূঢ় হইয়া "পরিশ্রমে কাজ নাই" ভাবিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে ; সে সেই দুর্গম কান্তার অতিক্রম করিতে পারে না। যে বসিয়া থাকে সে অগ্রসর হয় না।

৪১। ক্রমশঃ সঞ্চিতশিখঃ :—

তমসাচ্ছন্ন সংসার অতিক্রম করিতে হইবে, প্রজ্ঞারূপ প্রদীপ গ্রহণ কর, প্রথম কতটুকু, আবার কতটুকু, এইরূপে সঞ্চয় করিয়া সকল পথ অতিক্রম করিতে চেষ্টা কর

৪২। ন ধর্ম্মসাধনং বাচা :—

কেবল কথাদ্বারা কিম্বা বুদ্ধিদ্বারা (অর্থাৎ শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া কিম্বা শাস্ত্র বুঝিয়া রাখিলেই) ধর্ম্মলাভ হয় না, এইরূপ আমরা শুনিয়াছি, স্বয়ং মঘবান (সংঘপতি) বলিয়াছেন, যে ইহা বৃহস্পতির সিদ্ধান্ত।

৪৩। নাবিরতো দুশ্চরিতাত্ :—

দুরাচরণ হইতে নিবৃত্ত না হইয়া, সংযম ও স্থৈর্য্য অবলম্বন না করিয়া মনকে শান্ত না করিয়া (অর্থাৎ চরিত্রগঠন না করিয়া), কেবল বুদ্ধিদ্বারা কেহ আত্মলাভ করিতে পারে না।

৪৪। ধেনুর বত্সস্য গোপস্য :—

বত্স, গোপ, গাভীর মালিক, কিম্বা গাভীর চোর সকলেই বলিতে পারে "গাভীটি আমার"। এক হিসাবে প্রত্যেকের কথাই সত্য, কিন্তু যিনি দুগ্ধ পান করেন, কেবল তিনিই গাভী থাকার ফল লাভ করেন। যাহারা কর্ম্মের রহস্য আলোচনা করেন, তাহাদেরও কর্ম্মের সহিত কিছু সংস্রব আছে সত্য, কিন্তু যিনি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই কর্ম্মের ফল লাভ করেন।

৪৫। অল্পং হি সারভূয়িষ্টম্ ঃ—

অল্প হইলেও যাহা সারবান্ সেই কর্ম্ম প্রশংসনীয়। অতএব ক্ষুদ্র বলিয়া কোনও কর্ম্মকে অবহেলা করিবে না। না করার চেয়ে করাই ভাল। যে জন কর্ম্ম-বিমুখ তাহা অপেক্ষা অধম আর কেহ নাই।

৪৬। শ্বকার্য্যম্ অদ্য কুর্বীত ঃ—

কালের কাজ আজই করিও, অপরাহ্নের কাজ পূর্ব্বাহ্নেই করিয়া রাখিও। যাহা শ্রেয়স্কর তাহা আজই কর, হয়ত কাল আর সময় পাইবে না।

৪৭। মৃত্যু-নাভ্য হতো লোকঃ ঃ—

মানুষ মৃত্যুদ্বারা আক্রান্ত, জরাদ্বারা পরিবেষ্টিত। এক একটি দিন আসে আর ততটা আয়ু কমে।

৪৮। ইদং কৃতম, ইদং কার্য্যম্ ঃ—

"এটা করিয়াছি, এটা করিব, এটা কতক করা হইয়াছে" মানুষ যখন এরূপ জল্পনা করিতে থাকে, মৃত্যু তখন তাহাকে কাড়িয়া লইয়া যায়।

৪৯। আরভেতৈব কর্ম্মাণি ঃ—

কর্ম্ম করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িলে বিশ্রামান্তে আবার কর্ম্ম করিতে থাকিবে। যতবার শ্রান্ত হইবে, ততবার কর্ম্ম আরম্ভ করিবে। যিনি কর্ম্মে লাগিয়া থাকেন সৌভাগ্য তাহার নিকটই আসে।

৫০। যদ্ দুস্তরং যদ দুরাপং ঃ—

যাহা দুস্তর অথবা দুর্লভ বলিয়া মনে হয়, যাহা দুর্গম দুষ্কর, চেষ্টা করিতে থাকিলে একদিন তাহা অধিগত হয়ই। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। চেষ্টার শক্তি অসীম।

৫১। স্তেনো বা যদি বা পাপঃ ঃ—

যত দুষ্কৃতকারীই হউক না কেন, একবার কর্ত্তব্যের পথে চলিতে আরম্ভ করিলেই, তাহার পাপ প্রবৃত্তি নষ্ট হয়, সে সাধু হইয়া যায়॥

৫২। অনুযজ্ঞং জগত্ সর্বম্ :—

সংসার ক্রতুর (কর্ত্তব্যের) উপর প্রতিষ্ঠিত। যে যে যার যার ক্রতু (কর্ত্তব্য) না করিলে সংসার চলিত না। আবার সংসার না থাকিলে কাহার প্রতি ক্রতু (কর্ত্তব্য) থাকিত? সংসার ও ক্রতু পরস্পর সাপেক্ষ। যিনি ক্রতুকে পরিত্যাগ করেন, তাহার সংসারে থাকা না থাকা সমান। যিনি ক্রতু-বিমুখ তাহার ইহকালও নাই পরকালও নাই। রাজ্যপালনই তোমার ক্রতু, এই ক্রতু তুমি পরিত্যাগ করিতে পার না। [পিতা পুত্রের প্রতি, শিক্ষক ছাত্রের প্রতি কর্ত্তব্য না করিলে সংসার অচল হইয়া পড়ে। অপর পক্ষে সংসার (সমাজ বিন্যাস) আছে বলিয়াই, পিতা-পুত্র, শিক্ষক-ছাত্র সম্বন্ধ উদ্ভূত হয়। কর্ত্তব্য ও সমাজ পরস্পর সাপেক্ষ। (কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিলে সমাজ বিধ্বস্ত হইয়া যায়।]

ষষ্ঠী

১। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ :—

একটি পুরুষ হৃদয়ের অভ্যন্তরে আছেন। কিঞ্চ ভূত ও ভব্য সকল মানুষকেই তিনি শাসন করেন (হুকুম করেন)। তাহার শাসনই কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। তাহার শাসন যে মানিয়া চলে সে কখনো কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হয় না।

২। সর্ব্বস্য তু স্বকা প্রজ্ঞা :—

সকলেই মনে করে যে তাহার নিজের প্রজ্ঞাই যথার্থ; সকলেই নিজকে অপর অপেক্ষা বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করে।

৩। পুরুষে পুরুষে বুদ্ধিঃ—

প্রত্যেক মানুষেরই ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি। পরন্তু সকলেই মনে করে যে তাহার বুদ্ধিই ঠিক।

৪। অন্যায়া যৌবনে মর্ত্ত্যো :—

মানুষের যৌবনকালে একপ্রকার বুদ্ধি হয়। প্রৌঢ়কালে একপ্রকার আবার জরাগ্রস্ত হইলে অন্যপ্রকার বুদ্ধি হয়।

৫। একস্মিন্নেব পুরুষে :—

একই মানুষের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে কোনটী যথার্থ ভাল, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সে একটা সমস্যায় পড়ে।

৬। পরিনিষ্ঠিত কার্য্যোহি :—

যিনি একটা পরিনিষ্ঠা (মূলনীতি—Principle) অবলম্বন করিয়া চলেন—যে পরিনিষ্ঠা সকলের উপরই সমান প্রযুজ্য—যাহাই কিছু করুন না কেন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ।

৭। যদ্ অন্যৈর বিহিতং নেচ্ছেদ্ :—

সেই পরিনিষ্ঠা এই ; "তুমি নিজের প্রতি যেমন ব্যবহার চাওনা, অন্যের প্রতি ও তেমন ব্যবহার করিও না"। তোমার পক্ষেও যাহা অপ্রিয়, অন্যের পক্ষেও তাহা তেমনই অপ্রিয়।

৮। অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ—

সাম্যই পরম ধর্ম্ম—অবৈষম্যই পরম তপ। অ-হিংসা-ই (সমদর্শনই) সেই পরিনিষ্ঠা (Principle) যাহা সকল কর্ত্তব্যের মূলসূত্র।

৯। সহৈত্‌ তত্ত্বম্ স বিজানাত্যোতুম :—

জীবনের সূত্রটী কী তাহা তিনিই জানেন, আর সেই সূত্রদ্বারা জীবন-বস্ত্র বয়ন করিতে তিনিই পারেন, তাঁহারই সব কথাগুলি ন্যায়ানুমোদিত হয়,

আর অমৃতের সন্ধান তিনিই পাইয়াছেন, যিনি নিজের চক্ষে (অর্থাৎ আত্মবৎ) অপরকে দেখেন।

১০। পরিমুষ্ণন্তি শাস্ত্রাণি :—

কিন্তু ধর্ম্মদ্রোহিগণ শাস্ত্রের অর্থ চুরি করে; শাস্ত্রবাক্যের একটা কদর্থ করিয়া (সাম্যের বদলে) বৈষম্য স্থাপন করিতে চায়।

১১। রমতে নিহ্ঁরন্‌স্তেন :—

শাসনকর্ত্তাদের শৈথিল্যের সুযোগ লইয়া তস্করগণ পরের ধন চুরি করে, মনে মনে বলে "পারিলে উহারা আমার অর্থ চুরি করুক"। কিন্তু প্রকৃতই যখন তাহাদের ধন অপহৃত হয়, তখন গিয়া রাজার শরণ লয়—আইনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করে।

১২। দাতব্যম্ ইত্যয়ং ধর্ম্মঃ—

পরার্থপর মানবগণ দানকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু ব্যয়কুণ্ঠ ধনিক মনে করে যে, কতকগুলি পরপ্রত্যাশী (কৃপণ = কৃপাপ্রার্থী) লোক মিলিয়া "দান করা ধর্ম্ম" এই ধূয়া তুলিয়া নিজদের সুবিধা করিয়া লইতে চায়।

১৩। যদা নিয়তি কার্পণ্যম্

যদি কালক্রমে দরিদ্র-দশায় পড়ে, তখন সেই নরই 'আবার দানধর্ম্মের মহিমা বুঝিতে পারে। কেহই চিরকাল ধনবান অথবা বলবান থাকেনা—পরিনিষ্ঠার (মূলনীতির) প্রয়োজন উপেক্ষা করা চলে না।

১৪। উদারমেব বিদ্বাংসো

মণীষিগণ বলেন যে যাহা উদার, যাহাদ্বারা আত্মপ্রসার হয়, তাহাই ধর্ম্ম। বৃহত্বকে অবলম্বন কর, ক্ষুদ্রতায় বদ্ধ থাকিও না।

১৫। যদ্ যদ্ ইচ্ছন্তি তত্ সর্ব্বম্ :—

তিনি নিজে যাহা ইচ্ছা করেন, সকলের সহিত ভাগ করিয়াই তাহ ভোগ করেন। ইহাই সাত্ত্বিক ব্যবহার।

১৬। সর্ব্বেষাং চ সুহৃন্নিত্যান্

যিনি সকলেরই সুহৃত্ কায়-মনো-বাক্যে সর্ব্বদা সকলের কল্যাণে রত থাকেন, তিনিই ধর্ম্মের স্বরূপ অবগত আছেন।

১৭। ন হি সর্ব্বহিত: কশ্চিত

কিন্তু এমন কোনও কর্ম্ম নাই যাহাদ্বারা সকলের-ই উপকার হয়। যাহাই একজনের উপকার করে, তাহাই হয়ত অপর কাহারও অপকার করে।

.৮। যেনৈবান্য: স ভবতি

একজনের উপকার করিতে গিয়া হয়ত আর একজনের অপকার হইয়া যায়। প্রত্যেক কাজই বিভিন্নজনের উপর বিভিন্ন ফল প্রসব করে।

১৯। বিরোধিষু মহানঘ :—

এরূপ বিরোধের অবস্থায় অর্থাৎ কাহারও কাহারও অপকার না করিয়া যখন কোনও উপকারই করা যায় না এনতাবস্থায়, গুরু-লাঘব বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হয়। অর্থাত্ যাহাদ্বারা বহুসংখ্যক লোকের কল্যাণ হয়, তাহাকেই নির্ব্বোধ মনে করিয়া কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে।

২০। গুরু-লাঘবম্ আদায় :—

গুরু লাঘব বিচারই কর্ত্তব্য নির্ণয়ের পন্থা। হে রাজন্, যাহাতে অধিক লোকের উপকার হয়, তাহাকেই কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিবে।

২১। ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে :—

সমগ্র পরিবারের জন্য একটি মাত্র ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে। সমগ্র গ্রামের জন্য একটি মাত্র পরিবারকে পরিত্যাগ করিবে। সমগ্র দেশের

হিতার্থে একটি গ্রামকে পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু যথার্থ ধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া সমস্ত পৃথিবীর লোকের বিপক্ষতা করিতে হইলেও তাহা করিবে।

২২। সর্বজ্ঞঃ সর্ব্বভাবজ্ঞঃ :—

শুক্রচার্য (শুক্র জরথুস্ত্র) পণ্ডিত, বিচক্ষণ কিন্তু মহাতেজস্বী ছিলেন। তিনি উপরোক্ত উপদেশ দিয়া অসুরদিগকে (আহুর মঝ্‌দার উপাসকদিগকে) কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ়তা ত্যাগ করাইয়াছিলেন।

২৩। নৈকম্ ইচ্ছেদ্ গণং হিত্বা :—

যদি একজনের এবং বহুজনের উপকারের মধ্যে সমস্যা দাঁড়ায়, তবে বহুকে ছাড়িয়া এককে গ্রহণ করিবে না। কিন্তু সেই এক ব্যক্তি যদি নানা গুণে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে, তবে বহুকে ছাড়িয়া সেই একেরই পক্ষ সমর্থন করিবে।

২৪। একো অ্পি বেদবিদ্ ধর্ম্মং :—

সহস্র অজ্ঞ লোক অন্যরূপ আচরণ করিলেও, একজন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের যে আচরণ, তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে।

২৫। ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ :—

জড় পদার্থ হইতে প্রাণীরা শ্রেষ্ঠ। প্রাণীদিগের মধ্যে যে সব প্রাণীর বুদ্ধি আছে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ! বুদ্ধিশীল প্রাণীদের মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ। মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ।

২৬। ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো :—

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান্ তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। বিদ্বান্‌দিগের মধ্যে যাঁহারা স্থিরবুদ্ধি তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। স্থিরবুদ্ধিদিগের মধ্যে যাঁহারা সেই বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করেন (সাধক), তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। সাধকদিগের মধ্যে যাহারা ব্রহ্মবিদ্ তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ।

২৭। এবমেতং নরশ্রেষ্ঠ :—

হে নরাধিপ, যিনি এইরূপে গুরুলাঘব বিবেচনা করিয়া, যাহা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য তাহা গ্রহণ করেন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধ।

২৮। ন বিধির্ প্রসহেত প্রজ্ঞাম্ :—

কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিধি পালন করিলেই ধর্ম্মলাভ হয় না। বিধি প্রজ্ঞার স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। পরন্তু প্রজ্ঞার দ্বারাই বিধির যৌক্তিকতা বিচার করিতে হয়। যিনি প্রজ্ঞাবান, তিনি অন্ধভাবে কেবল কতকগুলি বিধি প্রতিপালন করিয়া যান না।

২৯। অমর্ষাচ্ শাস্ত্র সম্মোহাত্ :—

পরমতাসহিষ্ণুতা বশতঃ, কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন মতের গ্রন্থ পড়িয়া বুদ্ধি বিগড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া, কিম্বা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার অভাব বশতঃ, শাস্ত্রের যথার্থ অভিপ্রায় অনেকেই বুঝিতে পারেন না।

৩০। ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে :—

হৃদয়গুহায় নিহিত আদর্শই মানুষকে শুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়। আদর্শের সত্তাই ন্যায়-নিষ্ঠার হেতু। তন্মধ্যে কোনও আদর্শটী উজ্জ্বল, কোনওটী বা ঈষত্ ম্লান—কোনওটী রৌদ্রের ন্যায় স্পষ্ট, কোনওটী ছায়ার ন্যায় অস্পষ্ট। ত্রিসন্ধ্যা-পরায়ণ (হিন্দু) এবং পঞ্চসন্ধ্যা-পরায়ণ (পার্শী) উভয়বিধ ব্রহ্মবিদ্‌গণই একথা বলিয়া গিয়াছেন।

৩১। তম দুর্দ্দশং গূঢ়ম্ অনুপ্রবিষ্টম্ :—

অস্পষ্ট আদর্শটীকে স্পষ্ট করিয়া তোলাই জীবনের লক্ষ্য—ইহার নামই আত্ম-সাক্ষাত্কার (Self-Realisation)। দুর্দ্দর্শ, গূঢ়, হৃদয় গুহায় অবস্থিত, গহ্বরস্থ (দুরধিগম্য) আত্মাকে জানিতে পারিলেই মানুষ সুখ-দুঃখের প্রভাব অতিক্রম করে। ইহারই নাম অধ্যাত্মযোগ।

৩২। কঃ কস্য চোপকুরুতে :—

কে কাহার উপকার করে? কে কাহাকে দান করে? সকল

মানুষই নিজের জন্যই সব কিছু করে। নিজের ভাল লাগে বলিয়াই উপকার করে, নিজের ভাল লাগে বলিয়াই দান করে। নিজের ইচ্ছা তৃপ্তিই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। পরের উপকার একটা গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র।

৩৩। ন হ্যাত্মনঃ প্রিয়তরঃ :—

নিজের চেয়ে প্রিয় মানুষের আর কিছুই নাই। সকলেই নিজকে ভাল মনে করে, নিজের প্রশংসা করে।

৩৪। ঈষদপ্য্ অঙ্গ দারাণাং :—

অন্যের কথা দূরে থাকুক, নিজের স্ত্রী কিংবা পুত্রেরও একটু অপ্রিয় করিয়া দেখ দেখি, তাহারা আর তোমাকে আপন মনে করে কি না। তখনই বুঝিতে পারিবে, কে কার আপন, আর কেমনে আপন থাকে। সকলের স্বার্থ বিভিন্ন। স্বার্থে আঘাত পড়িলে কেহ আপন থাকে না। স্ত্রীও স্বামীর জন্য কিছু করে না. পুত্রও পিতার জন্য কিছু করে না—যার যার নিজের ইচ্ছার তৃপ্তিই করে।

৩৫। ন হ্যয়ং কস্যচিৎ কশ্চিৎ :—

কেহ কাহারও নয়। সেও কাহারও নয়, তাহারও কেহ নয়। মানুষ একাই জন্মে, একাই মরে।

৩৬। অহম্ একো ন মে কশ্চিৎ :—

আমি একক, আমার কেহ নাই, কিংবা আমিও কাহারও নই। এমন লোক দেখিনা যাহাকে বলিতে পারি "এ আমার"। এমন লোক দেখিনা যাহাকে বলিতে পারি "আমি ইহার"।

৩৭। ন পুক্কশো ন চণ্ডালো :—

পুক্কশই হউক আর চণ্ডালই হউক, নিজকে ছাড়িতে কেহ চায় না [ক্ষুদ্র বলিয়া নিজকে অবজ্ঞা করে না, সম্ভব হইলে নিজে রাজা হইতে চায়, কিন্তু বড় বলিয়া রাজাকে নিজ অপেক্ষা বেশী ভাল বাসে না]। কত বিভিন্ন স্তরের মানুষ আছে, কিন্তু সকলেই নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব নিয়া সন্তুষ্ট। ইহারই নাম মায়া।

৩৮। আত্মানম্ অসমাধায় :—

নিজে না শিখিয়া [নিজের চরিত্র গঠিত না করিয়া] যে ব্যক্তি অপরকে শেখাইতে যায়, সকলে তাহাকে উপহাস করে। ইন্দ্রিয় সংযমের অভাব বশতঃ এ ব্যক্তি সহসা দুষ্কর্ম্ম করিয়া ফেলে। আগে নিজের উপকার কর [চরিত্রগঠন-রূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিজ কল্যাণ কর] পরে অন্যের উপকারের কথা ভাবিও।

৩৯। সর্ব্বাত্মনৈব ধর্ম্মস্য :—

স্বার্থের ইচ্ছায়ও কাজ করিবে না, পরার্থের ইচ্ছায়ও কাজ করিবে না, —কেবল ধর্ম্মের জন্যই সব কাজ করিবে। সর্ব্বথা আত্মার [চরিত্রের] উৎকর্ষসাধনই প্রধান কর্ত্তব্য। ইহাই আমার মত।

৪০। পুমান্ বেদশ্চ সোমশ্চ :—

মানুষ, শাস্ত্র এবং সোমশ্চ—ইহাদের সম্মান ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। ন্যায়ভ্রষ্ট হইলে ইহাদের কাহারওই আর সম্মান থাকে না। যিনি অন্যায় পথে চলেন, তিনি না করেন নিজের উপকার, না করেন, পরের উপকার।

৪১। যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি :—

যিনি সকলকে নিজের মধ্যে দেখেন, এবঞ্চ নিজকে সকলের মধ্যে দেখেন, তিনি ন্যায় হইতে বিচ্যুত হন না।

৪২। সূক্ষ্মা গতির্হি ধর্ম্মস্য :—

কর্ত্তব্যের স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম। ক্ষেত্রভেদে ইহার বিচিত্র প্রকাশ। কখনও সত্য বলিলেও মিথ্যা বলা হয়, আবার কখনও মিথ্যা বলিয়াও সত্যই বলা হয়।

৪৩। অধর্ম্মং নাত্র পশ্যন্তি :—

দস্যুগণ কাহাকেও বশে পাইয়া, 'সে ডাকাতি করিবে' এমন একটা প্রতিজ্ঞা যদি করাইয়া লয়, আর সে মুক্তি পাইয়া এই প্রতিজ্ঞা যদি ভঙ্গ করে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পাপ তাহাকে স্পর্শ করে না।

৪৪। অনর্হতে যদ্ দদাতি :—

অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে দান না করিয়া, অযোগ্য ব্যক্তিকে দান করিলে, দানের ফল পাওয়া যায় না।

৪৫। পাপেভ্যঃ হি ধনং দত্তম্ :—

পামর দিগকে ধন দিলে তাহারা ঐ ধনদ্বারা পুষ্ট হইয়া পরপীড়ন করিয়া থাকে। এমন কি সুবিধা পাইলে ধনদাতাকেও পীড়ন করে। পারত পক্ষে পামর দিগকে ধন দিবে না। এ স্থলে দান ধর্ম্ম নয়।

৪৬। মৈত্রাঃ ক্রূরাণি কুর্ব্বন্তঃ :—

যাহারা সমদর্শী, তাহাদের বাহ্য আচরণ কর্কশ হইলেও, তাহারা উচ্চ-গতিই লাভ করেন। আর যাহাদের অন্তঃকরণ দ্বেষপূর্ণ, বাহ্যিক আচরণ কোমল হইলে-ও, তাহারা নীচগতিই প্রাপ্ত হন।

৪৭। শ্রুতং প্রজ্ঞা'নুগং যস্য :—

যিনি কেবল নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী চলেন, তিনি অনেক সময় ভুল করিয়া বসেন। আর যিনি (নিজের প্রজ্ঞানুমোদিত না হইলেও) পরের অভিমত অনুসারে চলে না, তাঁহার কোনও ব্যক্তিত্ব নাই। তাহাই যথার্থ কর্ত্তব্য, যাহা নিজের প্রজ্ঞারও অনুমোদিত, এবং অন্য দশজনের প্রজ্ঞারও অনুমোদিত। নিজের এবং সামাজিক প্রজ্ঞার যাহা ক্রান্তি-বিন্দু তাহাই যথার্থ কর্ত্তব্য। এই বুদ্ধির নাম পরিপ্রজ্ঞা (Absolute Conscience) পরিপ্রজ্ঞার অনুবর্ত্তন যিনি করেন, আর্য্যসমাজের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না বলিয়া তিনিই যথার্থ পণ্ডিত।

৪৮। বেদাহম্ এতং অজরং পুরাণম্ :—

(পরিপ্রজ্ঞার উৎস) এই সর্ব্বাত্মাকে—একা যিনি সকল জীবে বর্ত্তমান —আমি জানিয়াছি। তিনি অজর—তাহার কোনও পরিবর্ত্তন নাই। তিনি পুরাণ—চিরদিন ধরিয়া বর্ত্তমান আছেন। তিনি বিভু (ব্যাপক) বলিয়া

সকল জীবেই অবস্থিত—সকলের আত্মা-স্বরূপ। তাহার কৃপায় জন্ম নিরোধ হয় (জীবনের দুঃখের অবসান হয়) এরূপ শুনা যায়। ব্রহ্মবাদিগণ নিত্যই এরূপ বলেন।

৪৯। সমানাং শ্রদ্দধানানাম্ :—

যাঁহারা সমদর্শী, শ্রদ্ধাশীল, সংযতেন্দ্রিয় ও স্থিরবুদ্ধি, তাঁহারা কর্ত্তব্য জ্ঞানে যাহা করেন, তাহা যথার্থ কর্ত্তব্যই বটে। তাহা করাই সঙ্গত, না করাই অসঙ্গত।

৫০। ন ছিনত্তি নারভতে :—

যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিয়া কেবল-কর্ত্তব্য বুদ্ধিতেই কর্ত্তব্য করিয়া যান, হিংসা, কর্ম্মশীলতা বা দ্রোহের প্রত্যবায় তাহাকে স্পর্শ করে না। কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে যাহা করা যায়, তাহার আনুষঙ্গিক কর্ম্মে পাপ হয় না।

৫১। ন হি বৈক্লব্যসংশ্লিষ্টম্ :—

যদি তুমি বুদ্ধির দোষে "পাছে কাহারও অনিষ্ট হয়" এই আশঙ্কায়, চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তবে রাজ্য শাসন জনিত প্রজাপালন-রূপ পুণ্য কার্য্যের ফল হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

৫২। অহিংসা সকলো ধর্ম্ম :—

অহিংসা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, কিন্তু বিশ্বের কল্যাণের নিমিত্ত যে হিংসা, তাহাও তেমনই ধর্ম্ম। তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, ন্যায়নিষ্ঠ আমরা এই ধর্ম্মই অনুসরণ করি।

৫৩। ত্যাগবাংশ্চ পুনঃ পাপং :—

যিনি ত্যাগব্রতী, কর্ম্মফলের লোভ যিনি ত্যাগ করিতে পারেন, কোনও পাপই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি যাহাই করেন, তাহাই পুণ্য কাজ, তাহা পাপ হইতে পারে না। তাহার বুদ্ধি শুদ্ধ হইয়াছে। তিনি পথ ধরিয়াছেন, এবঞ্চ অচিরেই ব্রহ্মলাভ করেন।

৫৪। বীজানি হ্যগ্নিদগ্ধানি :

বীজকে আগুনে ভাজিলে তাহাতে যেমন অঙ্কুর গজায় না, চিত্তকে তেমন জ্ঞানাগ্নিদ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইলে, তাহাতে দুঃখ আর প্রবেশ করিতে পারে না। যিনি কর্ত্তব্য সাধনকেই একমাত্র কাম্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, দুঃখদৈন্যের কোনও প্রভাব তাঁহার উপর আর থাকে না।

৫৫। ক্ষীরাদ্ উদ্ধৃতম্ আজ্যম্ :—

দুগ্ধকে মাখনে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইলে জলের মধ্যে থাকিয়াও তাহা জলের সঙ্গে মিশিয়া যায় না। কর্ত্তব্যজ্ঞান দ্বারা মনকে শুদ্ধ করিয়া লইলে সংসারে থাকিয়াও তাহা সংসারে আসক্ত হইয়া পড়ে না।

সপ্তমী

লোকসংগ্রহ

১। পশ্চাত্তম্ লক্ষণোদ্দেশম্—

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের ইহাই লক্ষণ—যাহাতে লোক-সংগ্রহ হয়, [অর্থাৎ ভূয়িষ্ঠ লোকের গরিষ্ঠ কল্যাণ করিতে পারা যায়] তাহাই কর্ত্তব্য। পুরাকাল হইতে বিধাতা এইরূপ বিধানই করিয়াছেন।

২। অপি হ্যুক্তানি ধর্ম্মাণি :—

ছোট বড় আর যে কোন কাজকেই লোকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেনা কেন, লোক-যাত্রাই (সমাজ-রক্ষাই) ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য।

৩। ধর্ম্মস্য নিষ্ঠা আচার :—

ধর্ম্মের অধিষ্ঠান আচার. আচার দেখিয়াই ধর্ম্ম বুঝিতে হয়। সদাচার স্মৃতি ও বেদ—এই তিনটিই কর্ত্তব্য নির্ণয়ের সাধন।

৪। শরীরাজ্‌ জায়তে ব্যাধির্‌ :—

শরীর রুগ্ন হইলে মনও রুগ্ন হয়। মন রুগ্ন হইলে শরীরও রুগ্ন হয়। আচার ধর্ম্মের শরীর স্বরূপ।

৫। তেনাচারেণ পূর্ব্বেণ :—

এইজন্য আচারই ধর্ম্মের অধিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হয়। পূর্ব্ব হইতে কবিগণ ধর্ম্মকে এইরূপই [আচার মূলকই] বলিয়া আসিতেছেন।

৬। অনুচ্ছেদায় লোকানাম্‌ :—

সমাজ যাহাতে বিনষ্ট না হয়, কর্ম্মের ধারা যাহাতে অব্যাহত থাকে, এই অভিপ্রায়ে প্রাচীনগণ জীবনকে চারিটি আশ্রমে বিভক্ত করিয়াছেন।

৭। ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ :—

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক—এই চারি আশ্রম অবলম্বিগণ যে যাহার কর্ত্তব্য করিয়া পরমগতি প্রাপ্ত হয়।

৮। আহুতাধ্যায়ী গুরুকর্ম্ম :—

ব্রহ্মচারীর এই সব লক্ষণ—সে হোম পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিবে, নির্দিষ্ট কর্ম্মগুলি তাহাকে বারবার বলিয়া দিতে হইবে না [স্বতই করিবে]। সকলের পূর্ব্বে উঠিবে এবং সকলের পরে শুইবে, সকলের সহিত কোমল ব্যবহার করিবে, ইন্দ্রিয় সংযম করিবে, সহিষ্ণু হইবে, সাবধানে থাকিবে, আর স্বাধ্যায়ের আলোচনায় সময় কাটাইবে।

৯। ধর্ম্মাগতং প্রাপ্য ধনং যজেত :—

গৃহস্থের লক্ষণ এই ধর্ম্মপথে থাকিয়া ধন উপার্জ্জন করিবে, আর তাহা কর্ত্তব্য কাজে ব্যয় করিবে। প্রার্থীকে দান করিবে, অতিথিকে ভোজন করাইবে, কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিবে না। ইহাই গৃহস্থের চিরন্তন ধর্ম্ম।

১০। স্ববীর্য্যজীবী বৃজিনাৎ নিবৃত্তঃ—

বানপ্রস্থের লক্ষণ এই—সে নিজের জীবিকা নিজে আহরণ করিবে।

কোনও পাপ করিবে না, পরকে দিবে, পর-পীড়ন করিবে না, আহারে সংযত হইবে। এইরূপভাবে অরণ্যে বাস করিয়া সে সিদ্ধিলাভ করে।

১১। অশিল্পজীবী গুণবাংশ্চৈব নিত্যম্ :—

ভিক্ষুর লক্ষণ এই—সে অর্জ্জনের জন্য কোন পেশা অবলম্বন করিবে না, সর্ব্বদা চরিত্রবান হইবে, ইন্দ্রিয় সংযম করিবে, অনাসক্ত থাকিবে। গৃহস্থের ঘরে বাস করিবে না। একাকী নানা দেশ বিচরণ করিয়া ফিরিবে।

১২। যথা মাতরম্ আশ্রিত্য :—

যেমন মাতাকে আশ্রয় করিয়াই সকল জন্তু বাঁচিয়া থাকে থাকে, মা না থাকিলে শিশু রক্ষা পায় না, সেইরূপ অপর সকল আশ্রম গৃহস্থাশ্রমকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান থাকে।

১৩। দেবযানা হি পন্থানঃ —

দেবযানে (হিন্দুসমাজে) এই চারিটি আ-শ্রম পুরাকাল হইতেই প্রচলিত আছে। চারিটি আশ্রমের কাজ পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য এক—সকলেরই উদ্দেশ্য হিন্দু সমাজ রক্ষা।

১৪। প্রজাপতিঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা :—

[আশ্রমের পর বর্ণের কথা বলিতেছি]

প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে বিভিন্ন বর্ণে (চারি বর্ণে) বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক বর্ণের জন্যই একটি অপরিহার্য গুণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১৫। ব্রাহ্মণে বেদম্ অগ্র্যম্ তু :—

ব্রাহ্মণের অপরিহার্য গুণ জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব, বৈশ্যের সর্ব্বকার্য্যে দক্ষতা, আর শূদ্রের প্রধান গুণ অন্য বর্ণের সহায়তা।

১৬। অদান্তো ব্রাহ্মণো অ্সাধুঃ—

ব্রাহ্মণের যদি দম, (আত্ম-জ্ঞান) না থাকে, তবে যে মিথ্যাচারী ; ক্ষত্রিয়ের যদি তেজ না থাকে তবে সে অধম ; বৈশ্য যদি দক্ষ না হয় আর শূদ্র যদি অনুগত না হয়, তবে তাঁহারা নিন্দার পাত্র।

১৭। প্রণষ্টঃ শাশ্বতঃ ধর্ম্মঃ—

পরন্তু আচার-বাহুল্য দ্বারা ধর্ম্ম নষ্ট হয়, তখন "সোনা থুয়ে কেবল আচলে গিরা সার"। খুঁটিনাটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে গিয়া ধর্ম্মের মূলসূত্র যাহা তাহার দিকে আর লক্ষ্য থাকে না। এমন কি বেদবিদ্ এবং তপস্বীগণও অনেক সময় আচারের মোহে ভ্রান্ত হইয়া ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হন।

১৮। শুচের্ অশ্রদ্দধানস্য :—

একজন মানুষ চরিত্রবান কিন্তু বাহ্য আচার পালে না, অপর একজনের বাহ্য আচারে খুব নিষ্ঠা আছে কিন্তু চরিত্রের শুচিতা নাই—এই দুইজনের মধ্যে কে বড় এ প্রশ্ন উঠিলে, দেবতারা বলিলেন যে, তাহারা দুইজনেই সমকক্ষ।

১৯। শ্রোত্রিয়স্য কদর্যস্য :—

একজন শ্রোত্রিয়ের খুব নিষ্ঠা আছে, কিন্তু অত্যন্ত ব্যয়কুণ্ঠ, অপর-জন ভ্রষ্টাচার কিন্তু দাতা—এই উভয়ের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেবতারা বলিলেন—তাহারা উভয়েই সমকক্ষ. উভয়ের অন্নই তুল্যভাবে গ্রহণীয়।

২০। প্রজাপতিস্ তান্ উবাচ :—

প্রজাপতি কিন্তু তাহাদিগকে বলিলেন—এটা তোমাদের ভুল ব্যবস্থা। বদান্য ব্যক্তির অন্তরে শ্রদ্ধা আছে, অতএব তাহার দান গ্রহণের যোগ্য। যাহার আন্তরিক আগ্রহ নাই, তাহার অন্ন গ্রহণীয় নহে।

২২। যঃ স্থিতঃ পুরুষ ধর্ম্মে :—

যে ব্যক্তি বিধাতা-নির্দ্দিষ্ট স্বাভাবিক কর্ত্তব্য করিয়া যায়, বর্ণ ও আশ্রমের পালনীয় বিধি সকল পালন না করিয়াও সে উহা পালনের ফল পায়।

২২। কামঃ ক্রোধঃ ভয়ং লোভঃ—

আমরা সকলেই যখন কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা ও ক্লান্তি দ্বারা তুল্যভাবে অভিভূত হই—তখন বর্ণ-বিভেদ করিবার সপক্ষে প্রবল যুক্তি কী আছে?

২৩। চতুরাশ্রমধর্ম্মাশ্চ :—

পরন্তু যে ব্যক্তি একমাত্র ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালন করে, সে চারিটি বর্ণ ও চারিটি আশ্রমের ধর্ম্ম পরিপালনের ফলই পাইয়া থাকে। যদি একটি মাত্র আশ্রম এবং একটি মাত্র বর্ণ রাখিতে হয় তাহা গৃহস্থাশ্রম এবং ক্ষত্রিয় বর্ণ। যতবিধ ধর্ম্মপালনের ব্যবস্থা বৈদিক ও লৌকিক শাস্ত্রে বিহিত আছে, একমাত্র ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালনের দ্বারাই তাহা লাভ করা যায়।

২৪। নোদ্বিগ্নশ্চ চরতে ধর্ম্মং :—

সর্ব্বদা বিপদের আশঙ্কায় আশঙ্কিত থাকিলে ধর্ম্মাচরণ হয় না। প্রপীড়নের আতঙ্কের মধ্যে বাস করিয়া কেবল আত্মরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত থাকিলে কোন ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় না। এই আতঙ্ক দূর করেন ক্ষত্রিয়। তাই "একজন ক্ষত্রিয় দশজন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের সমকক্ষ" মনু এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন।

২৫। অত্র গাথা পুরা গীতা :—

এ বিষয়ে পরশুরাম কীর্ত্তিত আখ্যানে একটি পুরাতন গাথা আছে। নৃপতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ভার্গব ইহা বলিয়া গিয়াছেন।

২৬। রাজানং প্রথমং বিন্দেৎ :—

প্রথমই চাই রাজা—তারপর লোকে ভার্য্যা ও ধনের কথা ভাবিতে পারে। কারণ রাজা না থাকিলে ভার্য্যাই বা কাহার, আর ধনই বা কাহার? যে কেহ তাহা জোর করিয়া লইয়া যাইতে পারে। দুষ্কৃতি দমনকারী রাজা না থাকিলে কিছুর উপরই মানুষ নিজের স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না।

২৭। চক্রবর্ত্তিস্বরূপেণ :—

ত্রেতাযুগে চক্রপতি (সংঘপতি) রূপে বর্ত্তমান থাকিয়াই সেই প্রভু (পরশুরাম) দুষ্টদিগকে নিগ্রহ করিয়া ত্রিজগত্ পালন করিতেন।

২৮। মমেতি প্রত্যয়ো ভূপ :—

হে রাজন! তাহার স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য সংঘ-শক্তি যদি তাহার পিছনে না থাকে, তবে কোন ব্যক্তিই 'এটি আমার" একথা বলিতে পারে না। এমন কি সে নিজেও তাহার নিজের থাকে না—তাহাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল গলায় পরিতে হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, সংঘ-শক্তিই একমাত্র আশ্রয়। সংঘশক্তির অভাবে মানুষ একান্ত অসহায়। রাজাই সংঘশক্তির প্রতীক—ক্ষত্রিয়গণ রাজার অঙ্গ।

২৯। তদ্ ধনুস্ তানি অস্ত্রাণি :—

সমর্থক সংঘশক্তি যখন বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন মানুষ একক আর কিছুই করিতে পারে না। তাহার সেই ধনু, সেই অস্ত্র সেই রথ ও সেই অশ্বই থাকে; কিন্তু তাহা আর কার্যকর হয় না। মূর্খকে দানের মতন তাহা সকলই নিষ্ফল হয়।

৩০। সংঘ এব হতঃ হন্তি :—

সংঘকে জীবিত রাখিলে, সংঘই ব্যষ্টি-গুলিকে বাচাইয়া রাখে, সংঘবন্ধন বিনষ্ট হইলে ব্যষ্টিরাও বিনষ্ট হয়। মানুষ ভ্রান্তি অথবা মোহবশতঃ যখন

নিজের বিপদের প্রতিকার করিতে পারে না, সংঘশক্তিই তখন তাহাকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে অগ্রসর হয়। মানুষ নিজে ভুলিলেও সংঘ তাহা ভোলে না। এমন যে সর্ব্বার্থসাধক সংঘ, গুরুগ্রন্থই তাহার প্রাণ। গুরুগ্রন্থের অভাবে সংঘবন্ধন অচিরেই দীর্ণ হইয়া যায়।

৩১। সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী :—

তোমরা একই সমিতিতে মিলিত হইও একই গুরুগ্রন্থের সাহায্যে উপাসনা করিও। তোমাদের মন (সঙ্কল্প) এবং চিত্ত (সুখদুঃখবোধ) অভিন্ন হউক। একই মন্ত্রদ্বারা তোমাদিগকে উদ্বোধিত করিলাম। একই হবি (ভোজ্য) তোমাদিগকে দিলাম।

৩২। ইতি মূর্ত্ত্যভিধানেন :—

এইজন্য পরমেশ্বর নিরাকার হইলেও তাঁহাকে মন্ত্রমূর্তিক বলিয়া অভিহিত করা হয়। গুরুগ্রন্থ তাঁহার মূর্তিস্বরূপ। গুরুগ্রন্থকে পরমেশ্বর রুদ্রের মূর্তি মনে করিয়া যে ব্যক্তি গুরুগ্রন্থের সাহায্যেই রুদ্রের পূজা করেন, তিনিই যথার্থদর্শী।

৩৩। দেশধর্ম্মাংশ্চ কৌন্তেয় !—

জনগণের দেশ-ধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম পালনের সহায়ক বলিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়সকল আশ্রমধর্ম্ম পালনের ফল পাইয়া থাকেন। [কারণ ক্ষত্রিয়ই সংঘের রক্ষক—যথার্থ সংঘমিত্র]

৩৪। জাত্যা ন ক্ষত্রিয়ঃ প্রোক্তঃ :—

পরন্তু ক্ষত্রিয়কুলে না জন্মিলে কেহ ক্ষত্রিয় হয় না এমন নহে। যে কেহই আর্তকে ত্রাণ করে সেই ক্ষত্রিয়—যদি সে সমাজে চাতুর্বর্ণব্যবস্থা নাও থাকিয়া থাকে।

৩৫। যদ্ ইমানি হবীংষীহ :—

রাজ্যশাসন দ্বারা তুমি সাধুদিগকে রক্ষা না করিলে, দুর্বৃত্তগণ যজ্ঞের

হবি অপবিত্র করিবে। সমাজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌গুলি বিনষ্ট করিবে। সমাজ বিনাশ জনিত সেই পাপের অংশ তোমাকেও গ্রহণ করিতে হইবে।

৩৬। জানন্‌ অপি চ যঃ পাপং :—

চক্ষুর উপর অপরাধ অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহা দেখিয়া, সমর্থ হইয়াও যে ব্যক্তি তাহা প্রতীকারের চেষ্টা না করে, সেই অপরাধের পাপ তাহাকেও স্পর্শ করে।

৩৭। যত্র ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মেণ :—

ধর্ম্ম অধর্ম্ম কর্ত্তৃক, সত্য অনৃত কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইতেছে, ইহা দেখিয়াও যাহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তাহারা সকলেই সেই পাপের ভাগ পায়।

৩৮। যদ্‌ অবধ্যে বধ্যমানে :—

অবধ্যকে বধ করিলে যেমন অপরাধ হয়, বধ্যকে বধ না করিলেও তেমনই অপরাধ হয়। ধর্ম্মবিদ্‌গণ এইরূপ বলিয়া থাকেন।

৩৯। অহিংসা সকলো ধর্ম্মঃ :—

"অহিংসাই যথার্থ ধর্ম্ম, কিন্তু কল্যাণার্থে প্রযুক্ত হিংসাও ধর্ম্ম বটে।" আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে এই নীতিই আমি অনুসরণ করিয়া থাকি।

৪০। অথর্বাঙ্গিরসী হ্যেষা :—

অথর্বাঙ্গিরস বেদের ইহাই বিধান। কিঞ্চ এই বিধানই বেদের সারতত্ত্ব। যে নর শ্রেয়ঃ কামনা করে, এই বিধানই তাহার অনুসরণ করা উচিত।

৪১। অন্যত্র রাজন্‌ হিংসায়াঃ :—

হে রাজন! যাহারা একাকী বনে বাস করে, তাহারাও প্রাণি-হত্যা একেবারে পরিহাস করিতে পারে না।

৪২। কৃষিং সাধ্বি ইতি মন্যতে :—

কৃষিকে নির্দ্দোষ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহাও হত্যা বর্জিত নয় ; লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণ কালে ভূমিশায়ী অনেক কীট নিহত হয়।

৪৩। নকুলো মূষিকান্ অত্তি :—

নকুল মূষিককে হত্যা করিয়া খায়, বিড়াল আবার নকুলকে হত্যা করে, কুকুর বিড়ালকে হত্যা করে, হায়েনা কুকুরকে হত্যা করে।

৪৪। তান্ অত্তি পুরুষঃ সর্ব্বান্ :—

কাল আবার সকলকেই ভক্ষণ করে। কালক্রমে সকলেই বিনষ্ট হয়। যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গম আছে, সকলই কালের অন্ন স্বরূপ।

৪৫। হেতুমাত্রম্ ইদং ভস্ম : —

কালক্রমে সকলেই বিনষ্ট হয়, ইহাই বিধাতার বিধান। কালই সকলকে বিনষ্ট করে। একজন প্রাণী যে আর একজনকে হত্যা করে, তাহা একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

৪৬। বিধানং দৈববিহিতং :—

বিধাতার বিধানই এইরূপ। ইহা পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি কাহারও নাই। অতএব মৃত্যুর জন্য শোক করা মূঢ়তা মাত্র। সৃষ্টির যাহা নিয়ম, তাহা স্বীকার করিয়াই বাঁচিতে হইবে।

৪৭। উদকে বহবঃ প্রাণাঃ :—

জলের মধ্যে অনেক প্রাণী বাস করে। বৃক্ষের মধ্যে কিম্বা ফলের মধ্যেও ক্ষুদ্র প্রাণী বাস করে। প্রাণ ধারণের জন্য না হইলেও, অনিচ্ছায়ও তাহারা নিহত হয়।

৪৮। সূক্ষ্মযোনীনি ভূতানি :—

কত সূক্ষ্ম জীবাণু আছে—চক্ষু দ্বারা তাহাদিগকে দেখা যায় না, কেবল

অনুমান দ্বারা বুঝা যায়। এমন ক্ষুদ্র তাহারা, যে চক্ষুর পলক ফেলিলেও তাহাদের কতকগুলি মারা যায়।

৪৯। না ছিত্ত্বা পরমর্ম্মাণি :—

যে কোনও কাজই করিতে যাওয়া হউক না কেন, কাহারও না কাহারও মর্ম্মে আঘাত লাগে। দুষ্কর কর্ম্ম না করিলে কেহ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না। সৌভাগ্য লাভ করিতে হইলে মৎস্যঘাতীর মত কঠোর হইতে হয়।

৫০। নেহ ধর্ম্মানৃশংস্যাভ্যাং :—

আনৃশংস্য, ক্ষান্তি আর্জব কিংবা ঘৃণিত্বকেই (কৃপালুতা) ধর্ম্ম বলিয়া ভুল করিলে কেহ:অভ্যুদয় লাভ করিতে পারে না। [ক্ষেত্রানুযায়ী কঠোরতা, প্রতিহিংসা. কুটিলতা কিঞ্চ বামাচারও অবলম্বন করিতে হইবে।]

৫১। সর্ব্বৈর্ অপি গুণৈর্ যুক্তঃ :—

অন্য সকল গুণ থাকিলে কী হইবে? যাহার শৌর্য নাই সে কোন কাজই করিতে পারে না। অন্যান্য গুণ সকল পরাক্রমের আশ্রিত। পরাক্রম না থাকিলে অন্য গুণ কাজে লাগে না।

৫২। যথা সৃষ্টো অ্সি কৌন্তেয় :—

হে কৌন্তেয়, সৃষ্টির যাহা নিয়ম, তাহা মানিয়াই তোমাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। বিধাতা বিহিত নিয়ম মানিয়াই সিদ্ধি লাভ করিতে হয়। তোমার নিজের ইচ্ছানুযায়ী তুমি কিছুই করিতে পার না।

৫৩। ভূমিং ভিত্ত্বৌষধিং ছিত্ত্বা :—

কোন গঠনমূলক কাজ করিতে গেলে ভূমি ভেদ করিতে হয়, ওষধি ছেদ করিতে হয়, বৃক্ষ কাটিতে হয়, পশু পক্ষী মারিতে হয়। এইরূপ করিয়াই লোকে কর্ম্ম করে—আর তাহা করিয়াই ইষ্ট লাভ হয়।

৫৪। অলব্ধং চৈব লিপ্সেত :—

অপ্রাপ্ত বিষয় অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিবে। অর্জিত অর্থকে রক্ষা করিবে। রক্ষিতকে বাড়াইবে। তার পর সমস্ত ধনই যোগ্য দরিদ্রের সেবায় ব্যয় করিবে। ইহাই জীবনের নীতি। [তজ্জন্য যাহা প্রয়োজন তেমন কাজ করিবে।]

৫৫। অসাধুভ্যো অর্থমাদায় :—

যিনি অসাধুদিগের অর্থ আহরণ করিয়া সাধুদিগকে দান করেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মবিদ্। নিজকে কেবল অর্থ সঞ্চলনের সেতুস্বরূপ মনে করিবে। নিজের জন্য কিছুই রাখিবে না। [পরন্তু উপার্জ্জনে অবহেলা করিবে না]

৫৬। উৎসবাদ্ উৎসবং যান্তি :—

সম্পদ স্বতঃই হেয় নহে। শ্রদ্ধালু ও দান্ত ধনাঢ্যগণ. শুভ কার্য্য করিয় উৎসব হইতে উৎসবান্তর লাভ করে। স্বর্গ হইতে স্বর্গান্তরে যায়। ক্রমেই বেশী সুখ লাভ করে।

৫৭। দুর্ভিক্ষাদ্ দুর্ভিক্ষং যান্তি :—

দরিদ্রের সহজেই পাপে প্রবৃত্তি হয়। পাপ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া সে দুরবস্থা হইতে আরও দুরবস্থায় পতিত হয়। ক্লেশ হইতে আরও বেশী ক্লেশ পায়। ক্রমেই বেশী বিপদের আশঙ্কায় বাস করে, ক্ষীণ হইতে হইতে জীবন্মৃত হয়।

৫৮। সর্ব্বারম্ভান্ সমুৎসৃজ্য :—

সকল কর্ম্মই যদি তুমি পরিত্যাগ কর, তবে তুমি শ্রী-হীন ও নিঃস্ব হইয়া পড়িবে। ভিক্ষা মাত্র সম্বল করিয়া অক্ষম জীবন যাপন করিবে। এই অবস্থায় পড়িতে তুমি কেন চাও ?

৫৯।বিত্তানি ধর্ম্মলব্ধানি :—

ধর্ম্মপথে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে। আর ক্রতুর (কর্ত্তব্যের)

জন্য তাহা ব্যয় করিবে। যে ভাগ্যবান পুরুষ এইরূপ করেন, তিনিই সংযতাত্মা, তিনিই যথার্থ ত্যাগী।

৬০। স ত্বাং দ্রব্যময়ো যজ্ঞঃ :—

এইরূপ বিশ্বজিত্ যজ্ঞের সময় তোমার উপস্থিত হইয়াছে—যাহাতে সমস্ত দ্রব্য আহরণ করিয়া আবার দক্ষিণাস্বরূপে তাহা ব্যয় করিতে হয়। হে রাজন্। এই যজ্ঞ যদি তুমি না কর, তবে রাজ্যের সমস্ত পাপ তোমাতে বর্তিবে।

অষ্টমী

ধ্যানযোগঃ

১। পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ :—

কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা কি ফল পাওয়া যায় তাহা সবিশেষ বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণ কর্ম্ম পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। কারণ কর্ম্মদ্বারা অকৃতকে (মোক্ষকে) পাওয়া যায় না। অবিদ্যাবশতঃ মানুষ নিজেকে বিষয়ের অধীন মনে করে বলিয়াই সে বদ্ধ। জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান নষ্ট হয়, কর্ম্মদ্বারা নহে। অতএব জ্ঞানলাভের নিমিত্ত সে তখন বেদবিদ্ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবে।

২। তস্মৈ তু বিদ্বান উপসন্নায় :—

ব্রহ্মবিদ্ গুরু তখন সেই শান্ত ও সংযত শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যা শিখাইয়া দিবেন, যেন সে আত্মাকে (সাক্ষি চৈতন্যকে) যথাযথ জানিতে পারে।

৩। কর্ত্তব্যমিতি কর্ত্তব্যম্ :—

"কর্ত্তব্য কর" "কর্ত্তব্য কর" এই রকম কথা শুনিয়া যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ অস্বস্তি বোধ করেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুই নাই। অতএব কাহারও প্রতি কাহার কী কর্ত্তব্য থাকিতে পারে ?

৪। কৃতয়াপ্যনয়া নিত্যম্ :—

একটি কর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে নিষ্পাদন করিলে, তাহাতে কি এমন লাভ হয় যে আর কোনও কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে না ?

৫। ফলমেকং মহোদারং :—

এমন কোনও মহত্ কর্ত্তব্য তো দেখিনা, যাহা নিষ্পন্ন করিলে আর কোনও ক্রতু অবশিষ্ট থাকে না।

৬। ইষ্টং দত্তং তপোহধীতম্ :—

যজ্ঞ, দান, তপস্যা, অধ্যয়ন, ব্রত, নিয়ম সকলই বিনাশশীল। অনুষ্ঠান করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহারা নিঃশেষ হইয়া যায়। তখন জীবন আবার নিরবলম্বন হয়। কেবল জ্ঞানই স্থায়ী। যতদিন জীবন আছে, ততদিন জ্ঞানও আছে।

৭। তস্মাজ্ জ্ঞানেন শুদ্ধেন :—

অতএব বিশুদ্ধ জ্ঞান যাহাতে লাভ হয় তাহার জন্য যত্ন করিবে। প্রশান্তাত্মা জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা "আমি," "আমার" এই ধারণা অতিক্রম করিয়া পাপ প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত হয়।

৮। প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা :—

অষ্টাদশ প্রকার অবর কর্ম্মযুক্ত হোম সকল ভগ্ন ভেলার মত দুঃখ সাগর পার করিতে অসমর্থ। যে নির্ব্বোধগণ হোমানুষ্ঠানকেই শ্রেয়স বলিয়া মনে করে, জরামৃত্যু জনিত দুঃখ তাহাদিগকে বারবার পীড়া দেয়।

৯। ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানাঃ বরিষ্ঠম্ :—

যাহারা কামনার পরিপূরণকেই বরিষ্ঠ বলিয়া মনে করে, সেই মূঢ়গণ ইহা হইতে ভিন্ন শ্রেয়স যে আছে তাঁহা উপলব্ধি করিতে পারে না। বাসনার পরিপূরণ জনিত সুখ তাহারা কিয়ত্কাল ভোগ করে, তারপর আবার ঐ অবস্থা হইতে নীচে নামিয়া দুঃখের কবলে পড়ে।

১০। নশ্যতি হি তদ্বস্তু :—

যাহা আত্মার সহিত একাভূত নয় তাহার সহিত বিচ্ছেদ হইবেই ; যাহ আত্মার সহিত একীভূত তাহাই স্থায়ী। আত্মাও যতদিন আছে, তাহাও ততদিন আছে।

১১। মোক্ষস্য ন হি বাসোহস্তি :—

মোক্ষলাভ অর্থ এমন নয় যে মোক্ষ নামক পদার্থ একটী নিদ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত আছে, কিঞ্চ সেই নগরে গিয়া মোক্ষ আহরণ করিতে হয়। "মানুষ অবস্থার দাস" এরূপ যে একটা ভ্রান্তি আছে, তাহা নাশের নামই মোক্ষ।

১২। ন মোক্ষো নভসঃ পৃষ্ঠে :—

স্বর্গে পাতালে বা ভূতলে কোথায় ও মোক্ষের বাসস্থান নাই। মোক্ষ চিত্তের অবস্থা বিশেষ, চিত্তেই তাহা বাস করে।

১৩। যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে :—

যখন হৃদয়ের গ্রন্থি সকল (সঞ্চিত কামনা রাশি) বিনষ্ট হয় তখনই মানুয অমৃতত্ব লাভ করে, ইহাই বেদের নির্দ্দেশ।

১৪। ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন :—

শূন্যতাই (নিরাকাঙ্খতাই) ঋগ্বেদের বাক্য সমুহের আশয়, তাহাতেই সকল দেবতা বাস করেন—নিরাকাঙ্খ হইতে পারিলেই

দেবতার সাক্ষাত্‌কার পাওয়া যায়। যিনি ইহা জানেন না ঋগ্বেদ পড়িয়া তাহার কী লাভ? যিনি ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনিই ঋগ্বেদে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

১৫। দ্বাবিমাব্‌ অথ পন্থানৌ—

বেদে দুইটি পথ বিহিত আছে, কর্ম্মযোগও জ্ঞানযোগ। তাই বেদ কোথায়ও বলিয়াছেন "কর্ম্ম কর," আবার কোথায়ও বলিয়াছেন "কর্মত্যাগ কর।"

১৬। ইষ্টং চ মে স্যাদ্‌ ইতরশ্চ ন স্যাত্‌—

"যাহা কল্যাণ তাহা গ্রহণ করিব, যাহা অকল্যাণ তাহা বর্জ্জন করিব।" ইহাই কর্মযোগের বিধান। জ্ঞানযোগ বলেন "কল্যাণ ও অকল্যাণ" বলিয়া আমার কিছুই নাই। আমি কল্যান ও অকল্যাণের অতীত" [সকল কামনার অতীত সাক্ষি-চৈতন্য, মাত্র দ্রষ্টারূপে অবস্থিত]।

১৭। যো বৈ ন পাপে নিরতো ন পুণ্যে :—

যিনি পাপও করেন না পুন্য ও করেন না, অর্থাৎ পাপের কামনা ও করেন না পুণ্যের কামনাও করেন না—ধর্ম্ম, অর্থ বা কামের বাসনা করেন না—লোষ্টও কাঞ্চনকে সমান জ্ঞান করেন, সুখ দুঃখের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া তিনি সকল দোষ হইতে মুক্ত হন।

১৮। মানসে চ বিলীনে তু—

কামনাময় চিত্তবৃত্তি বিলীন হইয়া গেলে, সাক্ষী—মাত্র চৈতন্য যে অবশিষ্ট থাকে, তাহা জ্যোতির্ময় অমৃত ব্রহ্মের জ্যোতি। তাহাই মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও প্রতিষ্ঠা।

১৯। একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ় :—

মানুষের অন্তরে একটি দেব (সাক্ষি-আত্মা) নিগূঢ় ভাবে বর্তমান।

তিনি সর্ব্বত্রই, সকলের অন্তরেই আছেন। চৈতন্যময় দ্রষ্টা তিনি সকল জীবের আশ্রয়। তিনি অদ্বিতীয় ও গুণাতীত।

২০। য স্তু সাক্ষিণম আত্মানম্ :—

যিনি শ্রেষ্ঠ প্রিয় সাক্ষি আত্মাকে জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন, সাক্ষি আত্মা তাহার নিকট চিরদিন প্রকাশিত থাকে।

২১। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং :—

সাক্ষীআত্মা কলাহীন (পূর্ণ) ক্রিয়াহীন (কেবল দ্রষ্টা মাত্র) শান্ত অনিন্দ্য, কিঞ্চ নির্বিকার' ইহাঅমৃতের (নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের) সেতু (উপায়) ' সাক্ষি আত্মার সহায়তায়ই নিরাবিল আনন্দ পাওয়া যাইতে পারে। কাষ্ঠ জ্বলিয়া যাইবার পর যে জ্বলন্ত অঙ্গার থাকে, তাহাতে যেমন কোনও ধুম থাকে না, সাক্ষি আত্মাতে ও তেমন কোন ও আবিলতা নাই।

২২। অশরীরং শরীরেষু :—

পরাত্মা শরীরেই বাস করেন কিন্তু তাহার নিজের কোন শরীর (বাহ্য-আকার, বিস্তার) নাই। চঞ্চল মনের অন্তরালে অচঞ্চল সাক্ষি চৈতন্য অবস্থিত। মহান ও বিভু পরাত্মার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া মানুষ শোকের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

২৩। দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া :—

দুইটি সুপক্ষ স্বরূপ সদৃশ পক্ষী (চৈতন্য) একই বৃক্ষে বাসকরে। তাহাদের একজন সংসার বৃক্ষের ফলকে স্বাদু মনে করিয়া ভক্ষণ করিতে থাকে। অপরটি ভোগ সুখ না চাহিয়া স্বমহিমায় শোভা পায়।

২৪। সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্ন :—

একবৃক্ষে দুইজনে বাস করে। একজন নিজেকে অবস্থার অধীন

মনে করে বলিয়া শোকে কষ্ট পায়। অপর জন জানে সে আত্মারাম—নিজের সুখ সে নিজেই সৃষ্টি করিতে পারে, অতএব অবস্থার অধীন নয়—তাই সে নিজের মহিমার শোভা পায়। আর ইহার মহিমা দেখিয়া অপরটি ও বীতশোক হয় (বাহ্য বস্তুতে সুখের চেষ্টা পরিত্যাগ করে।)

২৫। অনোর অনীয়ান্ মহতো মহীয়ান্—

মানুষের অন্তরে অক্ষরাত্মা অবস্থিত। তাহা অনু হইতেও অনু, সূক্ষ্মতম বিষয় ও অনুধাবন করিতে পারে। তাহা মহত হইতেও মহান কোন বস্তুরই এমন শক্তি নাই যে তাঁহাকে নোয়াইতে পারে। যিনি পরাত্মাকে দেখেন, সাক্ষী চৈতন্যের দিকে দৃষ্টি রাখেন, তাহারা ধাতু প্রসন্ন হয় (তিনি স্বভাবে অবস্থান করেন) বলিয়া তাহার আর কোন কর্তব্য থাকে না।

২৬। নৈষ্কর্ম্মোণ ন তস্যার্থং :—

যাহার মন সম্পূর্ণ বাসনাহীন হইয়াছে কর্মদ্বারাই সে কি করিবে, আর নৈষ্কর্ম্য দ্বারাই কী করিবে? সমাধি ও জপের-ই বা তাহার কী প্রয়োজন আছে।

২৭। ত্যজ ধর্ম্মং অধর্ম্মং চ উভে :—

কর্ত্তব্যকেও ত্যাগ কর, অকর্ত্তব্যকেও ত্যাগ কর, সত্যকেও ত্যাগ কর, অনৃতকেও ত্যাগ কর। ভয় ও অভয় উভয়কেই ত্যাগ করিয়া সে প্রশান্ত ও নিরাময় হয়।

২৮। ত্যজ ধর্ম্মং অসংকল্পাদ্ :—

কল্যাণের বাসনা ত্যাগ করিলেই কর্ত্তব্য থাকে না। সুখের লিপ্সা ত্যাগ করিলেই পাপে প্রবৃত্তির হেতু থাকে না। সত্য কী আর মিথ্যা কী, তাহা অবস্থা বিশেষের উপর নির্ভর করে। সাক্ষি চৈতন্যই পরমতত্ত্ব,

তাহা ব্যতীত অপর কিছুই বাসনার বিষয় হইতে পারে না। সাক্ষি-আত্মা ব্যতীত আর সব কিছুই পরিত্যাগ কর।

২৯। বন্ধো হি বাসনা বন্ধঃ :—

বাসনার বন্ধনই একমাত্র বন্ধন। বাসনার ক্ষয়ই মোক্ষ। অন্য বাসনা তো পরিত্যাগ করিবেই, মোক্ষের বাসনা ও পরিত্যাগ করিবে। মোক্ষের বাসনা থাকিলেও মোক্ষ হইল না।

৩০। ত্যজ ধর্ম্মং অধর্ম্মংচ—তথা

কর্ত্তব্যের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর. অকর্ত্তব্যের আকাঙ্ক্ষা ও ত্যাগ কর ; সত্য ও মিথ্যা উভয়ের বন্ধনই ত্যাগ কর। তারপর যাহাদ্বারা সত্য ও মিথ্যা এই উভয়কেই ত্যাগ করিলে, সেই সংকল্পকেও ত্যাগ কর।

৩১। কর্ম্মণা ফলমাপ্নোতি :—

কর্ম্মের ফলস্বরূপ কখনও সুখ আসে, কখনও দুঃখ আসে, কখনও উন্নতি আসে কখনও অবনতি আসে। কিন্তু জ্ঞানযোগীর কোন বাসনা নাই, অতএব (আশা-ভঙ্গ-জনিত) দুঃখের সম্ভাবনা নাই জ্ঞানযোগ দ্বারা সেই অবস্থা লাভ হয়, যথায় কোনও শোক নাই।

৩২। জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য :—

যিনি জ্ঞানযোগে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছেন, সেই যোগীর আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। যদি কর্ত্তব্য থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে তিনি জ্ঞানযোগে প্রতিষ্ঠিত নহেন।

৩৩। আত্মানম্ অঞ্জনা বেদিন :—

আমি কূটস্থ সাক্ষি-আত্মাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। অজ্ঞান কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। কূটস্থ আত্মা সাক্ষি মাত্র, কোন কার্য্য করেন না। কূটস্থ (দ্রষ্টা) আত্মাকেই যথার্থ আমি বলিয়া জানিয়াছি বিধায়

আমার কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান নষ্ট হইয়াছে। কর্ত্তৃত্ব যাঁহার নষ্ট হইয়াছে তাহার কর্ত্তব্য আর কী আছে?

৩৪। কর্ত্তব্যম্ বাপ্যকর্ত্তব্যম্ :—

হে সখে, তত্ত্ববিদদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য বলিয়া কিছুই নাই—তাহারা ব্রহ্মস্বরূপ—অতএব উদাসীন সাক্ষিমাত্র অকর্ত্তা। কোনও বিধি অথবা নিষেধের অধীন তাহারা নহেন।

৩৫। বাসনয়া ভবেত্ কর্ম্ম :—

বাসনা দ্বারা কর্ম্মের সৃষ্টি হয়—আবার কর্ম্মদ্বারা বাসনার সৃষ্টি হয়। এই দুইএর ঘুর্ণিপাকে পড়িয়া জীব সংসার হইতে অব্যাহতি পায় না—কেবল বারবার ঘুরিতে থাকে।

৩৬। যস্য সর্ব্বে সমারম্ভা :—

যিনি কল্যাণের বন্ধন হইতেও মুক্ত হইতে পারিয়াছেন. কল্যাণের কামনায় যিনি কোনও কাজ করেন না, সকল কামনাই যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ ত্যাগী ও প্রকৃত বুদ্ধিমান।

৩৭। উত্তমাধম ভাবশ্চেত্ :—

সংসারে ভালমন্দ সবই আছে; অতএব ভালটী না চাহিয়া কেমনে পারা যায়—একথা তুলিও না। কারণ সংসার স্বপ্নবত্ অনিত্য! স্বপ্নে কেহ রাজাই হউক, আর ভিক্ষুকই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। জ্ঞান-যোগীর পক্ষে রাজার অভিনয়—কিম্বা ভিক্ষুকের অভিনয়—দুইই সমান—কোনটাকেই সে নিজের প্রকৃত স্বরূপ, দ্রষ্টা-আত্মার সঙ্গে জড়াইয়া ফেলে না।

৩৮। একং মাং সংশ্রয়েত্ পার্থ :—

হে পার্থ, "এক আমাকেই আশ্রয় করিবে" গীতায় যে এইকথা বলা

হইয়াছে তথায় "আমি"র অর্থ চিত্তবৃত্তির সাক্ষী নিষ্কল (অংশহীন) সচ্চিদানন্দ অব্যয় সাক্ষি-আত্মা। সাক্ষি-আত্মাই একমাত্র অবলম্বন।

৩৯। দ্রষ্টা দৃশ্যাত্ পৃথক্ স্যাত্ :—

দৃশ্য হইতে দ্রষ্টা পৃথক্, উভয়ে এক নহে। এইজন্য মনোময় চৈতন্য হইতে আনন্দময় চৈতন্য পৃথক্। মনোময় চৈতন্য দৃশ্য, এবং আনন্দময় চৈতন্য তাহার দ্রষ্টা। তুমি সাক্ষি স্বরূপ আনন্দময় চৈতন্য—সুখ দুঃখাত্মক মনোময় চৈতন্য তোমার দৃশ্যমাত্র। অবিবেক বশতঃ মনকে আত্মা মনে করিয়া তুমি অনর্থক কষ্টপাও।

৪০। গুণান্বয় যঃ ফলকর্ম্মকর্ত্তা :—

ক্ষরআত্মা গুণত্রয় দ্বারা প্রভাবিত হইয়া নানাবিধ কর্ম্ম করে, কিন্তু সেই সব কর্ম্মের ফল ভোগ করে। প্রাণশক্তির অধিপতি এই ক্ষরআত্মা (অহঙ্কার—Lower Self) ত্রিবিধ গুণের ফলে ত্রিবিধ গতি প্রাপ্ত হয়।

৪১। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ রবিতুল্য_রূপঃ :—

সূক্ষ্ম ও উজ্জল ক্ষর আত্মায় শুভ কর্ম্মের সংকল্প এবং কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি আছে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর (সূচীর অগ্রভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম) আর একটী চিন্ময় বস্তু আছে—তাহাই অক্ষর আত্মা (সাক্ষি আত্মা)।

৪২। ধনং বা পুরুষঃ পার্থ :—

হয় সম্পদই মানুষকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়, কিম্বা মানুষই সম্পদকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। এই দুইয়ের একটী হইবেই। বিষয়কে জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, বিচ্ছেদ জনিত অনুশোচনা করিতেই হইবে। আত্মদর্শনই জীবনের লক্ষ্য।

৪৩। স্নেহেন যুক্তস্য ন চাস্তিমুক্তির :—

"যাহার আসক্তি আছে, তাহার মুক্তি নাই" ভগবান স্বয়ম্ভু এই

কথা বলিয়াছেন। এইজন্য পণ্ডিতগণ নির্ব্বাণ আশ্রয় করেন, আসক্তির বিলোপ করেন। কোনও বস্তুকে প্রিয় অথবা অপ্রিয় জ্ঞান করিবে না। রাগদ্বেষের অধীন হইবে না।

৪৪। ন প্রা্তির্ বিষয়ে স্বস্তি :—

বিজ্ঞব্যক্তি বুঝিতে পারেন, বিষয়ে সুখ নাই, আত্মাই সুখের উত্স। তাই বিষয়ের (পরিবেশের) উপর তাহার রাগও নাই দ্বেষও নাই। কারণ উহা আনন্দলাভের প্রাতিকূল্য করিতে পারে না।

৪৫। ন চ ভোগ স্থিতৌ :—

বিষয়কে ধরিয়া রাখিতেও চাহিবে না. বিষয়কে ফেলিয়া দিতেও চাহিবে না। যাহা স্বতঃ আসে আসুক, বাধা দিবে না। যাহা চলিয়া যায় যাউক, আপশোষ করিবে না।

৪৬। ন তস্যেহেশ্বরঃ কশ্চিত্ :—

যিনি কোনও কিছুরই অধীন নহেন, অতএব সকল লোকের যিনি প্রভু, তাহার প্রভু আবার কে হইতে পারে ? বিজ্ঞ ও মনীষি তিনি নিজেই নিজেকে দেখিয়া আনন্দ ভোগ করেন।

৪৭। সম্যগ্ যুক্তো যদাত্মানং :—

সাধক যখন নিজেকেই নিজের মধ্যে দেখে, আর কিছু দেখেনা (অন্য কোনও বস্তুরই তাহার প্রয়োজন নাই একথা বুঝিতে পারে) তখন আত্মানন্দে মগ্ন থাকে বলিয়া শতক্রতুর পদ ও প্রার্থনা করে না।

———

নবমী

বিশ্ব-বিসৃষ্টিঃ

•• ১। উদ্গীতম্ এতত্ পরমং তু ব্রহ্ম —

পর ব্রহ্মের কথা বেদে কথিত আছে। তিনিই জীব জগত্ ও ঈশ্বর এই তিন তত্ত্বের আশ্রয়। [ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকেই জড়, চেতন ও ঈশ্বর ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ বোঝা যায়।] ব্রহ্মবিদ্গণ এই রহস্য অবগত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হন, এবং জন্মগত ক্লেশ হইতে মুক্ত হন।

২। ক্ষরং প্রধানং অমৃতাক্ষরং হরঃ :—

প্রধান অর্থাত জড়কে ক্ষর বলা যায়। হর অর্থাৎ চৈতন্যকে অক্ষর বলা যায়। অক্ষর অমৃত (চিরন্তন) বটে। এক দেবতা আছেন যিনি ক্ষর ও অক্ষরের (জড় ও চেতনের) উভয়েরই অধিপতি। তাঁহার ধ্যান প্রেম ও স্মরণ দ্বারা, মায়া পাশ হইতে (দুঃখ ও পাপের হাত হইতে) নিস্তার পাওয়া যায়।

৩। অজাম্ একাম্ লোহিত শুক্লকৃষ্ণাম্ :—

অজা (চিরন্তন) প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। শুক্ল লোহিত কৃষ্ণ অর্থাত্ সত্ত্ব রজস্ তমস্ এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি জাগতিক সকলবস্তু সৃষ্টি করেন। একটী অজ (অপর আত্মা), ভোগের সুখের আকাঙ্খায় প্রকৃতির (জড়বস্তুর) অনুসরণ করে। অপর একটী অজ (পরাত্মা), ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া জড় প্রকৃতির অনুসরণ পরিত্যাগ করে।

৪। যেনা বৃতম্ নিত্যম্ ইদম্ :—

যিনি সর্বব্যাপী চিন্ময়, কালাতীত ও গুণাধীশ, তাঁহার প্রভাবেই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুদ্ ও ব্যোম, এই পঞ্চভূতের উত্পত্তি হইয়াছে।

৬

৫। চিদানন্দময় ব্রহ্ম :—

ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি চিন্ময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্বস্বরূপ। প্রকৃতি দ্বিবিধ, (জড় ও চিতি)।

৬। তমঃপ্রধান প্রকৃতে :—

তমঃ প্রধান প্রকৃতি হইতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুদ্ ও ব্যোম এই পঞ্চভূত উত পন্ন হইয়াছে।

৭। সত্ত্বাংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাম্ :—

পঞ্চভূতের সূক্ষ্ম সাত্ত্বিক অংশ হইতে চক্ষু কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ রূপ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উত্পন্ন হইয়াছে।

৮। বিজ্ঞানং ক্ষণিকং নাত্মা :—

শূন্যবাদী মাধ্যমিকগণ বলেন আত্মা বলিয়া কোন ও বস্তু নাই। ইহা মেঘ ও বিদ্যুতের প্রকাশের ন্যায়, বিজ্ঞানের ক্ষণিক স্ফুরণ মাত্র। আত্মা বলিয়া পৃথক্ বস্তু কেহ কখনও দেখে নাই।

৯। অস্তি তাবত্ স্বয়ং নাম :—

পরন্তু আর কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, মানুষ নিজে আছেই এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ যে জন এই সন্দেহ করিতেছে, সে আছেই। নিজের অস্তিত্ব বিষয়েই যে নর সন্দেহ করে, তাহার নিকট অপর কাহার ও অস্তিত্ব ও নাই। অতএব কে তাহার সংশয় দূর করিবে?

১০। জিহ্বা মে অস্তি নবেত্যুক্তিবৎ :—

কেহ যদি বলে যে "আমার জিহ্বা আছে কি নাই তাহা জানিনা" ইহা যেমন তাহার পক্ষে লজ্জাকর [কারণ জিহ্বা না থাকিলে কিসের সাহায্যে সে এই প্রশ্ন করিল ?] এইরূপ কেহ যদি বলে যে "আমার চৈতন্য যে আছে তাহা বুঝিনা, বুঝাইয়া দেও" ইহাও তেমনই লজ্জার কারণ কারণ চৈতন্য না থাকিলে কে বুঝতে চায় ?

১১। অতঃ স্তিমিত গম্ভীরম্ ঃ

অতএব একটা কিছু চেতন সত্তা আছেই। তাহা হয়ত অস্পষ্ট ও গহন, যেন আলোক ও তিমিরের মিশ্রণ। তাহার স্বরূপ হয়ত নিগূঢ় ও অবর্ণনীয়, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

১২। স্বানুভূভাব্ অবিশ্বাসে :—

নিজের যাহা উপলব্ধি হয়, তাহা যদি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা না যায়, তবে ন্যায়-তর্কের কোনও অবকাশ থাকে না। কারণ নিজের বুদ্ধি দ্বারাই সত্যকে সত্য বলিয়া বুঝিতে হয়। সত্যকে বুঝিবার অন্য কোনও উপায় নাই।

১৩। অসদ ব্রহ্মতি চেদ্ বেদ :—

"ব্রহ্ম (জগত্ ও জগতের মূল কারণ) নাই," একথা বলিলে, যে বলে "সে নিজেও নাই" ইহা স্বীকার করতে হয়। অতএব ব্রহ্মের স্বরূপ কী তাহা না বুঝা গেলেও, ব্রহ্ম যে আছেন একথা অস্বীকার করা যায় না। জগত্ থাকিলে জগতের মূল কারণও আছে।

১৪। ইত্যুক্ত্বা তদ্ বিশেষেহপি :—

কিন্তু "ব্রহ্ম আছেন" একথা বলিলেই বিবাদের নিষ্পত্তি হইল না। কারণ তখন প্রশ্ন হয় ব্রহ্ম, চেতন কি অচেতন, কিম্বা চেতন অচেতন উভয়াত্মক।

১৫। প্রাভাকরা তার্কিকাশ্চ :—

প্রাভাকর (মীমাংসা) কিঞ্চ ন্যায়বৈশেষিক দর্শন বলে যে জড়পরমাণুই জগতের মূল কারণ। তাহাদের সংযোগ-বিশেষ বশতঃ পরে চৈতন্যগুণ সমুত্পন্ন হয়। আকাশের গুণ যেমন শব্দ, সেইরূপ চৈতন্যও জড় দ্রব্যের গুণ মাত্র।

১৬। গূঢ়ম্ চৈতন্তম্ উত্ প্রেক্ষ্য :—

ভট্ট মতাবলম্বীগণ বলেন যে চৈতন্তই জগতের মূল কারণ। জড় বস্তুতে যে চৈতন্যের অভাব দেখা যায়, তাহার হেতু এই যে চৈতন্ত তথায় গূঢ় ভাবে অবস্থিত। জড়ের মধ্যে চৈতন্ত যদি সুপ্ত না থাকে, তবে জড় হইতে চৈতন্যের উত্থান (উত্পত্তি) কেমনে সম্ভবপর হয় ?

১৭। দ্রষ্টুর্ দৃষ্টের্ অলোপশ্চ :—

অপর দার্শনিকগণ বলেন যাহা স্বরূপতঃ চৈতন্য-স্বরূপ (দ্রষ্টা), তাহা কখনও চৈতন্যহীন জড়ে পরিণত হইতে পারে না। আর জগতে যখন জড় ও চিত্ উভয় সত্তাই আছে দেখিতে পাই, তখন্ জগতের মূল কারণ জড় ও চিত্ উভয়াত্মক ইহা স্বীকার করিতে হয়। যেমন খদ্যোতে কখনও প্রকাশ কখনও অপ্রকাশ এই উভয় গুণই আছে, তেমন জগতের মূল কারণ আংশিক জড় এবং আংশিক চেতন বটে।

১৮। নিরংশংশ্যোভয়াত্মত্বম্ :—

বিবেকি সাংখ্যগণ (বৈদান্তিকগণ) বলেন যে চৈতন্ত নিরবয়ব তাহার কোনও অংশ থাকিতে পারে না। অতএব জড়ের সহিত চিত্তের অংশাংশী সম্বন্ধ নাই। ব্রহ্ম শুদ্ধ চৈতন্ত স্বরূপ। জড় চৈতন্তের বিকার মাত্র।

১৯। অহং প্রত্যয় বীজত্বম্ :—

বস্তুতঃ চিতিই মূলকারণ। জড় ও চৈতন্তের মধ্যে অহং-প্রত্যয়ক চৈতন্তই যে ইদং-প্রত্যয়ক জড় হইতে প্রধান, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। নিজকে প্রথম না জানিয়া, বাহ্য বস্তু কেহই জানিতে পারে না—যে নিজেই নাই সে আর বাহ্য বস্তুকে জানিবে কেমনে ? আগে "আমি" (আত্ম-চৈতন্ত) তারপর "ইহা" (জড় জগত্)। আগে "নিজে আছি" ইহা জানে, পরে অন্য বস্তুর জ্ঞান হয়।

২০। অসত্যপি চ বাহ্যার্থে :—

স্বপ্নাবস্থায় বাহ্য বস্তু না থাকিলেও চৈতন্যই তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া লয়। অপরপক্ষে সমাধি সুপ্তি বা মূর্চ্ছাবস্থায় বাহ্য বস্তু থাকিলেও তাহাদের উপলব্ধি হয় না। অতএব বাহ্যবস্তু থাকুক আর না থাকুক, চৈতন্যের তাহাতে কিছু আসে যায় না। চৈতন্য আত্মপ্রতিষ্ঠ, অথচ জড়ের উপলব্ধি চৈতন্যের সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না। চৈতন্য না থাকিলে জড়ের থাকা না থাকা সমান, কে তাহার সত্তা উপলব্ধি করিবে? অতএব জগতের মূল কারণ চিন্ময়—জড় তাহার সৃষ্টি।

২১। প্রাগভাবঃ নানুভূতঃ :—

চৈতন্য ছিলনা এমন অবস্থা কল্পনা করা যায় না, কারণ যাহা চৈতন্যের অভাব কল্পনা করিবে, তাহাও চৈতন্যই বটে; কিন্তু জড় ছিলনা এমন অবস্থা কল্পনা করা যায়, আর চৈতন্যই সেই কল্পনা করিতে পারে। অতএব চৈতন্যই সনাতন। জড় তাহার পরবর্ত্তী।

২২। প্রাগভাবযুতং দ্বৈতম্ :—

জড় পদার্থ (দ্বৈত) পূর্ব্বে ছিল না। চিন্ময়শক্তি নিজেই তাহাকে সৃষ্টি করিয়া লয়। কিন্তু কিরূপে তাহাকে সৃষ্টি করে তাহা বুঝা যায় না। বাজীকর যেমন যাহা ছিল না তাহাও উৎপন্ন করে, চিৎ কর্ত্তৃক জড়ের উৎপাদনও সেইরূপ ইন্দ্রজালের মত দুর্জ্ঞেয়। জড় ইন্দ্রজালোৎপাদিত বস্তুর ন্যায় অনিত্য।

২৩। শব্দ স্পর্শাদয়ো বেদ্যা :—

বাহ্য বস্তুর রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি বিভিন্ন গুণ আছে বলিয়া তাহারা একে অন্য হইতে পৃথক। কিন্তু চৈতন্য তাহাদিগকে সমান ভাবেই উপলব্ধি করে—একই চৈতন্য বস্তুর সবগুণগুলিকে উপলব্ধি করে। বিভিন্ন চৈতন্য বিভিন্ন গুণ উপলব্ধি করে এমন নহে। রসের উপলব্ধি ও শব্দের উপলব্ধি পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্যে থাকে না। তাহা একজনের চৈতন্য—একই চৈতন্য।

২৪। তথা স্বপ্নে অত্র বেদ্যন্ত :—

এইরূপ স্বপ্ন চৈতন্য ও জাগর-চৈতন্যের মধ্যেও কোনও প্রকৃতিগত পার্থক্য নাই। তাহাদের মধ্যে এই পার্থক্য যে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুগুলি অস্থায়ী তাহা প্রতিদিন নূতনভাবে উপলব্ধ হয়। আর জাগর-দৃষ্ট বস্তুগুলি স্থায়ী,—প্রতিদিনই তাহাদিগকে একরূপ দেখা যায়। কিন্তু উপলব্ধি সময়ে জাগর দৃষ্ট বস্তুও যেমন সত্য বলিয়া মনে হয়, স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তুও তেমন সত্য বলিয়া মনে হয়। চৈতন্যের স্বভাবই হইল বস্তু উপলব্ধি। সে বিষয়ে স্বপ্ন-চৈতন্য ও জাগর-চৈতন্যে কোনও পার্থক্য নাই। অতএব চৈতন্য একই, তাহাতে কোনও বিভেদ নাই।

২৫। দিনে দিনে স্বপ্নসুপ্ত্যোর :—

নিদ্রাবস্থায় চৈতন্য একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় এমন বলা চলে না, তাহা গূঢ়ভাবে থাকে, এই মাত্র। চৈতন্য যদি নিদ্রাকালে বিনষ্ট হইয়া যাইত, এবং প্রতিদিন নূতন চৈতন্যের আবির্ভাব হইত, তবে পূর্ব্বদিনের অধীত বিষয় সকল পরের দিন স্মরণ থাকিত না। অতএব নিদ্রাবস্থায় ও চৈতন্য গূঢ়ভাবে অবস্থিত থাকে চৈতন্যের বিনাশ নাই।

২৬। মাসাব্দ যুগকল্পেষু :—

চিতি-শক্তি—চিন্ময় ব্রহ্ম, সনাতন কত মাস, অব্দ যুগ, কল্প ব্যাপিয়া (অনাদি কাল হইতে) তাহা বর্ত্তমান। গতাগত নানা অবস্থার মধ্য দিয়া তাহা চলিয়া আসিতেছে। ইহা নিত্য বর্ত্তমান, ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই—কখনও উদিতও হয় না, অস্তও যায় না। ইহা স্বপ্রকাশ।

২৭। ন ব্যাপিত্বাদ্ দেশতো অন্ত :—

ব্রহ্ম সর্ব্ব দেশেই অবস্থিত। যে কোনও দেশ আছে, তাহা ব্রহ্মেরই অন্তর্গত। ব্রহ্ম সর্ব্বকালে অবস্থিত—এমন কোনও কাল নাই যখন ব্রহ্ম ছিলেন, না কিম্বা থাকিবেন না। ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কোনও বস্তু নাই—সকল বস্তুই ব্রহ্মের প্রকাশ। ব্রহ্ম অনন্ত—ব্রহ্মকে অবচ্ছিন্ন করিতে পারে এমন কিছু বস্তু থাকিতে পারে না; কারণ সব কিছু নিয়াই ব্রহ্ম।

২৮। ইদং সর্ব্বং পুরা সৃষ্টের্‌ঃ—

সৃষ্টির পূর্ব্বে একমেবাদ্বিতীয় ব্রহ্মই ছিলেন। আরুণি ঋষি বলিয়াছেন, তখন সন্মাত্র ব্রহ্মই ছিলেন—নাম (জীব চৈতন্য) ও রূপ (বাহ্য বস্তু ছিল না।

২৯। সত্ চিত্ সুখাত্মকং ব্রহ্ম ঃ—

ব্রহ্ম সত্, চিত্ ও আনন্দস্বরূপ আর জগত্ নামরূপাত্মক। এই জন্য তাপনীয় উপনিষদে ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ব্রহ্ম আছেন বলিয়া সত্; নিজে আছেন একথা জানেন বলিয়া চিত্; তিনি অনন্ত, অতএব তাহার কোনও অভাব নাই, অতএব তিনি আনন্দময়। অপর পক্ষে জগত্ জড় এবং চিদাত্মক। জড়ের রূপ আছে, চিতের (জীবাত্মার) রূপ নাই, নাম (অনুভূতি) আছে।

৩০। আনন্দময় ঈশোহয়ম্ ঃ—

আনন্দময় ব্রহ্ম মনে করিলেন "আমি বহু হইব" তাই অনন্ত জ্যোতি রাশি হইতে দানা বাঁধিয়া একটি জ্যোতির্ময় (হিরন্ময়) অণ্ডের উদ্ভব হইল। যেমন চিত্রহীন সুষুপ্তি-চৈতন্য চিত্রময় স্বপ্ন-চৈতন্যে পরিণত হয়, নির্বিশেষ ব্রহ্ম হইতে বৈচিত্র্যময় বিশ্বের উত্পত্তিও সেইরূপ।

৩১। পরমাত্মা দয়ানন্দ ঃ—

জগদুত্পত্তির পূর্ব্বে আনন্দ স্বরূপ পরিপূর্ণ পরমাত্মাই কেবল বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি মায়া শক্তিকে আশ্রয় করিয়া স্বয়ং এই বিশ্বরূপে পরিবর্ত্তিত হইলে এবং জীবরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। জগত্ তাহার সৃষ্টি। জীব তাহার বিশেষ সৃষ্টি।

৩২। যদ্বা সর্ব্বাত্মতা স্বস্য ঃ—

অথবা ব্রহ্ম সর্ব্বময়—বিশ্বাতীতও বটেন, বিশ্বানুগ ও বটেন। তাই সামবেদে বলা হইয়াছে "আমি অন্নও বটি, অন্নাদও বটি"। অর্থাৎ

আমি জড় ও বটি, আবার জড়ের ভোগকর্তা চৈতন্য ও বটি। জড় ও চৈতন্য উভয়ই আমি।

৩৩। জাড্যাংশঃ প্রকৃতেঃ রূপম্ :—

জড় পদার্থ প্রকৃতির রূপ। উহা ত্রিগুণময় এবং পরিবর্ত্তন শীল। চেতন আত্মার ভোগ ও অপবর্গের সাধন হিসাবেই জড়ের সার্থকতা। চেতন আত্মা জড়কে দর্শন (ভোগ) করে; এবং অনাসক্ত হইয়া জড়কে দর্শনকরিতে পারার নামই অপবর্গ।

৩৪। অস্বতন্ত্রা হি মায়া স্যাদ্ :—

জড় পদার্থ অপ্রধান, কারণ চৈতন্য না থাকিলে, তাহার উপলব্ধিই হয় না। কিন্তু এক হিসাবে তাহার প্রাধান্য ও আছে। কারণ জড়কে চিন্তার বিষয়ীভূত করিয়াই চৈতন্য পরিস্ফুট হইয়া থাকে—নতুবা তাহা গূঢ় চৈতন্য মাত্র থাকিত, বুদ্ধিরূপে প্র কাশ পাইত না।

৩৫। জগতো যদ্ উপাদানম্ :—

শুদ্ধ সত্বকে আশ্রয় করিয়া পরব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ (স্রষ্টা)। আর তমোগুণকে যখন ব্রহ্ম আশ্রয় করেন, তাহাই জগতের উপাদান কারণ জড় পদার্থ। তদ্ শব্দ সেই পরব্রহ্মের বাচক।

৩৬। যদা মলিন সত্বাং তাম্ :—

যখন শুদ্ধ চৈতন্য কেবল দ্রষ্টারূপে না থাকিয়া, সুখেচ্ছা ও কর্ম্ম প্রবৃত্তি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মলিন হয়, তাহাই জীব। ত্বং শব্দ জীবের বাচক।

৩৭। ত্রিতয়ীঅপি তাং মুক্তা, :—

জগত্‌ জীব, ও ঈশ্বর ইহারা পরস্পর বিভিন্ন লক্ষণ বিশিষ্ট। এই বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হইলে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পর ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। "তত্ত্বম্ ত্বম্ অসি" (তাহা তুমি বট) বেদে যে এই মহাবাক্য আছে, পরব্রহ্মই এই মহাবাক্যস্থিত তত্‌ পদের অভিপ্রেত।

৩৮। নিরধিষ্ঠান বিভ্রান্তের্ :—

জগত্ যদি ভ্রম মাত্র হইয়া থাকে তথাপি এই ভ্রান্ত-জ্ঞান কাহার? জগত্ যদি শূন্যমাত্র হইয়া থাকে, তবুও এই শূন্য-বোধের আশ্রয় কে? এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হয়।

৩৯। বিজ্ঞানবাদঃ বাহ্যার্থ :—

কেহ বলিতে পারে আত্মা আছে ইহা না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু বাহ্যবস্তু কিছুই নাই. তাহা স্বপ্নের মত প্রতীতি মাত্র, বাস্তবিক সত্তা উহাদের নাই। ইহা হইতে পারে না। কারণ বাহ্য বস্তু প্রতীতি মাত্র হইলে, [কল্পিত বস্তুর ন্যায়] আমাদের ইচ্ছানুসারে উহাদের আকারের পরিবর্ত্তন হইত।

৪০। অন্নং প্রাণো মনো বুদ্ধি :—

অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, ও আনন্দময় কোষ, শুদ্ধ চৈতন্যকে এই পাঁচটি কোষে আবৃত আমরা দেখিতে পাই। এই কোষগুলি ক্রমশই সূক্ষ্মতর। কোষ যতই স্থূল আত্মার প্রকাশও ততই ক্ষীণ।

৪১। দেহাদ্ অভ্যন্তরম্ প্রাণঃ :—

প্রথমতঃ জীবনীশক্তিহীন স্থূল দেহ (মৃত্তিকা প্রস্তর প্রভৃতির ন্যায় জীবনহীন)। ইহাই অন্নময় কোষ। ইহার অভ্যন্তরে প্রাণময় কোষ। ইহা জীবনীশক্তি বিশিষ্ট, কিন্তু চৈতন্যহীন—যথা বৃক্ষলতা ইত্যাদি তাহার অভ্যন্তরে মনোময় কোষ—পশুপক্ষীর চেতনা, ইহাতে ইন্দ্রিয়ঃ জ্ঞান আছে, কিন্তু কার্য্য কারণাত্মক জ্ঞান নাই। তত্ পরে বিজ্ঞানময় কোষ, ইহাতে কার্য্য-কারণাত্মক-জ্ঞান ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান আছে. ইহা মানবীয় চেতনা। তত্‌পরে আনন্দময় কোষ। ইহাতে আনন্দময় সাক্ষি আত্মা অবস্থিত—তাহা শুধু দ্রষ্টা মাত্র, সুখ দুঃখের দ্বন্দ্ব তথায় নাই। আনন্দময় কোষেই চৈতন্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

৪২। ইদং-রূপস্তু যদ যাবত্ :—

সাক্ষি চৈতন্যে প্রকাশিত "আমিই" প্রকৃত আমি। অপর কোষ চতুষ্টয়ে স্থিত চৈতন্য ইদংরূপক অর্থাত্ জ্ঞানের বিষয়, আর আনন্দময় কোষস্থিত চৈতন্য অহং-রূপক অর্থাত্ জ্ঞানের বিষয় নয়, স্বয়ং জ্ঞাতা। ইদং-রূপক যাহা কিছু, তাহাদিগকে ত্যাগ করা যায়, তাহাদিগকে ত্যাগ করিলেও "আমি" অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু অহং-রূপককে ত্যাগ করিলে কিছুই থাকে না। জ্ঞাতাও থাকে না, জ্ঞেয় ও থাকেনা। জ্ঞাতা না থাকিলে জ্ঞানের বিষয় থাকা না থাকা সমান। অতএব আনন্দময় কোষই অস্তিত্বের মূল।

৪৩। বাঢ়ং নিদ্রাদয়ঃ সর্বে :—

কেহ বলিতে পারে "সুখ দুঃখ ভয় উদ্বেগ জড়তা (নিদ্রা) প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি গুলিকেই তো দেখিতে পাই। তাহাদের আশ্রয় যে চিত্ত তাহাই আত্মা। তদতিরিক্ত আত্মা আছে ইহা স্বীকার করিবার, প্রয়োজন
ইহা ঠিক নয়। কারণ মানুষ কেবল সুখ দুঃখ অনুভব করে এমন নয়। সে যে সুখ দুঃখ অনুভব করিতেছে ইহাও বুঝিতে পারে। সুখ দুঃখ প্রভৃতি চিত্ত বৃত্তির দ্রষ্টা যে সাক্ষি আত্মা, তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তম্ :—

স্বপ্নাবস্থায় মানুষ কতকগুলি দৃশ্য দেখে, তাহা জাগরাবস্থার দৃশ্য হইতে পৃথক্। পরন্তু মানুষের এই জ্ঞান আছে যে. "যে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, সেই আমিই জাগরের দৃশ্য দেখিতেছি। স্বপ্ন চৈতন্য ও জাগর—চৈতন্য পৃথক্ পৃথক্ হইলেও, তাহাদের অন্তরালে, উভয় চৈতন্যই যে একই ব্যক্তির চৈতন্য, এরূপ অনুভূতি আছে। যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই অনুভূতি হয়, তাহাই প্রকৃত

আমি। এই মহান বিভু আমিতে (সাক্ষি-চৈতন্যে) অবস্থান করিতে পারিলেই মানুষ দ্বন্দ্বাতীত হইয়া দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায়।

৪৫। অহংবৃত্তৌ চিদাভাস :—

প্রকৃত পক্ষে রাগ দ্বেষ ইচ্ছা প্রভৃতির আশ্রয় যে চিত্ত তাহাকে চৈতন্যের পূর্ণ প্রকাশ বলা যায় না। চিত্ত নিজেকে জানে না (যেমন উন্মত্ত ব্যক্তির চৈতন্য, কিম্বা পশুপক্ষির চৈতন্য)। চিত্তকে চিদাভাস বলা যায়। যাহা শুদ্ধ চৈতন্য, তাহা নিজে নিজকে জানে—তাহা সাক্ষি চৈতন্য। চিত্তে যে চৈতন্য তাহা তপ্ত লোহে অগ্নির মত, আগন্তুক গুণ মাত্র।

৪৬। স্বমাত্রং ভাসয়েত্ তপ্তম্ :—

জলন্ত লৌহ পিণ্ড কেবল নিজকেই প্রকাশিত করে। তাহার সাহায্যে অন্যবস্তু দেখা যায় না। অতএব তথায় অগ্নি থাকিলেও অগ্নির সকল গুণ তথায় নাই। এইরূপ চিত্তে চৈতন্য থাকিলেও পূর্ণ চৈতন্য তথায় নাই। চিত্ত অপরকে জানিতে পারে, কিন্তু নিজকে জানিতে পারে না। সাক্ষি-আত্মা চিত্তকেও জানে, অতএব সাক্ষি আত্মাতেই চৈতন্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

৪৭। পরিপূর্ণঃ পরাত্মাস্মিন :—

চৈতন্যময় জীব দেহে পরিপূর্ণ পরাত্মা, চিত্তবৃত্তির সাক্ষি স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন। যথার্থ "আমি" বলিতে তাহাকেই বুঝা যায়।

৪৮। পঞ্চকোষ পরিত্যাগে :—

অন্নময় কোষ প্রভৃতি কোষগুলিকে পরিত্যাগ করিলে সাক্ষি-জ্ঞানই অবশিষ্ট থাকে। তাহাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। জীবের প্রকৃত স্বরূপ সাক্ষি চৈতন্যকে অস্বীকার করা চলে না।

৪৯। স্বয়-মেবানুভূতিত্বাদ্ :—

পরাত্মা জ্ঞাতা মাত্রা, অতএব জ্ঞেয়ত্ব তাহাতে নাই। পরাত্মাকেও জানিবে, এমন অন্য জ্ঞাতা নাই, এই জন্য ইহা অজ্ঞেয় ; কিন্তু তাই বলিয়া এমন বলা চলে না যে সাক্ষি আত্মার অস্তিত্ব নাই।

৫০। যেনেদং জানতে সর্বম্ :—

কেবল যিনিই সব কিছু জানিতে সক্ষম, তাহাকে আবার কেমনে জানিবে। বিজ্ঞাতাকে কে জানিতে পারে ? বিজ্ঞেয়কেই জানিতে পারে।

৫১। অয়ম্ আত্মা পরানন্দ :—

এই আত্মাই সকল আনন্দের আধার। এই জন্য সব কিছু ছাড়িয়া লোকে আত্মাকেই চায়। কেহই এমন চায় না যে "আমি যেন বাঁচি না থাকি"। "বাঁচিয়া যেন থাকি" ইহা সকলেই চায়। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে আত্মাকেই মানুষ সব চেয়ে বেশী ভালবাসে।

৫২। ইত্থং সচ্চিত পরানন্দঃ :—

এইরূপে যুক্তি দ্বারা দেখা যায় যে আত্মাও সদানন্দ, এবং ব্রহ্ম ও সদানন্দ। এইজন্য বেদান্তে আত্মা ও ব্রহ্মের অভিন্নতা উপদিষ্ট হইয়াছে।

৫৩। অব্যাকৃতং পুরাস্থষ্টের্ :—

সৃষ্টির পূর্ব্বে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় (চেতন ও জড়) এইরূপ বিভেদ ছিল না। ব্রহ্ম অব্যাকৃত—অবিভক্ত ছিলেন। অচিন্ত্য শক্তি মায়াকে আশ্রয় করিয়া তিনি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন।

৫৪। সাক্ষী সাক্ষ্যম্ অপেক্ষ্যেব :—

সাক্ষ্য থাকিলেই সাক্ষী হয়, দৃশ্য থাকিলেই দ্রষ্টা হইতে পারে।

অখণ্ড চৈতন্যে দ্রষ্টৃ-দৃশ্য ভেদ নাই, তাহার স্বরূপ অব্যক্ত। ব্রহ্ম ব্যক্ত হইতে আরম্ভ করিলেই দ্রষ্টা-দৃশ্য ভেদ হয়। ইহা সৃষ্টির প্রবৃত্তি।

৫৫। যদ্ যদ্ রূপাদি কল্প্যেতে :—

অখণ্ড চৈতন্য ব্রহ্ম স্বরূপতঃ বাক্যমনের অগোচর। জ্ঞানের বিষয় (জ্ঞেয়) বিভিন্ন পদার্থ সৃষ্টি করিয়া, আবার জ্ঞাতা রূপে তিনি তাহাদের সাক্ষী হইয়া রহিলেন।

৫৬। অচেতনানাং হেতুঃ স্যাজ্ :—

জ্ঞেয় অংশে ব্রহ্ম অচেতন জড়ের হেতু, আর জ্ঞাতা অংশে ব্রহ্ম সচেতন জীবের হেতু।

৫৭। যথাণ্ডান্তর্ মহাসর্প :—

যেমন ক্ষুদ্র একটী অণ্ডের মধ্যে প্রকাণ্ড অজগর লুকায়িত থাকে সেইরূপ সূক্ষ্ম চিত্ শক্তির মধ্যে ফল-পত্র-লতাপুষ্প সমন্বিত বিচিত্র এই বিশ্ব নিহিত আছে।

৫৮। বটবীজে সুস্থস্কন্ধে হ্ পি :—

বটবীজ অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু মহাকায় বটবৃক্ষ তাহাতে অন্তর্নিহিত আছে; নতুবা বটবৃক্ষটী কোথা হইতে আসিল? [বটবীজ বুনিলে তো সরিষা বৃক্ষ গজায় না]

৫৯। প্রজাপতিশ্ চরতি গর্ভে অন্তর্ :—

প্রজাপতি (ব্রহ্ম) এখনও অপ্রকাশিত আছেন—নিঃশেষে প্রকাশিত হন নাই। সর্ব্বত্র তাহার প্রকাশ, তথাপি তিনি অপ্রকাশিত। তাহাতেই সকল বিশ্ব অবস্থিত। কেবল ধীরগণই তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে।

৬০। অপশ্যম্ গোপাম্ অনিপদ্যমানম্ :—

আমি বিশ্বপালককে দেখিয়াছি, তিনি পরিবর্ত্তনশীল অনিষ্পন্ন (অনন্ত)।

কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রানুগ সকল পথেই তিনি বিচরণ করেন। নিকট ও দূর সকলকেই সঙ্গে লইয়া তিনি বিশ্বের মধ্যে বারবার আবর্ত্তিত হইতেছেন।

দশমী

জ্ঞানযোগঃ

১। ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ :—

বিশ্বের স্রষ্টা ও পালনকর্ত্তা ব্রহ্মাই শ্রেষ্ঠ জীব অথর্ব্বাকে এই ব্রহ্মবিদ্য শিখাইয়াছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যাই সকল বিদ্যার মূল।

২। অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা :—

ব্রহ্মা অথর্ব্বাকে যে ব্রহ্মবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন, অথর্ব্বা তাহা অঙ্গিরাকে শিখাইল। অঙ্গিরা উহা সত্যবাদী ভারদ্বাজকে, কিন্তু ভারদ্বাজ অঙ্গিরসকে শিখাইয়াছিল।

৩। আবিঃসন্ নিহিতং গুহা :—

ব্রহ্ম সনাতন। তিনি কতকটা প্রকাশিত, কতকটা অব্যক্ত। সেই মহত্ পদ (অবস্থা) চিরন্তন। চরাচর চেতনাচেতন সকল বস্তু ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত।

৪। যতশ্চোদেতি সূর্য্য :—

যাহা হইতে এই বিশ্বসংসার উত্থিত হয়, কিন্তু যাহাতে বিলীন হয়, সেই ব্রহ্মই সকল বস্তুর আশ্রয়। কেহই তাহাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না।

৫। যথা সুদীপ্তাৎ :—

যেমন অগ্নিকুণ্ড হইতে সহস্র সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ উত্‌পন্ন হয়, সেইরূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সকল বস্তু উত্‌পন্ন হইয়া আবার তাহাতেই বিলীন হয়।

৬। অগ্নির্‌ যথৈকঃ ভুবনং প্রবিষ্ট :—

যেমন একই অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন অগ্নিরূপে প্রকাশিত হয়, সেই রূপ এক পরমাত্মাই বিশ্বজগতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ বস্তুরূপে প্রকাশিত হন। বিশ্ব জগতে প্রকাশিত হইয়াও তিনি বেশী থাকেন।

৭। পরীত্য ভূতানি :—

সমগ্র দিক, সমগ্র দেশ এবং সমগ্র জীবকে আবিষ্ট করিয়া পরমাত্মা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছেন। মঙ্গলের আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া পরমাত্মা আত্মপ্রতিবিম্ব স্বরূপ বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট আছেন।

৮। মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্‌ :—

মনে মনে ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবে যে নানা বস্তু নাই। সকল বস্তুই একেরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। যে ব্যক্তি বহু আছে বলিয়া মনে করে, কাহাকেও পর (নিজ হইতে ভিন্ন) মনে করে, সে দুঃখ হইতে দুঃখ পায়।

৯। শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি :—

কোটি কোটি গ্রন্থের যাহা আশয়, আমি শ্লোকার্ধেই তাহা বলিয়া দিতেছি। তাহা এই "ব্রহ্ম ই নিত্য, জগত্‌ অনিত্য, কিন্তু ব্রহ্মের প্রকাশ বলিয়া জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।"

১০। যঃ অদ্বৈতং শ্রুতঃ সৃষ্টে :—

সৃষ্টির পূর্ব্বেও তিনিই ছিলেন, আজও তিনিই আছেন, ইহার পরেও তিনিই থাকিবেন। মুক্তাবস্থা তাহারই অবস্থা। ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই নাই—মায়া ভেদ বুদ্ধির দ্বারা কেবল মানুষকে ভ্রান্ত করে।

১১। ন তদস্তি ন যত্রাহম্ :—

এমন কোনও স্থান নাই যেখানে আমি নাই, এমন কোনও পদার্থ নাই যাহা আমার নয়। সবই যখন আমার তখন আমার চাহিবার বিষয় আর কি আছে? আমার আত্মা স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত।

১২। অহং মনুর্ অভবম্ :—

[ব্রহ্মই মনু হইয়াছেন, ব্রহ্মই সূর্য্য হইয়াছেন, ব্রহ্মই আমার "আমি" হইয়াছেন। ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নাই, সকলেই এক। অতএব বলিতে পারি]। আমিই মনু হইয়াছিলাম, আমিই সূর্য্য হইয়াছি, বিজ্ঞ কক্ষীবান ঋষিও আমি, অর্জ্জুনের পুত্র কুত্সকে আমিই রূপদান করিয়াছি। আমি মহর্ষি কবি উশনা। আমার মহিমা বুঝিয়া দেখ।

১৩। বেদান্তানাম্ অশেষান্ :—

অসংখ্য বেদান্ত গ্রন্থ আছে, তাহাদের আদিতে মধ্যে ও অন্তে মাত্র একটা তত্ত্বই কথিত হয় ;—জীব ও ব্রহ্মের অভেদ। এই তত্ত্ব শুনাই যথার্থ শ্রবণ।

১৪। হিরণ্ময়ে পরে কোষে :—

হিরণ্ময় কোষে নিষ্কল নির্ম্মল ব্রহ্ম বিরাজিত আছেন। উজ্জ্বল তাহার রূপ—তিনি জ্যোতির ও জ্যোতি। আত্ম বিদ্‌গণ তাহাকে দেখিতে পান।

১৫। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি :—

সেই পরাত্পরকে দেখিলে পর, সকল বাসনাবীজ বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়, কর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল লুপ্ত হইয়া যায়।

১৬। যথা নদ্য স্যন্দমানা সমুদ্রে :—

নদী যখন সমুদ্রে পড়িয়া মিশিয়া যায়, তখন নিজস্ব বিশিষ্টতা (নামরূপ) তাহার কিছুই থাকে না। সেইরূপ বিদ্বান ব্যক্তি যখন পর ব্রহ্মে যুক্ত হন তখন নিজস্ব কামনা তাহার কিছু থাকে না। কারণ তাহার পার্থক্য বুদ্ধি (নাম-রূপ) বিলুপ্ত হইয়াছে।

১৭। একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্ :—

একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, ইহাই জানিবে। তিনি অপ্রমেয়, ধ্রুব নির্ম্মল, অজ, কিন্তু আকাশ হইতেও মহান্।

১৮। এষো হ দেবঃ :—

এই সেই ব্রহ্ম। সমগ্র বিশ্বই তাহার অনুগত। সকলের আদিতে তিনিই ছিলেন, আবার তাহার প্রকাশের শেষ এখনও হয় নাই। তিনি প্রকাশিত হইয়াছেন, এবং আরও প্রকাশিত হইবেন। সর্ব্বদ্রষ্টা তিনি সকলের সমক্ষেই অবস্থিত।

১৯। জাত এব ন জায়তে :—

ব্রহ্ম জাত হইয়াও জাত হন না। কারণ কখনও নিঃশেষ জাত হন না। এতাদৃশ ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তা আবার অপর কে হইতে পারে ? ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, প্রজ্ঞাময়, দান-শীল এবং শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

২০। তদ্ এজতি তন্নৈজতি :—

ব্রহ্ম বিবিধ বিপরীত শক্তির আশ্রয়। তিনি গতিমান্ অথচ নিশ্চল, নিকট অথচ দূর। তিনি সকলের অন্তরে, আবার সকলের বাহিরে অবস্থিত।

২১। নৈব চিন্ত্যম্ ন চাচিন্ত্যন্ :—

ব্রহ্মকে চিন্ত্যও বলা যায় না, অচিন্ত্যও বলা যায় না ; আবার চিন্ত্যও বলা যায়, অচিন্ত্যও বলা যায়। চিন্ত্য অচিন্ত্য প্রভৃতি কোনও পক্ষেই তাহাকে আবদ্ধ করা যায় না। এইরূপ জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান—এই জ্ঞানদ্বারাই ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম হন।

২২। অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্ :—

ব্রহ্ম গুণাতীত ; কোনও বিশেষ গুণ তাহাতে আরোপ করা চলে না, তাহাতে শব্দ নাই স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই গন্ধ নাই। তিনি অনাদি, অনন্ত, মহত্ ও ধ্রুব। তাহাকে জানিলে, (মানুষ যে তাহারই প্রকাশ ইহা বুঝিলে) মৃত্যুভয় দূর হয়।

২৩। নৈব বাচা ন মনসা :—

তাহাকে বাক্যদ্বারা বুঝা যায় না। চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না, মন দ্বারা জানা যায় না। "তিনি আছেন" এই কথা মানিয়া লইয়া [সাধনা করিতে থাকিলে তাহাকে পাওয়া যায়। অন্যথা তাহাকে পাইবার আর কী উপায় আছে?

২৪। অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যম্ :—

প্রথম ব্রহ্ম আছেন ইহা বুঝিতে হইবে, পরে তাহার স্বরূপ কী তাহা জান যাইবে। "আছেন" ইহা বুঝিলে পরে স্বরূপ প্রকাশ পায়।

২৫। অসন্ন্ এব স ভবতি :—

যিনি বলেন যে ব্রহ্ম নাই, তিনিই নিজেই যে আছেন একথাই বা কেমনে বলিতে পারেন। জগত্ থাকিয়া থাকিলে জগতের কারণ ব্রহ্মও আছেন। জগত্ না থাকিয়া থাকিলে, তদন্তর্গত 'আমিও' নাই।

২৬। যস্মিন্ দ্যৌশ্চ পৃথিবী চান্তরিক্ষম্ :—

আত্মাতেই (মূল চৈতন্যেই) পৃথিবী আকাশ ও অন্তরিক্ষ (অর্থাত্ সকল জড় পদার্থ) নিহিত ছিল, তাহাতে প্রাণ (জীবনী শক্তি) নিহিত ছিল, তাহাতেই মন (জীবচৈতন্য) নিহিত ছিল। এই এক আত্মাকেই জানিয়া লও। অন্য সব কথা ছাড়িয়া দাও। ব্রহ্মই পরমানন্দ লাভের একমাত্র উপায়।

২৭। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতেনানাং :—

যিনি সকল নিত্যবস্তু হইতে নিত্য, সকল চেতনের (জীবের) যিনি চৈতন্য সকল জীবে যিনি ইচ্ছারূপে বর্ত্তমান, সেই ব্রহ্মকে যাহারা নিজের মধ্যে দেখিতে, পায়, কেবল তাহারাই শাশ্বত শান্তি লাভ করিতে পারে॥

২৮। নাহং মন্যে সুবেদেতি :—

"তাহ'কে জানি" একথাও বলিতে পারি না, আবার 'মোটেই জানিনা" একথাও বলিতে পারি না। [তাহার অস্তিত্ব জ্ঞান আছে, স্বরূপ জ্ঞান নাই।]

আমাদের মধ্যে যিনি ইহা জানেন, তিনিই প্রকৃত, বেত্তা—জানি অথচ জানিনা, এটাই তাহার সম্বন্ধে সত্য।

২৯। যস্যা মতং মতং তস্য :—

যিনি মনে করেন যে "ব্রহ্ম দুজ্ঞেয়," তিনিই ঠিক বুঝিয়াছেন। যিনি মনে করেন "ব্রহ্মকে জানিয়া ফেলিয়াছি" তিনি বুঝেন নাই। যাহারা জানেনা, তাহারাই জানে ; যাহারা জানে, তাহারাই জানে না।

৩০। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্ বেদ্ :—

"ব্রহ্ম আছেন" মাত্র এইটুকু জানিলে, তাহা ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞান। আর "আমিই ব্রহ্ম" (সাক্ষি-চৈতন্যই ব্রহ্মস্বরূপ), ইহা বুঝিতে পারিলে, ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হয়।

৩১। বৃহচ্চ তদ্ দিব্যম্ :—

ব্রহ্ম এত বৃহত্ যে তাহা কল্পনা করা যায় না ; আবার তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান। তিনি দূর হইতেও দূর, আবার অতীব নিকটে। যে দেখিতে জানে, সে তাহাকে নিজের হৃদয়েই পায়।

৩২। জাগ্রত্-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাদি :—

চৈতন্যের তিনটী অবস্থা—জাগর, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি। জাগরের দৃশ্যগুলি স্বপ্নের সময় লুপ্ত হইয়া যায়। সুষুপ্তির সময় জাগর ও স্বপ্ন উভয়ের দৃশ্যগুলিই লুপ্ত হয়। এ যেন তিনটী পৃথক্ পৃথক জগত্। পরন্তু এই তিনটী অবস্থার মধ্যেই যিনি সমানভাবে বর্ত্তমান, যিনি (সাক্ষীরূপে) আছেন বলিয়াই লোকে মনে করে, যে "যাহারাই জাগর, তাহারই স্বপ্ন, এবং সুষুপ্তি," তিনিই যথার্থ আমি। কিঞ্চ এই আমিই ব্রহ্মস্বরূপ। ইহা বুঝিলে মানুষ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

[সুষুপ্তির সময় দৃশ্য থাকে না বটে, কিন্তু চৈতন্য সূক্ষ্মভাবে থাকে। চৈতন্য যদি একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যাইত, তবে নিদ্রা হইতে উঠিয়া মানুষ আর পূর্ব্বের আত্মীয়দিগকে চিনিতে পারিত না।]

৩৩। একঃ শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতির্ :—

চিত্ত হইতে মহত্তর যে পরাত্মা, তিনি অদ্বিতীয়, পবিত্র, স্বপ্রকাশ, নির্গুণ, কিন্তু গুণগণের আশ্রয়। তিনি সর্ব্বগ, কিন্তু অখণ্ডিত। চিত্তবৃত্তিগুলি তাহার নহে, তিনি উহাদের সাক্ষি-মাত্র। পরাত্মাকে দেখিয়াই ব্রহ্ম কীদৃশ, তাহা কতকট ধারণা করা যায়।

৩৪। য ইমং মধ্বদং বেদ :—

আনন্দময় তিনি—মধু খাইয়াই আছেন। আনন্দের একমাত্র উৎস বলিয়া ব্রহ্মকে ছাড়িয়া জীবের চলে না, আনন্দলাভের আর উপায় নাই। তাই তিনি ভূত ভবিষ্যত সকল জীবেরই অধিপতি। নিজের অন্তরে (সাক্ষি-আত্মায়) যিনি ব্রহ্মকে দেখিতে পান, তিনি ব্রহ্ম হইতে বিচ্যুত হন না—সর্ব্বদাই তাহাকে পাইয়া থাকেন।

৩৫। এক এব হি ভূতাত্মা :—

এক পরমাত্মাই সকল জীবে অবস্থিত। তিনি এক হইয়াও বহু বলিয়া প্রতিভাত হন ; যেমন চন্দ্র এক হইলেও, জলের তরঙ্গে তরঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন চন্দ্ররূপে প্রকাশিত হয়।

৩৬। যোহয়ং পুমান্ স্থানুরেষঃ :—

লোকে যেমন দূর হইতে একটী খোটা দেখিয়া তাহাকে মানুষ বলিয়া মনে করে, কাছে আসিয়া বুঝিতে পারে, ইহা মানুষ নহে, খুটি মাত্র, তখন আর ভুল হয় না ; সেইরূপ মানুষ যখন বুঝিতে পারে যে যাহা কিছু দেখা যায় সবই ব্রহ্ম, তখন কোনও "বিচ্ছিন্ন আমিকে" (বিশিষ্ট ব্যক্তিকে) সে আর আমি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। সকলকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানে।

৩৭। অন্যোবোপাসকস্যাপি :—

কেহ বলিতে পারে, 'সকলই ব্রহ্ম" এই ধারণা হইতে সাধক যে মনে করে

"আমি ব্রহ্ম," তাহা হইলে কেবল তিনি নহেন, পরন্তু পামরগণ এবং পশুপক্ষিগণও ব্রহ্ম একথাও স্বীকার করিতে হয়।

৩৮। অজ্ঞস্যাপ্য্ এতদ্ অস্ত্যেব :—

তাহারাও ব্রহ্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারা যে ব্রহ্ম, এই জ্ঞান তাহাদের নাই, এই জন্য ব্রহ্ম-সংস্পর্শ জনিত আনন্দ তাহাদের নাই। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, "যাহার ব্রহ্ম জ্ঞান আছে, তিনিই সকল আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন।"

৩৯। কণ্ঠ-চামীকর সমং :—

সোণার হারটী কণ্ঠেই সংলগ্ন আছে। অথচ ভ্রান্তি বশতঃ তাহা হারাইয়া গিয়াছে, এই মনে করিয়া লোকে যখন দুঃখিত হয়, তখন কেহ তাহাকে উহ দেখাইয়া দিলে সুখী হয়, ইহাও সেইরূপ। হারটী কেহ আনিয়া দেয় না, তাহা যথাস্থানেই আছে; কেবল তাহা যে আছে, এই জ্ঞান না থাকাতেই লোকে কষ্ট পায়। এইরূপ জীব ব্রহ্মই বটে, কিন্তু সে যে ব্রহ্ম ইহা জানে না বলিয়াই দুঃখ পায়। জ্ঞান দ্বারা এই অবিদ্যা (অজ্ঞতা) নষ্ট হইলেই ব্রহ্ম—সংস্পর্শ জনিত সুখ পাইতে পারে।

৪০। নৈবং জানন্তি মূঢ়াশ্চেত্ :—

যদি বল মূঢ় ব্যক্তি তো "আমি ব্রহ্ম" ইহা বুঝিতে পারে না।" ইহা সত্য কথা। বুঝিতে যে পারে না, ইহার নামই হৃদয় গ্রন্থি। যাহার হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে তিনি পণ্ডিত, আর যাহার তাহা ছিন্ন হয় নাই সে মূর্খ, ইহাই তাহাদের মধ্যে পার্থক্য। হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হইলেই ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য উপলব্ধ হয়।

৪১। দেহাত্মজ্ঞানবজ্ জ্ঞানম্ :—

দেহকে "আমি" বলিয়া মনে করা, দেহের বিকারে খিন্ন হওয়াই মুক্তি পথের প্রধান বাধা। যে ব্যক্তি জানে যে আত্মার উপর দেহের কোনও প্রভাব নাই, সে চাউক আর না চাউক, মুক্তি তাহার সন্নিকট। আত্মাকে আনন্দময় বলিয়া বুঝার নামই মুক্তি।

৪২। না প্রতীতিস্ তয়োর্ বাধ :—

যদি কেহ মনে করেন যে মোক্ষ একটা অচেতন অবস্থা, যথায় বাহ্য বস্তুর প্রতীতি নাই, তিনি ভ্রান্ত। ইহা যদি সত্য হইত, তবে সুষুপ্তি অথবা মূর্চ্ছাকেও মোক্ষ বলা যাইত। মোক্ষে বাহ্য বস্তুর প্রতীতি আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণাও আছে যে ইহারা মিথ্যা (অনিত্য)। তাই উহাদের প্রতি আসক্তি নাই, উহারা দুঃখ দিতে পারে না।

৪৩। দ্বৈতাবস্থা সুস্থিতা চেত্ :—

যখন অদ্বৈতোপলব্ধি দৃঢ় হয়, একজন ছাড়া আর কেহ নাই এই প্রতীতি বদ্ধমূল হয়, সকলকেই এক ব্রহ্মের প্রকাশ বলিয়া উপলব্ধি করে, তখন সাধক জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়।

৪৪। অনুভূতের্ অভাবেঽপি

প্রারম্ভে "আমিই ব্রহ্ম" এই ধারণার সম্যক্ অনুভূতি না হইলেও, বারবার এই চিন্তা করিবে। চিন্তা করিতে করিতে দুর্লভ বস্তু ও পাওয়া যায়; ব্রহ্ম তো অন্তরেই আছেন, জগতের সর্ব্বত্রই আছেন। বারম্বার চিন্তা দ্বারা তাহাকে কেন পাওয়া যাইবে না?

৪৫। কূটস্থোঽস্মীতি বোধোঽপি :—

যদি কেহ বলেন যে "যেহেতু আমরা মায়া দ্বারা বিভ্রান্ত, এই জন্য আমাদের "আমিই ব্রহ্ম" এই জ্ঞানটীও ভ্রান্তজ্ঞান", তাহা স্বীকার করিতে আপত্তি নাই। আমিই যখন মিথ্যা (প্রতীতি মাত্র), আমার জ্ঞান ও মিথ্যা হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কী? রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি হইয়াছে, সর্পটী প্রকৃত নাই। অতএব সর্পটী চলিতেছে এরূপ জ্ঞান ও ভ্রান্ত। চরমদৃষ্টিতে একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, অপর কেহই নাই। আমিই যখন নাই, তখন আমার জ্ঞান সত্য কি মিথ্যা, সে প্রশ্নই উঠে না।

৪৬। মায়িকোঽয়ং চিদাভাসঃ :—

সাক্ষি আত্মাই পূর্ণ চৈতন্য। স্থূল আত্মা অথবা চিত্ত পূর্ণ চৈতন্য নহে, কারণ

ইহা নিজকে নিজে জানেনা। এই জন্য চিত্তকে চিত্ (চেতন) না বলিয়া চিদাভাস বলাই সঙ্গত।

চিদাভাস মায়িক, অর্থাৎ আপেক্ষিক সত্য। শ্রুতি ও ইহাকে মায়িক বলেন, আমরা স্বানুভবেও ইহাকে মায়িক বলিয়া বুঝিতে পারি ; কারণ ইহা সতত পরিবর্ত্তনশীল। বিশেষতঃ জগত্ মায়ামাত্র (প্রতিভাসিক মাত্র), এবং যেহেতু চিত্ত (দৃশ্য) মায়িক জগতের অন্তঃপাতি, অতএব উহা মায়িক বটেই। [একমাত্র দ্রষ্টা সাক্ষি আত্মাই মায়াতীত।]

৪৭। তাদৃশেনাপি বোধেন :—

কিন্তু সত্য হউক মিথ্যা হউক, তাদৃশজ্ঞান (আমিই ব্রহ্ম এই জ্ঞান) দ্বারা সংসারে আসক্তি নষ্ট হইয়া লোকে শান্তি পায়। অতএব তাদৃশ ধারণা অভ্যাস করিবে। অপর একটী মিথ্যা ধারণার সহায়তা লইয়াও যদি "জগত্ সত্য" এই মিথ্যা ধারণাটীকে নিরস্ত করা যায়, তাহাতে হানি কী? মিথ্যা দ্বারা মিথ্যার উচ্ছেদ করিয়া সত্য লাভ হইবে। লোকে বলে—যেমন দেবতা তেমন নৈবেদ্য। জগত্ যখন মিথ্যা (আকিঞ্চিত্ কর), তখন যে কোনও উপায় দ্বারা এই মিথ্যার উচ্ছেদ হয়, তাহাই অবলম্বনীয়। অতএব "আমিই ব্রহ্ম" এই জ্ঞানটী যদি মিথ্যা বলিয়া স্বীকারও করা যায়, তথাপি সংসারাসক্তি উচ্ছেদের জন্য ইহাকে অবলম্বন করিবে।

৪৮। নাসদ্ আসীত্ বিভাতত্বাত্ :—

এই জগত্ প্রতীত হয়, অতএব ইহাকে অসত্ (মিথ্যা) বলা চলেনা। পরন্তু ইহার নিজস্ব সত্তা কিছু নাই—ইহা ব্রহ্মের বিবর্ত্তন মাত্র। অতএব ইহাকে সৎ বলাও চলেনা। দর্শনের আলেচনাদ্বারা বুঝা যায় যে জগত্ তুচ্ছ পদার্থ—প্রতীয়মান হইলেও ইহার নিত্যত্ব (চিরস্থায়িত্ব) নাই। ব্রহ্মই একমাত্র সত্ (নিত্য) বস্তু। তিনিই যোগ্য আশ্রয়।

৪৯। ন প্রাণেন নাপানেন :—

প্রাণ এবং অপান (কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তি), এই উভয়শক্তির কোনও টীরই আত্মপ্রতিষ্ঠা নাই। ইহারা ব্রহ্মশক্তিরই বিকাশ মাত্র। ব্রহ্ম না থাকিলে ইহারাও থাকিত না। অতএব ব্রহ্মই পরম আশ্রয়—ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়াই মানুষ পরিত্রাণ পাইতে পারে। প্রাণ এবং অপান, অর্থাত্ দৃশ্যমান অপর কোন শক্তিই মানুষের চিরন্তন আশ্রয় নয়। ইহাদের উত্স যে ব্রহ্ম, তিনিই একমাত্র শরণ।

৫০। তদ্ এতদ্ ইতি মন্যন্তে :—

ব্রহ্মই অনির্বচনীয় আনন্দের উত্স। মনীষিরা বলেন "তিনিই এই"—অর্থাত্ এই পরাত্মাই সেই ব্রহ্ম॥ কিন্তু পরাত্মা ব্রহ্মের অংশ, না প্রতিবিম্ব, তাহা কে বলিয়া দিবে? [সাক্ষি-চৈতন্য ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতিবিম্ব, মাত্র (বিভাতি), কিম্বা ইহা ব্রহ্মচৈতন্য হইতে অভিন্ন (ভাতি), এই দুইটী মতের মধ্যে কোনটী সত্য, তাহা কে বুঝাইয়া দিবে?]

৫১। অদ্বৈতম্ কেচিদ্ ইচ্ছন্তি :—

উত্কট জ্ঞানযোগিক বলেন "অদ্বৈতবাদই সত্য। কেবল নির্গুণ ব্রহ্মই আছেন,—জীব ও ঈশ্বর মায়ার খেলা মাত্র।" উত্কট ভক্তিযোগীরা বলেন "দ্বৈতবাদই সত্য। ঈশ্বর ও জীব উভয়েই আছেন,—নির্গুণ ব্রহ্মবাদ কুতর্ক মাত্র।" ইহাদের কেহই সম (প্রামাণ্য) তত্ত্বটী জানেন না। তাহা এই যে তিনি সগুণ-নির্গুণের (দ্বৈত-অদ্বৈতের) অতীত।

৫২। ন তদস্তি ন যত্ সত্যম্ :—

সকল সিদ্ধান্তই আংশিক সত্য। এক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে যাহা সত্য, অপর দৃষ্টি-ভঙ্গি হইতে তাহাই মিথ্যা। যাহার দৃষ্টিভঙ্গি যেরূপ, তিনি সেইরূপই দেখিয়া থাকেন।

৫৩। যদ্ আত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বম্ :—

যেমন একটী দীপকে দেখিয়া সকল দীপের স্বরূপই জানিতে পারা যায়, সেইরূপ আত্মতত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় ; সচ্চিদানন্দ সাক্ষি-আত্মাকে দেখিয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে বুঝিতে পারা যায়। সেই অজ, ধ্রুব, বিশুদ্ধতম ব্রহ্মকে জানিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

৫৪। ন তত্র সূর্য্যো ভাতি :—

তাহার জ্যোতির সম্মুখে তারকা, চন্দ্র, সূর্য্য সবই ম্লান। বিদ্যুতই তথায় প্রকাশ পায় না, অগ্নির কথা আর কী বলিব ? সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ তাহার জ্যোতিতেই জ্যোতিষ্মান—তাহার দীপ্তিতেই সমগ্র বিশ্ব প্রকাশিত হয়। [যাহার সত্তায় এ বিশ্বজগত্ সত্তা লাভ করিয়াছে, যাহার চৈতন্য দ্বারা বিশ্বকে জানিতে পারা যায়; সেই ব্রহ্মকে যাহারা দেখেন না (অস্বীকার করেন), তাহাদের মত অন্ধ আর কে আছে ?]

৫৫। পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্ :—

ব্রহ্ম ও পূর্ণ, আর অধি-আত্মাও পূর্ণ। পূর্ণ (ব্রহ্ম) হইতেই পূর্ণ (আত্মা) উত্পন্ন হইয়াছে। পূর্ণ হইতে পূর্ণকে নিয়া গেলেও আবার পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে, ইহাই প্রহেলিকা। [যাহার অভাব-জ্ঞান নাই, তাহাই পূর্ণ। ব্রহ্ম ও সচ্চিদানন্দ বলিয়া পূর্ণ— জীবের পরাত্মাও সচ্চিদানন্দ বলিয়া পূর্ণ। মূলের পূর্ণতা নষ্ট না করিয়া এক দীপ হইতে অন্য দীপ জ্বালান যায়।]

———

একাদশী

ভক্তিযোগ

১। কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা :—

ব্রহ্মই কি জগতের কারণ ? আমরা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, কাহার শক্তিতে জীবন ধারণ করিতেছি এবং কোথায় স্থিতি লাভ করিব ? ব্রহ্মবিদ্‌গণ যে শ্রেয়সের পথ অনুসরণ করেন, প্রেয়স্‌ হইতে ভিন্ন সেই শ্রেয়সের পথে, কাহার প্রেরণায় আমরা চলিয়া থাকি ?

২। কালঃ স্বভাবঃ নিয়তির্ যদৃচ্ছা :—

কালই কি এই জগত্‌ সৃষ্টি করিয়াছে, না প্রকৃতিই (Nature) ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছে ; নিয়তি (অনতিক্রম্যবিধান Fatality) ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছে, না যদৃচ্ছা (আকস্মিকতা Chance) ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছে ; মানুষই বিশ্ব সৃষ্টি করিতে পারে, না পরমেশ্বর ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন. তাহাই দার্শনিক সমস্যা। অর্থাৎ জড় পরমাণুগুলি কি কোনও নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে বা যদৃচ্ছাক্রমে মিলিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে কিম্বা কোনও পুরুষ বুদ্ধি পূর্ব্বক ইহা রচনা করিয়াছেন, তাহাই প্রশ্ন। বিবেচনা করিলে প্রতীতি হইবে জড় পরমানুর সংযোগ দ্বারা চেতন আত্মার উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব যাঁহাদ্বারা জগত্‌ রচিত হইয়াছে তিনি সচেতন। মানুষ সচেতন হইলেও জগতের স্রষ্টা হইতে পারেনা কারণ নিজের সুখ দুঃখের উপরই যাহার কর্তৃত্ব নাই, সৃষ্টির উপর তাহার কি কর্তৃত্ব থাকিতে পারে ?

৩। তে ধ্যান যোগানুগতা অপশ্যন্ :—

ঋষিগণ ধ্যান দ্বারা জানিতে পারিলেন "পরমেশ্বরই বিশ্বের সৃষ্টি কর্ত্তা।" তিনি সৃষ্টির মধ্যে নিগূঢ়ভাবে বর্ত্তমান, তাই তাহাকে লোকে সহজে দেখিতে না পাইয়া অন্য কারণের অনুসন্ধান করে। কিন্তু কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, ও মানুষ, প্রভৃতি যে সকল কারণের কথা বলা হয়, তাহারা সকলেই সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরেরই অধীন বটে।

৪। যদি কর্ত্তা ভবেৎ কর্ত্তা :—

যে মানুষ নিজেই কর্ত্তা, সে অন্যের ইচ্ছামত চলে না। যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুসারে চলিতে পারে না, যাহাকে অবস্থার উপর নির্ভর করিতে হয়, বাধ্য হইয়া নির্দ্দিষ্টভাবে কাজ করিতে হয়, সে নিজে কর্ত্তা নহে। তাহার উপরে অন্য কেহ কর্ত্তা আছে।

৫। উপর্য্যুপরি লোকস্য :—

সকলেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে চায়, আর সেইজন্য চেষ্টা করে। কিন্তু তাহা পারে না। অতএব নিজ অপেক্ষা বলবৎ একটা শক্তি আছে, (যাহা তাহার ইচ্ছাকে প্রতিহত করে) ইহা স্বীকার করিতেই হয়।

৬। ন ম্রিয়েয়ুর ন জীবেয়ুর্ :—

মানুষের যদি বশিত্ব (অনধীনতা) থাকিত, তবে কেহই মরিত না, কেহই বাচিত না। সকলেরই অভীষ্ট সিদ্ধি হইত, এবঞ্চ কাহারও অপ্রিয় কিছু ঘটিত না। সকলেই বাঁচিতে চায়, এইজন্য ক্ষমতা থাকিলে কেহই মরিত না। আবার তাহার শত্রু তাহাকে মারিতে চায়, শত্রুর সেরূপ ক্ষমতা থাকিলে কেহই বাচিত না। মানুষের বশিত্ব নাই—অতএব তাহার প্রভু অপর একজন আছে।

৭। স্বভাবম্ একে কবয়ো বদন্তি :—

কেহ বলেন প্রকৃতিই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছে, কেহ বলেন কালের প্রভাবেই বিশ্ব রচিত হইয়াছে। ইহাদের ধারণা ভ্রান্ত। যে শক্তি দ্বারা এই বিশ্ব সংসার (ব্রহ্মচক্র) পরিচালিত হয়, তাহা পরমেশ্বর রুদ্রের শক্তি।

৮। শক্তির্ অস্ত্যৈ ঐশ্বরী কাচিত :—

চেতন আত্মা হইতে জড় পদার্থ পর্য্যন্ত সকল বস্তুই কতকগুলি বিধির অধীন। এই বিধিগুলি [পরমেশ্বরেরই বিধান] কোনও একটী শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

৯। বস্তুধর্ম্মা নিয়ম্যেরন্ :—

বস্তুগুলির গুণ যদি নির্দ্দিষ্ট না থাকিত, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিধান জগতে যদি

না থাকিত, [অগ্নির দাহিকা শক্তি যদি কখনও কখনও লুপ্ত থাকিত, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষন যদি সময় সময় অন্তর্হিত হইত] তবে জল ও অগ্নির পরস্পর ধর্ম্ম বিনিময় দ্বারা জগতে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইত। কেহ কোনও নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা ধরিয়া চলিতে পারিত না।

১০। চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তির্ :—

চৈতন্যের আবেশ বশতঃ (চৈতন্যের আবির্ভাব অন্যথা ব্যাখ্যা করা যায় না এই জন্য) এই শক্তিটী (অন্ধশক্তি নহে) সচেতন শক্তি, ইহা স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ উপাধি (গুণ) সংযুক্ত হইলে ব্রহ্ম ঈশ্বর হন। অর্থাত্ ব্রহ্ম নির্গুণ, কোনও গুণ থাকিলেই (শক্তিমান্ অথবা সগুণ মনে করিলেই) তাহা ঈশ্বরের ধারণা।

১১। অন্যোহন্যাধ্যাসম্ অত্রাপি :—

অপরাত্মা (চিত্ত) এবং পরাত্মা (আত্মা) যেমন পরস্পর অধ্যস্ত, ব্রহ্ম এবং ঈশ্বরও এইরূপ পরস্পর অধ্যস্ত, সুরেশ্বর ইহা বলিয়া গিয়াছেন। অর্থাত্ যিনি ব্রহ্ম, তিনিই ঈশ্বর; যিনি ঈশ্বর তিনিই ব্রহ্ম। নির্গুণ রূপে ধারণা করিলে তিনি ব্রহ্ম। সগুণ রূপে ধারণা করিলে তিনিই ঈশ্বর।

১২। আপাতদৃষ্টিতস্ তত্র :—

ব্রহ্মাতিরিক্ত আর কিছুই নাই, অতএব ব্রহ্ম হইতেই জগতের উত্পত্তি হইয়াছে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয়। অপর পক্ষে ব্রহ্ম নির্গুণ বলিয়া সৃষ্টি করিবার শক্তি তাহার নাই। শক্তি বিশিষ্ট (সগুণ ব্রহ্ম) না থাকিলে সৃষ্টি হইতে পারে না, অতএব সগুণ ব্রহ্মও সত্য বটে। অতএব ব্রহ্ম ও ঈশ্বর পরস্পর অধ্যস্ত—যিনি ব্রহ্ম তিনিই ঈশ্বর, যিনি ঈশ্বর তিনিই ব্রহ্ম।

১৩। শক্তিঃ শক্তাদ্ পৃথক্ নাস্তি :-

শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে, ব্রহ্ম ও মায়ার সঙ্গে ভেদাভেদ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। অর্থাত্ তাহা ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। এইজন্য শক্তিমান্ (সৃষ্টিকর্ত্তা) ঈশ্বর, নিঃশক্তিক (নির্গুণ) ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বটেন, অভিন্নও বটেন। শক্তি-

মান্ হইতে অন্যত্র শক্তি আছে (দাহিকা শক্তি অগ্নি ব্যতীতই আছে) এখন দেখা যায় না। এইজন্য শক্তি শক্তিমান্ হইতে অভিন্ন। কিন্তু এমনও দেখা যায় যে শক্তিমান্ আছে, কিন্তু তাহার শক্তি নিষ্ক্রিয় হইয়া গিয়াছে (অগ্নি আছে, কিন্তু তাহা এস্‌বেষ্টস্‌কে দাহন করিতে পারিতেছে না) এইজন্য শক্তি শক্তিমান্ হইতে ভিন্ন। এরূপ স্থলে শক্তিই প্রতিহত হইয়াছে, শক্তিমান্ প্রতিহত হয় নাই। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মযোনি ঈশ্বরের ভেদাভেদ সম্বন্ধ। শক্তিমান্ ব্রহ্মই ঈশ্বর। নিঃশক্তিক ঈশ্বরই ব্রহ্ম। সগুণরূপে প্রতীতি করিলে তিনি ঈশ্বর, নির্গুণরূপে প্রতীতি করিলে তিনি ব্রহ্ম।

১৪। দেবাত্ম শক্তিং স্বগুণৈর্ নিগূঢ়াং :—

এইজন্য মুনিগণ বলিয়া গিয়াছেন ব্রহ্মের শক্তি অবশ্যই আছে, অর্থাত্ ব্রহ্ম ঈশ্বরই বটেন। তবে তাহার শক্তি নিগূঢ় ভাবে আছে বলিয়া, তিনি আপাততঃ নির্গুণ বলিয়া প্রতিভাত হন। পরন্তু তিনি নির্গুণ নহেন, সগুণ। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন তাহার বিবিধ উত্তম শক্তির কথা শোনা যায়—তাহাতে বাসনা চেতনা ও বেদনা আছে।

১৫। যথা বিধির্ উপাধিঃ স্যাত্ :—

যদি কেহ বলেন যে ব্রহ্মকে সগুণ বলিলে, তাহাকে সান্ত করা হয়, তাহাকে উত্তর দেওয়া যায় যে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিলেও তাহাকে সান্ত করা হয়। কারণ বিধি (সগুণতা) যেমন উপাধি (limitation = ছেদ), নিষেধও (নির্গুণতাও) তেমনই উপাধি। একটী সোনার শৃঙ্খল, অপরটী লোহার শৃঙ্খল, এই মাত্র প্রভেদ —উভয়েই শৃঙ্খল (বন্ধন) বটে। গুণ আছে বলিলেও তাহাকে ছোট করা হয়, গুণ নাই বলিলেও তাহাকে ছোট করা হয়।

১৬। সর্ব্বশক্তিঃ পরং ব্রহ্ম :—

পর ব্রহ্ম সকল শক্তির আধার। তিনি নিত্য, পূর্ণ ও অদ্বিতীয়। তাঁহার শক্তির উল্লাসই সৃষ্টিরূপে প্রকাশিত।

১৭। ভয়াদ্ অস্যাগ্নিস্ তপতি :—

তাহার আদেশেই অগ্নির আলোক দেয়, সূর্য্য তাপ দেয়। তাহার শক্তিতেই চন্দ্র ও বায়ু চলে। আবার তাহার বিধানেই ইহাদের বিলোপ হয়।

১৮। স পর্য্যাগাচ্ শুক্রম্ অকায়ম্ অব্রণম্ :—

জ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্ম অকায় এবং অব্রণ (নিরাকার এবং অক্ষয়)। এই ভাবেই তিনি আছেন—অর্থাত্ তিনি নির্বিশেষ, নিত্য, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। আবার তিনিই সবিশেষ—কবি (সর্ব্বজ্ঞ) মনীষী (জ্ঞানময়) পরিভূ (সর্ব্বত্র অবস্থিত) এবং স্বয়ম্ভু (জনকহীন)। অনাদিকাল হইতে তিনি সত্যদ্বারা (অলঙ্ঘ্য বিধান দ্বারা) বিশ্বকে পরিচালিত করেন।

১৯। যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্ :—

যখন সাধক (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া) উজ্জ্বল ব্রহ্মযোনি পুরুষ, কর্ত্তা ঈশানকে দেখিতে পায়, তখন সে নির্ম্মল হইয়া, পুণ্য-পাপের দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়া পরম শান্তি লাভ করে।

২০। অয়ং যত্ সৃজতে বিশ্বম্ :—

ঈশ্বর এই যে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার অন্যথা করিতে, ইহার একটী বিধিও পরিবর্ত্তিত করিতে, কাহারওই শক্তি নাই। এইজন্য ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলা হয়।

২১। স বিশ্বকৃদ্ বিশ্বভৃদ্ আত্মযোনি :—

তিনি বিশ্বের স্রষ্টা, বিশ্বের প্রতি পালক, এবং স্বয়ম্ভু। তিনি চিন্ময় কালাতীত সর্ব্বগুণাধার এবঞ্চ সর্ব্বজ্ঞ। তিনি জড় ও চিতের অধিপতি, গুণত্রয় তাহারই অধীন। তিনি সংসার বন্ধনে স্থিতি, এবঞ্চ সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি, এই উভয়েরই হেতু।

২২। যদা চর্ম্মবদ্ আকাশম্ :—

যিনি ঈশানকে ভুলিয়া থাকেন, এই বিশ্ব জগত্ তাহাকে কেবল আঘাতই করে, তাহার দুঃখের অবসান আর হয় না। হয় ঈশানের শরণ লইতে হইবে; নতুবা

এই দুঃখবহুল জগত্‌কে চর্ম্মদ্বারা আবৃত করিয়া দিতে হইবে, যেন ইহা আর আঘাত না করিতে পারে। ইহা ছাড়া দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় আর কিছু নাই।

২৩। আর্য্যান্ শীলবতো দৃষ্ট্বা :—

কিন্তু সুশীল ভদ্রলোকেরা ক্লেশ পাইতেছে আর দুরাচার অনার্য্যগণ সুখ ভোগ করিতেছে ইহা দেখিয়া আমি বহ্বল হই।

২৪। কর্ম্মচেত কৃতম্ অন্বেতি :—

কর্ত্তাকে যদি কুকর্ম্মের ফল ভাগ করিতে হয়, তবে ঈশ্বরকেও এই অসঙ্গত কর্ম্মের ফল পাইতে হয়।

২৫। অথ কর্ম্মকৃতং পাপম্ :—

আর যদি কর্ম্মফল না থাকে, অশুভ কর্ম্ম করিলে অশুভ ফল না পাওয়া যায়, তবে আর ন্যায় পথে চলিবার প্রয়োজন কী? ন্যায্য হউক অন্যায্য হউক, যতটা শক্তিই আছে স্বার্থ সাধন করিলেই হইল।

২৬। বন্তু চিত্রপদং শ্লক্ষ্ণং :—

হে যুধিষ্ঠির, তুমি যে কথাগুলি বলিলে, তাহা শুনিতে ভাল এবং যুক্তি-যুক্ত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহার তাত্‌পর্য্য নাস্তিকতা (ঈশ্বর নাই) মাত্র। নাস্তিক্য ভ্রান্ত পথ।

২৭। সংকল্পন-স্পর্শনে-দৃষ্টি-মোহৈর্ :—

যেরূপ আবেষ্টন (স্পর্শন) বুদ্ধি (দৃষ্টি) ও সংকল্প মানুষের আছে, তাহার প্রভাবে প্রত্যেকে বিভিন্ন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারেই তাহারা বিভিন্ন ফল প্রাপ্ত হয়। [আবেষ্টন ও বুদ্ধিই, অন্ন ও জলের ন্যায় মানুষের প্রবৃত্তিকে বাড়াইয়া তোলে।] যার যার কর্ম্মফল লোকে ভোগ করে; তজ্জন্য পরমেশ্বর রুদ্রে পক্ষপাতিত্বের আক্ষেপ করা চলে না

২৮। একৈকং জালং বহুধা বিকুর্ব্বন্ :—

[পরমেশ্বর রুদ্র বিশ্বজগতে স্বীয় শক্তিগুলিকে একবার বিকীরণ করেন, আবার উহাদিগকে সমাহৃত করিয়া লন। রুদ্রের শক্তিই মানুষের ভিতর আত্ম প্রকাশ করে।]

মহেশ্বর রুদ্র মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাই পাপ পথে চলিবার স্বাধীনতাও তাহাদের আছে। ইহাই রুদ্রের মহিমা যে তিনি মানুষকে পতি বানাইয়া (স্বাধীনতা দিয়া) নিজে সর্ব্বাধিপতিরূপে বিরাজমান।

[ইচ্ছার স্বাধীনতা মানুষের আছে। অতএব "সে বাধ্য হইয়া পাপ করে" "পাপের জন্য ঈশ্বর দায়ী" এমন বলা চলে না।]

২৯। একো হংসঃ ভুবনস্যাস্য মধ্যে :—

বিশেষতঃ আবেষ্টনের প্রভাব অতিক্রম করিবার শক্তি আত্মার আছে—এ যেন বাড়বানল, জলের মধ্যে অগ্নি, কিন্তু জল এই অগ্নিকে নিভাইতে পারে না। এই জন্য আত্মাকে বলা হয় হংস—জলে আছে কিন্তু সিক্ত হয় না। প্রলোভনের মধ্যে আছে, কিন্তু প্রলোভন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই হংসকে জানিলে (আত্মাকে আশ্রয় করিলে) মানুষ পাপ ও দুঃখ হইতে নিস্তার পায়। তখন আর বিপদ তাহাকে ক্লিষ্ট করে না—দুঃখের জন্য ঈশ্বরে দোষারোপ করিবার হেতু থাকে না।

৩০। স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব :—

মানুষ নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে কখনও স্থূল (coarse—ক্রূর) কখনও বা সূক্ষ্ম (nice—কোমল) কল্পনা করে। তাহার কর্ম্ম নানাবিধ। পরন্তু পরমেশ্বরের শক্তিই কর্ম্মফলের সহিত তাহার নিজের সংযোগ ঘটায়। মানুষ স্বকীয় কর্ম্মানুসারে ফল যে পায়, জগতে যে একটা শৃঙ্খলা আছে, তাহা পরমেশ্বরের বিধানেই সম্ভবপর হইয়াছে। এই ন্যার্য্য বিধান ঈশ্বরের করুণাই সূচিত করে। জগতে দুঃখ আছে দেখিয়াই "ঈশ্বর নাই," এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না।

৩১। মহান্ প্রভুর্ বৈ পুরুষঃ :—

পুরুষোত্তম রুদ্র নিখিল বিশ্বের অধিপতি। তিনিই মঙ্গলের উত্স— সত্বগুণের প্রেরক। ঈশান তিনি, সুনির্ম্মল, অক্ষয় ও জ্যোতির্ম্ময়। তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।

৩২। ঊর্ধ্বমূলো অবাক্-শাখঃ :—

এই সংসার্ রূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল ঊর্ধ্বদিকে অবস্থিত. এবং শাখা অধোদিকে বিস্তৃত। এই মূলই ব্রহ্ম, তিনি জ্যোতির্ম্ময় ও অমৃতস্বরূপ। [মানুষের অন্তরে যে ন্যায় অন্যায় জ্ঞান আছে, তাহা কি মানুষেই প্রথম বিকশিত হইয়াছে, না বিশ্বের মূল যে ব্রহ্ম, তাঁহাতেও এই ন্যায় অন্যায় জ্ঞান আছে? যদি মানুষেই ন্যায় অন্যায় জ্ঞান থাকে, আর ব্রহ্মে ইহা না থাকে, তবে ন্যায় জ্ঞান সমন্বিত মানুষ, ন্যায় জ্ঞান বিরহিত ব্রহ্ম হইতে উচ্চস্তরের একথা বলা যায়। ইহা সম্ভব পর নয়। অতএব ব্রহ্মেও ন্যায় অন্যায় আছে অর্থাত্ ব্রহ্মই ন্যায় অন্যায়-জ্ঞান-সমন্বিত পরমেশ্বর (বিশুদ্ধ সত্বের আকর বিষ্ণু)। জগতের যে মূল, তিনিই সর্ব্বোচ্চে অবস্থিত—মানুষ তাহাকে ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধে উঠে নাই।]

৩৩। নিত্যো নিত্যানাম্ :—

সমগ্র নিত্য পদার্থের মধ্যে তিনি নিত্যতম, সকল চেতন জীবের মধ্যে তিনি চেতনতম। মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে এক তিনিই সর্ববিধ আদর্শ স্থাপন করেন। কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ (সাংখ্য) দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় তাঁহাকে জানিলে পর সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

৩৪। স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ :—

কেহ বলেন এই বিশ্বই (বৃক্ষই) আছে, তদতিরিক্ত ঈশ্বর নাই ; কেহ বলেন কালই আছে, তদতিরিক্ত ঈশ্বর নাই ইহা সত্য নহে। বিশ্ব ও কালের অতিরিক্ত তিনি। তাহা হইতে এই বিশ্বসংসারের উত্পত্তি। কিন্তু তিনি

ধর্ম্মাবহ ও পাপনুদ—তিনি না থাকিলে মানুষের ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান থাকিত না। সেই ভবেশকে নিজের মধ্যে দেখিতে পারিলে এই বিশ্বধামই অমৃতময় হয়।

৩৫। নৈনম্ ঊর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চম্ :—

কোথায় তাহার আদি, কোথায় তাহার অন্ত, কোথায় তাহার মধ্য, কেহ তাহা ঠিক করিতে পারে না। যিনি মহাব্যাপক বলিয়া খ্যাত, তাহার কোনও তুলনা নাই।

৩৬। দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ :—

দেব পুরুষোত্তম নিরাকার। জন্ম রহিত তিনি, বাহির ও অন্তর সর্বত্রই বর্ত্তমান। তিনি প্রাণময় কোষের এবং মনোময় কোষের অতিশায়ী, জ্যোতি স্বরূপ (শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ) অক্ষর (ব্রহ্ম) হইতে ঊর্দ্ধ‥ …তিনি।

৩৭। সাবয়বস্য নিত্যত্বম্ :—

যিনি সাকার তিনি সীমাবদ্ধ—নিত্য (সার্বত্রিক-) নহেন। যিনি নিরাকার, তাহার ধারণা করা যায় না, উভয় পক্ষেই দোষ আছে। সাধকগণ কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিবেন ?

৩৮। হৃদয়ম্ নির্মলম্ কৃত্বা :—

পুরুষোত্তমকে অনাময় (অনন্ত) বলিয়া জানিবে। তাহাকে সাকার কিংবা নিরাকার বলিয়া সীমাবদ্ধকরা যায় না। চিত্ত শুদ্ধ করিলে তাহার স্বরূপ প্রতিভাত হয়। তখন বুঝিতে পারা যায় বিশ্বই তাহার প্রকাশ। তিনি অরূপ হইলেও বিশ্বের সকল রূপই তাহার রূপ।

৩৯। সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ :—

পুরুষোত্তমের সহস্র শীর্ষা সহস্র অক্ষি ও সহস্র পদ। এই বিশ্বের সর্ব্বত্র তিনি আছেন, কিন্তু তাহাতেই তিনি নিঃশেষ হন নাই, ইহার উপরেও (দশাঙ্গুলজুড়িয়া) তিনি আছেন।

৪০। সর্বানন শিরোগ্রীবঃ—

সর্ব জীবের আনন তাহারই আনন, সকলের শির তাহারই শির সকলের গ্রীবা তাহারই গ্রীবা। তিনি সকলের অন্তরে অবস্থিত। ভগবান্ রুদ্র সর্ব্বব্যাপী ও সর্বগত কল্যাণ রূপে অবস্থিত।

৪১। আপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা :—

তাহার পদ নাই তথাপি তিনি চলেন, হস্ত নাই তথাপি গ্রহণ করেন, চক্ষু নাই তথাপি দেখেন, কর্ণ নাই তথাপি শুনেন, যাহা কিছু জানিবার তাহা সবই তিনি জানেন, কিন্তু তাহাকে কেহই জানে না। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ মহান্ পুরুষ—পুরুষোত্তম।

৪২। ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপম্ অস্য :—

তাহার রূপ কাহারও চক্ষুর সম্মুখে নাই, কিম্বা কেহ চক্ষু দ্বারা তাহাকে দেখে না। পরন্তু হৃদয় মন ও বুদ্ধি দ্বারা যাহারা তাঁহাকে ধ্যান করে, তাহারাই তাহাকে জানিতে পারিয়া অমৃতত্ব লাভ করে।

৪৩। যস্মাত্ পরম্ নাপরম্ অস্তি :—

যাহা হইতে উত্তর ও কিছুই নাই, অধর ও কিছুই নাই, যাহা হইতে বড় ও কেহ নাই, ছোট ও কেহই নাই, চঞ্চল জগতের মধ্যে নিশ্চল বৃক্ষের ন্যায় তূরীয়ধামে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, অথচ তিনি একাই এই বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

৪৪। আদিঃ স সংযোগ নিমিত্ত হেতুঃ —

তিনি সকলের আদি এবং সকল সৃষ্টির হেতু, তিনি কালাতীত ও নিষ্কল, তিনি বিশ্বরূপ, সকল বস্তু তাহারই রূপ। তিনি সকলের পূজনীয়। নিজের হৃদয়ে অবস্থিত তাহাকে প্রথম পূজা করিয়া, তবে তাহাকে তাদৃশ জানা যায়।

৪৫। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে :-

এই কলিলের (Chaos-বিশৃঙ্খলতার) মধ্যে অতি সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত থাকিয়া তিনি ইহাতে শৃঙ্খলা প্রদান করিয়াছেন, বিশ্বের স্রষ্টা তিনি, বিবিধ তাহার রূপ, আবার সমগ্র বিশ্বকে তিনি একা সুসম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন মঙ্গলময় তাহকে জানিতে পারিলেই আত্যন্তিক শান্তি লাভ হয়।

৪৬। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ :—

কেবল শাস্ত্র আওড়াইয়া চিন্ময় পুরুষোত্তমকে লাভ করা যায় না। বুদ্ধির প্রখরতা কিম্বা বেদে অভিজ্ঞতা দ্বারা কেহ তাহার নিকট যাইতে পারে না। তিনি যাহাকে কৃপা করেন, কেবল সেই নরই চিন্ময়কে জানিতে পারে, কেবল তাহার নিকটই পুরুষোত্তম আত্মপ্রকাশ করেন।

৪৭। সর্বা দিশঃ ঊর্ধ্বম্ অধশ্চ তির্য্যগ্ :—

যিনি অবিনশ্বর (অনড্বান্) কিন্তু ঊর্ধ্ব, অধ, এবং সমান্তরাল, সকলদিক প্রকাশ করিয়াই বিরাজমান, সেই ভগবান মহাদেব রুদ্র সকলের উপাস্য। সকল জীব ও জড়ে তিনিই অধিষ্ঠিত— সকল রূপই তাহার রূপ।

৪৮। এতজ্ জ্ঞেয় নিত্যম্ :—

এই তত্ত্বই একমাত্র জ্ঞেয়, ইহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞাতব্য আর নাই। ভোক্তা (জীব) ভোগ্য (জগত্) কিন্তু তাহাদের প্রেরয়িতার (পরমেশ্বরের) — তত্ত্ব জানিলেই সকল রহস্য জ্ঞান হয়।

৪৯। সর্বাজীবে সর্বসংস্থে বৃহন্তে :—

এই বিশাল বিশ্বসংসার বহু জীবের ও বহু পদার্থের আশ্রয়। ইহাকে ব্রহ্মচক্র (ব্রহ্মের লীলাস্থল) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই ব্রহ্মচক্রে জীব স্বচ্ছন্দ বিচরণ করে, নিজেকে স্বাধীন বলিয়াই জানে। পরন্তু যখন আত্মারও প্রেরয়িতা পরমেশ্বর রুদ্রের পৃথক্ অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে, এবং তাহার নির্দেশে অনুবর্তন করিয়া চলে, কেবল তখনই শান্তি পাইতে পারে।

৫০। বেদান্তে পরমং গুহ্যম্ :—

বেদান্তের এই গূঢ় রহস্য পুরাকালে কথিত হইয়াছিল। সংযমশীল পুত্র অথবা শিষ্যকে এই কথা বলিবে—অপরকে বলিবেনা।

৫১। যস্য দেবে পরাভক্তির্ :—

যাহার পরমেশ্বর রুদ্রে ভক্তি আছে, আবার পরমেশ্বরে যেমন ভক্তি আছে, গুরুতেও তেমন ভক্তি আছে, তাহার নিকটেই এই রহস্য বলিবে অপরে ইহার মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারিবে না।

৫২। তপঃ প্রভাবাদ্ দেব-প্রসাদাচ্-চ্ :—

মহর্ষি শ্বেতাশ্বতর স্বকীয় তপস্যা বলে এবং পরমেশ্বরের কৃপাতে ঋষি দিগের বাঞ্ছিত পরম পবিত্র এই ব্রহ্ম-বিদ্যা জানিতে পারিয়া, আশ্রমী ও অনাশ্রমী সকল লোকের নিকট ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

দ্বাদশী।

সাধন পাদঃ।

১। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ :—

যিনি দুর্বল প্রমত্ত ও অথবা সাধনাহীন, তিনি পরমেশ্বরের সাক্ষাত্ পান না। যে বিদ্বান্ নর শক্তি জ্ঞানও সাধনার সাহায্যে চেষ্টা করে, পরমাত্মা তাহাকে ব্রহ্মগতি দেন।

২। সত্যেন লভ্যস্ তপসা হ্যেষ আত্মা :—

সত্য-পরায়ণতা তপস্যা জ্ঞান, ও : ব্রহ্মচর্য্য—ইহারাই পরমেশ্বরের সাক্ষাত লাভের হেতু। জ্যোতির্ম্ময় ও পবিত্রতাময় পরমেশ্বর আমাদের

অন্তরেই বাস করেন। পাপ প্রবৃত্তি ক্ষীণ হইলেই সাধকগণ তাহার সাক্ষাত্ পান।

৩। ধনুর গৃহী-ত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রম্ :—

বেদ (উপনিষদ্) ধনুস্বরূপ, উপাসকের চিত্ত শরস্বরূপ, ব্রহ্ম লক্ষ্য। তন্ময় চিত্ত হইয়া এই শরক্ষেপ করিলে ব্রহ্ম লাভ হয়।

৪। সর্বে বেদা যত্ পদম্ আমনন্তি :—

সকল বেদ যে কথা স্মরণ করায়, সকল শাস্ত্র যে কথা বলে, যাহা পাইবার জন্ত লোকে নিয়ম পালন করে, তাহাই তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। ব্রহ্ম সেই তত্ত্ব—প্রণব (ওঁকার) তাহার বাচক।

৫। এতদ্ আলম্বনং শ্রেষ্ঠম্ :—

ইহাই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, ইহাই পরম অবলম্বন, এই অবলম্বন পাইয়া মানুষ ব্রহ্ম লোকে যাইবার গৌরব লাভ করে।

৬। প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা :—

প্রণব ধনু স্বরূপ, জীবাত্মা শর স্বরূপ আর ব্রহ্মই লক্ষ্য ; যিনি তন্ময় হন এবং অপ্রমত্ত থাকেন, তিনি বেধ করিতে পারেন।

৭। ত্রিরূ উন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং :—

বিদ্বান্ নর মস্তক, গ্রীবা, ও মেরুদণ্ড, এই তিনটীকে সমসূত্রে উন্নত রাখিয়া ঋজু ভাবে উপবেশন করিবেন, ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া মনকে স্থির করিবেন, আর ব্রহ্ম ধ্যান অবলম্বন করিবেন। ব্রহ্ম চিন্তাই তাহাকে ভেলার ন্যায় ভয়াবহ সংসার সাগর পার করাইয়া দিবে।

৮। প্রণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্ত চেষ্টঃ :—

সতত যত্নশীল হইয়া প্রাণবায়ু ধারণপূর্ব্বক নাসিকা দ্বারা শ্বাস ত্যাগ করিবে, (প্রাণায়াম করিবে)। মন দুষ্টাশ্বযুক্ত রথের ন্যায় সতত চঞ্চল, অপ্রমত্ত হইয়া তাহাকে বশে রাখিবে।

৯। সমে শুচৌ শর্করা বহ্নি বালুকা :—

যে স্থান শুচি ও সমতল, যথায় ধূলি বালু নাই, কোলাহল নাই, যাহা বেশী উত্তপ্ত নহে, বেশী সিক্ত নহে, বায়ুর প্রবাহ যথায় প্রবল নহে, যাহা চক্ষু অথবা মনের পীড়া জন্মায় না, নিবাত গুহার মত এরূপ স্থানে বসিয়া সাধনা করিতে হয়।

১০। নীহার ধূমার্কানলানিলানাম্ :—

বায়ু, নীহার, ধূম, স্ফটিক, খদ্যোত, চন্দ্র সূর্য্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ,—প্রথমতঃ ইহা দিগকেই পরমেশ্বরের প্রতীক মনে করিয়া ধ্যান করিলে ধ্যানের সুবিধা হয়।

১১। পৃথ্ব্যপ্‌তে জোহিনিল খে সমুত্থিতে :—

ক্ষিত্যপ্ তেজো মরুদ্ ব্যোম এই পঞ্চভূত নির্মিত শরীরে, সাধনার প্রভাব এই দেখা যায় যে তাহাকে জরা, রোগ ও মৃত্যু সহজে আক্রমণ করিতে পারে না।

১২। লঘুত্বম্ আরোগ্যায় অলোলুপত্বম্ :—

সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে এই লক্ষণ গুলি ক্রমশঃ দেখা যায়,—লঘুত্ব, আরোগ্য, দৃঢ়তা, ঔজ্জ্বল্য, স্বর মাধুর্য্য. সুগন্ধ, মূত্রপুরীষের অল্পতা।

১৩। যথৈব বিম্বম্ মৃদয়োপলিপ্তম্ :—

যেমন প্রাচীরে মৃত্তিকার লেপ থাকিলে সূর্য্যবিম্ব তথায় প্রতিবিম্বিত হয় না, কিন্তু সুধার (চূণের) লেপ দ্বারা তাহা মসৃণ করিলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব তথায় দেখা যায়, সেইরূপ ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা চিত্তকে বিশুদ্ধ করিলে, পরমাত্মার প্রতিবিম্ব তথায় দেখা যায়।

১৪। স্বদেহম্ অরণিং কৃত্বা :—

নিজেকে অরণি এবং প্রণবকে উত্তরারণি বলিয়া গ্রহণ করিবে। ধ্যানই মন্থন (ঘর্ষন) স্বরূপ। উত্তরারণি দ্বারা অরণিকে মন্থন করিলে অগ্নি উত্পন্ন হয়। প্রণব দ্বারা নিজেকে মন্থন করিলে রুদ্রেরদর্শন লাভ হয়।

১৫। চলে বাতে চলচ্চিত্তম্ঃ—

প্রাণ বায়ু চঞ্চল থাকিলে. চিত্ত ও চঞ্চল হয়, প্রাণ বায়ু স্থির করিলে চিত্ত ও স্থির হয়। প্রাণায়াম দ্বারা চিত্ত স্থৈর্য্য সম্পন্ন করিলে বিশ্বের কোনও পরিস্থিতিই উদ্বেগ দিতে পারে না।

১৬। বহ্নের্ যথা যোনিগতস্য মূর্তিঃঃ—

বহ্নি যখন ভস্মাচ্ছন্ন থাকে. তখন তাহাকে দেখা যায় না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া উহা নিভিয়া গিয়াছে এমন নয়। ইন্ধন পাইলেই তাহা আবার জ্বলিয়া উঠে। বিষয়-বাসনার চাপে প্রত্যগাত্মা আচ্ছন্ন আছেন বটে, কিন্তু একবারে লুপ্ত হন নাই। প্রণবের সাহায্য নিলেই তিনি আবার উদ্দীপিত হইবেন।

১৭। যথা চ কশ্চিত্ পরশুং গৃহীত্বা :—

কাষ্ঠের ভিতর অগ্নি নিহিত আছে, কিন্তু কেহ যদি কুঠার দ্বারা কাষ্ঠ ছেদন করে. তবে ধূম ও দেখিবে না. অগ্নিও দেখিবে না। সেইরূপ দেহের মধ্যে আত্মা অবস্থিত, কিন্তু দেহের অবয়ব গুলি, উদর. পাণি পাদ প্রভৃতি ছিন্ন করিয়া আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায় না (দেহ ছাড়া আর কিছু যে আছে তাহা বুঝা যায় না)।

১৮। তান্যেব কাষ্ঠানি তথা বিমথ্য :—

কিন্তু সেই কাষ্ঠ গুলিকে যদি মন্থন করা যায়, তবে ধূমও দেখিতে পাওয়া যায়, অগ্নিও দেখিতে পাওয়া যায়। সেই রূপ বুদ্ধিমান নর যখন ইন্দ্রিয়দিগকে দমন করেন, তখন চিত্ত হইতে উত্তর সাক্ষি-আত্মাকে দেখিতে পান।

১৯। ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা :—

রুদ্রকে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না কিম্বা বাক্য দ্বারা (শাস্ত্র দ্বারা) লাভ করা যায় না। কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহাকে জানা যায় না, কিম্বা অন্য কোনও

চেষ্টা ও কর্ম্মদ্বারা তাহাকে পাওয়া যায় না। কেবল তত্ত্বজ্ঞানের ফলে চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হয়, তখন ধ্যানের সাহায্যে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

২০। এষো হনুর্ আত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ :—

প্রত্যগ্ আত্মা (সাক্ষি আত্মা) অতি সূক্ষ্ম। চিত্তে তাহা প্রতিফলিত হয়। পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশ কিঞ্চ প্রাণশক্তি দ্বারা চিত্ত গঠিত। অতএব ইহাদিগের প্রভাবে চিত্ত প্রভাবিত হয়—দ্বন্দ্বাতীত প্রত্যগাত্মা ইহাদিগদ্বারা বিকৃত হয় না। চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে প্রত্যগাত্মার সাক্ষাত্কার পাওয়া যায়।

২১। যদা পঞ্চাব তিষ্ঠন্তে :—

যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন স্থির হয়, কিঞ্চ বুদ্ধি ও চঞ্চলতা পরিত্যাগ করে, তাহাই শ্রেষ্ঠ অবস্থা, তখনই সাক্ষি-আত্মা প্রতিভাসিত হয়।

২২। তাং যোগম্ ইতি মন্যন্তে :—

ইন্দ্রিয় গুলিকে জয় করিলে মন স্থির হয়। ইহারাই নাম যোগ। তখন আর পুরুষার্থ (জীবনের উদ্দেশ্য) হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয় না। প্রভব ও অপ্যয়কেই (অভ্যুদয়কে) যোগ বলে, ইহায়া যোগের ফল।

২৩। আত্মানং রথিনং বিদ্ধি :—

শরীর রথ, সাক্ষী আত্মাই রথী। বুদ্ধিকে সারথি, আর মনকে রশ্মি (লাগাম) বলিয়া জানিবে।

২৪। ইন্দ্রিয়াণিহয়ান্ আহুঃ —

ইন্দ্রিয় দিগকে বলা হয় অশ্ব। তাহারা বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। ইন্দ্রিয় ও মন সমন্বিত হইয়াই আত্মা বিষয় ভোগ করে।

২৫। যস্ত অবিজ্ঞানবান্ ভবতি :—

যাহার বিজ্ঞান নাই (সাক্ষি আত্মায় স্থিতি নাই) তাহার ইন্দ্রিয় গুলি দুষ্ট অশ্বের ন্যায় অবাধ্য এবং মন চঞ্চল হয়।

২৬। যস্ত বিজ্ঞানবান ভবতি :—

যাহার বিজ্ঞান আছে (সাক্ষি আত্মায় স্থিতি আছে) তাহার ইন্দ্রিয়-গুলি ভদ্র অশ্বের ন্যায় বাধ্য থাকাতে মন স্থির হয়।

২৭। যস্ত্ব বিজ্ঞানবান্ ভবতি :—

যাহার-বিজ্ঞান (সাক্ষি আত্মার জ্ঞান) নাই, তাহার চিত্ত অস্থির। এবং পাপ প্রবণ। সে কখনও শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হয় না। এই জন্য সাংসারিক দুঃখে ক্লিষ্ট হয়

২৮। যস্ত বিজ্ঞানবান্ ভবত্তি :—

যাহার বিজ্ঞান (সাক্ষি আত্মায় স্থিতি) আছে, তাহার চিত্ত স্থির এবং পবিত্র হয়। তিনি সেই অবস্থা লাভ করিয়াছেন, যাহাতে আর সংসারিক দুঃখে ক্লিষ্ট হইতে হয় না।

২৯। বিজ্ঞানসারথির্ যস্ত :—

বিজ্ঞান যাহার সারথি, আর মনের লাগাম যাহার হাতে আছে, তিনিই এই সংসার যাত্রার গন্তব্যে পৌছিতে পারেন। এই অবস্থার নামই বিষ্ণুর পরম পদ।

৩০ ভৃগুঃ পুত্র পিতুঃশ্রুত্বা :—

পিতা বরুণ (বরণীয় পরমেশ্বর) পুত্র ভৃগুকে ব্রহ্ম-লক্ষণ বলিয়া দিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া ভৃগু বুঝিতে পারিলেন যে, অন্নময়, প্রাণময় মনোময় কিম্বা বিজ্ঞানময় কোষে ব্রহ্ম পূর্ণভাবে বিরাজমান নহেন। আনন্দময় কোষের চৈতন্যে অর্থাত্ সাক্ষি-চৈতন্যেই ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

৩১। যং কর্মী ন বিজানাতি :—

কর্ম-যোগীরা হয়ত বলিবেন (সুখ দুঃখ পাপপুণ্যে উদাসীন) পৃথক্

সাক্ষি আত্মার অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি না। তাহারা স্বীকার না করুন, তত্ত্ববিৎ জ্ঞানযোগী যদি সাক্ষি-আত্মাতে ব্রহ্মাবলোকন করে, তাহাতে কর্ম যোগীর কী আসে যায় ?

৩২। অহং ব্রহ্মেতি বাক্যার্থ :—

যে পর্য্যন্ত "আমি ব্রহ্ম" এই বাক্যের অর্থ দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে গ্রথিত না হয়, সে পর্য্যন্ত শমাদি অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রবন মনন নিদিধ্যাসন অভ্যাস করিবে।

৩৩। আবৃত্ত পাপনুত্যর্থং :—

শরীরে যতবার ধূলি লাগে, ততবারই যেমন স্নানাদি দ্বারা তাহাকে পরিষ্কৃত করিতে হয়, সেইরূপ যতবার স্খলন হইবে, ততবারই ধ্যান করিয়া সাক্ষি আত্মার আমিত্ব জ্ঞান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবে।

৩৪। তপসা প্রাপ্যতে সত্বম্ :—

তপস্যা দ্বারা (দীর্ঘ প্রচেষ্টা দ্বারা) সত্বগুণ বর্ধিত হয়। সত্বগুণ বৃদ্ধি হইলে মন স্থির হয়। মন স্থির হইলে সাক্ষি-আত্মাকে পাওয়া যায়। সাক্ষি আত্মাকে পাইলে আর কিছুই পাইবার আকাঙ্খা থাকে না।

৩৫। নিয়ম্যতে তমো যত্র :—

তমোগুণকে সংযত করিলে রজোগুণ বর্ধিত হয়। তারপর আবার রজোগুণকে সংযত করিলে সত্বগুণ বর্দ্ধিত হয়।

৩৬। তস্মাত্ সর্বপ্রযত্নেন :—

এই জন্য সর্বপ্রযত্নে জ্ঞান-নিষ্ঠ হইবে—সাক্ষি-আত্মায় অবস্থান করিবে। কিন্তু কর্ম্মের সাহায্য বিনা জ্ঞান লাভ হয় না, এই জন্য কর্মেরও আবশ্যকতা আছে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন "কুর্বন্নে বেহ কর্মাণি" কর্ম করিতে করিতে জীবন পথে চলিতে থাকিবে।

৩৭। পন্থানৌ পিতৃযানশ্চ :—

পিতৃযান এবং দেবযান এই দুইটী পথই প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে কর্ম

যোগিগণ পিতৃযান অবলম্বন করিয়া যজ্ঞ (কর্ত্তব্য) করিয়া যান। আর জ্ঞান যোগিগন দেবযান অবলম্বন করিয়া মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে কর্ম সংন্যাস (পরিত্যাগ) করেন।

৩৮। যথোদকং দুর্গে বৃষ্টম্ :—

বৃষ্টির জল পর্বত শিখরে পতিত হইবার পর ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইতে থাকিলেও, তাহারা মূলতঃ এক অভিন্ন বৃষ্টির জলই বটে, সেইরূপ ধর্মও বিভিন্ন প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলেও তাহারা এক ধর্মেরই বিভিন্নরূপ। কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের (পিতৃযান ও দেবযানের) মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই, উভয় পথ দ্বারাই পরমার্থ লভে হয়।

৩৯। বিধিনা কর্মসন্ত্যাগঃ :—

কিন্তু জ্ঞান যোগের (কর্মত্যাগের) পথ অবলম্বন করিতে হইলে, বিবেক লাভের পরে শাস্ত্র বিধি অনুসারেই সংন্যাস গ্রহণ করিতে হয়। নতুবা স্বেচ্ছাচারিতা [বশতঃ কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিলে, তাহাতে কর্ত্তব্য ত্যাগ জনিত পাপ জন্মে।

৪০। কর্মে'1 ব্রহ্মভোয় ভ্রষ্টঃ :—

কর্মযোগ ওজ্ঞানযোগ ইহারা একটী নদীর দুইটী কুলের মত। ইহার যে কোনও তীর ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকিলে লক্ষ্যে পৌছান যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারিতা বশতঃ কর্মত্যাগ করে, তাহার কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয় পথই নষ্ট হয়। কর্মত্যাগ করিল বলিয়া তাহার কর্মযোগ নষ্ট হয়, আর ব্রহ্মলাভকে উদ্দেশ্য করে নাই বলিয়া তাহার জ্ঞানযোগও নষ্ট হয়। তখন উভয় কুল ভ্রষ্ট হইয়া সেই ব্যক্তি নদীর মধ্যে পড়িয়া যায়, আর অহঙ্কার (স্বার্থপরতা) রূপ কুম্ভীর আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে।

৪১। বর্ণাশ্রম বয়ো অবস্থা :—

বর্ণ, আশ্রম বয়স অবস্থা, প্রভৃতি বিষয়ে পার্থক্য জ্ঞান যাহার আছে,

নিজের কর্তব্যের ও অকর্তব্যের অভেদ জ্ঞান তাহার সাজে না। বিধি নিষেধের অতীত তিনি নহেন। তাহাকে কর্তব্য পালন করিতে হইবে, অকর্তব্য রিহার করিতে হইবে।

৪২। চিত্তমেব হি সংসারঃ :—

চিত্তই সংসার বন্ধনের হেতু, অতএব চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে চেষ্টা করিবে। যাহার চিত্ত যেমন, মানুষ নিজেও তেমন, ইহা পরম সত্য।

৪৩। ভার্য্যা স্নুষা ননন্দা চ :—

একই নারী, কেহ তাহাকে মনে করে ভার্য্যা কেহ মনে করে পুত্রবধূ, কেহ মনে করে ননন্দা, কেহ মনে করে যাতা, (জা) কেহ মনে করে মাতা বুদ্ধি বশতঃ একই ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন [ভাবে] প্রতীত হয়।

৪৪। সৈব মংাসময়ী যোষিত্ :—

নারীটীর জড়মূর্ত্তি একই বটে, কিন্তু তাঁহার ভাবময়ী মূর্তি পৃথক পৃথক্। জড় পিণ্ডটী এক, কিন্তু প্রত্যেকের নিকট ইহা একটি পৃথক্ ব্যক্তি। জড় জগৎ সকলের পক্ষে সাধারণ বিষয়, কিন্তু ইহাকে অবলম্বন্ করিয়া যে মনোরাজ্যের সৃষ্টি হয়, তাহা প্রত্যেকের পক্ষে ভিন্ন। যে যেমন ভাবে নেয়, সংসার তাহার পক্ষে তেমন। কাহারও পক্ষে স্বর্গ, কাহারও পক্ষে নরক।

৪৫। সদা বিচারয়েত্ তস্মাত্ :—

এইজন্য জগতের মূল তত্ত্ব কী, (জগতে ধ্রুব পদার্থ কী), অর্থাত্ জগত জীব ও পরমেশ্বর সম্বন্ধে সর্ব্বদা বিচার করিবে। জীব ও জগত যে অনিত্য ইহা বুঝিতে পারিলে ব্রহ্মের উপর নিষ্ঠা হইবে।

৪৬। সঙ্গী হি বধ্যতে লোকে :—

যাহার আসক্তি আছে, সে বদ্ধ হয়। যিনি অনাসক্ত তিনিই আনন্দ ভোগ করিতে পারেন। এইজন্য যিনি আনন্দ চান, তিনি আসক্তি পরিত্যাগ করিবেন।

৪৭। যদা নির্বৃত্তো সর্বস্মাত্ :—

সুখের কামনা দূর করিতে পারিলেই মানুষ সত্ত্বগুণযুক্ত হয়। কিন্তু তখন ব্রহ্ম লাভ করে।

৪৮। য একো অ্বর্ণো :—

পরমেশ্বর অদ্বিতীয় ও নিরঞ্জন। তাহার অভিপ্রায় নিগূঢ়। মায়াশক্তি বলে তিনি এই বিচিত্র বিশ্ব প্রথম সৃষ্টি করেন, এবং পরে সংহার করেন। এই মহাদেব আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি দান করুন।

ত্রয়োদশী।

জীবন্মুক্তঃ।

১। অসক্তঃ সক্তবদ্ গচ্ছন্ :—

যাহার চিত্ত অনাসক্ত, কিন্তু বাহিরে কর্ম পরিত্যাগ না করিয়া যিনি আসক্তের মতই ব্যবহার করেন, যাহার কোনও সঙ্গ (জেদ) নাই, কোনও বন্ধন (আকাঙ্খা) নাই, যিনি শত্রু ও মিত্রকে তুল্যভাবে ভালবাসেন, তিনি ত মুক্ত বটেনই।

২। ন জিজীবিষুবত্ কিঞ্চিত্ :—

জীবন্মুক্তের কোনও আকাঙ্খাই নাই, তিনি (আরও সুখ ভোগের জন্য) বাঁচিয়া থাকিতেও চান না কিম্বা (দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য) মরিতেও চান না তিনি জিজিবিষু ও নহেন, মুমূর্ষু ও নহেন, জীবনও আকাঙ্খা করেন না, মৃত্যুও আকাঙ্খা করেন না।

৩। সর্বত্র রমতে যস্ত :—

জীবন্মুক্তের (কোনও বাসনা নাই অতএব) অনুরক্তিও নাই, বিরক্তিও নহে। বিরক্তি নাই বলিয়া তিনি সর্ব্বত্রই আনন্দ অনুভব করেন সব কাজেই উত্সাহ পান। কাহাকে তিনি ভয় দেখান না। কেহ হইতে ভয় পান না।

৪। তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে যস্য :—

যাহার প্রিয় ও অপ্রিয় বলিয়া কিছু নাই, সুখ ও দুঃখ যাহার নিকট সমান, অতীত আর ভবিষ্যতের কোনও চিন্তা যিনি করেন না, পরকে যিনি আদর করেন।

৫। ন কস্যচিত্ স্পৃহয়তে :—

কাহারও প্রতি যিনি আসক্ত হন্ না, কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না। যিনি নির্দ্ধন্দ্ব ও বীতরাগ, তিনি তো মুক্তই।

৬। সর্বভূতেষু চাত্মানং :—

যিনি নিজেকে সর্বজীবের মধ্যে কিঞ্চ সকল জীবকে নিজের মধ্যে দেখিয়া বিচরণ করেন তাহাকেই জীবন্মুক্ত বলা হয়।

৭। জীব শিবঃ সর্বমেব :—

জীবে জীবে একমাত্র শিবই অবস্থিত. যিনি এরূপ উপলব্ধি করেন তিনি জীবন্মুক্ত।

৮। সর্বত্র বিগতস্নেহ :—

যাহার কোনও বিষয়ে আসক্তি নাই, কেবল সাক্ষির মত থাকেন, কোনও আকাঙ্খাই যাহার নাই, অথচ কাজ করিয়া যান, তিনিই জীবন্মুক্ত।

৯। সর্বেচ্ছাঃ সকলাঃ শঙ্কা :—

যাহার কোনও ইচ্ছা নাই, কোনও আশঙ্কা নাই, কোনও চেষ্টা নাই,

কোনও সম্বন্ধ নাই, বুঝিয়া শুনিয়া এগুলি যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাকেই জীবন্মুক্ত বলা হয়।

১০। যো ন কাময়তে কিঞ্চিত্ :—

যিনি কিছুই কামনা করেন না; কিছুই উপেক্ষা করেন না ইহলোকে থাকিয়াই তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছেন।

১১। যদাসৌ সর্বভূতানাম্ :—

যখন মানুষ কায়মনোবাক্যে কাহাকেও দ্রোহ করে না, কিম্বা কিছুতেই আসক্ত হয় না, তখন ব্রহ্মত্ব লাভ করে।

১২। যদা ন কুরুতে পাপম্ :—

যখন মানুষ কায়মনোবাক্যে কাহারও কোনও অনিষ্ট করে না তখন ব্রহ্মত্ব লাভ করে।

১৩। যদা চায়ং ন বিভেতি :—

যখন কাহাকেও ভয় করে না, কাহাকেও ভয় দেখায় না, কিছুই চায় না, কিছুতেই বিরক্তি হয় না, তখন মানুষ ব্রহ্মত্ব লাভ করে।

১৪। এবং প্রজ্ঞানতৃপ্তস্য :—

যিনি প্রজ্ঞান লাভ করিয়া এই রূপ নির্ভয় ও নিরাকাঙ্খ হইয়াছেন, মৃত্যু তাহাকে কোনও ভয় দেখাইতে পারে না, তিনি মৃত্যুভয় অতিক্রম করিয়াছেন।

১৫। বিনশ্যত্সু চ ভূতেষু :—

চারিদিকে লোক মরিতেছে দেখিয়া তিনি ভীত হন না। সকলে সংসার ক্লেশ ভোগ করে, কিন্তু তিনি ক্লেশ হইতে নিজেকে বাঁচাইতে জানেন।

১৬। যেন কেনচিদ্ আচ্ছন্নঃ :—

যেমন বস্ত্র পান তাহাই পড়েন, যেমন অন্ন জোটে তাহাই খান, যথায় স্থান মিলে, শুইয়া থাকেন, তাই তিনি ব্রাহ্মণ।

১৭। সর্ব্বমিত্রঃ সর্ব্বসহঃ :—

যিনি সকলেরই বন্ধু, সকলই সহ্য করেন, যিনি শান্ত ও জিতেন্দ্রিয়, যাহার ভয় নাই, ক্রোধ নাই, আত্মস্থ এমন নরই মুক্তি লাভ করেন।

১৮। ন যেষাং বান্ধবাঃ সন্তি :—

যাহাদের কোনও বন্ধু নাই, কিংবা যাহারা কাহারও বন্ধু নহেন (অর্থাত্ কাহারও সহিত এমন বন্ধুতা নাই যে তাহার হিতের জন্য পাপ করিতে যাইবেন) যাহাদের কোনও শত্রু নাই, কিম্বা যাহারা কাহারও শত্রু নহেন।

১৯। নাপ্রাপ্তম্ অনুশোচন্তি :—

যাহা পান নাই তজ্জন্য যাহারা অনুশোচনা করেন না, সময়মত যাহা উপস্থিত হয়, সেই কার্য্য করেন, অতীতের জন্য অনুশোচনা করেন না, ভবিষ্যতের জন্য কাহারও নিকট প্রতিজ্ঞা করেন না।

২০। নিন্দা প্রশংসে।গত্যর্থং :—

যাহারা অপরের অতিশয় নিন্দা বা প্রশংসা করেন না, কিম্বা অপরের নিন্দা বা প্রশংসা শুনিয়া ধৈর্য্য হারান না।

২১। সর্ব্বতশ্চ প্রশান্তাঃ যে :—

যাহারা সর্ব্বদাই প্রশান্ত, সকলেরই কল্যাণ করেন, কখনও ক্রুদ্ধ হন না, কিম্বা উল্লসিত হন না, কাহারও অনিষ্ট করেন না।

২২। প্রত্যাহর্ নোচ্যমানা যে :—

যাহারা গালি খাইয়াও গালি দেন না, হিংসিত হইয়াও হিংসা করেন না, যাহা পারেন দান করেন, পরন্তু কখনও যাচ্ঞা করেন না ারা সংসার ক্লেশ অতিক্রম করেন।

২৩। যাত্রার্থং ভোজনং যেষাম্ :—

যাহারা শরীর রক্ষার জন্য যতটা প্রয়োজন তাহাই ভোজন করেন. সন্তান উত্পাদনের ইচ্ছা ভিন্ন মৈথুন করেন না. কেবল সত্য প্রকাশ করিতে হইলেই কথা বলেন, তাহারা সংসারের দুঃখ অতিক্রম করেন।

২৪। যেষাং ন্ ত্রসতি কশ্চিত্ :—

যাহারা কাহাকেও ভয় দেখান না, কাহাকেও ভয় করেন না, সকলকেই নিজের সমান বলিয়া মনে করেন, তাহারাই সংসার ক্লেশ অতিক্রম করেন।

২৫। যে ক্রোধং সংনিয়চ্ছন্তি :—

যাহারা নিজের ক্রোধ দমন করেন, ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে শান্ত করেন, কাহারও উপর কুপিত থাকেন না. তাহারা দুর্গতি অতিক্রম করেন।

২৬। অতিবাদাংস্ তিতিক্ষেত :—

কেহ গালি দিলে সহ্য করিবে, কাহাকেও অবজ্ঞা করিবে না। কেহ ক্রোধের কারণ জন্মাইলে তাহাকে প্রিয় বাক্য বলিবে। কেহ আঘাত দিলেও তাহার কল্যাণ কামনা করিবে।

২৭। আত্মানং চ পরাংশ্চৈব :—

অপর কেহ ক্রোধ প্রকাশ করিলে যিনি প্রতি-ক্রোধ না করিয়া শান্ত থাকেন, তিনি নিজেকেও বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন, অপরকেও বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন।

২৮। মৃদুনা দারুণং হন্তি :—

মিষ্ট ব্যবহার দ্বারা ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে শান্ত করা যায়, অক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে আপন করা যায়। সকলেই মিষ্ট ব্যবহারের বশ, অতএব কটু ব্যবহার হইতে মিষ্ট ব্যবহারই অধিক শক্তিশালী।

২৯। শান্তি খড়্গো করে যস্য :—

যাহার হাতে শান্তি খড়্গ থাকে দুর্জ্জন তাহার কি করিতে পারে? [দুর্জ্জনের সকল দ্বেষ তিনি শান্তি খড়্গ দ্বারা কাটিয়া ফেলেন] যে স্থানে শুষ্ক তৃণ নাই, তথায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িলে তাহা জ্বলিয়া উঠিতে পারে না, আপনা হইতেই নিভিয়া যায়।

৩০। ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাত্ :—

কেহ অনিষ্ট করিলেও, ফিরিয়া তাহার অনিষ্ট করিবে না। সর্ব্বদাই ন্যায়

পথে থাকিবে। যিনি অন্যের অনিষ্ট করিতে চান, তদ্দ্বারা তিনি নিজেরই অনিষ্ট করেন। পাপ পথে চলিতে গিয়া আত্মঘাত করেন।

৩১। জয়ো বৈরং প্রসৃজতি :—

কলহ কেবল দুঃখেরই হেতু ; পরাজিত হইলে দুঃখ হয়, জয়লাভ করিলে শত্রুর মনে বৈরভাব থাকিয়াই যায়। যিনি জয় পরাজয় উভয়কেই ত্যাগ করেন, তিনিই সুখে ঘুমাইতে পারেন।

৩২। যদ্ হিংসদি কৃতং কর্ম্ম :—

হিংসা আচরণ করিলে মানুষের শ্রদ্ধা (sentiment,—সূক্ষ্ম অনুভূতি) নষ্ট হইয়া যায়। যাহার শ্রদ্ধা নষ্ট হয়. সেই মানুষ ও বিনষ্ট (অধঃ পতিত) হয়।

৩৩। শ্রদ্ধা লক্ষণং ইত্যেব :—

শ্রদ্ধাই ধর্মের প্রাণ—[যাহার যেমন শ্রদ্ধা তাহার ধর্ম ও তেমন হয়।] পণ্ডিত গণ এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব শ্রদ্ধা যাহাতে বিনষ্ট না হয়, তাহাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইহাই দেবযান পথ।

৩৪। আত্মবত্ সর্বভূতেষু :—

যিনি সকল জীবকে নিজের মতন দেখেন, সেই নির্ম্মল নিরহঙ্কার মানব তো মুক্তই বটেন।

৩৫। যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি :—

যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সকল জীব যে একমাত্র ব্রহ্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ তাহা বুঝিতে পারায়, তাহার পারক্য বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে। কাহাকেও পর বলিয়া তাহার মোহ হয় না, অতএব তাহার শোকও হয় না। কারণ নিজের দ্বারা কোন ও অনিষ্ট হইলে মানুষ তাহাতে ক্রুদ্ধ হয় না, আনন্দের সহিত ক্ষতি সহ্য করে। সর্বভূতে আত্মদর্শন করিতে পারিলে, তাহার আর কোনও শত্রু থাকে না।

৩৬। আত্মন্যেবাত্মনাত্মানম্ :—

তুমি নিজের মধ্যে যেমন আত্মাকে দেখিতে পাও, অন্যের মধ্যে ও তেমন কেন

আত্মাকে দেখ না ? তোমার এবং অপরের মধ্যে যে একই আত্মা বর্ত্তমান তাহা কেন স্মরণ রাখ না ?

৩৭। এক এব চরেদ্ ধর্ম্মং :—

নিজের যাহা কর্ত্তব্য তাহা নিজেকেই সম্পন্ন করিতে হয়—অন্যে করিয়া দিতে পারে না। অন্যে যে কাজ করিয়া দেয় তাহাদ্বারা নিজের কর্তব্য পালন হয় না। ইহা বুঝিয়া লইয়া, অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া, যিনি নিজেই কর্ত্তব্য করিয়া যান তিনি ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করেন না, ধর্ম ও তাহাকে পরিত্যাগ করে না।

৩৮। অনাগতং ন চ ধ্যায়েত্ :—

ভবিষ্যতের কথা ভাবিবে না, অতীত সম্বন্ধে চিন্তা করিবে না, বর্ত্তমান বিষয়ে অনাসক্ত থাকিবে, এইরূপে কালঞ্জয় (ত্রিকালজয়ী) হইতে হয় !

৩৯। যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে :—

যখন হৃদয়ের গ্রন্থি সকল (কামনাসকল) ভিন্ন হয়, তখন মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে, ইহাই বিধান।

৪০। কামান্ য কাময়তে মন্যমানঃ :—

যিনি কামনা পরিপোষণ করেন, তিনি কামনাদ্বারা ইতস্ততঃ চালিত হন। যে কৃতাত্মা সুখের কামনা জয় করিতে পারিয়াছেন, তাহার সকল কামনাই বিলুপ্ত হয়। [সুখের কামনাই সকল কামনার মূল।] :—

৪১। যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি :—

মানুষ যে যে বিষয় ভাবে, যে যে ইচ্ছা পোষণ করে, সে সেই সেই বিষয়ে ও ইচ্ছায় আবদ্ধ হইয়া পড়ে। অতএব মুক্তিকামী সাধক অন্য বিষয়ের চিন্তা না করিয়া কেবল আত্মজ্ঞেরই সম্মান করিবেন; কেবল পরমাত্মারই চিন্তা করিবেন।

৪২। অরণ্যে বসতঃ যস্য :—

মুনি যখন অরণ্যে থাকেন, তখন গ্রামের কথা ভুলিয়া যান, আর যখন গ্রামে থাকেন তখন অরণ্যের কথা ভুলিয়া যান। গ্রাম বা অরণ্য কোথায়ও তাহার

আসক্তি নাই, অতএব মনে মনে উহার কল্পনা করিতে থাকেন না ; সম্মুখে যে কর্ত্তব্য পড়ে তাহাই করিয়া যান। :—

৪৩। জগন্মিথ্যাত্ব ধীভাবাদ্ :—

জগত্ যে অনিত্য, এই উপলব্ধি যখন হয়, তখন আর কোন বিষয়ে কামনা থাকে না। কামনা থাকে না বলিয়া কামুক ও কেহ থাকে না, কাম্য ও কামুকের অভাবে সকল সন্তাপ আপনিই বিলুপ্ত হয়—যেমন তৈলাভাবে দীপ আপনিই নিভিয়া যায়।

৪৪। প্রারব্ধ কর্মপ্রাবল্যাত্ :—

প্রাবব্ধ কর্মের প্রাবল্যবশতঃ হঠাত্ যদি কোনও প্রলোভনে আটকিয়াও পড়ে, তথাপি যেন কতকটা অনিচ্ছার সহিতই তাহা ভোগ করে, একবারে আত্মহারা হয় না। জমিদারের বরকন্দাজ যখন বেগার ধরে, তখন যেমন লোকে বাধ্য হইয়া কাজ করে বটে কিন্তু মন তথায় থাকে না, সুবিধা পাইলেই ছুটিয়া পলায়।

৭৫। বিবেকেন পরিক্লিশ্যন্ :—

বিবেকের চাপ আছে বলিয়া সে অল্প কিঞ্চিত্ ভোগ করিয়াই বিষয়টী পরিত্যাগ করে, আর যাহার বিবেক সবল নহে, সে কেবল বিষয় ভোগ করিতেই থাকে।

৪৬। জ্ঞানিনো অজ্ঞানিনশ্চাত্র :—

প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলে অজ্ঞানীর ন্যায় জ্ঞানীও বিষয় ভোগে প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু জ্ঞানী জানে যে প্রারব্ধ ক্ষয় হইলেই তাহার বিষয় ভোগ কাটিয়া যাইবে এই জন্য সে শোকতাপে অধীর হয় না। অজ্ঞানী ইহা জানেনা বলিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হয়।

৪৭। মার্গে গন্ত্রোর্ দ্বয়োর্ শ্রান্তৌ :—

দুই জনে এক সঙ্গে রাস্তায় হাটিতেছে, পথশ্রম দুই জনেরই সমান। কিন্তু জ্ঞানী জানে লক্ষ্য সন্নিকট, তাই তাড়াতাড়ি হাটিয়া বাকী রাস্তাটুকু শেষ করি-ফেলে। নৈকট্য সম্বন্ধে অপর জনের কোনও জ্ঞান নাই; তাই ক্লেশের সহিত ধীরে ধীরে চলিতে থাকে, বেশী সময় ক্লেশ ভোগ করে।

৪৮। শকুনানাম ইবাকাশে :—

পক্ষী যে শূন্যপথে উড়িয়া যায়, তাহাতে তাহার কোনও ক্লেশ হয় না। ক্ষুদ্র মত্স্য প্রবল স্রোতের বিপরীত দিকে বিনা ক্লেশেই অগ্রসর হয়। এইরূপ ধর্ম্ম (ন্যায়-নিষ্ঠা) যখন স্বাভাবিক হয়, স্বাভাবিক ভাবেই ধর্ম্মপথে থাকিতে পারা যায়, তাহার জন্য কোনও প্রযত্নের প্রয়োজন হয় না, কোনও আয়াস লাগে না, তাহাই সিদ্ধির লক্ষণ।

৪৯। আরব্ধকর্ম নানাত্বাত্ :—

তাহাদের পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বশতঃ সিদ্ধ পুরুষগণ, ভিন্ন ভিন্ন জীবন প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন (যথা কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব, কেহ সাকারবাদী, কেহ নিরাকার বাদী)। তাহাদের জীবন যাত্রার এই বাহ্য পার্থক্য দেখিয়া "কোনটী যথার্থ পথ? কাহাকে অনুসরণ করিব ?" এই ভাবিয়া বিহ্বল হওয়া উচিত নয়।

৫০। স্ব স্ব কর্ম্মানুসারেণ :—

নিজ নিজ কর্ম্মফলজাত রুচি অনুসারে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর জীবন যাপন করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই। "সকল জীবেই আত্মদর্শন" (আত্মপর বিভেদ দূর করা), তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এই সাধারণ লক্ষণটি দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহাই মুক্তির স্বরূপ, অতএব তাহাদের সকলের মধ্যেই এই ঐক্য বোধ আছে।

৫১। যদা ভবতি নির্দ্বন্দ্বো :—

দ্বন্দ্ব অথবা পারক্য বুদ্ধি পরিহার করিয়া মানুষ যখন চুপ করে (শান্ত হয়), তখন সে ইহলোক পরলোক দুই লোক জয় করে।

৫২। পরাপরজ্ঞো ভূতানাম্ :—

জীবের আদি ও অন্ত (কোথা হইতে জীব আসে, কোথায় যায়) তিনি জানেন, সকল কর্ম্ম সাধনের বিধিই তিনি অবগত আছেন, সকল জীবকেই তিনি নিজের মত দেখেন। এইরূপে তিনি পরমাত্মার সাক্ষাত্ লাভ করেন।

চতুর্দ্দশী

রাস বিলাস।

১। যদা তমস্ তন্ন দিবা ন রাত্রির্ :—

ব্রহ্ম সর্ববিধ দ্বন্দের অতীত। তথায় দিন ও নাই, রাত্রি ও নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি শূন্যমাত্র নহেন—তিনি উজ্জ্বল অতমস্ (বিশুদ্ধ সত্ব)। তিনি সত্‌ ও নহেন, অসত্‌ ও নহেন, রুদ্র কেবল মঙ্গলময়। তিনি অব্যয় হইয়াও বরেণ্য জগত্‌ প্রসবিতা—আবার মানুষ প্রজ্ঞার প্রেরণা, তাহা হইতেই পায়।

[সবিতুর্ = সবিতা—পাণিনি ৩-১-৮৫)]

২। জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ :—

রুদ্রের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে, আসক্তির প্রকোপ কমিয়া যায়, জীবনের ও মরণের ক্লেশ ক্ষীণ হয়। রুদ্রের ধ্যান করিতে থাকিলে মানুষ মরণান্তে শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ আপ্ত-কামতা লাভ করে।

৩। য একো জালবান্ :—

শক্তিমান্ যিনি স্বীয় শক্তিবলে একাই আধিপত্য করেন, সকল লোককে শাসন করেন, যিনি একাই সৃষ্টি করেন, একাই পালন করেন, তাঁহাকে যাহারা জানেন তাহারা অমৃতত্ব লাভ করে।

৪। স এব কালে :—

'জগতের পালনকর্ত্তা বিশ্বাধিপ তিনি সকলের অন্তরে গূঢ় ভাবে অবস্থিত। তাহাকে এইরূপে অবস্থিত জানিয়া, (স্মরণ দ্বারা) তাহার সহিত সর্ব্বদা যুক্ত থাকিয়া মহর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ মৃত্যুভয় হইতে রক্ষা পান।

৫। ঈশা বাস্যম্ ইদং সর্বম্ :—

জগতে যাহা কিছু পদার্থ আছে "তাহাদের সকলের মধ্যেই রুদ্র আছেন" এই ধারণাটী বদ্ধমূল করিবে—ঈশ্বরকে তথায় বসাইবে। জগত্ত কেবল তোমার ভোগের জন্য আছে, এমন মনে করিবে না। ত্যাগের সহিত ভোগ করিবে—কেবল

ভোগ পরায়ণ হইবে না। লোভ দমন কর। সম্পদ কাহারও নয়—তাহা চিরদিন কাহার ও থাকে না :—

৬। দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে :—

ব্রহ্মের বিভূতি স্বরূপে দুইটী অবিনশ্বর পদার্থ আছে। একটী সচেতন (বিদ্যাময়) কিঞ্চ অপরটী অচেতন (অবিদ্যা)। তন্মধ্যে ক্ষর (জড়) অচেতন আর অক্ষর (আত্মা) সচেতন। ইহা হইতে পৃথক্ পরমেশ্বর ইহাদের অধিপতি।

৭। স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থঃ :—

এতাদৃশ প্রভু তিনি অবিনশ্বর। তিনি জ্ঞানময় সর্ব্বব্যাপী কিঞ্চ ভুবনের প্রতিপালক। তিনি প্রতিমূহূর্ত্ত এই জগত্‌কে নিয়মিত করিতেছেন—নিয়মন করিবার কর্ত্তা তিনি ছাড়া আর কেহই নাই।

৮। একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাম্ :—

মানুষের নিজের শক্তি কিছুই নাই। এক রুদ্রের শক্তিই সকলের ভিতর ক্রিয়া করিতেছে। নিজের ভিতর ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়াই শান্তি লাভের একমাত্র পথ।

৯। অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে :—

কলিলের (বিশৃঙ্খল পরমাণু পুঞ্জের—chaos) মধ্যে অনাদি অনন্ত রুদ্র বাস করেন। তিনি বিশ্বের স্রষ্টা—নানাবিধ তাঁহার রূপ, তিনি একাই সমগ্র বিশ্বকে পরিবেষ্টিত করিয়া আছেন।

১০। ইহ চেদ্ অবেদীদ্ অথ সত্যমস্তি :—

এই রহস্য যে জানে কেবল সেই শান্তি পাইবে। ইহা না জানিলে কেবল অশান্তিই ভোগ করিবে। প্রত্যেক পদার্থের অন্তরালে যিনি আছেন, কেবল তাঁহাকে দেখিলেই মানুষ সংসারের ঊর্দ্ধে থাকিয়া আনন্দ ভোগ করে।

১১। যো যোনিম্ যোনিম্ :—

প্রত্যেকটী জীবে যিনি একক অধিষ্ঠিত, সমগ্র বিশ্ব যাহাতে উদ্গম হয়, এবং যাহাতে বিলীন হয়, সেই মঙ্গলময় পূজনীয় দেব ঈশানকে আরাধনা করিয়াই মানুষ আত্যন্তিক শান্তি পাইতে পারে।

১২। বেদাহম্ এতং পুরুষং মহান্তম্ :—

আমি মহান্ পুরুষোত্তমকে জানিতে পারিয়াছি। (মায়া জগতের উর্দ্ধে) তিমিরের অন্তরালে তিনি সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান। তাহাকে জানিয়াই মানুষ মৃত্যুলোক অতিক্রম করিতে পারে; সিদ্ধিলাভে অন্য কোনও উপায় নাই।

১৩। আ যদ্ রুহাব বরুণশ্চ নাবম্ :—

হে বরুণ, আমি যখন তোমার সহিত একত্র নৌকায় উঠি, এবং মধ্য সমুদ্রে যাই, এবং তথায় তরঙ্গের শিরে উঠিয়া দোলায় দুলি, তাহাই তো পরম সুখ। তুমি সঙ্গে থাকিলে বিপদেও সুখ।

১৪। বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ :—

বেদান্তের জ্ঞানদ্বারা যাহারা তত্ত্বনিশ্চয় করিয়াছেন, সংযম দ্বারা যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, তাহারা পরিণামে ব্রহ্মলাভ করেন—সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

১৫। সংযত্তম্ এতত. ক্ষরম্ :—

ক্ষর (জড়) এবং অক্ষর (চিতি) ইহারা পরস্পর সম্পৃক্ত। একটি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য (ব্যক্ত), অপরটী ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়। পরমেশ্বর রুদ্রই ইহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। সুখের আকাঙ্খায় আবদ্ধ হইয়া আত্মা আপনাকে পরাধীন (জড়ের অধীন—অবস্থার দাস) বলিয়া মনে করে। রুদ্রের অনুগ্রহ পাইলে (তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়া) সে বন্ধনমুক্ত হয়

১৬। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে :—

ব্রহ্ম মনোবাক্যের অগোচর—তাহাকে সম্পূর্ণ জানা যায়। কিন্তু যতটুকু জানা যায়, তাহাতেই য আনন্দ হয়. তাহার আস্বাদ একবার পাইলে, কিছুই মানুষকে আর দুঃখ দিতে পারে না। সকল দুঃখই যে হাসিমুখে সহ্য করিতে পারে। দুঃখের ভয় আর তাহার থাকে না।

১৭। অন্তঃ পূর্ণঃ বহিঃ পূর্ণঃ :—

তাহার কোনও আকাঙ্খা নাই, এইজন্য তিনি অন্তরে ও বাহিরে আনন্দে পরিপূর্ণ

—যেমন জলের মধ্যে পূর্ণকুম্ভ। উহার ভিতরেও জল, বাহিরেও জল। তাহার কোনও আকাঙ্খা নাই, এই জন্য তাহার অন্তর ও বাহির শূন্যময় বলা যাইতে পারে ; যেমন আকাশে শূন্য কুম্ভ ; উহার ভিতরেও শূন্য, বাহিরেও শূন্য।

১৮। সুখ দুঃখে সমে যস্ত :—

সুখ ও দুঃখ যাহার নিকট সমান, লাভ ও ক্ষতি, কিম্বা জয় ও পরাজয়ের পার্থক্য যিনি করেন না, ঈর্ষা দ্বেষ ভয় ও উদ্বেগে যিনি অচল থাকেন, তিনি তো মুক্তই হইয়াছেন।

১৯। চিত্তস্য হি প্রসাদেন :—

তাহার চিত্ত সদা প্রসন্ন, অতএব তাহার পক্ষে হেয় ও উপাদেয় বলিয়া কিছুই নাই। সকল অবস্থাতেই তিনি সুখী থাকিতে পারেন। তিনি নিজেতে নিজে সুখী—আনন্দের জন্য বাহিরের বস্তুর অপেক্ষা রাখেন না ; অতএব অনন্ত সুখ অনুভব করেন।

২০। একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা :—

জনে জনের হৃদয়ে থাকিয়া সেই এক প্রভু বহুরূপে প্রকাশিত হইতেছেন। নিজের অন্তরে তাঁহাকে যাহারা দেখিতে পান, তাহারাই শাশ্বত সুখ পায়, অন্যে পায় না।

২১। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ :—

এই বিশ্ব যাহার রচনা. সেই রুদ্র সুন্দর ব্রহ্মপুরে আছেন। হৃদয়াকাশে তিনি অধিষ্ঠিত।

২২। সম্প্রাপ্যৈনং ঋষয়ো জ্ঞানতৃপ্তা :—

আত্মাকে জানিয়া কবিগণ জ্ঞানের চরম সীমায় পৌছেন। তাহারা দৃঢ়নিষ্ঠ বীতরাগ ও প্রশান্ত হন। আত্মা সর্ব্বগ, এক আত্মাই সর্ব্বত্র অবস্থিত। এই জন্য আত্মজ্ঞ ঋষিগণ সর্বত্র প্রবেশ করেন, সকল কাজই করেন. কিছুই উপেক্ষা করেন না।

২৩। যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধঃ আত্মা :—

এই গহন সংসারে থাকিয়াও যাহার আত্মা একবার জাগিয়া উঠিয়াছে, তিনি

বিশ্বকৃত, সকল কাজই তিনি করেন। কারণ সকল বিশ্বকেই তিনি নিজের মনে করেন, বিশ্ব তাহা হইতে অভিন্ন, তিনি বিশ্বের সহিত এক হইয়া গিয়াছেন।

২৪। তস্মিন্ শুক্লম্ উত নীলমাহু :—

শুক্ল কিম্বা নীল, পিঙ্গল, হরিত কিম্বা লোহিত যাহাই হউক, সকল বর্ণই তাহার নিজের। কোন বর্ণকেই তিনি পর বলিয়া মনে করেন না। ইহাই (বিশ্বের সকলকে নিজ মনে করাই) ব্রহ্মানুমোদিত পন্থা। পুণ্যাশয় তেজস্বী ব্রহ্মবিদ্‌গণ এই পথেই বিচরণ করেন।

২৫। অনন্তস্যা প্রমেয়স্য :—

আত্মা অনন্ত ও অপ্রমেয়—কোথাও তাহার গতির বাধা নাই। যে মানব মনে করে "এই টুকু আমার সীমা. ইহার বাহিরে যাহা তাহা আমার নহে, তাহা আমার পর" তাহার এই ধারণাই অনন্ত আত্মার একটা সীমা বাঁধিয়া দেয়। সে নিজেই আত্মাকে দুর্ব্বল করে—আত্মার সর্বগত্ব নষ্ট করে।

২৬। অসূর্য্যা নাম তে লোকাঃ :—

যে মানব আত্মহত্যা করে—আত্মার যে বিকাশ হইতে পারিত তাহা হইতে দেয় না, ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে,—সে নিরানন্দ তমসাচ্ছন্ন জীবন যাপন করে।

২৭। প্রবৃত্তির্ নোপযুক্তা চেত্ :—

যদি বল যে "যে নর জ্ঞানলাভ করিয়াছে, কোনও আকাঙ্খাই তাহার নাই, অতএব সে কেন কর্ম্ম করিতে যাইবে? কর্ম্ম-নিবৃত্তিরই মূল্য আছে, কর্ম্ম-প্রবৃত্তির কী সার্থকতা আছে?" তাহা হইতে পারে না। কারণ জ্ঞান লাভের পরে কর্ম্ম-নিবৃত্তিই যেমন সাজে, সেইরূপ জ্ঞানলাভের জন্য কর্ম্মপ্রবৃত্তির আবশ্যকতা আছে। চেষ্টা ছাড়া জ্ঞান লাভ কেমনে হইতে পারে?

২৮। আসীনো দূরং ব্রজতি :—

তিনি নিকটে আছেন, অথচ দূরে থাকেন, শুইয়া থাকিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, সকল আনন্দের নিধি (যাহার তুলনায় অন্য আনন্দ নিরানন্দ বটে), এই মহাদেবকে

জানিতে "আমি" ছাড়া আর কে পারে? [নিজের আত্মবৃত্তি দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে হয়]।

২৯। অনুঃ পন্থা :—বিততঃ পুরাণঃ :—

এই রহস্য অতি সূক্ষ্ম—চিরকাল ধরিয়া সাধুজন এই পথে চলিয়া আসিতেছেন। "আমাকে" স্পর্শ করিয়াই ইহা স্থিত, 'আমার' অনুমোদনের উপরই ইহা অবলম্বিত। অর্থাৎ ইহা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ। নিজকে ছাড়িয়া কোনও ধর্ম্ম থাকিতে পারে না।] ধীর ধর্ম্মবিদ্গণ এই পথে বিচরণ করিয়াই (এই সংসারে থাকিয়াও) সংসারের উর্দ্ধে স্বর্গলোকে বাস করেন।

৩০। তদা ন বিষয়ং মন্যে :—

বিচার করিয়া দেখিলে, কোনও পদার্থকেই 'আমার' বলিয়া বলিতে পারি না, আবার সকল পদার্থকেই "আমার" বলিতে পারি। আমি নিজেও নিজের নহি, আবার সকল পদার্থই আমার নিজের।

৩১। আত্মাপি চায়ং ন মম :—

এক হিসাবে আমি নিজেও নিজের নহি. কারণ নিজের উপর (নিজের জীবন-মৃত্যুর উপর) আমার কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই। অন্য হিসাবে সমগ্র বিশ্বই আমার—সকলকেই যদি আমার বলিয়া মনে করি তাহাতে আপত্তি করিবার কে আছে বিশ্বজগত্ই যেমন আমারও,তেমন অন্যেরও, ইহা মনে করিতে পারিলে, আর ভ্রান্তি থাকে না, বিরোধ থাকে না।

৩২। কস্যেদম্ ইতি কস্যস্বম্ :—

তাই বেদ (ঈশোপনিষত্) বলিয়াছেন "কস্য ইদম্" এই জগৎ কাহার? অর্থাৎ এই জগত্ কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে। যে ইহাকে নিজের মনে করে এই জগত্ তাহারই। অতএব যত পার গ্রহণ কর, যত পার ভোগ কর।

৩৩। সমস্তং খল্বিদং ব্রহ্ম :—

সমগ্র বিশ্বই এক ব্রহ্মের প্রকাশ, এক চিন্ময় শক্তি (পরমাত্মা) সর্ব্ব

পরিব্যাপ্ত। অতএব হে অনঘ, "আমি পৃথক, এ পৃথক্" এরূপ ভ্রান্তি পরিত্যাগ কর।

৩৪। ব্রহ্মৈবেদম্ অমৃতং পুরস্তাদ্ :—

অমৃতময় ব্রহ্মই সম্মুখের দিকে। ব্রহ্মই পশ্চাতে, ব্রহ্মই দক্ষিণে ব্রহ্মই বামে আছেন। উর্দ্ধদিকে কিঞ্চ অধোদেশে, ব্রহ্মই বিস্তৃত আছেন। সমগ্র বিশ্বই ব্রহ্মময়।

৩৫। ছায়াতপৌ যথা স্বচ্ছৌ :—

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে দ্বৈত জ্ঞান বিনষ্ট হয়। শুভাশুভের ভেদ আর তখন থাকে না। তখন সবই শুভ—কোনওটী কম শুভ, কোনওটী বেশী শুভ, এই মাত্র ভেদ। কিন্তু অশুভ বলিয়া কিছুই নাই। যেমন আতপ ও ছায়া উভয়ই আলোকেরই প্রকাশ; আতপে আলোকের বেশী প্রকাশ, ছায়াতে কম প্রকাশ। কিন্তু সবই আলোক। খেলা করিতে গিয়া জিতিলেও আনন্দ, হারিলেও আনন্দ। জিতিলে বেশী আনন্দ, এই মাত্র ভেদ। কোনটাতেই দুঃখ নাই।

৩৬। যত স্কন্নং অস্য তদ. পূর্ব্বম্ :—

[ক্রীড়ার ন্যায়, ইহাতে কেবল আনন্দ, হারিলেও আনন্দ জিতিলেও আনন্দ]। হারিলেও আনন্দ, আর যদি না হারে তবেতো আরও বেশী (উত্তর) আনন্দ। আনন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নাই, আনন্দের জন্যই অন্য সব কিছু চাওয়া হয়।

৩৭। স বেদৈতত্‌ পরমং ব্রহ্ম ধাম :—

যাহাতে অধিষ্ঠিত দেখিলে এই বিশ্ব শুভ্র (আনন্দময়) বলিয়া মনে হয়, তাহাকে যিনি জানেন, তিনিই পরমাশ্রয় ব্রহ্মকে জানেন। যাহারা নিষ্কামভাবে ব্রহ্ম পুরুষের উপাসনা করে, তাহারাই সাংসারিক শুভকে অতিক্রম করিতে পারে—সত্ত্বগুণের শৃঙ্খল কাটিতে পারে। কেবল শুভের মধ্যে নহে, অশুভের মধ্যে তাহারা আনন্দময়ের লীলা দেখে।

৩৮। ভাব গ্রাহ্যম্ অনীড়াখ্যং :—

ধ্যান-গম্য ব্রহ্ম কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নহেন। অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব

উভয়ের আশ্রয় হইলেও, তিনি মঙ্গলময়। বিশ্বের প্রত্যেকটী অবয়ব তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। এই রুদ্রকে যে জানে, তাহার আর জন্ম হয় না, সে আর সংসারে আবদ্ধ হয় না।

৩৯। অহঙ্কার চিদাত্মানৌ :—

অবিবেক বশতঃ সাক্ষি-আত্মা এবং অহঙ্কার (মন) কে অভিন্ন মনে করিয়া "এটা আমার চাই" "এটা আমার চাই" বলিয়া যে ইচ্ছা তাহার নাম কামনা। সাক্ষি-আত্মাকে ভুলিয়া মনকে "আমি" মনে করিলেই বিপদ্।

৪০। অপ্রবেশ্য চিদাত্মানম্ :—

কিন্তু সাক্ষি আত্মাকে আবৃত না করিয়া, সাক্ষি-আত্মা হইতে অহঙ্কার পৃথক্ এইজ্ঞান জাগরুক রাখিয়া. যদি কোটি কোটি বস্তুও ইচ্ছা করা যায়, তাহাতে হানি নাই। কারণ তখন গ্রন্থিভেদ হইয়া গিয়াছে, সাক্ষি-আত্মা জাগরুক আছে। সাক্ষি-আত্মাকে জাগরুক রাখাই একমাত্র পরমার্থ—সাক্ষি-আত্মা জাগ্রত থাকিলে অন্য কোনও বিষয় লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই।

৪১। উপেক্ষিতে লৌকিকে ধীর্ :—

সংসারকে মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে এবং ব্রহ্ম চিন্তার দৃঢ় রতি হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় সাধক নটের বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। অর্থাত্ নট যেরূপ অভিনয় করিয়া যায়, অথচ তাহাকে মিথ্যা বলিয়া জানে, এইরূপ ভাবে সংসারকে অনিত্য জানিয়াও সাংসারিক কার্য্য করিয়াই যাইবে।

৪২। বিদ্যার রুদ্ধ বিরুধ্যেতে :—

জগত্কে যদি মিথ্যা বলিয়াই জানিলাম. তবে আর উপভোগ করিব কেমন করিয়া (মিথ্যা উপকরণ দ্বারা তৃপ্তি হয় না) এরূপ বলিও না। কারণ ঐন্দ্রজালিক যে বাজী দেখায়, তাহা মিথ্যা জানিয়াও লোকে উপভোগ করে। উভয়ের ক্ষেত্র বিভিন্ন।

৪৩। অন্যূনো জায়তে ভোগ :—

স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর যথার্থ অস্তিত্ব নাই, তথাপি তাহা সুখ দুঃখ জন্মাইতে সমর্থ।

এইরূপ সাংসারিক বস্তুর যথার্থ অস্তিত্ব না থাকিলেও নাটকাভিনয় দর্শনের মত দেখিলে, তাহা দেখিয়াও আনন্দ পাওয়া যাইতে পারে। জগত মিথ্যা, কিন্তু দ্রষ্টার আনন্দ ভোগ করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত।

৪৪। নিবৃত্তে সর্বসংসারে :—

সংসারে আসক্তি যদি কাটিয়া যায় তাহাই চিরস্থায়ী মুক্তি। তখন অব্যাহত আনন্দ লাভ হয়—কারণ কিছুতেই আসক্তি না থাকার দরুণ তদ্বিপরীত কিছুই আর দুঃখ দিতে পারে না। সংসারকে অভিনয় মাত্র জানিয়া আসক্তি নির্মূল করিতে পারিলে আনন্দের অভাব হয় না।

৪৫। বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্ বেদ :—

ব্রহ্ম চিন্ময় বস্তু (জড়ের প্রভাবের অতীত) ইহা যদি জানে, এবং ইহা যদি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে পারে, তাহা হইলে পাপের মূল কারণ যে জড়ে আসক্তি, তাহা অতিক্রম করিয়া নিত্য আনন্দ লাভ করে।

৪৬। ন পশ্যঃ মৃত্যুং পশ্যতি :—

যিনি যথার্থ দ্রষ্টা—সাক্ষির দৃষ্টি লইয়া দেখিতে জানেন—জরা ব্যাধি কিম্বা মৃত্যু তাহাকে দুঃখ দিতে পারে না। সকলকেই তিনি আহ্বান করেন, সকলই গ্রহণ করেন। তিনি (যাহা পাইবার তাহা) সবই পান।

৪৭। যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ :—

যথায় সর্ববিধ আনন্দ আছে—আনন্দ, মোদ, মুদ, প্রমোদ, সবই আছে —যথায় কেবলই আনন্দ; যাহা সকল কামনার কামনা, যাহা সকল কামনার পরিসমাপ্তি, হে রুদ্র আমাকে সেই অমৃতের অধিকারী কর।

৪৮। ক্রিয়াবন্ত শ্রোত্রিয়াঃ ব্রহ্মনিষ্ঠা :—

যাহারা কর্ত্তব্য-পরায়ণ, বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, যাহারা স্বয়ং একেশ্বরের উপাসনা করেন (পুরোহিতের উপর ভার দিয়া বসিয়া থাকেন না) কিন্তু যাহারা যথাবিধি আজ্ঞানুবর্তিতা (শিরোব্রত) শিক্ষা করিয়াছেন, কেবল তাহাদের নিকটই এই ব্রহ্ম বিদ্যা বলিবে (কেবল তাহারাই এই ব্রহ্ম বিদ্যা বুঝিতে পারেন)।

পঞ্চদর্শী

রুদ্রষ্টোমঃ।

১। যুঞ্জতে মনঃ উত যুঞ্জতে ধিয়ঃ :—

বিদ্বান্ মহর্ষিগণ জ্ঞানময় ও সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরে মন সংলগ্ন করেন, বুদ্ধি সংলগ্ন করেন। তাহাদের মধ্যে একজন যোগবিদ্ বিশ্বস্রষ্টার আরাধনার জন্য একটী স্তোত্র রচনা করিয়াছেন।

২। ভুবনস্য পিতরম্ গীর্ভির্ আভিঃ :—

এই স্তোত্রদ্বারা জগত্ পিতা রুদ্রকে দিনে স্তব কর, রাত্রে স্তব কর। পুরোহিতের অনুবর্তী হইয়া আমরা সেই মহান উদার, অজর ও আনন্দময় রুদ্রকে সদ্য আহ্বান করিতেছি।

৩। একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ :—

রুদ্র (পরমেশ্বর)একজনই বটেন। দ্বিতীয় আর একজন রুদ্র নাই। তাহার শক্তি দ্বারা রুদ্র বিশ্বজগত্ নিয়ন্ত্রিত করেন। জনে জনে তিনি অবস্থিত। বিশ্বাধিপ রুদ্র এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, আবার প্রলয়কালে ইহাকে সংহার করেন।

৪।। বিশ্বতশ্চক্ষুঃ উত বিশ্বতোমুখঃ :—

সকলের চক্ষুঃ তাহার চক্ষু, সকলের মুখই তাহার মুখ। সকল বাহুই তাহার বাহু সকল পদই তাহার পদ। দেব রুদ্র দ্যাবা-পৃথিবী একাই উত্পন্ন করিয়া বাহুদ্বারা উহাদিগকে বিকশিত করেন; যেন পক্ষদ্বারা বিস্তৃত করেন।

৫। ন তস্য কার্য্যম্ করণং চ বিদ্যতে :—

তাহার কর্ত্তব্য কাজ কিছুই নাই। কিম্বা সেই কার্য্য সাধনের জন্য কোনও করণও (অস্ত্রও নাই। তাহার সমকক্ষ কিম্বা তাহা হইতে বড় কেহ নাই। তাহার নানাবিধ মহত শক্তি আছে বলিয়া শুনা যায়—জ্ঞান, প্রেম, ও ইচ্ছা তো তাহার স্বাভাবিক শক্তি।

৬। যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ—

সকলের মুল কারণ তিনি, প্রকৃতিকে বিকশিত করেন ; সকল প্রাকৃতিক পদার্থকে উদ্বর্তিত (evolution) করেন। সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া তিনি অবস্থিত। সর্ব্ববিধ সৌষ্ঠবের (excellence) প্রয়োজকও তিনিই।

৭। ন তস্য কশ্চিত্ পতিরস্তি লোকে :—

এই সংসারে তাহার প্রভুও কেহ নাই, প্রয়োজকও কেহ নাই। তাহার কোনও চিহ্নও খুজিয়া পাওয়া যায় না। তিনিই সকল কারণের মূল কারণ—সকল উপকরণ তাহারই অধীন। তাঁহার জনকও কেহ নাই, অধিপতি কেহ নাই।

৮। তম্ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্ :—

তিনি শক্তিমানদিগেরও মহেশ্বর, দেবতাদিগের ও দেবতা, প্রভুদিগেরও প্রভু। তিনি পরাত্পর—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিশ্বেশ্বর ও সর্বপূজ্য এই দেবকে যেন পাইতে পারি।

৯। ত্রাতারম্ ইন্দ্রম্ :—

পরমেশ্বর ইন্দ্র আমাদের ত্রাতা, তিনিই আমাদের রক্ষয়িতা। প্রতিটী যজ্ঞে সেই পরাক্রান্ত ও আশুতোষ ইন্দ্রেরই পূজা হয়। সমর্থ ও সর্বপূজ্য ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি। সংঘপতি ইন্দ্র আমাদের স্বস্তি বিধান করুন।

১০। প্র সু স্তোমং ভরত বাজয়ন্ত :—

জোরের সহিত ইন্দ্রের স্তব কর—তিনি আছেন এই বিশ্বাস যদি তোমায় থাকিয়া থাকে, তবে তাহার সত্য স্তব কর। কেহ কেহ অবশ্য বলেন "ইন্দ্র নাই ; কে তাহাকে দেখিয়াছে ? কাহার স্তব করিব ?"

১১। যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্ :—

মনস্বান্ যিনি জন্ম হইতেই মনুষ্যদিগকে কর্ত্তব্যজ্ঞানে বিভূষিত করিয়াছেন, যাঁহার ভয়ে এই বিশ্ব সংসার কম্পিত হয়, মনুষ্যত্বের (নৃম্ণস্য) পরাকোটির ধারণা আমরা যাহা হইতে পাই, হে জনগণ তিনিই পরমেশ্বর (ইন্দ্র)।

১২। যস্মান্ ন ঋতে বিজয়ন্তে :—

যাহার আনুকূল্য ব্যতীত কেহ জয়লাভ করিতে পারে না ; সাধন সময়ে সফলতার নিমিত্ত সাধকগণ যাহাকে অর্চ্চনা করে, যিনি এই বিশ্বের প্রতিরূপ, (বিশ্বে অনুস্যূত), সকল প্রতিকূলতা যিনি ভগ্ন করিতে জানেন, হে জনগণ তিনিই ইন্দ্র (পরমেশ্বর)।

১৩। যং স্মা পৃচ্ছন্তি কুহ সেতি ঘোরম্ :—

যাহার সম্বন্ধে লোকে বলে "কোথায় সেই জনার্দ্দন ?" অথবা যাহার সম্বন্ধে বলে "ইনি নাই"—মহান্ তিনি হঠাত্ পক্ষির মত ছো মারিয়া মানুষের মন (পুষ্টি) কাড়িয়া লন। তাঁহাতে শ্রদ্ধা রাখিও (হে জনগণ, তিনিই ইন্দ্র।)

১৪। প্রাক্তুভ্য ইন্দ্র প্রবৃধঃ অহভ্যঃ :—

রাত্রি ও দিন পরমেশ্বর ইন্দ্রের অন্ত পায় না—তিনি উহাদিগহইতে বড়। সমুদ্রের জলরাশি কিম্বা অন্তরিক্ষ হইতেও তিনি বৃহত্তর। পৃথিবীর সীমা কিম্বা বায়ুমণ্ডল হইতেও তিনি বৃহত্তর। মহাদেশ কিম্বা মহাসিন্ধু সকলকে তিনি ছাড়াইয়া যান।

১৫। ন যস্য দ্যাবা পৃথিবী অনুব্যচো :—

তাঁহার বিস্তারের অন্ত আকাশ ও পৃথিবী পায় না, জগতের নদীগুলি তাহার সীমায় পৌছে না, তিনি যখন সানন্দে যুদ্ধ করেন, তাঁহার সে কৃপা বৃষ্টির পরিমাণ ও কেহ করিতে পারে না। হে ইন্দ্র এমন তুমি একাই, তোমার দ্বিতীয় এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছে।

১৬। ইমাম্ উ সু আসুরস্য :—

যশস্বান্ অসুর বরুণের মহতী শক্তির কথা বলিতেছি। তিনি অন্তরিক্ষে থাকিয়া সূর্য্য রূপ মান-দণ্ড দ্বারা প্রত্যহ পৃথিবীকে মাপিয়া লইতেছেন।

১৭। অস্তভ্নাদ্ দ্যাম্ অসুরো বিশ্ববেদাঃ :—

সর্ব্বজ্ঞ অসুর বরুণ স্বর্গলোক স্থাপিত করিয়াছেন, পৃথিবীর সীমানা নির্দ্দেশ

করিয়াছেন। সম্রাট্ স্বরূপে তিনি এই বিশ্বভুবনে সমাসীন আছেন। এই সকল পরমেশ্বর বরুণেরই কীর্তি।

১৮। নমঃ পুরা তে বরুণোত নূনম্ :—

হে সর্ব্বব্যাপি বরুণ, পূর্ব্বেও তোমাকে নমস্কার করিয়াছি, এখনও নমস্কার করিতেছি, ইহার পরেও নমস্কার করিব। হে দুর্লভ, তোমার বিধানগুলি যেন পর্ব্বতে ক্ষোদিত—তাহাদের প্রত্যবায় কখনও হয় না।

১৯। ইমা রুদ্রায় স্থির ধন্বনে গিরঃ :—

রুদ্রের এই স্তোত্র গান কর। তাহার ধনু দৃঢ়, এবং বাণ ক্ষিপ্র, তিনি স্বতন্ত্র, অপরাজেয়, পরাক্রান্ত, দণ্ডধর কর্ত্তা। আমাদের এই স্তোত্র তিনিই শ্রবণ করুন।

২০। তমু উ ষ্টুহি যঃ স্ব-ইষুঃ :—

তাহাকেই স্তব কর (খলের দমনের জন্য) যিনি সুদৃঢ় ধনু ও বাণ ধারণ করেন, আবার সর্ববিধ দুঃখের ঔষধ ও তিনিই জানেন। শাশ্বত শান্তির জন্য রুদ্রের পূজা কর : যিনি দেব ও অসুর তাহাকে নমস্কার দ্বারা সেবা কর।

২১। হিরণ্যহস্তঃ অসুর :—

হিরণ্যপাণি (সম্পদ্-দাতা) এবং বিনায়ক, শান্তি দাতা এবং আত্মারাম অসুর (নিরাকার) তিনি নাবিয়া আসুন, কিঞ্চ রাক্ষস ও যাতুকরদিগকে দূর করুন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আমরা যেন এই দেবকে (সাকার ঈশ্বরকে) স্তুতি করি।

২২। প্র তুবিদ্যুম্নস্য স্থবিরস্য ঘৃষ্বেঃ :—

আকাশ ও পৃথিবী মহাতেজস্বী অবিনশ্বর ও পরাক্রান্ত ঈশানের মহিমা ঘোষণা করে। সর্বশক্তিমান ও সর্বংসহ ঈশানের শত্রুও কেহ নাই, প্রতিদ্বন্দীও কেহ নাই, সমকক্ষও কেহ নাই।

২৩। হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্তাগ্রে :—

হিরণ্যগর্ভ (জ্যোতির্ম্ময়) রুদ্র আদি হইতেই বর্ত্তমান। জন্ম হইতেই তিনি এই ভূলোক ও দ্যুলোক ধারণ করিয়া আছেন। তাহা ব্যতীত অন্যকোন দেবকে নৈবেদ্যদ্বারা অর্চ্চনা করিব ?

২৪। য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব :—

যিনি আমাদের আত্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি শক্তি দেন, যিনি সকলের উপাস্য, মহাজনদিগকে যিনি শিক্ষা দেন, মৃত্যু ও অমৃত যাহার আদেশে অবস্থিত, তাঁহাকে ব্যতীত আর কোন দেবতাকে অর্ঘদ্বারা পূজা করিব।

২৫। যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বা :—

প্রাণ-শক্তির ও জ্ঞান-শক্তির প্রাচুর্য্যদ্বারা যিনি একাই এই জগতের রাজা, যিনি দ্বিপদ ও চতুস্পদ্ সকল জীবেরই অধিপতি, তাহা বিনা আর কোন দেবকে নৈবেদ্য দিয়া অর্চ্চনা করিব।

২৬। সমেত বিশ্বে বচসা পতিম্ দিবঃ :—

আসুন, আমরা সমবেত হইয়া সেই বিশ্বপতির স্তব করি। তিনি এক (অদ্বিতীয়) বিভু (সর্ব্বব্যাপি) এবং মানুষের অতিশায়ী। তিনি সকলের আদিম, আবার প্রত্যেক নূতন বস্তুতেই তিনি বাস করেন। পথ বহু. কিন্তু তাহারা সকলে এক তাহার নিকটই লইয়া যায়।

২৭। ইন্দ্রং মিত্রং বরুণং অগ্নিম্ আহুর্ :—

তাঁহাকে কেহ বলে ইন্দ্র, কেহ বলে বরুণ, কেহবা অগ্নি বলিয়া অভিহিত করে। জ্যোতির্ম্ময় (গরুত্মান্) তিনি লীলাময় (দিব্য)। সুন্দর তাহার রূপ (সুবর্ণ)। তিনি এক—অদ্বিতীয়, বিপ্রগণ তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া অগ্নি, যম, কিংবা মাতরিশ্বা বলিয়া ডাকে।

২৮। যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা :—

যিনি আমাদের জনক, বিধাতা কিঞ্চ রক্ষাকর্ত্তা, বিশ্বজগতের সকল তত্ত্বই তিনি জানেন। ভিন্ন ভিন্ন নামে মানুষ এক তাহারই অর্চ্চনা করে; তাহার অন্বেষণেই বিশ্বজগত্ ঘুরিয়া ফিরে।

২৯। যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্বং নমোভির্ :—

প্রথমেই নমস্কার করিয়া তোমাকে শ্রদ্ধা (ব্রহ্ম) নিবেদন করিতেছি। আমার

এই শ্লোকগুলি স্বর্য্যকিরণের ন্যায় ছড়াইয়া পড়ুক। অমৃতের অধিকারী সকল মানুষ স্বীয় স্বীয় দিব্যধাম হইতে ইহা শুনুন।

৩০। অরং দাসো না মীঢ়ুষে করাণি :—

দাস আমি সেই কৃপাময়ের অর্চনা করিতেছি—নিষ্পাপ হইয়া সেই কঠোর দেবের তুষ্টি সাধন করিতেছি। মঙ্গলময় বরুণ বিপন্নের দুঃখ দূর করেন, সম্পন্নকে আরও অধিক সম্পদ দান করেন।

৩১। অপ স্বু ম্যক্ষ বরুণ ভিয়সম্ :—

হে বরুণ, আমার সকল ভয় দূর করিয়া দাও, হে আমার ন্যায়পরায়ণ সম্রাট্, আমাকে অনুগ্রহ কর। বৎসের গলার রজ্জুর ন্যায়, আমার গলদেশ হইতে পাপের শৃঙ্খল খুলিয়া দাও। তোমার শক্তি ছাড়া কেহ কিছুই করিতে পারে না, চক্ষের পলকও ফেলিতে পারে না।

৩২। উতো ঘা ত্যে পুরুষ্যা ইদ্ আসন্ :—

যে সকল পূর্ব্বতন ঋষিদের প্রার্থনা তুমি শুনিয়াছ, তাহারা তো আমাদের মতন মানুষই ছিলেন। হে মঘবন্, আমি তোমার স্তব করিতেছি; তুমি পিতার ন্যায় আমাদের পরিচালক হও।

৩৩। অয়ম্ অস্মি জরিতঃ পশ্য মেহ :—

হে আমার স্তোতা, এই আমি আসিয়াছি। আমাকে দেখ। সমগ্রবিশ্বজগত্ শক্তিদ্বারা আমিই নিয়ন্ত্রিত করি। আমার আদেশেই ন্যায়মার্গ প্রতিষ্ঠিত হয়—আবার চণ্ড আমিই বিশ্বজগত্ বিচূর্ণ করিয়া ফেলি।

৩৪। ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্ অসি :—

হে বিশ্বরূপ ইন্দ্র, তুমি স্ত্রীও বট, তুমি পুরুষও বট, তুমি কুমার এবং কুমারী উভয়ই বট। আবার বৃদ্ধ হইয়া তুমি যষ্টির সাহায্যে ভ্রমণ কর। সৃষ্টিতে প্রবেশ করিয়া তুমি সকল রূপ গ্রহণ কর। সকল রূপই তোমার রূপ।

৩৫। যদ্ অচরস্ তন্বা বাবৃধানঃ :—

হে ইন্দ্র, বিশাল শক্তিদ্বারা শত্রু নিপাত করিয়া, তুমি যে তোমার প্রভাব

দেখাও, তোমার এই যে যুদ্ধ, তাহা একটা মায়া (অভিনয়) মাত্র। কারণ তোমার শত্রু, পূর্ব্বেও কেহ ছিল না, এখনও কেহ নাই। [সর্ব্বশক্তিমান তুমি তোমার সহিত শত্রুতা করিতে (তোমাকে বাধা দিতে) কে পারে ?]

৩৬। রূপং রূপং প্রতিরূপ বভূব :—

এক একটী করিয়া প্রত্যেকটী জীব ইন্দ্রেরই বিগ্রহ—এইভাবে দেখিলেই (অর্থাত্ প্রতিজীবে তাঁহাকে দেখিলেই) পরমেশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায়। এক ইন্দ্রই (মায়াশক্তি আশ্রয় করিয়া) বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন—তিনি এক সময়েই শত সহস্র অশ্ব আরোহণ সর্বত্র বিচরণ করিতেছেন।

৩৭। য আপির্ নিত্যঃ বরুণ প্রিয়ঃ সন্ :—

হে বরুণ, জীব তোমার নিতান্ত আপনার জন। কিন্তু সখা হইয়াও (পাপ করিয়া) তোমাতে (তোমার নিকট) অপরাধী হইয়াছে। হে পূজ্যতম, পাপের লেশমাত্র থাকিলেও আমরা তোমার আনন্দ ভোগ করিতে পারিব না। হে বিপ্র, আমি স্তব করিতেছি, আমার (এই) বর দেও, [যেন আমি নিষ্পাপ হই।)

৩৮। যস্য ত্রী পূর্ণা মধুনা পদানি :—

যাহার তিনটী (স্থূল-সূক্ষ্ম ও কারণ) পদ বিক্ষেপই মধুতে (আনন্দে) পরিপূর্ণ, এবং স্বমহিমায় অবিনশ্বর ; যিনি একাই তিনকাল ব্যাপিয়া ভূলোক ও দ্যুলোক ধারণ করিয়া আছেন।

৩৯। তদস্য প্রিয়ম্ অভি পাথঃ অশ্যাম্ :—

সেই উরু-ক্রমের প্রিয় পথেই যেন আমরা বিচরণ করি। ভক্তগণ এই পথে চলিতেই ভাল বাসেন। এই প্রকারেই তিনি সকলের বন্ধু। বিষ্ণুর পরম পদেই মধুর (আনন্দের) উত্স্।

৪০। অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম :—

আমি সোম পান করিয়াছি, অমৃত লাভ করিয়াছি [আত্মজ্ঞান অর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়াছি।] আলোক পাইয়াছি, পরমেশ্বরকে জানিতে পারিয়াছি।

শক্র (সংসার) আর আমার কী করিতে পারে? মানুষ যখন অমৃতের (পুরু-ষোত্তমের অস্তিত্বের) সন্ধান পায় তখন তাহার আর কী ভয় থাকিতে পারে?

৪১। সর্ব্বোপনিষদো গাবো :—

উপনিষদ্ সকল গবীর ন্যায়, পার্থ বত্স স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ দোগ্ধা, গীতামৃত দুগ্ধ, এবঞ্চ সুধীগণ এই দুগ্ধ পান করেন।

৪২। গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা :—

গীতাকেই ভাল করিয়া পড়িবে। অন্য অনেক শাস্ত্র পড়িবার কী প্রয়োজন আছে? স্বয়ং পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম হইতে যে গীতা বিনিসৃত হইয়াছে, অন্য কোন শাস্ত্র তাহার তুল্য হইতে পারে না।

৪৩। ভারতে সর্ব্ববেদার্থঃ :—

সকল বেদের সার মহাভারতে আছে। আবার মহাভারতের সার সবই গীতায় আছে। এইজন্য গীতাকে সর্ব্বশাস্ত্রময়ী বলা হইয়া থাকে।

৪৪। কর্ম্মোপাস্তি জ্ঞান ভেদৈ :—

পরমার্থলাভের তিনটী পথ—কর্ম্মযোগ, জ্ঞান যোগ ও ভক্তিযোগ। তদনুযায়ী এই গুরুগ্রন্থ তিন কাণ্ডে বিভক্ত। যাহা এই গ্রন্থে আছে, তাহাই অন্যত্র আছে। যাহা এই গ্রন্থে নাই, তাহা কোথায়ও নাই।

৪৫। শাক্তাঃ সৌরা বৈষ্ণবাশ্চ :—

গাণপত্য (বৌদ্ধ), সৌর (জিন), শৈব (পার্শী), বৈষ্ণব (হিন্দু), এবং শাক্ত (শিখ) এই পাঁচ সম্প্রদায়ই ইহার লোকপাবন পবিত্র বাণী পাঠ করিয়া থাকে।

৪৬। দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে :—

যাহা ব্রহ্মলাভের উপায় তাহাও ব্রহ্মস্বরূপ। এইজন্য বলা হয় ব্রহ্ম দুইটী —শব্দব্রহ্ম (গুরুগ্রন্থ) এবং পরব্রহ্ম (পরমেশ্বর)। শব্দব্রহ্মে অভিজ্ঞ হইলে তবে পরব্রহ্ম লাভ করা যায়।

৪৭। সর্ব্বেভ্য এব দানেভ্যঃ :—

যাহা পরমেশ্বর লাভের সহায়ক, সেই বেদ-দানই সকল দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠদান।

কিন্তু ব্রাহ্মণের (সাধুমহান্তের) সহায়তা ছাড়া বেদের আশয় বুঝিতে পারা যায় না।

৪৮। শাস্ত্রং যদি ভবেদ্ একম্ :—

একটী গ্রন্থকে গুরুগ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য হয়। অসংখ্য শাস্ত্র পড়িয়া জ্ঞান আহরণ করা দুঃসাধ্য।

৪৯। উশনা বেদ যচ্ শাস্ত্রং :—

তাই সকল শাস্ত্র হইতে সঙ্কলন করিয়া এই গুরুগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। অসুর পূজকদিগের গুরু উশনা যাহা বলিয়াছেন, আর তাহার প্রতিপক্ষ দেবপূজক দিগের গুরু বৃহস্পতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলই এখানে পাওয়া যাইবে। এই উভয়বিধ শাস্ত্রের সমন্বয় করিয়া বাসুদেব গোবিন্দ কুরুনন্দনের নিকট ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৫০। বেদোক্তাশ্চৈব যে ধর্ম্মাঃ :—

বেদে যে সকল তত্ত্ব কথিত হইয়াছে, কিন্তু বেদান্তে যে সকল তত্ত্ব কথিত হইয়াছে, অচ্যুতের প্রসাদে তাহা সকলই আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি।

৫১। আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিত্ :—

পূর্ব্বকালেও সাধুগণ উপগীতা পাঠ করিতেন, বর্ত্তমানেও সাধুগণ উপগীতা পাঠ করিতেছেন, ভবিষ্যতেও সাধুগণ এই উপগীতা পাঠ করিবেন। যথায় যাহা কিছু শাশ্বত সত্য, তাহা উপগীতায় নিবদ্ধ।

৫২। ভবন্তো বহুলাঃ সন্তু :—

আপনারা দেশে দেশে ব্যাপ্ত হউন ; সঙ্গে সঙ্গে বেদও সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক। পরন্তু অবধান ব্যতীত বেদের আশয় বুঝিতে পারা যায় না—বেদে অনেক ছল (ব্যাজস্তুতি) আছে।

৫৩। বিভেত্য অল্পশ্রুতাদ্ বেদঃ :—

যাহার জ্ঞান অল্প, তাহাকে দেখিয়া বেদ ভয় পায়, মনে করে এ ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে—কদর্থ করিয়া আমার অঙ্গহানি ঘটাইবে। অল্পজ্ঞ পুরুষ বেদ পাঠ করিলে বুঝিতে পারেন না। উপগীতারূপ উপবেদই তাহাদের আশ্রয়। উপগীতা পড়িয়া ও বুঝিয়া বেদের সার রহস্য অবগত হওয়া যায়।

শ্লোক সূচী

অ

অ

অ

আ (২৭)

আ

ই (১৮)

দ (২৩)

ধ (১১)

ন (৮৪)

ন

ন

ব

ভ (১১)

শ (২৮)

শ

স (৯০)

স

স

স

স

হ (৬)

———

শুদ্ধিপত্র

ভূমিকা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	৯	পথ	পথে
১৫	১৮	শত্রৌ	শত্রৌ চ
১৬	৬	শ্লোক	শ্লোকে
৩৪	২৩	আহ্নিক	আহ্নিক
৩৬	৩	তদ্রুপ	তদ্রূপ
	৪	বংধরের	বংশধরের
	২৩	গোবিসিংহের	গোবিন্দসিংহের
৩৭	১২	মধ্যাহ্নে	মধ্যাহ্নে

মূল

পৃষ্ঠা	শ্লোক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১- ৩	কৃতোদকং	কৃতোদকং
২	১-১০	অস্মত	অস্মত্
৬	১-৩৬	অনবেক্ষমনঃ	অনবেক্ষমাণঃ
৭	১-৪৪	পুনর	পুনর্
	১-৪৮	শতান	শতানি
৯	২- ৫	সুথ	সুখ
	২- ৯	বুদ্ধেঃ	বুদ্ধেঃ
১০	২-১৩	সিদ্ধেশ্বর্	সিদ্ধেশ্বর্
১০	২-১৬ শ্লোকের উপরে	—	গোবিন্দ উবাচ
১৩	২-৩৪	স্থিরৈর	স্থিরৈর্

	২-৩৬	ভূয়িষ্ঠং	ভূয়িষ্ঠাং
	২-৩৬	নাম	নম
	২-৩৭	পরন্তপ	পরন্তপ
২২	৩-৪৫	প্রর্থয়ন্তে	প্রার্থয়ন্তে
	৩-৪৬	নন্দা	নান্দা
	৩-৪৯	স্ববাবন্	স্বধাবন্
২৪	৪- ৭	বধতে	বর্ধতে
২৬	৪-২৮	ত্যক্তা	ত্যক্ত্বা
৩০	৫- ২	সাংখং	সাংখ্যং
৩২	৫-১৫	সিব্যন্তে	সিধ্যন্তে
৩৪	৫-৩৫	বিজুগুপসতে	বিজুগুপ্সতে
৪১	৬-৩৫	জস্তর্	জস্তর্
৪৩	৬-৪৫	পীড়রেৎ	পীড়য়েৎ
৫০	৭-৪৫	যদি	যদ্
৫৪	৮-১১	অস্ত	অস্তি
৬২	৯-১২	তাকক	তার্কিক
৬৭	৯-৪৯	নানুভব্যিতা	নানুভাব্যতা
৭২	১০-১৯	ম্বেনং	ম্বেনং
৭৫	১০-৪৪	অপ্যস্তৎ	অপ্যসৎ
	১০-৪৮	আসাদ্	আসীদ্
৭৬	১০-৫০	বিজানীয়াম	বিজানীয়াম্
৭৭	১১- ৩	কারণাণি	কারণানি
৭৯	১১-১৭	তপত	তপতি
৮২	১১-৩৮	সুখা	সুখী

৮৩	১১-৪৩	নানীয়ো	নাণীয়ো
	১১-৪৪	ত্রিকালাদ	ত্রিকালাদ্
৮৬	১২- ৩	সন্ধীয়ত	সন্ধয়ীত
৮৭	১২- ৮	প্রপাড্যেহ	প্রপীড্যেহ
	১২-১১	পৃথ্ব্য	পৃথ্ব্য,
৮৮	১২-১৩	কৃতার্থোং	কৃতার্থো
	১২-১৬	প্রণবেণ	প্রণবেন
৮৯	১২-১৯	ভপসা	তপসা
	১২-২০	অ্নু	অ্ণু
	১২-২১	পঞ্চাবিতিষ্ঠন্তে	পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে
৯০	১২-২৭	বস্ত্ব	বস্ত্ব,
৯১	১২-৩৬	কর্ম্ম্যণী	কর্ম্মাণী
৯২	১২-৪৭	দা	তদা
৯৪	১৩-১৩	চাম্মান্ ন বিভেতি	চাম্মান্ ন বিভ্যতি
৯৪	১৩-১৪	মৃত্যুমভিগচ্ছতি	মৃত্যুমধিগচ্ছতি
৯৬	১৩-২৮	তস্মাৎ	তস্মাৎ
	১৩-৩০	কতু	কতু´
৯৭	১৩-৩৬	ষথা	যথা
	১৩-৩৭	চরেদ	চরেদ,
৯৮	১৩-৪০	মন্তযানঃ	মন্তমানঃ
৯৯	১৩-৫১	মুনির	মুনির্
১০০	১৪- ১	৪-১৮০	৪-১৮
১০১	১৪- ৭	নাস্থ	নাস্থো
১০১	১৪- ৯	বির্শ্বস্ত	বিশ্বস্ত

১০২	১৪-১১	যস্মিন্ন্	যস্মিন্ন্
	১৪-১৩	বরণশ্চ	বরুণশ্চ
	১৪-১৩	ঈড়য়াব	ঈরয়াব
১০৩	১৪-১৮	স	সঃ
১০৪	১৪-২৭	যস্থানুবিত্ত	যস্থানুবিত্তঃ
১০৫	১৪-২৯	অণু	অণুঃ
	১৪-৩৩	ব্রহ্মা	ব্রহ্ম
১০৯	১৫- ৫	তৎসমশ	তৎসমশ্
১১০	১৫-১৪	প্রজে্মা	প্রজ্মো
১১৪	১৫-৩১	বত্সাদ	বত্সাদ্
	১৫-৩৩	মহ্লা	মহ্না
১১৭	১৫-৪৩	নীলকষ্ঠ	নীলকণ্ঠ
	১৫-৪৭	পান্তি	শান্তি
	১৫-৪৯	কুরূ	কুরু

অনুবাদ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	১২	কেইবা	কেহ বা
২৪	১৪	যতনা	যত না
২৫	১৭	পারিব	পারিবে
২৮	২২	সুখবার	সুখকর
২৯	৫	ক্ষেত্রেই	ক্ষেত্রই
	২১	ইহাদিগকে	ইহাদিগে
৩৪	৮	মম	মন

৪১	৩	তাঁহার	তাঁহারা
৪৩	১৩	,ছিল	ছিল,
	১৪	কাপাচ্য	কাপচ্য
৫৩	১৭	নির্বোধ	নির্বাধ
৫৪	৫	আহুর	অহুর
৫৮	৫	পরপাড়ন	পরপীড়ন
৫৯	১৪	থাকে	থাক
৬২	৫	অনসিক্ত	অনাসক্ত
	১৩	সলাজে	সমাজে
৬৪	৬	লোক	লোভ
	৭	বিভেদে	বিভেদ
৬৭	২৪	পরিহাস	পরিহার
৭৩	৮	একাভূত	একীভূত
৭৪	৭	কর্মক	কর্ম
	২০	অমৃত ব্রহ্মের	অমৃত-ব্রহ্মের
৭৬	১০	তাহারা	তাঁহার
৮৪	১০	স্বাকার	স্বীকার
৮৬	২৪	,না	না,
৮৮	৯	ভড়	জড়
	১৪	স্রেষ্টা	স্রষ্টা
	২২	"ত্বম্ত্বম্	"তত্ ত্বম্
৯০	১৪	ইহা	কী"? ইহা
৯২	২	মাত্রা	মাত্র
৯৮	৪	আছে	আছে ?]

১০৩	২১	আলেচনা	আলোচনা
১০৪	১৫	জ্ঞানযোগিক	জ্ঞানযোগির
১০৯	১	এখন	এমন
১১০	২	অগ্নির	অগ্নি
১১৬	৪	সুসম্বন্ধ	সুসম্বদ্ধ
	২৪	নিদেশে	নির্দেশ
১২৩	১১	আত্মার	আত্মায়
১২৯	২০	যাজ্ঞ	যাচ্ঞা
১৩৫	৪	দ্বন্দের	দ্বন্দ্বের
	২২	জগতে	"জগতে
১৩৭	১৯	যায়	যায় না।
১৩৯	১	বিশ্বকৃত	বিশ্বকৃত্
১৪২	১৫	চিন্তার	চিন্তায়
১৪৬	১৯	করিয়াছ	করিয়াছে
১৫০	৮	আরোহণ	আরোহণ করিয়া

৮০ পৃষ্ঠা ১৯ পংক্তির পর যোগ করিতে হইবে—

৮-৪৮। এষ নিত্যো মহিমা—

ব্রহ্ম অনন্ত—তিনি বাড়েনও না, কমেনও না। ইহাই তাহার মহিমা। ব্রহ্মবিদ্‌ও সেইরূপ স্বয়ংপূর্ণ; কোন কর্ম দ্বারা (করিয়া) তিনি বড়ও হন না, কোন কর্ম দ্বারা (না করিয়া) ছোটও হন না। (যিনি স্বতঃ-ই পূর্ণ, তিনি আর বড় হইবেন কেমনে? যিনি কিছুর জন্যই পরের উপর নির্ভর করেন না, তাহাকে ছোট করিবে কে)? ব্রহ্মবিদের অবস্থা উপলব্ধি করিবে। তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিয়াই কর্ম করিবে অর্থাৎ

নিজের কোন অভাব পূরণের জন্য কর্ম করিবে না। ফলের (সুখের) আশা না করিয়া নিষ্কাম কর্ম করিয়া যাইবে। তাহা হইলে আর (লব্ধব্য থাকে না বলিয়া) কর্তব্য থাকে না, কিঞ্চ কর্তব্য না করার দরুণ পাপও (নৈরাশ্যও) হইতে পারে না।

৮-৪৯। ন নরেণাবরেণ—

অপর কেহ সাক্ষি-আত্মার অস্তিত্ব বুঝাইয়া দিতে পারে না। নিজে স্থিরভাবে বার বার চিন্তা করিলে, তবে ইহার উপলব্ধি হয়। ইহা অনন্যপ্রোক্ত—অন্য কেহ ইহা বলিয়া দিতে পারে না। ইহা অতি দুরূহ তত্ত্ব; সহজে ইহাতে প্রবেশ করা যায় না। অনু হইতেও সূক্ষ্ম এই তত্ত্ব তর্কেরও অগম্য।

৮-৫০। সত্যম্ এব জয়তে—

সত্যেরই জয় হয় (চিরস্থায়িত্ব আছে)—মিথ্যার নহে। দেবযান পথ সত্য দ্বারাই গঠিত (সত্যপরায়ণতা দ্বারাই দেবতার সাক্ষাত্‌লাভ হইতে পারে)। আপ্তকাম (নিষ্কাম) ঋষিগণ, এই সত্যপথে বিচরণ করিয়াই, সত্যের আশ্রয় যে ঈশ্বর তাঁহার নিকট পৌছেন।

OPINIONS.
ON
THE PANCA-DASI GITA

1. PANDIT S. D. SATWALEKAR OF SWADHYAYA MANDAL AUNDH.

17-4-37:

The arrangement is so excellent that I wish to keep this book permanently on my table for ready reference. *Every Hindu must have a copy of this book.*

2. S. G. BHALERAO OF BHARADWAJA ASRAMA POONA 12-4-37

I must say you have displayed in this book your wonted resourcefulness and a great synthetic ability *to make it entirely a new Gita.*

3. H. D. CHOPRA, M.A.

Professor, Sanatan Dharma College Lahore.

29-3-37.

The work shows a masterly exposition of the real and practical Hindu Religion. I have recommeuded the book to the Board for Theological Studies for prescription in I.A. and B.A. class in our college.

———

১। প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

বাগবাজার বিশ্বকোষ কার্য্যালয়—৬-১-৩৪

প্রণাম পুরঃসর নিবেদন—

মহাশয়ের কার্ড ও সেই সঙ্গে "রামচন্দ্র ও জরথুশত্র" পুস্তিকা পাইয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। বাস্তবিক আপনার গবেষণা ও আলোচনা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। প্রাচীন পারসিক ও বৈদিক আর্য্য সমাজ সম্বন্ধে এরূপ ভাবে দার্শনিক আলোচনা পূর্বে আর কেহ করেন নাই। এরূপ গ্রন্থের বহু প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিশ্বকোষের ২য় সংস্করণ বাহির হইতেছে। এই জাতীয় গ্রন্থে আপনার ন্যায় দার্শনিকের আনুকূল্য প্রার্থনা করি। অকারাদি বর্ণানুক্রমে আপনার অভীপ্সিত শব্দ লিখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। বিশ্বকোষে আপনার নামেই প্রকাশিত হইবে।

বিনীত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

২। রায় বাহাদুর গণেশ চন্দ্র গুপ্ত

বরিশাল—৩-৯-১৯৩৭

গ্রন্থখানি পড়িয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়াছি। আপনার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, মৌলিকতা, তত্বানুসন্ধান ও ধর্মানুরাগ আপনার অনন্যসাধারণ দেশ প্রেমকে উজ্জ্বল ও মহিম-মণ্ডিত করিয়াছে। শিখ তন্ত্র সম্বন্ধে শিখদিগের মূলগ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়া যাহা

লিখিয়াছেন, তাহা ভারতবাসী মাত্রেরই বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। পারসিক, হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, প্রত্যেক জাতির ও তন্ত্রের মূলগ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া, তত্‌সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষীগণের মত বিবৃত করা ও নিজের সুচিন্তিত ও সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা দ্বারা মূল বেদ এবং উপনিষদ্ এবং জেন্দাবেস্তা (যস্ন ও গাথা) হইতে তাহা সমর্থন করা বঙ্গভাষায় নূতন সৃষ্টি। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পারসিক, জৈন, বৌদ্ধ সকলের পক্ষেই ইহা পরম মঙ্গলজনক। প্রত্যেক প্রাচীন ও নূতন গ্রন্থের মূল শ্লোক অতি সহজ ভাষায় বিবৃত করা, এবং তাহাদের মৌলিক একত্ব ও অজ্ঞতাবশতঃ ব্যবহারিক পার্থক্য পরিস্ফুট করায় সর্বধর্মের সমন্বয় অতি সুন্দররূপে সমর্থিত হইয়াছে। কোন ও ধর্মের প্রতি ইহাতে বিদ্বেষভাব নাই। সমস্ত ধর্মের প্রতি প্রচার শ্রদ্ধার সহিত মূলগ্রন্থের আলোচনা করায় গ্রন্থখানি সকলেরই সুপাঠ্য হইয়াছে। কাহারও মতের সহিত অনৈক্য হইলেও অসহিষ্ণু বা ধৈর্য্যচ্যুত হইবার কারণ নাই। বিষয় কঠিন হইলেও ভাষার সরলতা ও প্রত্যেক মূলশব্দের ব্যাখ্যার প্রণালীতে জটিল বিষগুলিও সুখবোধ্য হইয়াছে।

বরিশাল সাহিত্য-পরিষদ হইতে আপনাকে "জেন্দ-তত্ত্ব বিশারদ" উপাধি দানের সংকল্প করিয়াছি।

গুরু গ্রন্থমালা পর্য্যায়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

ক—বেদ।

(১) *বৈদিক গীতা—

বেদের উত্তম ঋক্ (শ্লোক)গুলি কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের নিষ্ঠা (Principle) অনুযায়ী সংগৃহীত। প্রতি তিথিতে অনুবচনের সুবিধার নিমিত্ত পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত।

মূল (দেবনাগর অক্ষরে) কিঞ্চ ইংরাজি অনুবাদ।

মূল্য—২৲

খ—অথর্ব বেদ।

(২) পৃশ্নি-গাথা—

অথর্ব-আঙ্গিরস বেদের সার পৃশ্নি, কিঞ্চ অথর্ব-ভার্গব বেদের সার গাথা।

দেবনাগর অক্ষরে মূল, কিঞ্চ ইংরাজি অনুবাদ। মূল্য—১৲

Chreag-Office :—**P.o. Navsari, (Bombay)**

(৩) গাথা—

পার্শীদিগের ধর্ম-গুরু ভগবান জরথুস্ত্রের শ্রীমুখ বাণী। অথর্ব-ভার্গব বেদের (উপস্থার) সার তত্ব।

দেবনাগর অক্ষরে (জেন্দ ভাষায়) মূল, সংস্কৃত ভাষায় অন্বয়, পাণিনির সূত্র অনুযায়ী শব্দের ব্যুত্পত্তি, ইংরাজী ও গুজরাতী অনুবাদ সহ। গাথার রহস্য বুঝিবার পক্ষে শ্রেষ্ঠ সহায়ক।

মূল্য—২৲

Ananda Sagar Press P. O. Navsari (Bombay)

গ—উপবেদ (উপনিষদ্)

(৪) *উপ-গীতা—

উপনিষদের শ্রেষ্ঠ শ্লোকগুলি, কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-যোগের নিষ্ঠা অনুযায়ী সজ্জিত। প্রতি তিথিতে আবৃত্তির সুবিধার নিমিত্ত পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। মূল ও বঙ্গানুবাদ।

মূল্য—২৲

ঘ—মহাভারত

(৫) *গীতা-পঞ্চদশী—

গীতার শ্লোকগুলি কর্ম জ্ঞান ও ভক্তিযোগের নিষ্ঠা অনুযায়ী সজ্জিত। পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। মূল শ্লোক কিঞ্চ গরিষ্ঠ শ্লোক গুলির বঙ্গানুবাদ।

মূল্য—১৲

ঙ—ত্রিপিটক (বৌদ্ধ শাস্ত্র)

(৬) ধর্মপদম্—

তথাগত গৌতম বুদ্ধের শ্রীমুখবাণীর সারসংগ্রহ। পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। (সংকলনীয়)

চ—সিদ্ধান্ত (জৈন শাস্ত্র)

(৭) *মুল সুত্রম্—

মহাবীর বর্ধমান জিনের শ্রীমুখবাণীর সারসংগ্রহ। পঞ্চদশ অধ্যায়ে সজ্জিত। মূল কিঞ্চ বঙ্গানুবাদ। মুল্য—১৲

ছ—বেদান্ত (দর্শন)

(৮) তত্ত্ববোধ—

জগদ্-গুরু শঙ্করাচার্য্যের বাণীর সারসংগ্রহ। পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। মূল কিঞ্চ বঙ্গানুবাদ। (সংকলনীয়)

জ—পুরাণ

(৯) ভাগবতামৃতম্—

ভাগবত হইতে মহাপ্রভু চৈতন্যের শ্রেষ্ঠ শ্লোকের সংগ্রহ। পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। মূল ও বঙ্গানুবাদ।

(সংকলনীয়)

ঝ—আগম

(১০) *জাপ অথবা গণচণ্ডী—

বৈদিক চক্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা একনাথ গুরু গোবিন্দ সিংহের শ্রীমুখবাণীর সার সংগ্রহ। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-যোগের পরিনিষ্ঠা অনুযায়ী পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। গুরুমুখী ভাষায় (বঙ্গাক্ষরে) মূল, কিঞ্চ বঙ্গানুবাদ।

মূল্য—১৲

গ্রন্থকার রচিত অন্যান্য পুস্তক।

(১) *রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র—

হিন্দু, পার্শী, ইসলাম ও শিখতন্ত্রের তুলনা মূলক আলোচনা। (তৃতীয় সংস্করণ) মূল্য—২৲

(২) **Ramacandra and Zarathushtra**

ঐ ইংরাজী ভাষায় মূল্য—২৲

(৩) **Ethical Conceptions of the Gatha**

বেদান্ত দর্শনের আলোকে পার্শীতন্ত্রের ব্যাখ্যা। শান্তি-পর্বোক্ত নারায়ণীয় অধ্যায়গুলির উহ্য ইঙ্গিত। মূল্য—২৲

Jehangir B. Karani's Sons
220—22 Bara Bazar, Bombay (Fort)

(৪) *জপজী—

শিখতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা দেবর্ষি নানকের বাণী। মূল ও বঙ্গানুবাদ মূল্য—১৲

(৫) **Panca Dasi Gita**

Important Slokas of the Mahabharata arranged in 15 chapters with English translation.
Price—Re. 2/-

Samarha Bharat Press 947 Sadasiv Peth—Poona 2

(৬) **Gita Govindam**

Sclected sayirgs of Guru Govinda Sinha with English Translation. Price -/8/-

অকাল নিবাস,
৪১ লেক এভিনিউ
কবীর রোড
কালীঘাট, কলিকাতা

*চিহ্নিত পুস্তকগুলির প্রাপ্তিস্থান—সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

গ্রন্থকার রচিত অন্যান্য পুস্তক

১।	বৈদিক-গীতা	....	২৲
২।	গীতা-পঞ্চদশী	....	২৲
৩।	পৃশ্নি-গাথা	....	১৲
৪।	জাপ	....	২৲
৫।	মূল সূত্রম্	....	১৲
৬।	জপজী	....	১৲
৭।	রামচন্দ্র ও জরথুশ্‌ত্র	....	২৲